বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

স্থিতি-প্রকরণম্

প্রাপ্তিস্থান:—পি, ঘোষ এণ্ড কোং
২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

দাম : সাড়ে সাত টাকা

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

তথ তাং মনসা ধ্যায়ংস্তত্রৈবামীলিতেক্ষণঃ।
আরব্ধবান্ মনোরাজ্যমিদমেকঃ কিলোশনা॥ ১॥
এষা হি ললনা ব্যোম্নি সহস্রনয়নালয়ে।
সম্প্রাপ্তোয়মহং স্বর্গমালোলসুরসুন্দরম্॥ ২॥
ইমে তে মৃদুমন্দার কুসুমোত্তংসসুন্দরাঃ।
দ্রবৎকনকনিষ্যন্দ বিলাসিবপুষঃ সুরাঃ॥ ৩॥
ইমাস্তা লোচনোল্লাস দৃষ্টনীলাব্জদৃষ্টয়ঃ।
মুগ্ধহাসবিলাসিন্যঃ কান্তা হরিণদৃষ্টয়ঃ॥ ৪॥
ইমে তে কৌসুমোদ্যোতা অন্যোন্যপ্রতিবিম্বিতাঃ
বিশ্বরূপোপমাকারা মরুতোমত্তকাশিনঃ॥ ৫॥
ঐরাবণকটামোদবিরক্তমধুপশ্রুতাঃ।
ইমাস্তাঃ কাকলীগীতা গীর্ব্বাণগণগীতয়ঃ॥ ৬॥
ইয়ং সা কনকাম্ভোজ চলদ্বৈরিঞ্চ সারসা।
মন্দাকিনীতটোদ্যান বিশ্রান্তসুরনায়কা॥ ৭॥

এতে তে যমচন্দ্রেন্দ্র সূর্য্যানলজলানিলাঃ।
লোকপালাস্তনূদ্যোত কীর্ণদীপ্তানলার্চ্চিষঃ ॥ ৮ ॥
অয়ং সরণবৃত্তান্ত হেতিকণ্ডূয়িতাননঃ।
ঐরাবণোরণে দন্ত প্রোতদৈত্যেন্দ্রমণ্ডলঃ ॥ ৯ ॥
ইমে তে ভূতলস্থানাদ্ব্যোম্নি তারকতাং গতাঃ।
বৈমানিকাশ্চরচ্চারু চামীকরময়াতপাঃ ॥ ১০ ॥
মেরূপলতলাস্ফাল সীকরাকীর্ণদেবতাঃ।
এতাস্তাঃ কীর্ণমন্দারা গঙ্গাসলিলবীচয়ঃ ॥ ১১ ॥
এতাঃ প্রসৃতমন্দার মঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরাঃ।
দোলালোলাপ্সরঃ শ্রেণ্যঃ শক্রোপবনবীথয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইমে তে কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধয়ঃ।
চন্দ্রাংশুনিকরাকারাঃ পারিজাতসমীরণাঃ ॥ ১৩ ॥
পুষ্পকেসরনীহার পটবাসরণোৎসুকৈঃ।
লতাঙ্গনাগণৈর্ব্ব্যাপ্তমিদং তন্নন্দনং বনম্ ॥ ১৪ ॥
কান্তগীতরবানন্দ প্রনর্ত্তিতসুরাঙ্গনৌ।
ইমৌ তৌ বল্লকীস্নিগ্ধস্বরৌ নারদতুম্বুরূ ॥ ১৫ ॥
ইমে তে পুণ্যকর্ত্তারো ভূরিভূষণভূষিতাঃ।
ব্যোমন্যুড্ডীয়মানেষু বিমানেষু চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
মদমন্মথমত্তাঙ্গ্য ইমাস্তাঃ সুরযোষিতঃ।
দেবেশ্বরং নিষেবন্তে বনং বনলতা ইব ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রাশ্মজালকুসুমা শ্চিন্তামণিগুলুচ্ছকাঃ
কল্পবৃক্ষা ইমে পক্ক ফলস্তবকদন্তুরাঃ ॥ ১৮ ॥
ইহ তাবদিমং শক্রমহমাসনসংস্থিতম্।
দ্বিতীয়মিব ত্রৈলোক্য স্রষ্টারমভিবাদয়ে ॥ ১৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য শুক্রেণ মনসৈব শচীপতিঃ।
তেনাভিবাদিতস্তত্র দ্বিতীয় ইব খে ভৃগুঃ ॥ ২০ ॥
অথ সাদরমুত্থায় শুক্রঃ শক্রেণ পূজিতঃ।
গৃহীতহস্ত আনীয় সমীপমুপবেশিতঃ ॥ ২১ ॥
ধন্যস্ত্বদাগমেনাথ স্বর্গোয়ং শুক্র শোভতে।
উষ্যতাং চিরমেবেহ শক্র ইত্থমুবাচ তম্ ॥ ২২ ॥
অথ তত্রোপবিশ্যাসৌ ভার্গবঃ শোভিতাননঃ।
শ্রিয়ং জহার শশিনঃ সকলস্যামলস্য চ ॥ ২৩ ॥

সকলসুরগণাভিবন্দিতোসৌ
ভৃগুতনয়ঃ শতমন্যুপার্শ্বসংস্থঃ।
চিরতরমতুলামবাপ তুষ্টিং
নরপতিসত্তমলালনং বভূব ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে
ভার্গবমনোরাজ্যং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

———

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

—:০:—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি শুক্রঃ পুরং প্রাপ্য বৈবুধং স্বেন তেজসা।
বিসস্মার নিজং ভাবং প্রাক্তনং ব্যসনং বিনা ॥ ১ ॥
মুহূর্ত্তমিব বিশ্রম্য তস্য পার্শ্বে শচীপতেঃ।
স্বর্গং বিহর্ত্তুমুত্তস্থৌ স্বর্গাভিপরিমোদিতঃ ॥ ২ ॥
স্বঃশ্রিয়ং স সমালোক্য লোললোচনবাঞ্ছিতাম্।
স্ত্রৈণং দ্রষ্টুং জগামাসৌ নলিনীমিব সারসঃ ॥ ৩ ॥
তত্র তাং মৃগশাবাক্ষীং কান্তামধ্যগতামসৌ।
দদর্শ বিপিনান্তঃস্থাং ভৃগুশ্চূতলতামিব ॥ ৪ ॥
সাপি তং ভার্গবং রাম দৃষ্ট্বা পরবশাভবৎ।
তামালোক্য লসল্লোল বিলাসবলিতাকৃতিম্ ॥ ৫ ॥
আসীদ্বিলীয়মানাঙ্গো জ্যোৎস্নামিন্দুমণির্যথা।
বিলীয়মানসর্ব্বাঙ্গস্তামবৈক্ষত কামিনীম্ ॥ ৬ ॥
চন্দ্রকান্ত ইব জ্যোৎস্নাং শীতলাং খে বিলাসিনীম্।
তেনাবলোকিতা সাপি তৎপরায়ণতাং গতা ॥ ৭ ॥

নিশান্তে চক্রবাকেন কান্তেব পরিকূজিতা।
রসাদ্বিকসিতা নূনমন্যোন্যমনুরক্তয়োঃ ॥ ৮ ॥
প্রাতরর্কনলিন্যোর্যা শোভা সৈব তয়োরভূৎ।
সঙ্কল্পিতার্থদায়িত্বাদ্দেশস্যাভূচ্চ তেন সা ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাঙ্গং বিবশীকৃত্য কামায়ৈব সমর্পিতা।
পেতুঃ স্মরশরাস্তস্যা মৃদুম্বঙ্গেষু ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥
পলাশেষ্বিব পদ্মিন্যা ধারা ইব পয়োমুচঃ।
সা বভূব স্মরোদ্ধূতা লোলালিবলয়াকুলা ॥ ১১ ॥
মন্দবাতাভিনুন্নায়া মঞ্জর্য্যাঃ সহধর্ম্মিণী।
নীলনীরজনেত্রান্তাং হংসসারসগামিনীম ॥ ১২ ॥
মদনঃ ক্ষোভয়ামাস গজঃ কমলিনীমিব।
অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা শুক্রঃ সঙ্কল্পিতার্থভাক্। ১৩।
তমঃ সঙ্কল্পয়ামাস সংহার ইব ভূতভুক্।
ত্রিবিষ্টপস্য দেশোসৌ বভূব তিমিরাকুলঃ ॥ ১৪ ॥
ভূলোকস্যান্ধতমসা লোকালোকতটো যথা।
লজ্জান্ধকারতীক্ষ্ণাংশৌ তস্মিংস্তিতিমিরমণ্ডলে ॥ ১৫॥
প্রতিষ্ঠামাগতে তস্য মিথুনস্যেব মণ্ডলে।
তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু গতেম্বভিমতাং দিশম্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ প্রদেশাদ্ভূলোকে দিনান্তে বিহগেষ্বিব।
সা দীর্ঘচঞ্চলাপাঙ্গী প্রবৃদ্ধমদনব্যথা ॥ ১৭ ॥

আজগাম ভৃগোঃ পুত্রং ময়ূরী বারিদং যথা ।
ধবলাগারমধ্যস্থে পর্য্যঙ্কে পরিকল্পিতে ॥ ১৮ ॥
বিবেশ ভার্গবস্তত্র ক্ষীরোদ ইব মাধবঃ ।
সা করাববলম্ব্যাস্য বিবেশাবনতাননা ॥ ১৯ ॥
ররাজ চ স্থরেভস্য হৃদি লগ্নেব পদ্মিনী ।
উবাচ চেদং মধুরং রসস্নেহাক্তয়া গিরা ॥ ২০ ॥
বচোমধুরমানন্দ বিলাসবলিতাক্ষরম ।
পশ্যামলেন্দুবদন মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ ॥ ২১ ॥
অবলামনুবধ্নাতি মামেষ কিল নাঙ্গকঃ ।
পাহি মামবলাং নাথ দীনাস্ত্বচ্ছরণামিহ ॥ ২২ ॥
কৃপণাশ্বাসনং সাধো বিদ্ধি সচ্চরিতব্রতম ।
স্নেহদৃষ্টিমজানদ্ভির্মূঢৈরেব মহামতে ॥ ২৩ ॥
প্রণয়া অবগণ্যন্তে ন রসজ্ঞৈঃ কদাচন ।
অশঙ্কিতোপসম্পন্নঃ প্রণয়োন্যোন্যরক্তয়োঃ ॥ ২৪ ॥
অধঃকরোতি নিষ্যন্দং চন্দ্রমাহ্লাদনং প্রিয় ।
ন তথা স্থখয়ত্যেষা চেতস্ত্রিভুবনেশিতা ॥ ২৫ ॥
যথা পরস্পরানন্দঃ স্নেহঃ প্রথমরক্তয়োঃ ।
ত্বৎপাদস্পর্শনেনেয়ং সমাশ্বস্তাস্মি মানদ ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রপাদপরামৃষ্টা যথা নিশি কুমুদ্বতী ।
সংস্পর্শামৃতপানেন তব জীবামি সুন্দর ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রাংশুরসপানেন চকোরী চপলা যথা ।
মামিমাং চরণালীনাং ভ্রমরীং করপল্লবৈঃ ॥ ২৮ ॥
আলিঙ্গ্যামৃতসম্পূর্ণে স্বপদ্মহৃদয়ে কুরু ।
ইত্যুক্ত্বা পুষ্পাম্বদ্বঙ্গী সা তস্য পতিতোরসি ।
ব্যাঘূর্ণিতালিনয়না সুতরোরিব মঞ্জরী ॥ ২৯ ॥

তৌ দম্পতী তত্র বিলাসকান্তী
বিবেশতুস্তাসু বনস্থলীষু ।
কিঞ্জল্কগৌরানিলঘূর্ণিতাসু ।
রক্তৌ দ্বিরেফাবিব পদ্মিনীষু ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে নবসঙ্গমো
নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

———

অষ্টমঃ সর্গঃ

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি চিত্তবিলাসেন চিরমুৎপ্রোক্ষিতৈঃ প্রিয়ৈঃ ।
প্রণয়ৈর্ভার্গবস্যাসীত্তুষ্টয়ে সুসমাগমঃ ॥ ১ ॥
মন্দারমালাকলয়া বিবুধাসবমত্তয়া ।
তদা তেন তয়া সার্দ্ধং দ্বিতীয়েনামলেন্দুনা ॥ ২ ॥
বিহৃতং মত্তহংসাসু হেমপঙ্কজিনীষু চ ।
তটীষ্বমরবাহিন্যাঃ সহ চারণকিন্নরৈঃ ॥ ৩ ॥
পীতমিন্দু দলস্যন্দৈর্দ্দেবৈঃ সহ রসায়নম্ ।
পারিজাতলতাজাল নিলয়েষু বিলাসিনা ॥ ৪ ॥
চারুচৈত্ররথোদ্যান লতালোলাসু দোলয়া ।
চিরং বিলসিতং ব্যগ্রৈঃ সহ বিদ্যাধরীগণৈঃ ॥ ৫ ॥
নন্দনোপবনাভোগো মন্দরেণেব বারিধিঃ ।
ভৃশমালোড্যতাং নীতঃ প্রথমৈঃ সহ শাম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥
বালহেমলতাজাল জটালাসু নদীষু চ ।
ভ্রান্তমুন্মত্তনাগেন মৈরবীষ্বব্জিনীষ্বিব ॥ ৭ ॥

কৈলাসবনকুঞ্জেষু তয়া সহ বিলাসিনা।
হরেন্দুধবলা রাত্র্যঃ ক্ষিপিতা গুণগীতিভিঃ ॥ ৮ ॥
গন্ধমাদনশৈলস্য বিশ্রম্যোপরিসানুষু।
সা তেন কনকাম্ভোজৈরাপাদমভিমণ্ডিতা ॥৯॥
লোকালোকতটান্তেষু বিচিত্রাশ্চর্য্যহারিষু।
ক্রীড়িতং কৃতহাসেন রাম তেন তয়া সহ ॥১০॥
মন্দরান্তরকচ্ছেষু সার্দ্ধং হরিণশাবকৈঃ।
অবসৎ স সমাঃ ষষ্টিং কল্পিতামরমন্দিরে ॥১১॥
ক্ষীরার্ণবতটীম্বস্য বনিতা সহচারিণঃ।
ক্ষীণং কৃতযুগাদর্দ্ধং শ্বেতদ্বীপজনৈঃ সহ ॥ ১২ ॥
গন্ধর্ব্বনগরোদ্যান লীলাবিরচনৈরসৌ।
স্রষ্টানন্তজগৎসৃষ্টেঃ কালস্যানুকৃতিং গতঃ ॥ ১৩ ॥
অথাবসদসৌ শুক্রঃ পুরন্দরপুরে পুনঃ।
সুখং চতুর্যুগান্যষ্টৌ হরিণেক্ষণয়া সহ ॥ ১৪ ॥
পুণ্যক্ষয়ানুসন্ধানাৎ ততশ্চাবনিমণ্ডলে।
তয়ৈব সহ মানিন্যা পপাতোপহতাকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥
পরালূনসমস্তাঙ্গো হৃতস্যন্দননন্দনঃ।
চিন্তাপরবশোধ্বস্তঃ সমিতীব হতোভটঃ ॥ ১৬ ॥
পতিতস্যাবনৌ তস্য চিন্তয়া সহ দীর্ঘয়া।
শরীরং শতধা জাতং শিলাপাতীব নির্ঝরঃ ॥ ১৭ ॥

সংশীর্ণয়োর্দেহকয়োশ্চিত্তকে ব্যসনাবিলে।
বিচেরতুস্তয়োর্ব্যোম্নি নির্নীড়ৌ বিহগৌ যথা ॥ ১৮ ॥
তত্রাবিবিশতুশ্চান্দ্রং তে চিত্তে রশ্মিজালকম্।
প্রালেয়তামুপেত্যাশু শালিতামথ জগ্মতুঃ ॥ ১৯ ॥
শালীংস্তান্ ভুক্তবান্ পক্কান্ দশার্ণেষু দ্বিজোত্তমঃ।
স শুক্রঃ শুক্রতামেত্য তদ্ভার্য্যাতনয়োভবৎ ॥ ২০ ॥
ততোমুনীনাং সংসর্গাত্তপস্যগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
অবসন্মেরুগহনে মন্বন্তরমনিন্দিতঃ ॥ ২১ ॥
তত্র তস্য সমুৎপন্নোম্মৃগ্যাঃ পুত্রোনরাকৃতিঃ।
তৎস্নেহেন পরং মোহং পুনরপ্যাযযৌ ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
পুত্রস্যাস্য ধনং মেস্তু গুণাশ্চায়ুশ্চ শাশ্বতম্।
ইত্যনারতচিন্তাভির্জহৌ সত্যামবস্থিতিম্ ॥ ২৩ ॥
ধর্ম্মচিন্তাপরিভ্রংশাৎ পুত্রার্থং ভোগচিন্তয়া।
ক্ষীণায়ুষং তমহরন্ মৃত্যুঃসর্প ইবানিলম্ ॥ ২৪ ॥
ভোগৈকচিন্তয়া সার্দ্ধং সমমুৎক্রান্তচেতনঃ।
প্রাপ্য মদ্রেশপুত্রত্বমাসীন্মদ্রমহীপতিঃ ॥ ২৫ ॥
মদ্রদেশে চিরং কৃত্বা রাজ্যমুৎসন্নশাত্রবম্।
জরামভ্যাজগামাত্র হিমাশনিরিবাম্বুজম্ ॥ ২৬ ॥
মদ্ররাজতনুং চারুং তপোবাসনয়া সহ।
তত্যাজ তেন জাতোসৌ তপস্বী তাপসাত্মজঃ ॥২৭॥

সমঙ্গায়া মহানদ্যাস্তটমাসাদ্য তাপসঃ।
তপস্তেপে মহাবুদ্ধিঃ স রাম বিগতজ্বরঃ॥ ২৮॥

বিবিধজন্মদশাং বিবিধাশয়ঃ
সমনুভূয় শরীরপরম্পরাঃ।
সুখমতিষ্ঠদসৌ ভৃগুনন্দনো
বরনদীস্থ তটে দৃঢ়বৃক্ষবৎ ॥২৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে ভার্গবোপাখ্যানে শুক্রবিবিধজন্মানুভবোনাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

নবমঃ সর্গঃ ।

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য শুক্রস্য পিতুরগ্রতঃ ।
জগামাতিতরাং কালো বহুসম্বৎসরাত্মকঃ ॥ ১ ॥
অথ কালেন মহতা পবনাতপজর্জ্জরঃ ।
কায়স্তস্য পপাতোর্ব্যাং ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ২ ॥
মনস্তু চঞ্চলাভোগং তাসু তাসু দশাসু চ ।
বভ্রামাতিবিচিত্রাসু বনরাজিস্বিবৈণকঃ ॥ ৩ ॥
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমভিতশ্চক্রার্পিতমিবাকুলম্ ।
মনস্তস্য বিশশ্রাম সমঙ্গাসরিতস্তটে ॥ ৪ ॥
অনন্তবৃত্তান্তঘনাং পেলবাং সুদৃঢ়ামপি ।
তাং স স্মৃতিদশাং শুক্রোবিদেহোনুভবন্ স্থিতঃ ॥৫॥
মন্দরাচলসানুস্থা সা তনুস্তস্য ধীমতঃ ।
তাপপ্রসরসংশুষ্কা চর্ম্মশেষা বভূব হ ॥ ৬ ॥
শরীররন্ধ্রপ্রবহদ্বাতসীৎকাররূপয়া ।
চেষ্টাদুঃখক্ষয়ানন্দাৎ কাকল্যেব প্রগায়তি ॥ ৭ ॥
মনোবরাকমবটে লুঠিতং ভবভূমিষু ।
হসতীবেতি শুভ্রাভ্রসিতয়া দন্তমালয়া ॥ ৮ ॥
দর্শয়ন্তী জগচ্ছূন্যং বপুরক্ষোরকৃত্রিমম্ ।
মুখারণ্যজরৎকূপ রূপয়া গর্ত্তশোভয়া ॥ ৯ ॥

তাপোপতপ্তা সংসিক্তা বর্ষাজলভরেণ সা।
প্রাগনুস্মরণোল্লাসমিব বাস্পং বিমুঞ্চতি ॥ ১০ ॥
চণ্ডানিলবিলাসেন লুলিতা বনভূমিষু।
ধারানিকরপাতেন বিন্নুন্না জলদাগমে ॥ ১১ ॥
প্রাবৃড়্নির্ঝররূপেণ প্লুতা গিরিনদীতটে।
পাংশুনা পবনোত্থেন হুঙ্কৃতেনেব রূষিতা ॥ ১২ ॥
শুষ্ককাষ্ঠবদালোলা বাতেষু কৃতখাকৃতিঃ।
তারমারুতসীৎকারে বনে তপ ইবাস্থিতা ॥ ১৩ ॥
বক্রা শুষ্কান্ত্রতন্ত্রী চ ভূতভাঙ্কারকারিণী।
অরণ্যলক্ষ্মীর্ব্বাল্যেব শূন্যা চর্ম্মময়োদরী ॥ ১৪ ॥
রাগদ্বেষবিহীনত্বাৎ তস্য পুণ্যাশ্রমস্য তু।
মহাতপস্ত্বাচ্চ ভৃগোর্ন ভুক্তা মৃগপক্ষিভিঃ ॥ ১৫ ॥

যমনিয়মকৃশীকৃতাঙ্গযষ্টি
শ্চরতি তপঃ স্ম ভৃগূদ্বহস্য চেতঃ।
তনুরথ পবনাপনীতরক্তা
চিরমলুঠন্মহতীষু সা শিলাসু ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গব-কলেবরবর্ণনং নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ বর্ষসহস্রেণ দিব্যেন পরমেশ্বরঃ।
ভৃগুঃ পরমসম্বোধাৎ বিররাম সমাধিতঃ॥ ১॥
নাপশ্যদগ্রে তনয়ঃ বিনয়াবনতাননম্।
সামন্তং গুণসেনায়াঃ পুণ্যং মূর্ত্তমিব স্থিতম্॥ ২॥
অপশ্যৎ কেবলং কায়কঙ্কালং পুরতোমহৎ।
দেহযুক্তমিবাভাগ্যং দারিদ্র্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥ ৩॥
তাপশুষ্কবপুঃ কৃত্তি রন্ধ্রস্ফুরিততিত্তিরি।
সংশুষ্কান্ত্রোদরগুহা ছায়াবিশ্রান্তদর্দুরম্॥ ৪॥
নেত্রগর্ত্তকসংসক্ত প্রসূতনবকীটকম্।
পর্শুকাপঞ্জরপ্রোত কোশকারকৃমিব্রজম্॥ ৫॥
প্রাক্তনীমুপভোগেহা-মিষ্টানিষ্টফলপ্রদাম্।
ধারাধৌতান্ত্রয়া তদ্বৎ ভৃশং শুষ্কাস্থিমালয়া॥ ৬॥
শিরোঘটেন শুভ্রেণ মসৃণেনেন্দুবর্চ্চসা।
বিড়ম্বয়চ্চ কর্পূরা-প্লুতলিঙ্গশিরঃশ্রিয়ম্॥ ৭॥

ঋজ্ব্যা সংশুষ্কশিরয়া স্বাস্থিমাত্রাবশেষয়া।
গ্রীবয়াত্মানুস্থতয়া দীর্ঘীকুর্ব্বাদিবাকৃতিম্ ॥ ৮ ॥
মৃণালিকাপাণ্ডুরয়া ধারাবভৃতমাংসয়া।
নাসাগ্রাস্থিকয়া বক্ত্রে কৃতসীমাকৃতিং দধৎ ॥ ৯ ॥
দীর্ঘকন্ধরয়া নূনমূন্নতীকৃতবক্ত্রয়া।
প্রেক্ষমাণমিব প্রাণানুৎক্রান্তানম্বরোদরে ॥ ১০ ॥
জঙ্ঘোরুজানুদোর্দ্দণ্ডৈর্দ্বিগুণাং দীর্ঘতাং গতৈঃ।
প্রতিষ্ঠানমিবাশান্তং দীর্ঘাধ্বশ্রমভীতিতঃ ॥ ১১ ॥
উদরেণাতিরিক্তেন চর্ম্মশেষেণ শোষিণা।
প্রদর্শয়দিবাজ্ঞস্য হৃদয়স্যাতিশূন্যতাম্ ॥ ১২ ॥
প্রেক্ষ্য তচ্ছুষ্ককঙ্কাল মালানং দুঃখদন্তিনঃ।
পূর্ব্বাপরপরামর্শকুর্ব্বন্ ভৃগুরুত্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
আলোকসমকালে হি প্রতিভানং ততোভৃগোঃ।
চিরমুৎক্রান্তজীবঃ কিং মৎপুত্ত্রোয়মিতি ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥
অচিন্তয়ত এবাস্য ভবিষ্যং তনয়ং ততঃ।
কালং প্রতি বভূবাশু কোপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৫ ॥
অকাল এব মৎপুত্ত্রো নীতঃ কিমিতি কোপিতঃ।
কালায় শাপমুৎস্রষ্টুং ভগবানুপচক্রমে ॥ ১৬ ॥
অথাকলিতরূপোসৌ কালঃ কবলিতপ্রজঃ।
আধিভৌতিকমাস্থায় বপুর্ম্মুনিমুপাযযৌ ॥ ১৭ ॥

খড়্গপাশধরঃ শ্রীমান কুণ্ডলী কবচান্বিতঃ।
ষড়্ভুজঃ ষণ্মুখোবহ্ব্যা বৃতঃ কিঙ্করসেনয়া ॥ ১৮ ॥
যচ্ছরীরসমুত্থেন জ্বালাজালেন বল্গতা।
ফুল্লকিংশুকবৃক্ষস্য বভারাদ্রেঃ শ্রিয়ং নভঃ ॥ ১৯ ॥
যৎকরস্থত্রিশূলাগ্র নিঃসৃতৈরগ্নিমণ্ডলৈঃ।
বিরেজুরুদিতৈরাশাঃ কানকৈরিব কুণ্ডলৈঃ ॥ ২০ ॥
যৎপরশ্বসনাপাস্ত শিখরা মেদিনীভৃতঃ।
দোলামিব সমারূঢ়াশ্চেলুঃ পেতুশ্চ ঘূর্ণিতাঃ ॥ ২১ ॥
যৎখড়্গমণ্ডলোদ্দ্যোতৈঃ শ্যামং বিম্বং বিবস্বতঃ।
কল্পদগ্ধজগদ্দ্রুম পর্য্যাকুলমিবাবভৌ ॥ ২২ ॥
স উপেত্য মহাবাহো কুপিতং তং মহামুনিম্।
কল্পক্ষুব্ধাব্ধিগম্ভীরং সান্ত্বপূর্ব্বমুবাচ হ ॥ ২৩ ॥
বিজ্ঞাতলোকস্থিতয়ো মুনে দৃষ্টপরাবরাঃ।
হেতুনাপি ন মুহ্যন্তি কিন্নু হেতুং বিনোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥
ত্বমনন্ততপা বিপ্রো বয়ং নিয়তিপালকাঃ।
তেন সম্পূজ্যসে পূজ্যঃ সাধো নেতরয়েচ্ছয়া ॥ ২৫ ॥
মা তপঃ ক্ষপয়াবুদ্ধে কল্পকালমহানলৈঃ।
যোন দগ্ধোস্মি মে তস্য কিং ত্বং শাপেন ধক্ষ্যসি ॥২৬॥
সংসারাবলয়োগ্রস্তা নিগীর্ণারুদ্রকোটয়ঃ।
ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক্ব ন শক্তা বয়ং মুনে ॥ ২৭ ॥

ভোক্তারোহী বয়ং ব্রহ্মন্ ভোজনং যুষ্মদাদয়ঃ।
স্বয়ং নিয়তিরেষা হি নাবয়োরেতদীহিতম্ ॥ ২৮ ॥
স্বয়মুর্দ্ধং প্রয়াত্যগ্নিঃ স্বয়ং যান্তি পয়াংস্যধঃ।
ভোক্তারং ভোজনং যাতি সৃষ্টিং চাপ্যন্তকঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ইদমিত্থং মুনেরূপং মমেহ পরমাত্মনঃ।
স্বাত্মনি স্বয়মেবাত্মা স্বতএব বিজৃম্ভতে ॥ ৩০ ॥
নেহ কর্ত্তা ন ভোক্তাস্তি দৃষ্ট্যা নষ্টকলঙ্কয়া।
বহবশ্চেহ কর্ত্তারো দৃষ্ট্যাঽনষ্টকলঙ্কয়া ॥ ৩১ ॥
কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতে ব্রহ্মন্ কেবলং পরিকল্পিতে।
অসম্যগদর্শনেনৈব ন সম্যগদর্শনস্য তে ॥ ৩২ ॥
পুষ্পাণি তরুখণ্ডেষু ভূতানি ভুবনেষু চ।
স্বয়মায়ান্তি যান্তীহ কল্পতে হেতুনামভিঃ ॥ ৩৩ ॥
অবিবিম্বিতস্য চন্দ্রস্য চলনে কত্র্কর্ত্তৃতে।
ন সত্যে নানৃতে যদ্বৎ তদ্বৎ কালস্য সৃষ্টিষু ॥ ৩৪ ॥
মনোমিথ্যাভ্রমাভোগে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাময়ীম্।
করোতি কলনাং রজ্জ্বাং ভ্রান্তেক্ষণ ইবাহিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তেন মা গা মুনে কোপ মাপদামীদৃশঃ ক্রমঃ।
তৎ যথা তৎ তথৈবাশু সত্যমালোকয়াকুলঃ ॥ ৩৬ ॥
ন বয়ম্প্রতিভার্থেহা নাভিমানবশীকৃতাঃ।
স্বতোহি তাত বশগাঃ কেবলং নিয়তৌ স্থিতা ॥ ৩৭ ॥

প্রকৃতব্যবহারেহ্যা নিয়তীর্নিয়তের্ব্বশাৎ।
প্রাজ্ঞাঃ সমভিবর্ত্তন্তে নাভিমানমহাতমঃ ॥ ৩৮ ॥
কর্ত্তব্যমেব নিয়তং কেবলং কার্য্যকোবিদৈঃ।
সুষুপ্তিবৃত্তিমাশ্রিত্য কদাচিত্ত্বন্ন নাশয় ॥ ৩৯ ॥
ক্ব সাজ্ঞানময়ী দৃষ্টিঃ ক্ব মহত্ত্বং ক্ব ধীয়তা।
মার্গে সর্ব্বপ্রসিদ্ধেপি কিমন্ধ ইব মুহ্যসি ॥ ৪০ ॥
স্বকর্ম্মফলপাকোত্থামবিচার্য্য দশাং মুনে।
কিং মূর্খ ইব সর্ব্বজ্ঞ মুধা মাং শপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৪১ ॥
দেহিনামিহ সর্ব্বেষাং শরীরং দ্বিবিধং মুনে।
কিং ন জানাসি তং দেহমেকমন্যন্মনোভিধম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র দেহো জড়োত্যর্থমাবিনাশপরায়ণঃ।
মনস্তুচ্ছঞ্চ নিয়তং কদর্থীক্রিয়তে তব ॥ ৪৩ ॥
চতুরেণ যথা সাধো রথঃ সারথিনোহ্যতে।
কুর্ব্বতা কিঞ্চন স্নেহাদ্দেহোয়ং মনসা তথা ॥ ৪৪ ॥
অসৎসঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে সচ্ছরীরং বিনাশ্যতে।
ক্ষণেন মনসা পঙ্কপুরুষঃ শিশুনা যথা ॥ ৪৫ ॥
চিত্তমেবেহ পুরুষস্তৎ কৃতং কৃতমুচ্যতে।
তদ্বদ্ধং কলনাহেতোঃ কলনাস্তং বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
অয়ং দেহ ইবাত্রস্থ মিদমঙ্গমিদং শিরঃ।
ইদং স্ফারবিকারং তন্মান এবাভিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥

মনো হি জীবাজ্জীবাখ্যং নিশ্চয়ৈকতয়ানুধীঃ।
অহঙ্কারোভিমন্তৃত্বান্নানাতা স্বয়মেব হি ॥ ৪৮ ॥
দেহবাসনয়া চেতস্ত্বন্যানি স্বানি চেচ্ছয়া।
পার্থিবানি শরীরাণি হ্যসন্তি পরিপশ্যতি ॥ ৪৯ ॥
আলোকয়তি চেৎ সত্যং তদা সত্যময়ীং মনঃ।
শরীরভাবনাং ত্যক্ত্বা পরামায়াতি নির্বৃতিম্ ॥ ৫০ ॥
তন্মনস্তব পুত্রস্য সমাধৌ ত্বয়ি সংস্থিতে।
স্বমনোরথমার্গেণ দূরাদ্দূরতরং গতম্ ॥ ৫১ ॥
ইমমৌশনসং ত্যক্ত্বা দেহং মন্দরকন্দরে।
প্রযাতোবৈবুধং সদ্ম নীড়োড্ডীনঃ খগোযথা ॥ ৫২ ॥
তত্র মন্দরকুঞ্জেষু পারিজাততলেষু চ।
নন্দনোদ্যানখণ্ডেষু লোকপালপুরেষু চ ॥ ৫৩ ॥
মুনে চতুর্যুগান্যষ্টৌ বিশ্বাচীং দেবসুন্দরীম্।
অসেবত মহাতেজাঃ ষট্পদঃ পদ্মিনীমিব ॥ ৫৪ ॥
তীব্রসম্বেগসম্পন্ন স্বসঙ্কল্পোপকল্পিতে।
অথ পুণ্যক্ষয়ে জাতে নীহার ইব শার্ব্বরে ॥ ৫৫ ॥
প্রম্লানকুসুমোত্তংসঃ খিন্নাঙ্গাবয়বোল্লসঃ।
স পপাত তয়া সার্দ্ধং কালপক্কং ফলং যথা ॥ ৫৬ ॥
বৈবুধং তৎ পরিত্যজ্য নভস্যেব শরীরকম্।
ভূতাকাশমথাসাদ্য বসুধায়াং ব্যজায়ত ॥ ৫৭ ॥

আসীদ্বিপ্রো দশার্ণেষু কোসলেষু মহীপতিঃ।
ধীবরোথ মহাটব্যাং হংসস্ত্রিপথগাতটে ॥ ৫৮ ॥
সূর্য্য বংশে নৃপঃ পৌণ্ড্রঃ সৌরশাল্বেষু দেশিকঃ।
কল্পং বিদ্যাধরঃ শ্রীমান্ ধীমানথ মুনেঃ সুতঃ ॥ ৫৯ ॥
মদ্রেম্বথ মহীপালস্ততস্তাপসবালকঃ।
বাসুদেব ইতিখ্যাতঃ সমঙ্গায়াস্তটে স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥
অন্যাস্বপি বিচিত্রাসু বাসনাবশতঃ স্বয়ম্।
বিষমাস্বেব পুত্রস্তে চচারান্তরযোনিষু ॥ ৬১ ॥
অভূদ্বিন্ধ্যনগে ভূয়ঃ কিরাতঃ কৈকটেষু চ।
সৌবীরেম্বথ সামন্ত স্ত্রিগর্ত্তেষু চ গর্দ্দভঃ ॥ ৬২ ॥
বংশগুল্মঃ কিরাতেষু হরিণশ্চীনজঙ্গলে।
সরীসৃপস্তালবৃক্ষে তমালে বনকুক্কুটঃ ॥ ৬৩ ॥
অয়ং স পুত্রোভবতো ভূত্বা মন্ত্রবিদাম্বরঃ।
প্রজজাপ পুরা বিদ্যাং বিদ্যাধরপুরপ্রদাম্ ॥ ৬৪ ॥
তেনাসাবভবৎব্রহ্মন্ ব্যোম্নি বিদ্যাধরোমহান্।
হারকুণ্ডলকেয়ুর লীলানিচয়লালকঃ ॥ ৬৫ ॥
নায়িকানলিনীভানুঃ পুষ্পচাপ ইবাপরঃ।
বিদ্যাধরীণাং দয়িতো গন্ধর্ব্বপুরভূষণঃ ॥ ৬৬ ॥
স কল্পাবধিমাসাদ্য দ্বাদশাদিত্যধামনি।
জগাম ভস্মশেষত্বং শলভঃ পাবকে যথা ॥ ৬৭ ॥

জগন্নির্ম্মাণরহিতে স্ফারে নভসি সা ততঃ।
বাসনা তস্য বভ্রাম নির্নীড়া বিহগী যথা॥ ৬৮॥
অথ কালেন সঞ্জাতে বিচিত্রারম্ভকারিণি।
সংসাররচনারম্ভে ব্রাহ্মে রাত্রিবিপর্য্যয়ে॥ ৬৯॥
সা মুনে বাসনা তস্য বাতব্যাচলিতা সতী।
কৃতে ব্রাহ্মণতামেত্য জাতোহ্য বসুধাতলে॥ ৭০॥
বাসুদেবাভিধানোসৌ মুনে বিপ্রকুমারকঃ।
জাতোমতিমতাং মধ্যে সমধীতাখিলশ্রুতিঃ॥ ৭১॥
কল্পং বিদ্যাধরোভূত্বা নদ্যাস্ত্বথ মহামুনে।
তপশ্চরতি তে পুত্রঃ সমঙ্গায়াস্তটে স্থিতঃ॥ ৭২॥

বিবিধবিষয়বাসনানুবৃত্ত্যা
খদিরকরঞ্জকরালকোটরাসু।
জগতি জঠরযোনিষু প্রজাতো
গহনতরাসু চ কাননস্থলীষু॥ ৭৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে
কালবচনং নাম দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ

—: :—

কাল উবাচ।

অম্ভোদ্দামতরঙ্গৌঘ ভাঙ্কাররণিতানিলে।
তীর এব তরঙ্গিণ্যা স্তপস্তপতি তে সুতঃ ॥ ১ ॥
জটাবানক্ষবলয়ী জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়ভ্রমঃ।
তত্র বর্ষশতান্যষ্টৌ সংস্থিতস্তপসি স্থিরে ॥ ২ ॥
যদীচ্ছসি মুনে দ্রষ্টুং তং স্বপ্নাভং মনোভ্রমম্।
তৎ সমুন্মীল্য বিজ্ঞান-নেত্রমাশু বিলোকয় ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তে জগদীশেন কালেন সমদৃষ্টিনা।
মুনিঃ সঞ্চিন্তয়ামাস জ্ঞানাক্ষ্ণা তনয়েহিতম্ ॥ ৪ ॥
দদর্শ চ মুহূর্ত্তেন প্রতিভানবশাদসৌ।
পুত্রোদন্তমশেষেণ বুদ্ধিদর্পণবিম্বিতম্ ॥ ৫ ॥
পুনর্ম্মন্দরসানুস্থাং স্বস্থাং কালাগ্রসংস্থিতাম্।
সমঙ্গায়াস্তটাদেত্য বিবেশ স্বতনুং ভৃগুঃ ॥ ৬ ॥

বিস্ময়স্মেরয়া দৃষ্ট্যা কালমালোক্য কান্তয়া।
বীতরাগমুবাচেদং বীতরাগো মুনির্ব্বচঃ॥ ৭॥
ভগবন ভূতভব্যেশ বালা বয়মনুজ্জ্বলাঃ।
ত্বাদৃশামেব ধীর্দ্দেব ত্রিকালামলদর্শনী॥ ৮॥
নানাকারবিকারাঢ্যা সত্যেবাসত্যরূপিণী।
বিভ্রমং জনয়ত্যেষা ধীরস্যাপি জগৎস্থিতিঃ॥ ৯॥
ত্বমেব দেব জানাসি ত্বদভ্যন্তরবর্ত্তি যৎ।
রূপমস্যা মনোবৃত্তে-রিন্দ্রজালবিধায়কম্॥ ১০॥
মৎপুত্রস্যাস্য ভগবন্ মৃত্যুঃ কিল ন বিদ্যতে।
তেনেমং মৃতমালোক্য জাতঃ সম্ভ্রমবানহম্॥ ১১॥
অক্ষীণাজীবিতং পুত্রং কালো মে নীতবানিতি।
নিয়তের্ব্বশতোদেব তুচ্ছাপীচ্ছা মমোদিতা॥ ১২॥
ননু বিজ্ঞাতসংসারগতয়োবয়মাপদাম্।
সম্পদাঞ্চৈব গচ্ছামো হর্ষামর্ষবশং বিভো॥ ১৩॥
অযুক্তকারিণি ক্রোধঃ প্রসাদোযুক্তকারিণি।
কর্ত্তব্য ইতি রূঢ়েয়ং সংসারে ভগবন্ স্থিতিঃ॥ ১৪॥
ইদং কার্য্যমিদং নেতি যাবৎ কার্য্যং জগদ্ভ্রমঃ।
তস্যৈতৎ সম্পরিত্যাগো হেয় এব জগদ্গুরো॥ ১৫॥
কেবলং তাবকীং চিন্তা মনালোক্য যদা বয়ম্।
ভগবন্ ভবতে ক্রুদ্ধা যাতাঃ স্ম স্তেন বাধ্যতাম্॥ ১৬॥

ত্বয়েদানীমহং দেব স্মারিতস্তনয়েহিতম্।
সমঙ্গায়াস্তটে তেন দৃষ্টোয়ং তনয়ো ময়া ॥ ১৭ ॥
মনোজগতি ভূতানাং দ্বে শরীরেত্র সর্ব্বগম্।
মন এব শরীরং হি যেনেদং ভাব্যতে জগৎ ॥ ১৮ ॥

কাল উবাচ।

সম্যগুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ শরীরং মন এব চ।
করোতি দেহং সঙ্কল্পাৎ কুম্ভকারোঘটং যথা ॥ ১৯ ॥
করোত্যকৃতমাকারং কৃতং নাশয়তি ক্ষণাৎ।
সঙ্কল্পেন মনোমোহাৎ বালোবেতালকং যথা ॥ ২০ ॥
তথা চ সম্ভ্রমস্বপ্ন মিথ্যাজ্ঞানাদিভাস্বরাঃ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারা দৃষ্টা মনসি শক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
স্থূলদৃষ্টিদশাং ত্বেতামবলম্ব্য মহামুনে।
পুংসোমনঃ শরীরঞ্চ কায়ৌ দ্বাবিতি কথ্যতে ॥ ২২ ॥
মনোমননির্ম্মাণ মাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।
ন সন্নাসদিব স্ফার মুদিতং নেতরন্ মুনে ॥ ২৩ ॥
চিত্তদেহাঙ্গলতয়া ভেদবাসনয়েদ্ধয়া।
দ্বিচন্দ্রত্বমিথ্যাজ্ঞানাৎ নানাতেয়ং সমুত্থিতা ॥ ২৪ ॥
ভেদবাসনয়া পশ্যৎ পদার্থনিচয়ং মনঃ।
ভিন্নং পশ্যতি সর্ব্বত্র ঘটাবটপটাদিকম্ ॥ ২৫ ॥

কৃশোতিদুঃখী মূঢ়োহ মেতাশ্চান্যাশ্চ ভাবনাঃ।
ভাবয়ৎ সবিকল্পোত্থাং যাতি সংসারিতাং মনঃ॥ ২৬॥
মননং কৃত্রিমং রূপং মমৈতন্ন যতোস্ম্যহম্।
ইতি তত্ত্যাগতঃ শান্তং চেতোব্রহ্ম সনাতনম্॥ ২৭॥
যথা প্রবিততাম্ভোধৌ দ্রুতানৈকতরঙ্গিণি।
শাম্যৎস্পন্দতয়ানেক কল্লোলাবলিশালিনি॥ ২৮॥
বার্য্যাত্মনি সমে স্বচ্ছে শুদ্ধে স্বাদুনি শীতলে।
অবিনাশিনি বিস্তীর্ণে মহামহিমনি স্ফুটে॥ ২৯॥
হ্রস্বস্তরঙ্গঃ স্বং রূপং ভাবয়ন্ স্বস্বভাবতঃ।
হ্রস্বোস্মীতি বিকল্পেন করোতি স্বেন ভাবনাম্॥ ৩০॥
দীর্ঘস্তরঙ্গঃ স্বং রূপং ভাবয়ন্ স্বস্বভাবতঃ।
দীর্ঘোস্মীতি বিকল্পেন করোতি স্বেন ভাবনাম্॥ ৩১॥
হ্রস্বশ্চৈব পরিভ্রষ্টরূপোস্মীতি তলাতলম।
ভাবয়ন্ ভূতলং যাতি তাদৃগ্ভাবনয়া স্বয়া॥ ৩২॥
উৎপন্নশ্চ পলাদূর্দ্ধমুত্থিতোস্মীতি ভাবিতঃ।
সরশ্মিরত্নজালস্তু শোভতে দীপ্তয়া শ্রিয়া॥ ৩৩॥
তুষারকরবিম্বস্থঃ শীতলোস্মীতি বিম্বতি।
সতটাচলদাবাগ্নিপ্রতিবিম্বোজ্বলদ্বপুঃ॥ ৩৪॥
বিভেতি বত দগ্ধোস্মীত্যাত্তমৌনশ্চ কম্পতে।
প্রতিবিম্বিতবেলাদ্রি তটপক্ষবনদ্রুমঃ॥ ৩৫॥

মহদারম্ভসংরম্ভ সংযুক্তোস্মীতি রাজতে।
বিশল্লোলানিলাত্যন্ত ধ্বস্তলোলশরীরকঃ ॥ ৩৬ ॥
খণ্ডশঃ পরিযাতোস্মীত্যাত্তক্রন্দ ইবারবী।
ন চোর্ম্ময়স্তে জলধের্ব্ব্যতিরিক্তাঃ পয়োভরাৎ ॥ ৩৭ ॥
ন চৈকং রূপমেতেষাং কিঞ্চিৎ সন্নাপ্যসন্ময়ম্।
ন চৈতে হ্রস্বদৈর্ঘ্যাদ্যা গুণাস্তেষু ন তেষু তে ॥ ৩৮ ॥
নোর্ম্ময়ঃ সংস্থিতা হ্যব্ধৌ ন তত্তত্র ন সংস্থিতাঃ।
কেবলং স্বস্বভাবস্থ সঙ্কল্পবিকলীকৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥
নষ্টানষ্টাঃ পুনর্জ্জাতা জাতাজাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
পরস্পরপরামর্শান্নান্যতামুপযান্ত্যলম্ ॥ ৪০ ॥
একরূপাম্বুসামান্য-ময়া এব নিরাময়াঃ।
তথৈবাস্মিন্ প্রবিততে সিতে শুদ্ধে নিরাময়ে ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মমাত্রৈকবপুষি ব্রহ্মণি স্ফাররূপিণি।
সর্ব্বশক্ত্যাবনাদ্যন্তে পৃথগ্বদপৃথক্ কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
সংস্থিতাঃ শক্তয়শ্চিত্রা বিচিত্রাচারচঞ্চলাঃ।
নানাশক্তির্হি নানাত্বমেতি স্বে বপুষি স্থিতিম্ ॥ ৪৩ ॥
বৃংহিতং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম পয়সীবোর্ম্মিমণ্ডলম্।
স্ত্রীপুমান্ব্যঙ্গরূপেণ ব্রহ্মৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
কল্পনান্যা জগন্নাম্নী নাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মণোজগতোভেদো মনাগপি ন বিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

সম্পূর্ণং খল্বিদং ব্রহ্মং জগদ্ব্রহ্মৈব কেবলম্।
ইতি ভাবয় যত্নেন হৃন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ ॥ ৪৬ ॥
নানারূপিণ্যেকরূপা বৈরূপ্যশতকারিণী।
নিয়তির্নিয়তাকারা পদার্থমধিতিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥
জড়াজড়মুপাদত্তে চিত্তমায়াতি চিন্ময়ে।
বাসনারূপিণী শক্তিঃ স্বস্বরূপা স্থিতাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মৈবানঘ তেনেদং স্ফারাকারং বিজৃম্ভতে।
নানারূপৈঃ প্রতিস্পন্দৈঃ পরিপূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥ ৪৯ ॥
নানাতাং স্বয়মাদত্তে নানাকারবিহারতঃ।
আত্মৈবাত্মন্যাত্মনৈব সমুদ্রাম্ভ ইবাম্ভসি ॥ ৫০ ॥
ব্যতিরিক্তা ন পয়সো বিচিত্রা বীচয়োযথা।
ব্যতিরিক্তা ন বিশ্বেশাৎ সমগ্রাঃ কল্পনাস্তথা ॥ ৫১ ॥
শাখাপুষ্পলতাপত্র ফলকোরকযুক্তয়ঃ।
যথৈকস্মিংস্তথা বীজে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিতা ॥ ৫২ ॥
বিচিত্রবর্ণতা যদ্বৎ দৃশ্যতে কঠিনাতপে।
বিচিত্রশক্তিতা তদ্বৎ দেবেশে সদসন্ময়ী ॥ ৫৩ ॥
বিচিত্ররূপোদেতীয় মবিচিত্রাৎ স্থিতিঃ শিবাৎ।
একবর্ণাৎ পয়োবাহাৎ শক্রচাপলতা যথা ॥ ৫৪ ॥
অজড়াজ্জড়তোদেতি জাড্যভাবনহেতুকা।
ঊর্ণনাভাৎ যথা তন্তুর্যথা পুংসঃ সুষুপ্ততা ॥ ৫৫ ॥

অচিতশ্চেতসঃ শক্তিং স্ববন্ধায়েচ্ছয়া শিবঃ।
তনোতি তান্তবং কোশং কোশকারকৃমির্যথা ॥ ৫৬ ॥
স্বেচ্ছয়াত্মাত্মনো ব্রহ্মন্ ভাবয়িত্বৈব বিস্মৃতিম্।
করোতি কঠিনং বন্ধং কোশকারকৃমির্যথা ॥ ৫৭ ॥
স্বেচ্ছয়াত্মাত্মনো ব্রহ্মন্ ভাবয়িত্বা স্বকং বপুঃ।
সংসারাৎ মোক্ষমাপ্নোতি স্বালানাদিব বারণঃ ॥ ৫৮ ॥
যথৈব ভাবয়ত্যাত্মা সততং ভবতি স্বয়ম্।
তথৈবাপূর্য্যতে শক্ত্যা শীঘ্রমেব মহানপি ॥ ৫৯ ॥
ভাবিতা শক্তিরাত্মানমাত্মতাং নয়তি ক্ষণাৎ।
অনন্তমখিলং প্রাবৃড়্মিহিকা মহতী যথা ॥ ৬০ ॥
যা শক্তিরুদিতা শীঘ্রং যাতি তন্ময়তামজঃ।
য এবর্ত্তুঃ স্থিতিং যাতস্তন্ময়োভবতি দ্রুমঃ ॥ ৬১ ॥
ন মোক্ষোমোক্ষ ঈশস্য ন বন্ধো বন্ধ আত্মনঃ।
বন্ধমোক্ষদৃশৌ লোকে ন জানে প্রোত্থিতে কুতঃ ॥ ৬২ ॥
নাস্তি বন্ধোন মোক্ষোস্তি তন্ময়স্ত্বিব লক্ষ্যতে।
গ্রস্তং নিত্যমনিত্যেন মায়াময়মহোজগৎ ॥ ৬৩ ॥
যদৈব চিত্তং কলিতং কিলানেনাকলাত্মনা।
কোশকারবদাত্মায় মনেনাবলিতস্তদা ॥ ৬৪ ॥
অন্যোন্যরূপাস্ত্বত্যন্তং বিকল্পিতশরীরকাঃ।
মনঃশক্তয় এতস্মা-দিমা নির্যান্তি কোটয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

তজ্জাস্তৎস্থাঃ পৃথগ্রূপাঃ সমুদ্রাদিব বীচয়ঃ।
তজ্জাস্তৎস্থাঃ পৃথক্স্থাশ্চ চন্দ্রাদিব মরীচয়ঃ॥ ৬৬ ॥

অস্মিন্ স্পন্দময়ে স্ফারে পরমাত্মমহাম্বুধৌ।
চিজ্জলে বিততাভোগে চিন্মাত্ররসমালিনি ॥ ৬৭ ॥

কাশ্চিৎ স্থিরা ব্রহ্মবিষ্ণু কাশ্চিদ্রুদ্রত্বমাগতাঃ।
কাশ্চিৎ পুরুষতাং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদ্দেবত্বমাগতাঃ॥ ৬৮॥

(লহর্য্যঃ প্রস্ফুরন্ত্যেতাঃ স্বভাবোদ্ভাবিতাত্মকাঃ।
কাশ্চিৎ যমমহেন্দ্রার্ক বহ্নিবৈশ্রবণাদিকাঃ॥
ঘ্নন্তি কুর্ব্বন্তি তিষ্ঠন্তি লহর্য্যশ্চপলৈষণাঃ।
কাশ্চিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরসুরাদিকাঃ॥
উৎপতন্তি পতন্ত্যগ্রা লহর্য্যঃ পরিবল্গিতাঃ।
কাশ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থিরাকারা যথা কমলজাদিকাঃ॥
কাশ্চিদুৎপন্নবিধ্বস্তা যথাসুরনরাদিকাঃ)।
কৃমিকীটপতঙ্গাহি গোমশাজগরাদিকাঃ।
কাশ্চিৎ তস্মিন্ মহাম্ভোধৌ স্ফুরন্ত্যেতেম্বুবিন্দুবৎ॥৬৯॥

কাশ্চিচ্চলা নরমৃগগৃধ্রজম্বূলকাদিকাঃ।
স্ফুরন্তি গিরিকুঞ্জেষু বেলাবনতটেষ্বিব ॥ ৭০ ॥

সুদীর্ঘজীবিতাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদত্যল্পজীবিতাঃ।
অতুচ্ছকলনাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তুচ্ছশরীরকাঃ॥ ৭১॥

সংসারস্বপ্নসংরম্ভে কাশ্চিৎ স্থৈর্য্যেণ ভাবিতাঃ।
সুবিকল্পহতাঃ কাশ্চিৎ শঙ্কন্তে সুস্থিরং জগৎ॥ ৭২॥

অল্পাল্পভাবনাঃ কাশ্চিৎ দৈন্যদোষবশীকৃতাঃ।
কৃশোঽতিদুঃখী মূঢ়োঽহমিতি দুঃখৈর্বশীকৃতাঃ॥ ৭৩॥

কাশ্চিৎ স্থাবরতাং যাতাঃ কাশ্চিদ্দেবত্বমাগতাঃ।
কাশ্চিৎ পুরুষতাঃ প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদর্ণবতাং গতাঃ॥ ৭৪॥

কাশ্চিৎ স্থিতা জগতি কল্পশতান্যনল্পাঃ
কাশ্চিৎ ব্রজন্তি পরমং পদমিন্দুশুদ্ধাঃ।
ব্রহ্মার্ণবাৎ সমুদিতা লহরীবিলোলা
শ্চিৎসম্বিদোহি মননাপরনামবত্যঃ॥ ৭৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে সংসার-প্রবৃত্তিদর্শনং নাম একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

—০—

কাল উবাচ।

সুরাসুরনরাকারা ইমা যাঃ সম্বিদোমুনে।
ব্রহ্মার্ণবাদভিন্নাস্তাঃ সত্যমেতন্মৃষেতরৎ ॥ ১ ॥
মিথ্যাভাবনয়া ব্রহ্মন্ স্ববিকল্পকলঙ্কিতাঃ।
ন ব্রহ্ম বয়মিত্যন্ত নিশ্চয়েন হ্যধোগতাঃ॥ ২ ॥
ব্রহ্মণোব্যতিরিক্তত্বং ব্রহ্মার্ণবগতা অপি।
ভাবয়ন্ত্যো বিমুহ্যন্তি ভীমাসু ভবভূমিষু ॥ ৩ ॥
যা এতাঃ সম্বিদো ব্রাহ্ম্যো মননৈককলঙ্কিতাঃ।
এতৎ তৎ কর্ম্মণাং বীজমপ্যকর্ম্মৈব বিদ্ধি তাঃ॥ ৪ ॥
সঙ্কল্পরূপয়ৈবান্তর্ম্মুনে কলনয়ৈতয়া।
কর্ম্মজালকরঞ্জানাং বীজমুষ্ট্যা করালয়া ॥ ৫ ॥
ইমা জগতি বিস্তীর্ণাঃ শরীরে পলপংক্তয়ঃ।
তিষ্ঠন্তি পরিবল্গন্তি রুদন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৬ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্পন্দনৈঃ পবনোযথা।
উল্লসন্তি নিলীয়ন্তে ম্লায়ন্তি বিহসন্তি চ ॥ ৭ ॥
তা এতাঃ কাশ্চিদত্যচ্ছা যথা হরিহরাদয়ঃ।
কাশ্চিদল্পবিমোহস্থা যথোরগনরামরাঃ ॥ ৮ ॥
কাশ্চিদত্যন্তমোহস্থা যথা তরুতৃণাদয়ঃ।
কাশ্চিদজ্ঞানসংমূঢ়াঃ কৃমিকীটত্বমাগতাঃ ॥ ৯ ॥

কাশ্চিত্তৃণবদুহ্যন্তে দূরে ব্রহ্মমহোদধেঃ।
অপ্রাপ্তভূমিকা এতা যথোরগনগাদয়ঃ ॥ ১০ ॥
সত্বমাত্রং সমালোক্য কাশ্চিদেবমুপাগতাঃ।
জাতাজাতানি খন্যন্তে কৃতান্তজরঠাখুনা ॥ ১১ ॥
কাশ্চিদন্তরমাসাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বমহাম্বুধেঃ।
গতাস্তত্তাং সমং কায়ৈর্হরিব্রহ্মহরাদিকাঃ ॥ ১২ ॥
অল্পমোহাত্মিকাঃ কাশ্চিৎ তমেব ব্রহ্মবারিধিম্।
অদৃষ্টপারভূম্যোঘ মবলম্ব্য ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥
কাশ্চিদ্ভোক্তব্যজন্মৌঘ ভূক্তজন্মৌঘকোটয়ঃ।
বন্ধ্যাঃ প্রকাশতামস্যঃ সংস্থিতা ভূতজাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥
কাশ্চিদূর্দ্ধাদধোযান্তি যথা হস্তান্মহৎ ফলম্।
ঊর্দ্ধাদূর্দ্ধতরং কাশ্চিদধস্তাৎ কাশ্চিদপ্যধঃ ॥ ১৫ ॥

বহুসুখদুঃখকরাকরাক্ষয়েয়ং
পরমপদাস্মরণাৎ সমাগতেহ।
পরমপদাবগমাৎ প্রয়াতি নাশং
বিহগপতিস্মরণাদ্বিষব্যথেব ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে সংসারোৎপত্তিবিস্তারবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

কাল উবাচ।

এতাসাং ভূতজাতীনামূর্ম্মীণামিব সাগরাৎ।
বিবিধানাং বিচিত্রাণাং লতানামিব মাধবে ॥ ১ ॥
ভব্যা জিতমনোমোহা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ।
জীবন্মুক্তা ভ্রমন্তীহ যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২ ॥
অন্যে তু কাষ্ঠকুড্যাভা মূঢ়াঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
অপরে ক্ষীণমোহাস্তে কিং তেষাং প্রবিচার্য্যতে ॥ ৩ ॥
লোকে প্রবুধ্যমানানাং ভূতনামাত্মসিদ্ধয়ে।
বিহরন্তীহ শাস্ত্রাণি কল্পিতান্যুদিতাত্মভিঃ ॥ ৪ ॥
সম্প্রবুদ্ধাশয়া যে তু দুষ্কৃতানাং পরিক্ষয়ে।
তেষাং শাস্ত্রবিচারেষু নির্ম্মলা ধীঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
বিলীয়তে মনোমোহঃ সচ্ছাস্ত্রপ্রবিচারণাৎ।
নভোবিহরণাদ্ভানোঃ শার্ব্বরং তিমিরং যথা ॥৬॥
অক্ষীয়মাণং হি মনো মোহায়ৈব ন সিদ্ধয়ে।
নীহার ইব সঞ্জাত্য বেতাল ইব বল্গতি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বেষামেব দেহানাং সুখদুঃখার্থভাজনম্ ।
শরীরং মন এবেহ ন তু মাংসময়ং মুনে ॥ ৮ ॥
যোয়ং মাংসাস্থিসঞ্জাতো দৃশ্যতে পাঞ্চভৌতিকঃ ।
মনোবিকল্পনং বিদ্ধি ন দেহঃ পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥
মনঃশরীরেণ তব পুত্রোয়ং কৃতবান্ মুনে ।
তদেব প্রাপ্তবানাশু বয়ং নাত্রাপরাধিনঃ ॥ ১০ ॥
স্বয়া বাসনয়া লোকো যৎ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স তথৈব তদাপ্নোতি নেতরস্যেহ কর্ত্তৃতা ॥ ১১ ॥
স্বানুসংহিতমন্তর্যন্ মনো বাসনয়া স্বয়া ।
কোনাম ভুবনেশোস্তি তৎ কর্ত্তুং যস্য শক্ততা ॥ ১২॥
যে সর্গা নরকাভোগা যা জন্মমরণৈষণাঃ ।
স্বমনোমননেনেদং স নিষ্পন্দোপি দুঃখদঃ ॥ ১৩ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন শব্দসংগ্রহকারিণা
উত্তিষ্ঠ ভগবন্ যামো যত্র তে তনয়ঃ স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বং চিত্তশরীরেণ ভুক্ত্বা শুক্রঃ ক্ষণাদিব ।
অথেন্দুরশ্মিসংঘট্টাৎ সমঙ্গাতাপসঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
তৎপ্রাণপবনশ্চিত্তাৎ মুক্ত ইন্দ্বংশুবৎ ফলম্ ।
অবশ্যায়তয়া ভূত্বা বীর্য্যং তেনান্তরাস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কালোহসন্নিব জগদ্গতিম্ ।
হস্তাদ্ধস্তেন জগ্রাহ ভৃগুমিন্দুমিবাংশুমান্ ॥ ১৭ ॥

অহোনু চিত্রা নিয়তের্ব্ব্যবস্থেতি বদঞ্ছনৈঃ।
ভগবান্ ভৃগুরুত্তস্থাবুদয়াদ্রের্যথা রবিঃ॥ ১৮॥

তেজোনিধী হ সমমঙ্গ সমুত্থিতৌ তৌ
ভাতস্তদম্বরতলে সতমালজালে।
তুল্যোদয়াবিব নভস্তমলে বিহর্ত্তু
মভ্যুত্থিতৌ সজলদৌ সকলেন্দুসূর্য্যৌ ॥১৯॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনো জগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভৃগুসমাশ্বাসনং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

অষ্টমো দিবসঃ।

—–—

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ কালভৃগূ দেবৌ মন্দরাচলকন্দরাৎ ।
গন্তুং প্রবৃত্তাববনৌ সমঙ্গাসরিতস্তটম্ ॥ ১ ॥
তৌ শৈলাদবরোহন্তৌ দৃষ্টবন্তৌ মহাদ্যুতী ।
নবহৈমলতাজাল কুঞ্জসুপ্তনভশ্চরান্ ॥ ২ ॥
বল্লীবলয়দোলাভিঃ ক্রীড়তোগগনাঙ্গণে ।
হরিণীমুগ্ধমুগ্ধাক্ষি প্রেক্ষিতস্মারিতোৎপলান্ ॥ ৩ ॥
সিদ্ধানধ্যাসিতোত্তুঙ্গ শিলাশকলবিষ্টরান্ ।
ধৃতাকারানিবোৎসাহান্ হেলাদৃষ্টজগত্ত্রয়ান্ ॥ ৪ ॥
কৃতাজস্রপতৎপুষ্প ধারাসারনিমজ্জনান্ ।
তালোত্তালকৃতোদ্ধস্ত হস্তান্ হস্তিঘটাপতীন্ ॥ ৫ ॥
মদাবলেপনিদ্রালূন্ মদান্মূর্ত্তানিব স্থিতান্ ।
পুষ্পকেসররক্তাঙ্গ পবনারুণবালধীন্ ॥ ৬ ॥
চঞ্চলাংশ্চমরাংশ্চারূন্ ভূভৃন্মণ্ডলচামরান্ ।
কৃতাজস্রপতৎপুষ্প ধারাসারনিমজ্জনান্ ॥ ৭ ॥
কিন্নরান্ ভূমখর্জ্জূরান্ শাখাসরলতাঙ্গতান্ ।
পরস্পরফলাঘাত ক্ষ্বেড়াবর্জ্জিতকীচকান্ ॥ ৮ ॥
ধাতুপাটলদুর্ব্বক্ত্রান্ মর্কটান্নটনোৎকটান্ ॥ ৯ ॥
সিদ্ধানমরনারীভির্ম্মন্দারকুসুমাহতান্ ।
ধাতুপাটলনির্দ্বার পয়োদপটসংবৃতান্ ॥ ১০ ॥

তটানজনসংসর্গান্ বৌদ্ধান্ প্রব্রজিতানিব।
সরিতঃ কুন্দমন্দার পিনদ্ধলহরীঘটাঃ।
সাগরোৎকতয়েবাত্ত মধুমাসপ্রসাধনাঃ॥ ১১॥
পুষ্পভারপিনদ্ধাঙ্গান্ বৃক্ষান্ পবনকম্পিতান্।
ক্ষীবানিব মধুপ্রাপ্তৌ ঘূর্ণান্ মধুকরেক্ষণান্॥ ১২॥
শৈলরাজশ্রিয়ং স্ফীতাং পশ্যন্তৌ তাবিতস্ততঃ।
প্রাপ্তবন্তৌ বসুমতীং পুরপত্তনমণ্ডিতাম্॥ ১৩॥
ক্ষণাদবাপতুস্তত্র পুষ্পলোলতরঙ্গিণীম্।
সমঙ্গাং সরিতং সাধূ সর্ব্বপুষ্পময়ীমিব॥ ১৪॥
দদর্শাথ তটে তস্মিন্ কস্মিংশ্চিত্তনয়ং ভৃগুঃ।
দেহান্তরপরাবৃত্তং ভাবমন্যমুপাগতম্॥ ১৫॥
শান্তেন্দ্রিয়ং সমাধিস্থ মচঞ্চলমনোমৃগম্।
সুচিরাদিব বিশ্রান্তং সুচিরশ্রমশান্তয়ে॥ ১৬॥
চিন্তয়ন্তমিবানন্তা শ্চিরভুক্তা চিরোজ্ঝিতাঃ।
সংসারসাগরগতীর্হর্ষশোকনিরন্তরাঃ॥ ১৭॥
নূনং নিশ্চলতাং যাত মতিভ্রমিতচক্রবৎ।
অনন্তজগদাবর্ত্ত বিবর্ত্তাতিশয়াদিব॥ ১৮॥
একান্তসংস্থিতং কান্তং কান্ত্যৈকাকিনমাশ্রিতম্।
উপশান্তেহসন্তগ্ন-চিত্তসম্ভ্রমসঙ্গমম্॥ ১৯॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থং বিরতং দ্বন্দ্ববৃত্তিতঃ।
হসন্তমখিলাং লোক-গতিং শীতলয়া ধিয়া॥ ২০॥
বিগতাখিলবৃত্তান্তং বিগতাশেষভোক্তৃতম্।
নিরস্তকল্পনাজাল মালম্বিতমহাপদম্॥ ২১॥
অনন্তবিশ্রান্তি ততে পদে বিশ্রান্তমাত্মনি।
প্রতিবিম্বমগৃহ্নন্তং সিতং মণিমিবাস্থিতম্॥ ২২॥
হেয়োপাদেয়সঙ্কল্প বিকল্পাভ্যাং সমুজ্ঝিতম্।
সম্প্রবুদ্ধমতিং ধীরং দদর্শ তনয়ং ভৃগুঃ॥ ২৭॥
তমালোক্য ভৃগোঃ পুত্রং কালোভৃগুমুবাচ হ।
বাক্যমব্ধিধ্বনিনিভং তব পুত্রস্ত্বসাবিতি॥ ২৪॥
বিবুধ্যতামিতি গিরা সমাধের্ব্বিররাম সঃ।
ভার্গবোম্ভোদঘোষেণ শনৈরিব শিখণ্ডভৃৎ॥ ২৫॥
উন্মীল্য নেত্রে সোপশ্য-দন্তে কালভৃগূ প্রভূ।
সমোদয়াবিবায়াতৌ দেবৌ শশিদিবাকরৌ॥ ২৬॥
কদম্বলতিকাপীঠাদথোত্থায় ননাম তৌ।
সমৌ সমাগতৌ কান্তৌ বিপ্রৌ হরিহরাবিব॥ ২৭॥
মিথঃ কৃতসমাচারাঃ শিলায়াঃ সমুপাবিশন্।
মেরুপৃষ্ঠে জগৎপূজ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইব॥ ২৮॥
অথ শান্তজপোরাম স সমঙ্গাতটে দ্বিজঃ।
তাবুবাচ বচঃ শান্ত মমৃতস্যন্দসুন্দরম্॥ ২৯॥

ভবতোর্দ্দর্শনেনাহ মন্দ্য নির্ব্বৃতিমাগতঃ।
সমমাগতয়োলোকে শীতলোষ্ণরুচোরিব ॥ ৩০ ॥
যো ন শাস্ত্রেণ তপসা ন জ্ঞানেনাপি বিদ্যয়া।
বিনষ্টোমে মনোমোহঃ ক্ষীণোসৌ দর্শনেন বাম্ ॥ ৩১ ॥
ন তথা সুখয়ন্ত্যন্তর্নির্ম্মলামৃতবৃষ্টয়ঃ।
যথা প্রহর্ষয়ন্ত্যেতা মহতামেব দৃষ্টয়ঃ ॥ ৩২ ॥
চরণাভ্যামিমং দেশং ভবন্তৌ ভূরিতেজসৌ।
কৌ পবিত্রিতবন্তৌ নঃ শশাঙ্কার্কাবিবাম্বরম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তবন্তং প্রোবাচ ভৃগুর্জ্জন্মান্তরাত্মজন্।
স্মরাত্মানং প্রবুদ্ধোসি নাজ্ঞোসীতি রঘূদ্বহ ॥ ৩৪ ॥
প্রবোধিতোসৌ ভৃগুণা জন্মান্তরদশাং নিজাম্।
মুহূর্ত্তমাত্রং সস্মার ধ্যানোন্মীলিতলোচনঃ ॥ ৩৫ ॥
অথাসৌ বিস্ময়াৎ স্মেরমুখো মুদিতমানসঃ।
বিতর্কমন্থরাং বাচমুবাচ বদতাম্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
জয়ত্যবিদিতারম্ভা নিয়তিঃ পরমাত্মনঃ।
যদ্বশাদিদমাভোগি জগচ্চক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥
মমানন্তান্যতীতানি জন্মান্যবিদিতান্যপি।
দশাফলান্যনন্তানি কল্পান্তকলিতাদিব ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্টাঃ কঠিনসংরম্ভা বিভবোপ্যর্জ্জনভ্রমাঃ।
বিহৃতং বীতশোকাসু চিরং মেরুস্থলীষু চ ॥ ৩৯ ॥

পীতমামোদিমন্দার কেসরারুণিতং পয়ঃ।
মন্দাকিন্যাঃ সকহ্লারং তটীম্বমরভূভৃতঃ ॥ ৪০ ॥
ভ্রান্তং মন্দরকুঞ্জেষু ফুল্লহেমলতালিষু।
মেরোঃ কল্পতরুচ্ছায়া পুষ্পসুন্দরসানুষু ॥ ৪১ ॥
ন তদস্তি ন যদ্ভুক্তং ন তদস্তি ন যৎ কৃতম্।
ন তদস্তি ন যদ্দৃষ্টমিষ্টানিষ্টাসু বৃত্তিষু ॥ ৪২ ॥
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমধুনা দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমক্ষতম্।
বিশ্রান্তোথ চিরং শ্রান্তো গতোমে সকলোভ্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
উত্তিষ্ঠ তাত গচ্ছামঃ পশ্যামোমন্দরস্থিতাম্।
তাং তনুং তাবদাশুষ্কাং শুষ্কাং বনলতামিব ॥ ৪৪ ॥
ন সমীহিতমস্তীহ নাসমীহিতমস্তি মে।
নিয়তেরচনাং দ্রষ্টুং কেবলং বিহরাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

যদতিসুভগমার্য্যসেবিতং তৎ
স্থিরমনুযামি যদেকভাববুদ্ধ্যা।
তদলমভিমতা মতির্ম্মমাস্তু
প্রকৃতমিমং ব্যবহারমাচরামি ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবজন্মান্তরস্মরণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিচারয়ন্তস্তত্ত্বজ্ঞা ইতি তে জাগতীর্গতীঃ।
সমঙ্গায়াস্তটাৎ তস্মাৎ প্রচেলুশ্চঞ্চলাসবঃ॥ ১॥
ক্রমাদাকাশমাক্রম্য নির্গত্যাম্বুদকোটরৈঃ।
সম্প্রাপুঃ সিদ্ধমার্গেণ ক্ষণাৎ মন্দরকন্দরম্॥ ২॥
অধিত্যকায়াঃ তস্যাদ্রেরার্দ্রপর্ণাবগুণ্ঠিতাম্।
দদর্শ ভার্গবঃ শুষ্কাং পূর্ব্বজন্মোদ্ভবাং তনুম্॥ ৩॥
উবাচেদঞ্চ হে তাত তন্বী তনুরিয়ং হি সা।
যা ত্বয়া সুখসম্ভোগৈঃ পুরা সমভিলালিতা॥ ৪॥
ইয়ং সা মত্তনুর্যস্যাঃ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
অঙ্গমঙ্গীকৃতস্নেহা ধাত্রী চিরমলেপয়ৎ॥ ৫॥
ইয়ং সা মত্তনুর্যস্যা মন্দারকুসুমোৎকরৈঃ।
রচিতা শীতলা শয্যা মেরূপবনভূমিষু॥ ৬॥

ইয়ং সা মত্তনুর্ম্মত্ত-দেবস্ত্রীগণলালিতা ।
সরীসৃপমুখক্ষুণ্ণা পশ্য শেতে ধরাতলে ॥ ৭ ॥
চন্দনোদ্যানখণ্ডেষু মম তন্বা যয়ানয়া ।
চিরং বিলসিতং সেয়ং শুষ্ককঙ্কালতাং গতা ॥ ৮ ॥
সুরাঙ্গনাঙ্গসংসর্গাদুত্তুঙ্গানঙ্গভঙ্গয়া ।
চেতোবৃত্ত্যা রহিতয়া তন্বাদ্য মম শুষ্যতে ॥ ৯ ॥
তেষু তেষু বিলাসেষু তাসু তাসু দশাসু চ ।
তথা তদ্ভাবনাবন্ধঃ কথং স্বস্থোসি দেহক ॥ ১০ ॥
হা তনো শবনামাসি তাপসং শোষমাগতা ।
কঙ্কালতাঃ প্রযাতাসি মাং ভীষয়সি দুর্ভগে ॥ ১১ ॥
দেহেনাহং বিলাসেষু যেনৈবমুদিতোভবম্ ।
কঙ্কালতামুপগতাত্তস্মাদেব বিভেম্যহম্ ॥ ১২ ॥
তারাজালসমাকারো যত্র হারোভবৎ পুরা ।
মমোরসি বিলীয়ন্তে তত্র পশ্য পিপীলিকাঃ ॥ ১৩ ॥
দ্রবৎকাঞ্চনকান্তেন লোভং নীতা বরাঙ্গনাঃ ।
যেন মদ্বপুষা তেন শশ্ব কঙ্কালতোহ্যতে ॥ ১৪ ॥
পশ্য মে বিততাস্তেন তাপসংশুষ্ককৃত্তিনা ।
মৎকঙ্কালকুবক্ত্রেণ বিত্রাস্যন্তে বনে মৃগাঃ ॥ ১৫ ॥
পশ্যামি সংশুষ্কতয়া শবোদরদরী মম ।
প্রকাশার্কাংশুজালেন বিবেকেনেব শোভতে ॥ ১৬ ॥

মত্তনুঃ পরিশুষ্কেয়ং স্থিতোত্তানাচলোপলে।
বৈরাগ্যং নয়তীবাত্ম-তুচ্ছত্বেনান্তরং সতাম্॥ ১৭॥
শব্দরূপরসস্পর্শ গন্ধলোভাদ্বিমুক্তয়া।
নির্ব্বিকল্পসমাধ্যেব তদেতচ্ছুষ্যতে গিরৌ॥ ১৮॥
মুক্তা চিত্তপিশাচেন নূনং সুখমিবাস্থিতা।
তনুর্দ্দৈবতভঙ্গেভ্যো ন বিভেতি মনাগপি॥ ১৯॥
সংশান্তে চিত্তবেতালে যামানন্দকলাং তনুঃ।
যাতি তামপি রাজ্যেন জাগতেন ন গচ্ছতি॥ ২০॥
পশ্য বিশ্রান্তসন্দেহং বিগতাশেষকৌতুকম্।
নিরস্তকলনাজালং সুখং শেতে কথং বনে॥ ২১॥
চিত্তমর্কটসংরম্ভ সংক্ষুব্ধঃ কায়পাদপঃ।
তথা বেগেন চলতি যথা মূলান্নিকৃন্ততি॥ ২২॥
চিত্তানর্থবিমুক্তোদ্রৌ গজাভ্রহরিবিগ্রহম্।
নাদ্য পশ্যতি মে দেহঃ পরানন্দ ইব স্থিতঃ॥ ২৩॥
সর্ব্বাশাজ্বরসংমোহ মিহিকাশরদাগমম্।
অচিত্তত্বং বিনা নান্যচ্ছ্রেয়ঃ পশ্যামি জন্তুষু॥ ২৪॥
ত এব সুখসম্ভোগসীমান্তং সমুপাগতাঃ।
মহাধিয়া শান্তধিয়ো যে যাতা বিমনস্কতাম্॥ ২৫॥
সর্ব্বদুঃখদশামুক্তাং সংস্থিতাং বিগতজ্বরাম্।
দিষ্ট্যা পশ্যাম্যমননাং বনে তনুমিমামহম্॥ ২৬॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভার্গবেণ তদা কিল।
সুবহূন্যুপভুক্তানি শরীরাণি পুনঃ পুনঃ॥ ২৭॥
ভৃগুণোৎপাদিতে কায়ে তত্তস্মিংস্তস্য কিং পুনঃ।
মহানতিশয়ো জাতঃ পরিদেবনমেব বা॥ ২৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শুক্রস্য কলনা রাম যাসৌ জীবদশাং গতা।
কর্ম্মাত্মিকা সমুৎপন্না ভৃগোর্ভার্গবরূপিণী॥ ২৯॥
সা হীদং প্রথমত্বেন সমুপেত্য পরাৎ পদাৎ।
ভূতাকাশপদং প্রাপ্য বাতব্যাবলিতা সতী॥ ৩০॥
প্রাণাপানপ্রবাহেণ প্রবিশ্য হৃদয়ং ভৃগোঃ।
ক্রমেণ বীর্য্যতামেত্য সম্পন্নৌশনসী তনুঃ॥ ৩১॥
বিহিতব্রাহ্মসংস্কারা তত্র সা পিতুরগ্রগা।
কালেন মহতা প্রাপ্তা শুষ্ককঙ্কালরূপতাম্॥ ৩২॥
ইদং প্রথমমায়াতা যদাসৌ ব্রহ্মণস্তনুঃ।
অতস্তাং প্রতি শুক্রেণ তদা তৎ পরিদেবিতম্॥ ৩৩॥
বীতরাগোপ্যনিচ্ছোপি সমঙ্গাবিপ্ররূপবান্।
স শুশোচ তনুং শুক্রঃ স্বভাবোহ্যেষ দেহজঃ॥ ৩৪॥
জ্ঞস্যাজ্ঞস্য চ দেহস্য যাবদ্দেহময়ং ক্রমঃ।
লোকবদ্ব্যবহারোয়ং সক্ত্যাসক্ত্যাথ বা সদা॥ ৩৫॥

যে পরিজ্ঞাতগতয়ো যে চাজ্ঞাঃ পশুধর্ম্মিণঃ।
লোকসদ্ব্যবহারেষু তে স্থিতা লোকজালবৎ ॥ ৩৬ ॥
ব্যবহারে যথৈবাজ্ঞস্তথৈবাখিলপণ্ডিতঃ।
বাসনামাত্রভেদোত্র কারণং বন্ধমোক্ষদম্ ॥ ৩৭ ॥
যাবচ্ছরীরং তাবদ্ধি দুঃখে দুঃখং সুখে সুখম্।
অসংসক্তধিয়োধীরা দর্শয়ন্ত্যপ্রবুদ্ধবৎ ॥ ৩৮ ॥
সুখেষু সুখিতা নিতং দুঃখিতা দুঃখবৃত্তিষু।
মহাত্মানোহি দৃশ্যন্তে দৃশ্য এবাপ্রবুদ্ধবৎ ॥ ৩৯ ॥
সূর্য্যস্য প্রতিবিম্বানি ক্ষুভ্যন্তি ন পুনঃ স্থিরম্।
চলাচলতয়া তজ্‌জ্ঞো লোকবৃত্তিষু তিষ্ঠতি ॥ ৪০ ॥
অবস্থিত ইব স্বস্থঃ প্রতিবিম্বেষু ভাস্করঃ।
সন্ত্যক্তলোককর্ম্মাপি বুদ্ধ এবাপ্রবুদ্ধধীঃ ॥ ৪১ ॥
মুক্তবুদ্ধীন্দ্রিয়োমুক্তো বদ্ধকর্ম্মেন্দ্রিয়োপি হি।
বদ্ধবুদ্ধীন্দ্রিয়োবদ্ধো মুক্তকর্ম্মেন্দ্রিয়োপি হি ॥ ৪২ ॥
সুখদুঃখদৃশোলোকে বন্ধমোক্ষদৃশস্তথা।
হেতুর্ব্বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যেব তেজাংসীব প্রকাশনে ॥ ৪৩ ॥
বহির্লোকোচিতাচারস্ত্বন্তরাচারবর্জ্জিতঃ।
সমোহ্যতীব তিষ্ঠ ত্বং সংশান্তসকলৈষণঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বৈষণাবিমুক্তেন স্বাত্মনাত্মনি তিষ্ঠতা।
কুরু কর্ম্মাণি কার্য্যাণি নূনং দেহস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥

আধিব্যাধিমহাবর্ত্ত গর্ত্তসংসারবর্ত্মনি ।
মমতোগ্রান্ধকূপেস্মিন্ মা পতাতাপদায়িনি ॥ ৪৬ ॥
ন ত্বং ভাবেষু নোভাবাস্ত্বয়ি তামরসেক্ষণ ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবস্ত্বমাত্মান্তঃ সুস্থিরোভব ॥ ৪৭ ॥
ত্বং ব্রহ্ম হ্যমলং শুদ্ধং ত্বং সর্ব্বাত্মা চ সর্ব্বকৃৎ ।
সর্ব্বং শান্তমজং বিশ্বং ভাবয়ন্ বৈ সুখীভব ॥ ৪৮ ॥

ব্যপগতমমতামহান্ধকারঃ
পদমমলং বিগতৈষণং সমেত্য ।
প্রভবসি যদি চেতসো মহাত্মন্
তদতিধিয়ে মহতে সতে নমস্তে ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে
ভার্গবপরিদেবনপ্রসঙ্গেনোপদেশকরণং
নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাক্ষিপ্য বচস্তস্য তনয়স্য তথা ভৃগোঃ।
উবাচ ভগবান্ কালো বচোগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ১ ॥

কাল উবাচ।

সমঙ্গাতাপসীমেতাং তনুং সন্ত্যজ্য ভার্গব।
প্রবিশেমাং তনুং সাধো নগরীমিব পার্থিবঃ ॥ ২ ॥
কালে পূর্ব্বজয়া তন্বা তপঃ কৃত্বা তয়া পুনঃ।
গুরুত্বমসুরেন্দ্রাণাং কর্ত্তব্যং ভবতানঘ ॥ ৩ ॥
মহাকল্পান্ত আয়াতে ভবতা ভার্গবী তনুঃ।
অপুনর্গ্রহণায়ৈষা ত্যাজ্যা প্রম্লানপুষ্পবৎ ॥ ৪ ॥
জীবন্মুক্তপদং প্রাপ্তস্তন্বা প্রাক্তনরূপয়া।
মহাসুরেন্দ্রগুরুতাং কুর্ব্বংস্তিষ্ঠ মহামতে ॥ ৫ ॥
কল্যাণমস্তু বাং যামো বয়ং ত্বভিমতাং দিশম্।
ন কিঞ্চিদপি যচ্চিত্তং যস্য নাভিমতং ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুঞ্চতোর্ব্বাস্পং তয়োসূসোন্তরধীয়ত।
তপ্তাঙ্গ্যোরিব রোদস্যোঃ সমমংশুভিরংশুমান্ ॥ ৭ ॥
গতে তস্মিন্ ভগবতি কৃতান্তে ভবিতব্যতাম্।
বিচার্য্য ভার্গবোভেদ্যাং নিয়তের্নিয়তাং গতিম্ ॥ ৮ ॥
কালকারণসংশুষ্কাং ভাবিপুষ্পশুভোদয়াম্।
বিবেশ তাং তনুং বালাং স্থলতামিব মাধবঃ ॥ ৯ ॥

সা ব্রাহ্মণী তনুর্ভূমৌ বিবর্ণবদনাঙ্গিকা।
পপাত কম্পিতা তূর্ণং ছিন্নমূলা লতা যথা ॥ ১০ ॥
তস্যাং প্রবিষ্টজীবায়াং পুত্রতন্বাং মহামুনিঃ।
চকারাপ্যায়নং মন্ত্রৈঃ স কমণ্ডলুবারিভিঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বা নাড্যস্ততস্তন্বাস্তস্যাঃ পূর্ণা বিরেজিরে।
সরিতঃ প্রাবৃষীবাম্বু পূরপূরিতকোটরাঃ ॥ ১২ ॥
নলিনী প্রাবৃষীবাসৌ মধাবিব নবা লতা।
যদা পূর্ণা তদা তস্যাঃ প্রান্তাঃ পল্লবিতা বভুঃ ॥ ১৩ ॥
অথ শুক্রঃ সমুত্তস্থৌ বহৎপ্রাণসমীরণঃ।
রসমারুতসংযোগাদাপূর্ণ ইব বারিদঃ ॥ ১৪ ॥
পুরোভিবাদয়ামাস পিতরং পাবনাকৃতিম্।
প্রথমোল্লাসিতোমেঘঃ স্তনিতেনেব পর্ব্বতম্ ॥ ১৫ ॥
পিতাথ প্রাক্তনীং তন্বা আলিলিঙ্গাকৃতিং ততঃ।
স্নেহার্দ্রবৃত্তির্জ্জলদশ্চিরাদদ্রিতটীমিব ॥ ১৬ ॥
ভৃগুর্দ্দদর্শ সস্নেহং প্রাক্তনীং তানবীং তনুম্।
মত্তোজাতেয়মিত্যাস্থাং হসন্নপি মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
মৎপুত্রোয়মিতি স্নেহো ভৃগুমপ্যহরত্তদা।
পরমাত্মীয়তা দেহে যাবদাকৃতি ভাবিনী ॥ ১৮ ॥
বভূবতুঃ পিতাপুত্রৌ তাবথান্যোন্যশোভিতৌ।
নিশাবসানমুদিতা বর্কপদ্মাকরাবিব ॥ ১৯ ॥

চিরসঙ্গমসম্বদ্ধা বিবচক্রাহ্বদম্পতী।
ঘনাগমনসস্নেহৌ ময়ূরজলদাবিব ॥ ২০ ॥
চিরকালদৃঢ়োৎকণ্ঠৌ তুল্যযোগ্যতয়া তয়া।
স্থিত্বা তত্র মুহূর্ত্তং তাবথোত্থায় মহামতী ॥ ২১ ॥
সমঙ্গাদ্বিজদেহং তং ভস্মসাৎ তত্র চক্রতুঃ।
কোহি নাম জগজ্জাতমাচারং নানুতিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥
এবং তৌ কাননে তস্মিন্ পাবনে ভৃগুভার্গবৌ।
সংস্থিতৌ তাপসৌ দীপ্তৌ দিবীব শশিভাস্করৌ ॥২৩॥
চেরতুর্জ্জ্ঞাতবিজ্ঞেয়ৌ জীবন্মুক্তৌ জগদ্গুরূ।
দেশকালদশৌঘেষু সুসমৌ সুস্থিরৌ ততঃ ॥ ২৪ ॥
অথাসুরগুরুত্বং স শুক্রঃ কালেন লব্ধবান্।
ভৃগুরপ্যাত্মনোযোগ্য পদে তিষ্ঠদনাময়ে ॥ ২৫ ॥

শুক্রোসৌ প্রথমমিতি ক্রমেণ জাতঃ
তস্মাৎ সৎপরমপদাতুদারকীর্ত্তিঃ।
স্বেনাশু স্মৃতিপদবিভ্রমেণ পশ্চা-
দন্যেষু প্রবিলুলিতোদশান্তরেষু ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে
শুক্রস্য পুনর্জ্জীবনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

৫

সপ্তদশঃ সর্গঃ

—: :—

রাম উবাচ।

ভগবন্ ভৃগুপুত্রস্য প্রতিভা সানুভূতিতঃ।
যথৈষা সফলা জাতা তথান্যস্য ন কিং ভবেৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইয়ং প্রথমমুৎপন্না সা তনুর্ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
শুদ্ধা জাতির্ভার্গবস্য নান্যজন্মকলঙ্কিতা ॥ ২ ॥
সর্ব্বৈষণানাং সংশান্তৌ শুদ্ধচিত্তস্য যা স্থিতিঃ।
তৎ সত্যমুচ্যতে সৈষা বিমলা চিদুদাহৃতা ॥ ৩ ॥
মনোনির্ম্মলসত্বাত্ম যদ্ভাবয়তি যাদৃশম্।
তত্তথাশু ভবত্যেব যথাবর্ত্তো ভবেৎ পয়ঃ ॥ ৪ ॥
যথা ভৃগুসুতস্যৈষ বিভ্রমঃ প্রোত্থিতঃ স্বয়ম্।
প্রত্যেকমপ্যেবমেব দৃষ্টান্তোত্র ভৃগোঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥
বীজস্যাঙ্কুরপত্রাদি স্বং চমৎ কুরুতে যথা।
সর্ব্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং ভ্রমখণ্ডাস্তথৈব হি ॥ ৬ ॥
যদিদং দৃশ্যতে বিশ্বমেবমেবাখিলং জগৎ।
প্রত্যেকমুদিতং মিথ্যা মিথ্যেবাস্তমুপৈতি চ ॥ ৭ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চন কস্যচিৎ।
ভ্রান্তিমাত্রমিদং মায়া মুগ্ধেব পরিজৃম্ভতে ॥ ৮ ॥

যথা সম্প্রতি ভাসস্থঃ স্বয়ং সংসারখণ্ডকঃ।
তথা তেষাং সহস্রাণি মিথ্যাদৃষ্টানি সন্তি হি ॥ ৯ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পনগর ব্যবহারাঃ পরস্পরম্।
পৃথগ্ যথা ন দৃশ্যন্তে তথৈতে স স্মৃতিভ্রমাঃ ॥ ১০ ॥
এবং নগরবৃন্দানি নভস্ সঙ্কল্পরূপিণি।
সন্তি তানি ন দৃশ্যন্তে মিথ্যাজ্ঞানদৃশং বিনা ॥ ১১ ॥
পিশাচযক্ষরক্ষাংসি সন্ত্যেবং রূপকাণি হ।
সঙ্কল্পমাত্রদেহানি সুখদুঃখময়ানি চ ॥ ১২ ॥
এবমেব বয়ং চেমে সম্পন্না রঘুনন্দন।
স্বসঙ্কল্পাত্মকাকারা মিথ্যাসত্যত্বভাবিনঃ ॥ ১৩ ॥
এবংরূপৈব হি পরে বিদ্যতে সর্গসন্ততিঃ।
ন বাস্তবী বস্তুতা তু সংস্থিতৈবমবস্তুনি ॥ ১৪ ॥
প্রত্যেকমুদিতং বিশ্বমেবমেব মুধৈব হি।
বনগুল্মকরূপেণ বসন্তৈকরসো যথা ॥ ১৫ ॥
প্রথমোঽয়ং স্বসঙ্কল্পঃ প্রথামভ্যাগতো যথা।
তথাতিপরমার্থেন দৃষ্টেনেত্থং বিভাব্যতে ॥ ১৬ ॥
প্রত্যেকমুদিতং চিত্তং স্বস্বভাবোদরস্থিতম্।
ইদমিত্থং সমারম্ভং জগৎ পশ্যন্ বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥
প্রতিভাসবশাদস্তি নাস্তি বস্ত্ববলোকনাৎ।
দীর্ঘস্বপ্নোজগজ্জাল মালানং চিত্তদন্তিনঃ ॥ ১৮ ॥

চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা জগৎসত্তৈব চিত্তকম্।
একাভাবাদ্দ্বয়োর্নাশঃ স চ সত্যবিচারণাৎ ॥ ১৯ ॥
শুদ্ধস্য প্রতিভাসোহি সত্যোভবতি চেতসঃ।
প্রমার্জ্জনাদিব মণের্ম্মলিনস্যেহ যুক্তিতঃ ॥ ২০ ॥
চিরমেকদৃঢ়াভ্যাসাৎ শুদ্ধির্ভবতি চেতসঃ।
অনাক্রান্তস্য সঙ্কল্পৈঃ প্রতিভোদেতি চেতসঃ ॥ ২১ ॥
সুবর্ণং ন স্থিতিং যাতি মলবত্যংশুকে যথা।
একা দৃষ্টিঃ স্থিতিং যাতি ন ম্লানে চিত্তকে তথা ॥ ২২ ॥

রাম উবাচ।

প্রতিভাসাত্মনি জগত্যেতে কালক্রিয়াক্রমাঃ।
সোদয়াস্তময়া জাতাঃ কথং শুক্রস্য চেতসঃ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যাদৃগ্ জগদিদং দৃষ্টং শুক্রেণ পিতৃশাস্ত্রভঃ।
তাদৃক্কস্য স্থিতং চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরবৎ ॥ ২৪ ॥
স্বভাবকোশস্থমিদং তদেতেন ক্রমোদিতম্।
বীজেনাঙ্কুরপত্রাদি লতাপুষ্পফলং যথা ॥ ২৫ ॥
জীবোযদ্বাসনাবদ্ধস্তদেবান্তঃ প্রপশ্যতি।
স্বরূপং চাত্র দৃষ্টান্তো দীর্ঘস্বপ্নস্ত্বিদং জগৎ ॥ ২৬ ॥

প্রত্যেকমুদিতোরাম নূনং সংসৃতিখণ্ডকঃ।
রাত্রৌ সৈন্যনরস্বপ্ন জালবৎ স্বাত্মনি স্ফুটঃ॥ ২৭॥

রাম উবাচ।

এষ সংসৃতিখণ্ডোত্থো মিথঃ সংমিলতি স্বয়ম্।
নোবা মিলতি তন্মে ত্বং যথাবৎ বক্তুমর্হসি॥ ২৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মলিনং হি মনোবীর্য্যং ন মিথঃ শ্লেষমর্হতি।
অয়োঽয়সি চ সন্তপ্তে শুদ্ধে তপ্তস্তু লীয়তে॥ ২৯॥
চিত্ততত্ত্বানি শুদ্ধানি সংমিলন্তি পরস্পরম্।
একরূপাণি তোয়ানি যান্ত্যৈক্যং নাবিলানি হি॥৩০॥

শুদ্ধির্হি চিত্তস্য বিবাসনত্ব
মভূতসম্বেদনমেকরূপম্।
তস্যাশুশুদ্ধ্যা ভবতি প্রবুদ্ধ
স্তন্মাত্রযুক্ত্যা পরসঙ্গমেতি॥ ৩১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে মনোরাজ্যসংমেলনং নাম সপ্তদশঃ সর্গ॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বসংসৃতিখণ্ডেষু ভূতবীজকলাত্মনঃ।
তন্মাত্রপ্রতিভাসস্য প্রতিভাসেন ভিন্নতা॥ ১॥
প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা তন্মাত্রাবৃত্তিপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বস্য জীবজাতস্য সুষুপ্তত্বাদনন্তরম্॥ ২॥
প্রবৃত্তিভাজো যে জীবাস্তে তন্মাত্রপ্রদর্শিনঃ।
তন্মাত্রৈকতয়া সর্গান্ মিথঃ পশ্যন্তি কল্পিতান্॥ ৩॥
তন্মাত্রৈক্যপ্রণালেন চিত্রাঃ সর্গজলাশয়াঃ।
পরস্পরং সংমিলন্তি ঘনতাং যান্তি চাভিতঃ॥ ৪॥
কেচিৎ পৃথক্ স্থিতিগতাঃ পৃথগেব লয়ং গতাঃ।
কেচিন্মিথঃ সংমিলিতা জগদ্গুঞ্জা স্থিতাক্ষতা॥ ৫॥
জগদ্গুঞ্জাসহস্রাণি যত্রাসঙ্খ্যান্যণাবর্ণৌ।
অপরস্পরলগ্নানি কাননং ব্রহ্ম নাম তৎ॥ ৬॥
মিথস্সংমিলনেনৈতা ঘনতাং সমুপাগতাঃ।
যদ্যদ্যত্র যথারূঢ়ং তৎ তৎ পশ্যতি নেতরৎ॥ ৭॥

বর্ত্তমানং মনোরাজ্যং নৈস্ফল্যং সমুপাগতা।
সা কৃত্তির্ম্মনসোজ্ঞেয়া তস্য জীবপরম্পরা ॥ ৮ ॥
পরস্পরং সংমিলতাং সর্গাণাং রূঢ়ভাবিনাম্।
দেহসত্তা ভৃশং রূঢ়া দেহভাবস্তু বিস্মৃতিঃ ॥ ৯ ॥
দেহত্বপরিরূঢ়ত্বাচ্চিদ্ধেম্না বিস্মৃতাত্মনা।
মিথ্যানুভূতাহবিদ্যা তু শুদ্ধা কটকতা মিতা ॥ ১০ ॥
যথা শুদ্ধাঃ প্রাণমরুৎ পরপ্রাণাদিবেদনাৎ।
বেত্তি বেদ্যং মনোরাজ্যং তথা সর্গান্তরাশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বেষাং জীবরাশীনামাত্মাবস্থাত্রয়ং শ্রিতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্য মত্র দেহোন কারণম্ ॥ ১২ ॥
এবমাত্মনি জীবত্বে সত্যবস্থাত্রয়াত্মনি।
ন চাম্ভসীব বীচিত্বমস্মিন্ কচতি দেহতা ॥ ১৩ ॥
চিৎকলাপদমাসাদ্য সুষুপ্তান্তপদস্থিতম্।
বুদ্ধোনিবর্ত্ততে জীবো মূঢ়ঃ সর্গে প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
দ্বয়োরেকস্বরূপৈব স্বসৌহার্দ্দনিদর্শনাৎ।
অজ্ঞঃ সুষুপ্তোহসম্বুদ্ধো জীবঃ কশ্চিৎ স সর্গভাক্ ॥১৫॥
সর্ব্বগত্বাচ্চিতঃ কশ্চিৎ পরসর্গেণ নীয়তে।
সর্গে সর্গে পৃথগ্ রূপং সন্তি সর্গান্তরাণ্যপি ॥ ১৬ ॥
তেষ্বপ্যন্তঃস্থসর্গৌঘাঃ কদলীদলপীঠবৎ।
সর্ব্বসর্গান্তরাদূরং পত্রপীবরবৃত্তিমৎ ॥ ১৭ ॥

স্বভাবশীতলং ব্রহ্ম কদলীদলমণ্ডপঃ।
কদল্যামন্যতা নাস্তি যথা পত্রশতেষ্বপি ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বেন্যতা নাস্তি তথা সর্গশতেষ্বপি।
বীজমেব রসাৎ ফুল্লং ভূত্বা বীজং পুনর্ভবেৎ॥ ১৯ ॥
তথা ব্রহ্ম মনোভূত্বা বোধাৎ ব্রহ্ম পরং ভবেৎ।
রসকারণকং বীজং ফলভাবেন জৃম্ভতে ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মকারণকোজীবো জগদ্রূপেণ জৃম্ভতে।
রসস্য কারণং কিং স্যাদিতি বক্তুং ন যুজ্যতে ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণঃ কারণং কিং স্যাদিতি বক্তুং ন যুজ্যতে।
স্বভাবোনির্ব্বিশেষত্বাৎ পরোবক্তুং ন যুজ্যতে ॥ ২২ ॥
নাকারণে কারণাদি পরে বস্ত্বাদিকারণে।
বিচারণীয়ঃ সারোহি কিমসারবিচারণৈঃ ॥ ২৩ ॥
বীজং জহদ্বীজবপুঃ ফলীভূতং বিলোক্যতে।
ব্রহ্মাজহন্নিজবপুঃ ফলং বীজে চ সংস্থিতম্ ॥ ২৪ ॥
বীজস্যাকৃতিমৎ সর্ব্বং তেনানাকৃতিমৎ পদম্।
ন যুজ্যতে সমীকর্ত্তুং তস্মান্নাস্ত্যুপমা শিবে ॥ ২৫ ॥
স্বমেব জায়তে স্বাভং ন চ তজ্জায়তেন্যদৃক্।
অতোন জাতং নাজাতং বিদ্ধি ব্রহ্ম নভোজগৎ ॥২৬॥
দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং ন দ্রষ্টা সম্প্রপশ্যতি।
প্রপঞ্চাক্রান্তসম্বিত্তেঃ কস্যোদেতি নিজা স্থিতিঃ ॥২৭॥

মৃগতৃষ্ণাজলভ্রান্তৌ সত্যাং কৈব বিদগ্ধতা।
বিদগ্ধতায়াং সত্যান্তু কৈবাসৌ মৃগতৃষ্ণিকা॥ ২৮॥
আকাশবিশদোদ্রষ্টা সর্ব্বাঙ্গোপি ন পশ্যতি।
নেত্রং নিজমিবাত্মানং দৃশীভূতমহোভ্রমঃ॥ ২৯॥
আকাশবিশদো দ্রষ্টা সর্ব্বাঙ্গোপি ন পশ্যতি।
তেষাং নিজমিবাত্মানং দৃশীভূতমিবাভ্রমঃ॥ ৩০॥
আকাশবিশদং ব্রহ্ম যত্নেনাপি ন লভ্যতে।
দৃশ্যে দৃশ্যতয়া দৃষ্টে ত্বস্য লাভঃ সুদূরতঃ॥ ৩১॥
তাদৃগ্‌ভাবস্বরূপেণ বিনা যত্র ন দৃশ্যতে।
তত্রাপি দূরোদস্তৈব দ্রষ্টুঃ সূক্ষ্মস্য দৃশ্যতা॥ ৩২॥
দৃশ্যঞ্চ দৃশ্যতে তেন দ্রষ্টা রাম ন দৃশ্যতে।
দ্রষ্টৈব সম্ভবত্যেকো ন তু দৃশ্যমিহাস্তি হি॥ ৩৩॥
দ্রষ্টা সর্ব্বাত্মকোদৃশ্যে স্থিতশ্চেৎ কৈব দ্রষ্টৃতা।
সর্ব্বশক্তিমতা রাজ্ঞা যদযৎ সম্পদ্যতে যথা॥ ৩৪॥
তত্তথানুভবত্যাশু স এবোদেতি তত্তথা।
যথা মধুরসোল্লাসঃ খণ্ডোভবতি ভাস্বরঃ॥ ৩৫॥
রসতামজহচ্চৈব ফলপুষ্পলতোন্নতঃ।
চিদুল্লাসস্তথা জীবোভূয়ো ভবতি দেহকঃ॥ ৩৬॥
চিন্মাত্রতাং তামজহ-দেব দর্শনদৃঙ্ময়ম্‌।
অন্তঃ স্বানুভবশ্চৈব জগৎ স্বপ্নং প্রপশ্যতি॥ ৩৭॥

অহন্তাদিরসে ভৌমে খণ্ডকত্বমিবাত্মনি।
নানাখণ্ডসহস্রৌঘৈরদ্বিতীয়ৈর্নিজাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥
যথোদেতি রসো ভৌমশ্চিৎ তথোদেত্যসম্ভ্রমম্।
চিদ্রসোল্লাসবৃক্ষাণাং কচতামাত্মনাত্মনি ॥ ৩৯ ॥
দৃশ্যশাখাশতাঢ্যানা মিহ নান্তোঽবগম্যতে।
খণ্ডঃ প্রত্যেকমেবায়ং যথা রসচমৎকৃতিম্ ॥ ৪০ ॥
স্বাদয়ত্যেবমেষা চিৎ পৃথক্ পশ্যতি সংস্থিতিম্।
যা যোদেতি যথা যস্যা জীবশক্তেঃ স্বসংস্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥
তাং তাং তথৈতি সা স্বাত্ম-চিদ্রূপভুবনস্থিতিম্।
জীবনসংস্থতয়ঃ কাশ্চিৎ প্রমিলন্তি পরস্পরম্ ॥৪২॥
স্বয়ং বিহৃত্য সংসারে শাম্যন্তি চিরকালতঃ।
সূক্ষ্ময়া পরয়া দৃষ্ট্যা ত্বং পশ্য জ্ঞানচেতসা ॥ ৪৩ ॥
জগজ্জালসহস্রাণি পরমাণ্বন্তরেষ্বপি।
চিত্তে নভসি পাষাণে জ্বালায়ামনিলে জলে ॥ ৪৪ ॥
সন্তি সংসারলক্ষাণি তিলে তৈলমিবাখিলে।
সিদ্ধিমেতি যদা চেতস্তদা জীবো ভবেচ্চিতিঃ ॥ ৪৫ ॥
শুদ্ধা চ সা সর্ব্বগতা তেন তন্মেলনং মিথঃ।
সর্ব্বেষাং পদ্মজাদীনাং স্বসত্তাভ্রমরূপকঃ ॥ ৪৬ ॥
জগদ্দীর্ঘমহাস্বপ্নঃ সোয়মন্তঃসমুত্থিতঃ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং যান্তি কাশ্চিদ্ভূতপরম্পরাঃ ॥ ৪৭ ॥

তেনোপলম্ভঃ কুড্যাদা-বসৌ দৃঢ়তরঃ স্থিতঃ।
যদ্‌যত্র চিৎ ভাবয়তি তত্তত্রাশু ভবত্যলম্॥ ৪৮॥

তয়া স্বপ্নেপি যদ্দৃষ্টং তৎকালে সত্যমেব তৎ।
চিদণোরন্তরে সন্তি সমস্তানুভবাণবঃ।
(যথা বীজান্তরে পত্র-লতাপুষ্পফলাণবঃ)॥ ৪৯॥

পরমাণুজগত্যন্তর্ম্মন্যে চিৎপরমাণবঃ।
লীনমাকাশমাকাশে দ্বৈতৈক্যভ্রমমুৎসৃজ॥ ৫০॥

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যৈঃ স্বৈরেবাণুভিরেব চিৎ।
অণূননুভবত্যন্ত-রিতরাণি ন সম্ভবাৎ॥ ৫১॥

স্বয়ং সর্গস্য কচিতঃ স্বপ্নে চিদণুখণ্ডকঃ।
ব্রহ্মাদেঃ কীটনিষ্ঠস্য দেহদৃষ্ট্যানুভাবিতঃ॥ ৫২॥

কচিতং কিঞ্চিদেবেহ বস্তুতস্তু ন কিঞ্চন।
স্বয়ং সত্যং স্বাদয়ন্তে দ্বৈতং চিৎপরমাণবঃ॥ ৫৩॥

স্বয়ং প্রকচতি স্ফার-দেহশ্চিদণুখণ্ডকঃ।
নেত্রাদিকুস্নমদ্বারৈঃ সম্বিদামোদমুদ্গিরন্॥ ৫৪॥

সম্পশ্যতি তরাং কশ্চিৎ বহীরূপেণ চিদ্‌ঘটঃ।
সর্ব্বগত্বাদনাশিত্বাৎ দৃশ্যবীজস্য বৈ চিতেঃ॥ ৫৫॥

অন্তরেবাখিলং কশ্চিৎ পশ্যত্যবিমলং জগৎ।
তত্রাতিকালকলনাদুন্মজ্জতি নিমজ্জতি॥ ৫৬॥

স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং তত্র তথা পশ্যন্ পুনঃ পুনঃ।
মিথ্যাবটেষু লুঠতি শিলেব শিখরচ্যুতা ॥ ৫৭ ॥
কেচিৎ সম্মিলিতাঃ কেচিৎ আত্মন্যেবাভ্রমে স্থিতা।
মগ্নাঃ স্বসম্বিৎপ্রসরে স্ফুরন্তোদেহখণ্ডকাঃ ॥ ৫৮ ॥
স্বয়মন্তঃ প্রপশ্যন্তি যে জগজ্জীববিভ্রমম্।
তৈস্তৈঃ কৈশ্চিৎ ততং দৃশ্য-মসৎস্বপ্নবদাশ্রিতম্ ॥৫৯॥
সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বভাবস্য তদ্দৃশ্যং সত্যমাত্মনি।
সর্ব্বগং বিদ্যতে যত্র তত্র সর্ব্বমুদেতি হি ॥ ৬০ ॥
জীবান্তঃ প্রতিভাসস্য সর্ব্বস্য পুনরন্তরে।
জীবখণ্ড উদেত্যুচ্চৈস্তস্যান্তরিতরোপি চ ॥ ৬১ ॥
জীবান্তর্জ্জায়তে জীবস্তস্যান্তরপি জীবকঃ।
সর্ব্বত্র রম্ভাদলবজ্জীবো জীবান্তরেব হি ॥ ৬২ ॥
দৃশ্যবুদ্ধিপরাবৃত্তৌ সমমেতদনন্তরম্।
হেম্নীব কটকাদিত্বং পরিজ্ঞাতং বিনশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
বিচারোযস্য নোদেতি কোহং কিমিদমিত্যলম্।
তস্যান্তর্ন বিমুক্তোসৌ দীর্ঘোজীবজ্বরভ্রমঃ ॥ ৬৪ ॥
বিচারঃ সফলস্তস্য বিজ্ঞেয়োযস্য সন্মতেঃ।
দিনানুদিনমায়াতি তানবং ভোগগৃধ্নুতা ॥ ৬৫ ॥
যথাদেহোপযুক্তং হি করোত্যারোগ্যমৌষধম্।
তথেন্দ্রিয়জয়েভ্যস্তে বিবেকঃ ফলিতোভবেৎ ॥ ৬৬ ॥

বিবেকোস্তি বচস্তেব চিত্রেগ্নিরিব ভাস্বরঃ।
যস্য তেনাপরিত্যক্তা দুঃখায়ৈবাবিবেকিতা ॥ ৬৭ ॥
যথা স্পর্শেন পবনঃ সত্তামায়াতি নো গিরা।
তথেচ্ছাতানবেনৈব বিবেকোস্য বিবুধ্যতে ॥ ৬৮ ॥
চিত্রামৃতং নামৃতমেব বিদ্ধি চিত্রানলং নানলমেব বিদ্ধি।
চিত্রাঙ্গনা নূনমনঙ্গনেতি বাচা বিবেকস্ত্ববিবেক এব ॥৬৯॥

পূর্ব্বং বিবেকেন তনুত্বমেতি
রাগোথ বৈরঞ্চ সমূলমেব।
পশ্চাৎ পরিক্ষীয়ত এব যত্নঃ
স পাবনোযত্র বিবেকিতাস্তি ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে জীবনখণ্ডকাবতারো নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

জীববীজং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র স্বমিব স্থিতম্।
তেন জীবোদরজগত্যপি জীবোস্ত্যনেকধা ॥ ১ ॥
চিদ্ঘনৈকঘনাত্মত্বাজ্জীবান্তর্জ্জীবজাতয়ঃ।
কদলীদলবৎ সন্তি কীটা ইব ধরোদরে ॥ ২ ॥
যোযো নাম যথা গ্রীষ্মে কল্কস্বেদাৎ ভবেৎ কৃমিঃ।
যৎ যৎ দৃশ্যং শুদ্ধচিৎ খং তজ্জীবোভবতি স্বতঃ ॥৩॥
যথা যথা যতন্তে তে জীবকাঃ স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
তথা তথা ভবন্ত্যাশু বিচিত্রোপাসনক্রমৈঃ ॥ ৪ ॥
দেবান্ দেবযজো যান্তি যক্ষা যক্ষান্ ব্রজন্তি হি।
ব্রহ্ম ব্রহ্মযজো যান্তি যদতুচ্ছং তদাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥
স মুক্তো ভৃগুপুত্রোহি নির্ম্মলত্বাৎ স্বসম্বিদঃ।
বদ্ধঃ প্রথমদৃষ্টেন দৃশ্যেনাশু স্বভাবতঃ ॥ ৬ ॥
ভুবি জাতা পরিম্লানা বালা যৎ প্রথমং পুরঃ।
সম্বিৎ প্রাপ্নোতি তদ্রূপা ভবত্যন্যা ন কাচন ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

জাগ্রৎস্বপ্নদশাভেদং ভগবন্ বক্তুমর্হসি।
কথঞ্চ জাগ্রজ্জাগ্রৎ স্যাৎ স্বপ্নোজাগ্রদ্ভ্রমঃ কথম্ ॥৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্থিরপ্রত্যয়যুক্তং যৎ তজ্জাগ্রদিতি কথ্যতে।
অস্থিরপ্রত্যয়ং যৎ স্যাৎ তৎ স্বপ্নঃ সমুদাহৃতঃ॥ ৯॥
জাগ্রত্ত্বে ক্ষণদৃষ্টঃ স্যাৎ স্বপ্নঃ কালান্তরে স্থিতঃ।
তজ্জাগ্রৎ স্বপ্নতামেতি স্বপ্নোজাগ্রত্ত্বমৃচ্ছতি॥ ১০॥
জাগ্রৎস্বপ্নদশাভেদো ন স্থিরাস্থিরতে বিনা।
সমঃ সদৈব সর্ব্বত্র সমস্তোনুভবোনয়োঃ॥ ১১॥
স্বপ্নোপি স্বপ্নসময়ে স্থৈর্য্যাজ্জাগ্রত্ত্বমৃচ্ছতি।
অস্থৈর্য্যাজ্জাগ্রদেবাস্তে স্বপ্নস্তাদৃশবোধতঃ॥ ১২॥
স্বপ্নোপি জাগ্রদ্বুদ্ধ্যংশো জাগ্রত্ত্বমনুগচ্ছতি।
স্বপ্নতা স্বপ্নবুদ্ধ্যা তু যথাসম্বেদনং স্থিরম্॥ ১৩॥
যত্তু যাবৎ স্থিরং বুদ্ধং তত্তাবজ্জাগ্রদুচ্যতে।
ক্ষণভঙ্গাত্তু তৎ স্বপ্নো যথা ভবতি তচ্ছৃণু॥ ১৪॥
জীবধাতুঃ শরীরেন্তর্ব্বিদ্যতে যেন জীব্যতে।
তেজোবীর্য্যং জীবধাতুরিত্যাদ্যভিধমঙ্গ যৎ॥ ১৫॥
ব্যবহারী যদা কায়ো মনসা কর্ম্মণা গিরা।
ভবেত্তদা মরুন্নুন্নো জীবধাতুঃ প্রসর্পতি॥ ১৬॥
তস্মিন্ প্রসর্পত্যঙ্গেষু সর্ব্বা সম্বিদুদেতি হি।
দৃষ্টত্বাৎ প্রৈতি চিত্তাখ্যমন্তর্লীনজগদ্ভ্রমম্॥ ১৭॥

ঈক্ষণাদিষু রন্ধ্রেষু প্রসরন্তী বহির্ম্ময়ম্ ।
নানাকারবিকারাঢ্যং রূপমাত্মনি পশ্যতি ॥ ১৮ ॥
স্থিরত্বাৎ তত্তথৈবাথ জাগ্রদিত্যবগম্যতে ।
জাগ্রৎক্রম ইতি প্রোক্তঃ সুষুপ্তাদিক্রমং শৃণু ॥ ১৯ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যদা ক্ষুভ্যতি নোবপুঃ ।
শান্তাত্মা তিষ্ঠতি স্বস্থো জীবধাতুস্তদা ত্বসৌ ॥ ২০ ॥
সমতামাগতৈর্ব্বাতৈঃ ক্ষোভ্যতে ন হৃদম্বরে ।
নির্ব্বাতসদনে দীপো যথালোকৈককারকঃ ॥ ২১ ॥
ততঃ সরতি নাঙ্গেষু সম্বিৎ ক্ষুভ্যতি তেন নো ।
ন চেক্ষণাদীন্ যা যাতি রন্ধ্রাণ্যায়াতি নো বহিঃ ॥২২॥
জীবোন্তরেব স্ফুরতি তৈলসম্বিদ্‌যথা তিলে ।
শীতসম্বিদ্ধিম ইব স্নেহসম্বিদ্‌যথা ঘৃতে ॥ ২৩ ॥
জীবাকারা কলা কাচিৎ চিতিঃ স্বচ্ছতয়াত্মনি ।
দশামায়াতি সৌষুপ্তিং সৌম্যবাতাং বিচেতনাম্ ॥২৪॥
জ্ঞাত্বা বৈ চিত্ত্যুপরতে সাম্যং ব্যবহরন্নপি ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু সম্বুদ্ধস্তুর্য্যবান্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥
সুষুপ্তে সৌম্যতাং যাতৈঃ প্রাণৈঃ সঞ্চাল্যতে যদা ।
স জীবধাতুঃ সা সম্বিৎ ততশ্চিত্ততয়োদিতা ॥ ২৬ ॥
স্বান্তঃসংস্থজগজ্জালং ভাবাভাবৈঃ ক্রমভ্রমৈঃ ।
পশ্যতি স্বান্তরেবাশু স্ফারং বীজ ইব দ্রুমম্ ॥ ২৭ ॥

জীবধাতুর্যদা বাতৈঃ কিঞ্চিৎ সংক্ষুভ্যতে ভৃশম্ ।
ততোঽস্ম্যহং সুপ্ত ইতি পশ্যত্যাত্মনি খে গতিম্ ॥২৮॥
যদাম্ভসা প্লাব্যতেঽসৌ তদা বার্য্যাদিসম্ভ্রমম্ ।
অন্তরেবানুভবতি স্বামোদং কুসুমং যথা ॥ ২৯ ॥
যদা পিত্তাদিনাক্রান্তস্তদা গ্রীষ্মাদিসম্ভ্রমম্ ।
অন্তরেবানুভবতি স্ফারং বহিরিবাখিলম্ ॥ ৩০ ॥
রক্তাপূর্ণোরক্তবর্ণান্ দেশকালান্ বহির্যথা ।
পশ্যত্যনুভবাত্মত্বাৎ তত্রৈব চ নিমজ্জতি ॥ ৩১ ॥
সেবতে বাসনাং যাং তাং সোঽন্তঃ পশ্যতি নিদ্রিতঃ ।
পবনক্ষোভিতোরন্ধ্রৈর্ব্বহিরক্ষাদিভির্যথা ॥ ৩২ ॥
অনাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যতঃ ক্ষুব্ধোঽন্তরেব সঃ ।
সম্বিদানুভবত্যাশু স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সমাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যঃ ক্ষুব্ধোবায়ুনা যদা ।
পরিপশ্যতি তজ্জাগ্রদিত্যাহুর্ম্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি বিদিতবতা ত্বয়াধুনান্তঃ
প্রথিতমহামতিনেহ সত্যতাখ্যা ।
অসতি জগতি নৈব ভাবনীয়া
মৃতিহতিসংহৃতিদোষভাবনীয়া ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ততুরীয় স্বরূপবিচারো
নাম একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিংশতিতমঃ সর্গঃ

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং মনোরূপনিরূপণম্।
ময়া রাঘব নাম্নৈন কেনচিন্নাম হেতুনা॥ ১॥
দৃঢ়নিশ্চয়বচ্চেতো যদ্ভাবয়তি ভূরিশঃ।
তত্তাং যাত্যনলাশ্লেষা দয়ঃপিণ্ডোগ্নিতামিব॥ ২॥
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ দৃশশ্চেতনকল্পিতাঃ।
নাসত্যা নাপি সত্যাস্তা মনশ্চাপলকারিতাঃ॥ ৩॥
মনো মোহে তু কর্ত্তৃ স্যাৎ কারণঞ্চ জগৎস্থিতেঃ।
বিশ্বরূপতয়ৈবেদং তনোতি মলিনং মনঃ॥ ৪॥
মনোহি পুরুষোনাম তং নিযোজ্য শুভে পথি।
তজ্‌জয়ৈকান্তসাধ্যা হি সর্ব্বা জগতি ভূতয়ঃ॥ ৫॥
পুরুষশ্চেচ্ছরীরং স্যাৎ কথং শুক্রোমহামতিঃ।
অগমদ্বিবিধাকারং জন্মান্তরশতভ্রমম্॥ ৬॥
অতশ্চিত্তং হি পুরুষঃ শরীরং চেত্যমেব হি।
যন্ময়ঞ্চ ভবত্যেতৎ তদবাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৭॥

যদতুচ্ছমনায়াসমনুপাধিগতভ্রমম্ ।
যত্নাৎ তদনুসন্ধানং কুরু তত্তামবাপ্স্যসি ॥ ৮ ॥

অভিপততি মনঃস্থিতং শরীরং
ন তু বপুরাচরিতং মনঃ প্রয়াতি ।
অভিপততু তবাত্র তেন সত্যং
সুভগ মনঃ প্রজহাত্বসত্যমন্যৎ ॥ ৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে মনোরূপবর্ণনং নাম
বিংশতিতম সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সংশয়ো যোমহানয়ম্।
হৃদি ব্যাবর্ত্ততে লোলঃ কল্লোল ইব সাগরে॥ ১॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে ততে নিত্যে নিরাময়ে।
ম্লানা সম্বিন্মনোনাম্নী কুতঃ কেয়মুপস্থিতা॥ ২॥
যস্মাদন্যন্ন নামাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কুতঃ কীদৃক্ কথং তত্র কলঙ্কস্তস্য বিদ্যতে॥ ৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সাধু রাম ত্বয়া প্রোক্তং জাতা তে মোক্ষভাগিনী।
মতিরুত্তমনিষ্যন্দা নন্দনস্যেব মঞ্জরী॥ ৪॥
পূর্ব্বাপরবিচারার্থ তৎপরেয়ং মতিস্তব।
সম্প্রাপ্স্যসি পদং প্রোচ্চৈর্যৎ প্রাপ্তং শঙ্করাদিভিঃ॥৫॥
প্রশ্নস্যাস্য তু হে রাম ন কালস্তব সম্প্রতি।
সিদ্ধান্তঃ কথ্যতে যত্র তত্রায়ং প্রশ্ন উচ্যতে॥ ৬॥
সিদ্ধান্তকালে ভবতা প্রষ্টব্যোহহমিদং পরম্।
করামলকবত্তেন সিদ্ধান্তস্তে ভবিষ্যতি॥ ৭॥

সিদ্ধান্তকালে প্রশ্নোক্তিরেষা তব বিরাজতে।
প্রাবৃষীব হি কেকোক্তির্যুক্তা শরদি হংসগীঃ ॥ ৮ ॥
সহজোনীলিমা ব্যোম্নি শোভতে প্রাবৃষঃ ক্ষয়ে।
প্রাবৃষি ত্বতনূদগ্র পয়োদপটলোত্থিতঃ ॥ ৯ ॥
অয়ং প্রকৃত আরব্ধো মনোনির্ণয় উত্তমঃ।
তদ্বশাজ্জনতাজন্ম তদাকর্ণয় সুব্রত ॥ ১০ ॥
এবম্প্রকৃতিরূপেয়ং মনোমননধর্ম্মিণী।
কর্ম্মেতি রাম নির্ণীতং সর্ব্বৈরেব মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥
শৃণু দর্শনভেদেন তন্নামাভিমতাকৃতিম্।
বাগ্মিনাং বদতাং যাতং চিত্রাভিঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ ॥১২॥
যং যং ভাবমুপাদত্তে মনোমননচঞ্চলম্।
তত্তামেতি ঘনামোদ মন্তঃস্থঃ পবনোযথা ॥ ১৩ ॥
ততস্তমেব নির্ণীয় তমেব চ বিকল্পয়ন্।
অন্তঃস্থয়া রঞ্জনয়া রঞ্জয়ন্ স্বামহঙ্কৃতিম্ ॥ ১৪ ॥
তন্নিশ্চয়মুপাদায় তত্রৈব রসমৃচ্ছতি।
যন্ময়ত্বং শরীরে তু ততোবুদ্ধীন্দ্রিয়েষু চ ॥ ১৫ ॥
যন্ময়ং হি মনোরাম দেহস্তদনু তদ্বশঃ।
তত্তামায়াতি গন্ধান্তঃ পবনোগন্ধতামিব ॥ ১৬ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু বল্গৎসু কর্ম্মেন্দ্রিয়গণস্ততঃ।
স্ফুরতি স্বত এবোর্ব্বী রজোলোল ইবানিলে ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে ক্ষুব্ধে স্বশক্তিং প্রণয়ত্যলম্ ।
কর্ম্ম নিষ্পদ্যতে স্ফারং পাংসুজালমিবানিলে ॥ ১৮ ॥
এবং হি মনসঃ কর্ম্ম কর্ম্মবীজং মনঃ স্মৃতম্ ।
অভিন্নৈব তয়োঃ সত্তা যথা কুসুমগন্ধয়োঃ ॥ ১৯ ॥
যাদৃশং ভাবমাদত্তে দৃঢ়াভ্যাসবশান্মনঃ ।
তথা স্পন্দাখ্যকর্ম্মাখ্য প্রথাশাখা বিমুঞ্চতি ॥ ২০ ॥
তথা ক্রিয়াং তৎফলতাং নিষ্পাদয়তি চাদরাৎ ।
ততস্তমেব চাস্বাদমনুভূয়াশু বধ্যতে ॥ ২১ ॥
যং যং ভাবমুপাদত্তে তং তং বস্থিতি বিন্দতি ।
তত্তচ্ছ্রেয়োন্যন্নাস্তীতি নিশ্চয়োস্য চ জায়তে ॥ ২২ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং প্রযতন্তে সদৈব হি ।
মনাংসি দৃঢ়ভিন্নানি প্রতিপত্ত্যা স্বয়ৈব চ ॥ ২৩ ॥
মনোবৈ কাপিলানান্তু প্রতিপত্তিনিজামলম্ ।
উররীকৃত্য নির্ণীয় কল্পিতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪ ॥
মোক্ষে তু নান্যথা প্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রতিবিম্বন্তি স্থিতাঃ স্বনিয়মভ্রমৈঃ ॥ ২৫ ॥
বেদান্তবাদিনোবুদ্ধ্যা ব্রহ্মেদমিতি রূঢ়য়া ।
মুক্তিঃ শমদমোপেতা নির্ণীয় পরিকল্পিতা ॥ ২৬
মুক্তৌ তু নান্যথাপ্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রবিবৃণ্বন্তি স্বৈরেব নিয়মভ্রমৈঃ ॥ ২৭

বিজ্ঞানবাদিনোবুদ্ধ্যা স্ফুরৎ স্বভ্রমপূরয়া।
মুক্তিঃ শমদমোপেতা নির্ণীয় পরিকল্পিতা॥ ২৮॥
মুক্তৌ তু নান্যথাপ্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রবিবৃণ্বন্তি স্বৈরেব নিয়মভ্রমৈঃ॥ ২৯॥
আর্হতাদিভিরন্যৈশ্চ স্বয়াভিমতয়েচ্ছয়া।
চিত্রাশ্চিত্রসমাচারৈঃ কল্পিতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ॥ ৩০॥
নির্নিমিত্তোত্থসৌম্যাম্বুবুদ্বুদৌঘৈরিবোত্থিতৈঃ।
স্বনিশ্চিতৈরিতি প্রোঢ়া নানাকারা হি রীতয়ঃ॥ ৩১॥
সর্ব্বাসামেব চৈতাসাং রীতীনামেবমাকরঃ।
মনোনাম মহাবাহো মণীনামিব সাগরঃ ৩২॥
ন নিম্বেক্ষুকটুস্বাদূ শীতোষ্ণৌ নেন্দুপাবকৌ।
যদ্‌যথাপরমাভ্যস্তমুপলব্ধং তথৈব তৎ॥ ৩৩॥
যস্ত্বকৃত্রিম আনন্দস্তদর্থং প্রযত্নৈর্নরৈঃ।
মনস্তন্ময়তাং নেয়ং যেনাসৌ সমবাপ্যতে॥ ৩৪॥
দৃশ্যং সম্পরিডিম্ভং স্বং তুচ্ছং পরিহরন্মনঃ।
তজ্জাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং নাবশ্যং পরিকৃষ্যতে॥৩৫॥
অপবিত্রমসদ্রূপং মোহনং ভয়কারণম্।
দৃশ্যমাভাসমাভোগি বন্ধং মা ভাবয়ানঘ॥ ৩৬॥
মায়ৈষা সা হ্যবিদ্যৈষা ভাবনৈষা ভয়াবহা।
সম্বিদস্তন্ময়ত্বং যৎ তৎ কর্ম্মেতি বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৩৭॥

দৃষ্ট্বা দৃশ্যৈকতানত্বং বিদ্ধি ত্বং মোহনং মনঃ।
প্রমার্জ্জয়ৈব তন্মিথ্যা মহামলিনকর্দ্দমম্ ॥ ৩৮ ॥
দৃশ্যতন্ময়তা যৈষা স্বভাবস্থানুভূয়তে।
সংসারমদিরা সেয়মবিদ্যেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৯ ॥
অনয়োপহতোলোকঃ কল্যাণং নাধিগচ্ছতি।
ভাস্বরং তাপনালোকং পটলান্ধেক্ষণো যথা ॥ ৪০ ॥
স্বয়মুৎপদ্যতে সা চ সঙ্কল্পাৎ ব্যোমবৃক্ষবৎ।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ ভাবনায়াং মহামতে ॥ ৪১ ॥
ক্ষীণায়াং স্বরসাদেব বিমর্শেন বিলাসিনা।
অসংসঙ্গঃ পদার্থেষু সর্ব্বেষু স্থিরতাং গতঃ ॥ ৪২ ॥
সত্যদৃষ্টৌ প্রপন্নায়ামসত্যে ক্ষয়মাগতে।
নির্ব্বিকল্পচিদচ্ছাত্মা স আত্মা সমবাপ্যতে ॥ ৪৩ ॥
ন সত্তা যস্য নাসত্তা ন সুখং নাপি দুঃখিতা।
কেবলং কেবলীভাবো যস্যান্তরুপলভ্যতে ॥ ৪৪ ॥
অভব্যয়া ভাবনয়া ন চিত্তেন্দ্রিয়দৃষ্টিভিঃ।
আত্মনোনন্যভূতাভিরপি যঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥
বাসনাভিরনন্তাভির্ব্ব্যোমেব ঘনরাজিভিঃ।
সন্দিগ্ধায়াং যথা রজ্জ্বাং সর্পতত্ত্বং তথৈব হি ॥ ৪৬ ॥
চিদাকাশাত্মনা বন্ধস্ত্ববন্ধেনৈব কল্পিতঃ।
কল্পিতং কল্পিতং বস্তু প্রতিকল্পনয়ান্যথা ॥ ৪৭ ॥

তদেবান্যত্বমাদত্তে খমহোরাত্রয়োরিব।
যদতুচ্ছমনায়াসমনুপাধিগতভ্রমম্ ॥ ৪৮ ॥
তত্তৎকল্পনয়াতীতং তৎ সুখায়ৈব কল্পতে।
শূন্য এব কুশূলে তু সিংহোস্তীতি ভয়ং যথা ॥ ৪৯ ॥
শূন্য এব শরীরেন্তর্ব্বদ্ধোস্মীতি ভয়ং তথা।
শূন্য এব কুসূলে তু প্রেক্ষ্য সিংহো ন লভ্যতে ॥ ৫০ ॥
তথা সংসারবন্ধার্থঃ প্রেক্ষিতোসৌ ন লভ্যতে।
ইদং জগদয়ং চাহমিতি সম্ভ্রান্তমুত্থিতম্ ॥ ৫১ ॥
বালানাং মধ্যমে কালে ছায়া বৈতালিকী যথা।
কল্পনাবশতোজন্তোর্ভাবাভাবশুভাশুভাঃ ॥ ৫২ ॥
ক্ষণাদসত্তামায়ান্তি সত্তামপি পুনঃ ক্ষণাৎ।
মাতৈব গৃহিণীভাব-গৃহীতা কণ্ঠলম্বনী ॥ ৫৩ ॥
করোতি গৃহিণীকার্য্যং সুরতানন্দদা সতী।
কান্তেব মাতৃভাবেন গৃহীতা কণ্ঠলম্বিনী ॥ ৫৪ ॥
নূনং বিস্মারয়ত্যেব মন্মথং মাতৃভাবনাৎ।
ভাবানুসারিফলদং পদার্থৌঘমবেক্ষ্য চ ॥ ৫৫ ॥
ন জ্ঞেনেহ পদার্থেষু রূপমেকমুদীর্য্যতে।
দৃঢ়ভাবনয়া চেতো যদ্‌যথা ভাবয়ত্যলম্ ॥ ৫৬ ॥
তত্তৎ ফলং তদাকারং তাবৎ কালং প্রপশ্যতি।
ন তদস্তি ন যৎ সত্যং ন তদস্তি ন যন্মৃষা ॥ ৫৭ ॥

যৎ যথা যেন নির্ণীতং তত্তথা তেন লক্ষ্যতে।
ভাবিতাকাশমাতঙ্গং ব্যোমহস্তিতয়া মনঃ॥ ৫৮॥
ব্যোমকাননমাতঙ্গীং ব্যোমস্থামনুধাবতি।
তস্মাৎ সঙ্কল্পমেব ত্বং সর্ব্বভাবময়াত্মকম্॥ ৫৯॥
ত্যজ রাম সুষুপ্তস্থঃ স্বাত্মনৈব ভবাত্মনঃ।
মণির্হি প্রতিবিম্বানাং প্রতিষেধক্রিয়াং প্রতি॥ ৬০॥
ন শক্তো জড়ভাবেন ন তু রাম ভবাদৃশঃ।
যদাত্মনি জগৎ রাম তবেহ প্রতিবিম্বতি॥ ৬১॥
তদবস্ত্বিতি নির্ণীয় মা তেনাগচ্ছ রঞ্জনম্।
তদেব সত্যমিতি বাপ্যভিন্নং পরমাত্মনঃ॥ ৬২॥
মত্বান্তস্ত্বমনাদ্যন্তং ভাবয়াত্মানমাত্মনা।
চেতসি প্রতিবিম্বন্তি যে ভাবাস্তব রাঘব।
রঞ্জয়ন্ত্বন্যসক্তত্বাৎ মা তে ত্বাং স্ফটিকং যথা॥ ৬৩॥

স্ফটিকমমননং যথা বিশন্তি
প্রকটতয়া ন চ রঞ্জনা বিচিত্রা।
ইহ হি বিমননং তথা বিশন্তু
প্রকটতয়া ভুবনৈষণা ভবন্তম্॥ ৬৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে বিজ্ঞানবাদো নাম একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

জন্তোঃ কৃতবিচারস্য বিগলদ্বৃত্তিচেতসঃ।
মননং ত্যজতোজ্ঞাত্বা কিঞ্চিৎ পরিণতাত্মনঃ॥ ১॥
দৃশ্যং সন্ত্যজতোহেয়মুপাদেয়মুপেযুষঃ।
দ্রষ্ট'রং পশ্যতোদৃশ্যমদ্রষ্টারমপশ্যতঃ॥ ২॥
জাগর্ত্তব্যে পরে তত্ত্বে জাগরূকস্য জীবতঃ।
সুপ্তস্য ঘনসংমোহময়ে সংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥
পর্য্যন্তাত্যন্তবৈরাগ্যাৎ সরসেষ্বরসেষ্বপি।
ভোগেষ্বাভোগরম্যেষু বিরক্তস্য নিরাশিষঃ॥ ৪॥
ব্রজত্যাত্মাম্ভসৈকত্বং জীর্ণজাড্যে নভস্থলম্।
গলত্যপগতাসঙ্গে হিমাপূর ইবাতপে॥ ৫॥
তরঙ্গিতা সুকল্লোল জললোলান্তরাসু চ।
শাম্যন্তীষ্বথ তৃষ্ণাসু নদীষ্বিব ঘনাত্যয়ে॥ ৬॥
সংসারবাসনাজালে খগজাল ইবাধুনা।
ত্রোটিতে হৃদয়গ্রন্থৌ শ্লথে বৈরাগ্যরংহসা॥ ৭॥

কাতকং ফলমাসাদ্য যথা বারি প্রসীদতি।
তথা বিজ্ঞানবশতঃ স্বভাবঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৮ ॥
নীরাগং নিরুপাসঙ্গং নির্দ্দ্বন্দ্বং নিরুপাশ্রয়ম্।
বিনির্যাতি মনোমোহাৎ বিহগঃ পঞ্জরাদিব ॥ ৯ ॥
শান্তে সন্দেহদৌরাত্ম্যে গতকৌতুকবিভ্রমম্।
পরিপূর্ণান্তরং চেতঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজতে ॥ ১০ ॥
জনিতোত্তমসৌন্দর্য্যা দূরাদস্তময়োন্নতা।
সমতোদেতি সর্ব্বত্র শান্তে বাত ইবার্ণবে ॥ ১১ ॥
অন্ধকারময়ী মূকা জাড্যজর্জ্জরিতান্তরা।
তনুত্বমেতি সংসার বাসনেবোদয়ে ক্ষপা ॥ ১২ ॥
দৃষ্টচিদ্ভাস্করা প্রজ্ঞা-পদ্মিনী পুণ্যপল্লবা।
বিকসত্যমলোদ্যোতা প্রাতর্দ্যৌরিব রূপিণী ॥ ১৩ ॥
প্রজ্ঞাহৃদয়হারিণ্যো ভুবনাহ্লাদনক্ষমাঃ।
সত্বলব্ধাঃ প্রবর্দ্ধন্তে সকলেন্দোরিবাংশবঃ ॥ ১৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাতজ্ঞেয়োমহামতিঃ।
নোদেতি নৈব যাত্যস্তমভূতাকাশকোশবৎ ॥
বিচারণা পরিজ্ঞাত-স্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রশঙ্করাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রকটাকারমপ্যন্তনিরহঙ্কারচেতসম্।
নাপ্নুবন্তি বিকল্পাস্তং মৃগতৃষ্ণামিবৈণকাঃ ॥ ১৭ ॥

তরঙ্গবদিমে লোকাঃ প্রযাত্যাযান্তি চেতসঃ।
ক্রোড়ীকুর্ব্বন্তি চাজ্ঞং তে ন জ্ঞং মরণজন্মনী ॥ ১৮ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবৌ সংসারো নেতরক্রমঃ।
ইতি তাভ্যাং সমালোকো রমতে স নিবধ্যতে ॥ ১৯॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কুম্ভে কুম্ভনভোযথা।
ভূষিতে দূষিতে বাপি দেহে তদ্বদিহাত্মবান্ ॥ ২০ ॥
বিবেক উদিতে শীতে মিথ্যাভ্রমমরূদিতা।
ক্ষীয়তে বাসনা সাগ্রে মৃগতৃষ্ণা মরাবিব ॥ ২১ ॥
কোহং কথমিদং চেতি যাবৎ ন প্রবিচারিতম্।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্ ॥ ২২ ॥
মিথ্যাভ্রমভয়োদ্ভূতং শরীরং পদমাপদাম্।
আত্মভাবনয়া নেদং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৩ ॥
দেশকালবশোত্থান ন মমেতি গতভ্রমম্।
শরীরে সুখদুঃখানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৪ ॥
অপারপর্য্যন্তনভো দিক্কালাদিক্রিয়ান্বিতম্।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৫ ॥
বালাগ্রলক্ষভাগাত্তু কোটিশঃ পরিকল্পিতাৎ।
অহং সূক্ষ্ম ইতি ব্যাপী যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৬ ॥
আত্মানমিতরঞ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া।
সর্ব্বং চিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭॥

সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
আধিব্যাধিভয়োদ্বিগ্নো জরামরণজন্মবান্।
দেহোহহমিতি যঃ প্রাজ্ঞো ন পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৯॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকোমহিমা মম।
দ্বিতীয়োন মমাস্তীতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
চিত্তন্ত নাহমেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩১ ॥
নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
ইত্থং সদসতোর্ম্মধ্যে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩২ ॥
যন্নাম কিঞ্চিৎত্রৈলোক্যং স এবাবয়বো মম।
তরঙ্গোহব্ধাবিবেত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
শোচ্যা পাল্যা ময়ৈবেয়ং স্বসেয়ং মে কনীয়সী।
ত্রিলোকীপেলবেত্যুচ্চৈর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
আত্মতাপরতে স্বত্তা মত্তে যস্য মহাত্মনঃ।
ভবাদুপরতে নূনং স পশ্যতি সুলোচনঃ ॥ ৩৫ ॥
চেত্যানুপাতরহিতং চিদ্ভৈরবময়ং বপুঃ।
আপূরিতজগজ্জালং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৬ ॥
সুখং দুঃখং ভবোভাবো বিবেককলনাশ্চ যাঃ।
অহমেবেতি বা নূনং পশ্যন্নপি ন হীয়তে ॥ ৩৭ ॥

স্বাত্মসত্তাপরাপূর্ণে জগত্যংশেন বর্ত্তিনা।
কিং মে হেয়ং কিমাদেয়মিতি পশ্যন্ স্বদৃঙ্মরঃ॥ ৩৮॥
অপ্রতর্ক্যমনাভাসং সন্মাত্রমিদমিত্যলম্।
হেয়োপাদেয়কলনা যস্য ক্ষীণা স বৈ পুমান্॥ ৩৯॥
য আকাশবদেকাত্মা সর্ব্বভাবগতোপি সন্।
ন ভাবরঞ্জনামেতি স মহাত্মা মহেশ্বরঃ॥ ৪০॥
তমঃপ্রকাশকলনা মুক্তঃ কালাত্মতাং গতঃ।
যঃ সৌম্যঃ সুসমঃ স্বস্থস্তং নৌমি পদমাগতম্॥ ৪১॥
যস্যোদয়াস্তময়সঙ্কলনা কলাসু
চিত্রাসু চারুবিভবাসু জগদ্‌গতাসু।
বৃত্তিঃ সদৈব সকলৈকমতেরনন্তা
তস্মৈ নমঃ পরমবোধবতে শিবায়॥ ৪২॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে অনুত্তমপদবিশ্রান্তিবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

য উত্তমপদালম্বী চক্রভ্রমবদাস্থিতঃ।
শরীরনগরীরাজ্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ১ ॥
তস্যেয়ং ভোগমোক্ষার্থং তজ্জস্যোপবনোপমা।
সুখায়ৈব ন দুঃখায় স্বশরীরমহাপুরী ॥ ২ ॥

রাম উবাচ।

নগরীত্বং শরীরস্য কথং নাম মহামুনে।
এতাঞ্চাধিবসন্ যোগী কথং রাজসুখৈকভাক্ ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রম্যেয়ং দেহনগরী রাম সর্ব্বগুণান্বিতা।
জ্ঞস্যানন্তবিলাসাঢ্যা স্বালোকার্কপ্রকাশিতা ॥ ৪ ॥
নেত্রবাতায়নোদ্যোত প্রকাশভুবনান্তরা।
করপ্রতোলীবিস্তার প্রাপ্তপাদোপজাঙ্গলা ॥ ৫ ॥
রোমরাজীলতাগুল্মা ত্বচা জালকমালিতা।
গুল্ফাঙ্গুল্যা প্রবিশ্রান্ত জঙ্ঘোরুস্তম্ভমণ্ডলা ॥ ৬ ॥

রেখাবিভক্তপাদাগ্র শিলাপ্রথমনির্ম্মিতা।
চর্ম্মমর্ম্মশিরাসার সন্ধিসীমামনোরমা॥ ৭॥
উরূরুতনুভাগাগ্র নির্ম্মিতোপস্থনিম্নগা।
কচৎকেশাবলী কাচ দলপ্রস্থবনাবৃতা॥ ৮॥
ভ্রূললাটোষ্ঠসচ্ছায় বদনোদ্যানশোভিতা।
দৃষ্টিপাতোৎপলাকীর্ণ কপোলবিপুলস্থলী॥ ৯॥
বক্ষঃস্থলসরঃস্যূত কুচপঙ্কজকোরকা।
ঘনরোমাবলীচ্ছন্ন স্কন্ধক্রীড়াশিলোচ্চয়া॥ ১০॥
উদরশ্বভ্রনিক্ষিপ্ত স্বান্নেষ্টা ভক্ষ্যতৎপরা।
দীর্ঘকণ্ঠবিলোদ্গীর্ণ বাতসংরম্ভশব্দিতা॥ ১১॥
হৃদয়াপণনির্ণীত যথাপ্রাপ্তার্থভূষিতা।
অনারতনবদ্বার প্রবহৎপ্রাণনাগরা॥ ১২॥
আস্যস্ফারবদাদৃষ্ট দন্তাস্থিশকলাকুলা।
মুখাস্পদা ভ্রমজ্জিহ্বা চণ্ডীচর্ব্বিতভোজনা॥ ১৩॥
রোমশষ্পতরচ্ছন্না কর্ণকোটরকূপকা।
স্ফিকৃশৃঙ্খলা স্থিতোপান্ত পৃষ্ঠবিস্তীর্ণজঙ্গলা॥ ১৪॥
গুদোত্থানারঘট্টান্ত প্রদ্রুতানন্তকর্দ্দমা।
চিত্তোদ্যানমহীবল্ল দাত্মচিন্তাবরাঙ্গনা॥ ১৫॥
ধীবরত্রাদৃঢ়াবদ্ধ চপলেন্দ্রিয়মর্কটা।
বদনোদ্যানহসন পুষ্পোদ্গমমনোরমা॥ ১৬॥

স্বশরীরমনোজ্ঞস্য সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী ।
সুখায়ৈব ন দুঃখায় পরমায় হিতায় চ ॥ ১৭ ॥
অজ্ঞস্যেয়মনন্তানাং দুঃখানাং কোশমালিকা ।
জ্ঞস্য ত্বিয়মনন্তানাং সুখানাং কোশমালিকা ॥ ১৮ ॥
কিঞ্চিদস্যাং প্রনষ্টায়াং জ্ঞস্য নষ্টমন্দিরম্ ।
স্থিতায়াং সংস্থিতং সর্ব্বং তেনেয়ং জ্ঞসুখাবহা ॥ ১৯ ॥
যদেনাং জ্ঞসৃসমারুহ্য সংসারে বিহরত্যলম্ ।
অশেষভোগমোক্ষার্থং তেনেয়ং জ্ঞরথঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥
শব্দরূপরসস্পর্শ গন্ধবন্ধুশ্রিয়োযতঃ ।
অনয়ৈব হি লভ্যন্তে তেনেয়ং জ্ঞস্য লাভদা ॥ ২১ ॥
সুখদুঃখক্রিয়াজালং যদেষোদ্বহ'তি স্বয়ম্ ।
তদেষা রাম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববস্তুভরক্ষমা ॥ ২২ ॥
তস্যাং শরীরপুর্য্যাং হি রাজ্যং কুর্ব্বন্ গতজ্বরঃ ।
জ্ঞস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স্বপুর্য্যামিব বাসবঃ ॥ ২৩ ॥
ন ক্ষিপত্যবটাটোপে মনোমত্তুরঙ্গমম্ ।
ন লোভদুর্দ্ধ্ব'মাদায় প্রজ্ঞাপুত্রীং প্রযচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
অজ্ঞানপররাষ্ট্রঞ্চ ন রন্ধ্রং ত্বস্য পশ্যতি ।
সংসারারিভয়স্যান্তর্ম্মূ'লান্যেব নিকৃন্ততি ॥ ২৫ ॥
তৃষ্ণাসারপরাবর্ত্তে কামসম্ভোগদুর্গ্র'হে ।
ন নিমজ্জতি পর্য্যন্তঃ সুখদুঃখপ্রদেবনে ॥ ২৬ ॥

করোত্যবিরতং স্নানং বহিরন্তরবীক্ষণাৎ।
সরিৎসঙ্গমতীর্থেষু মনোরথগতঃ ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥
সকলাক্ষজনাদৃশ্য্য সুখপ্রেক্ষাপরাঙ্মুখঃ।
ধ্যাননাম্নি সুখং নিত্যং তিষ্ঠত্যন্তঃপুরান্তরে ॥ ২৮ ॥
সুখাবহৈষা নগরী নিত্যং বৈ বিদিতাত্মনঃ।
ভোগমোক্ষপ্রদা চৈষা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ২৯ ॥
স্থিতয়া সংস্থিতং সর্ব্বং কিঞ্চিন্নষ্টং ন নষ্টয়া।
যথা পুর্য্যা মহী যস্যা সা কথং ন সুখাবহা ॥ ৩০ ॥
বিনষ্টে দেহনগরে জ্ঞস্য নষ্টং ন কিঞ্চন।
আক্রান্তকুম্ভাকাশস্য খস্য কুম্ভক্ষয়ে যথা ॥ ৩১ ॥
বিদ্যমানং ঘটং বায়ুঃ কিঞ্চিৎ স্পৃশতি নাস্থিতম্।
যথা তথৈব দেহী স্বাং শরীরনগরীমিমাম্ ॥ ৩২ ॥
অত্রস্থঃ পুরুষো ভোগানাত্মা সর্ব্বগতোপি সন্।
বিশ্বকল্পকৃতান্ ভুক্ত্বা পুংসামধিগতার্থভাক্ ॥ ৩৩ ॥
কুর্ব্বন্নপি ন কুর্ব্বাণঃ সমস্তার্থক্রিয়োন্মুখঃ।
কদাচিৎ প্রকৃতান্ সর্ব্বান্ কার্য্যার্থাননুতিষ্ঠতি ॥৩৪॥
কদাচিল্লীলয়া লোলং বিমানমধিরোহতি।
অনাহতগতিঃ কান্তং বিহর্ত্তুমমলং মনঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্র স্থো লোকসুন্দর্য্যা সততং শীতলাঙ্গয়া।
রমতে রাময়া মৈত্র্যা নিত্যং হৃদয়সংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

দ্বে কান্তে তিষ্ঠতঃ সম্যক্ পার্শ্বয়োঃ সত্যতৈকতে ।
ইন্দোরিব বিশাখে দ্বে সমাহ্লাদিতচেতসী ॥ ৩৭ ॥
ক্ষপিতানখিলাঁল্লোকান্ দুঃখক্রকচদারিতান্ ।
বল্লীবনস্থান্নভসঃ পৃষ্ঠাদর্ক ইবেক্ষতে ॥ ৩৮ ॥
চিরং পূরিতসর্ব্বাশঃ সর্ব্বসম্পত্তিসুন্দরঃ ।
অপুনঃখণ্ডনায়েন্দুঃ পূর্ণাঙ্গ ইব রাজতে ॥ ৩৯ ॥
সেব্যমানোপি ভোগৌঘো ন খেদায়াস্য জায়তে ।
কালকূটঃ কিলেশস্য কণ্ঠে প্রত্যুত রাজতে ॥ ৪০ ॥
পরিজ্ঞাতোপভুক্তোহি ভোগোভবতি তুষ্টয়ে ।
বিজ্ঞায় সেবিতোমৈত্রীমেতী চৌরো ন শত্রুতাম্ ॥৪১॥
নরনারীনটৌঘানাং বিরহে দূরগামিনাম্ ।
জ্ঞেন যাত্রেব সুভগা ভোগশ্রীরবলোক্যতে ॥ ৪২ ॥
অশঙ্কিতোপসম্প্রাপ্তা গ্রামযাত্রা যথাধ্বগৈঃ ।
প্রেক্ষ্যন্তে তদ্বদেব জ্ঞৈ-র্ব্যবহারময়াঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪৩ ॥
অযত্নোপনতেপ্যক্ষি পদার্থেষু যথা পুনঃ ।
নীরাগমেব পততি তদ্বৎ কার্য্যেষু ধীরধীঃ ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং ন হরতি প্রাপ্তমর্থং কদাচন ।
নাদদাতি তথা প্রাপ্তং সম্পূর্ণোজ্ঞোবতিষ্ঠতে ॥ ৪৫ ॥
অপ্রাপ্তচিন্তাঃ সম্প্রাপ্তসমুপেক্ষাশ্চ সম্মতিম্ ।
ন কম্পয়ন্তি তরলাঃ পিচ্ছাঘাতা ইবাচলম্ ॥ ৪৬ ॥

সংশান্তসর্ব্বসন্দেহো গলিতাখিলকৌতুকঃ।
সংক্ষীণকল্পনাদেহো জ্ঞঃ সম্রাড়িব রাজতে ॥ ৪৭ ॥
আত্মন্যেব ন মাত্যন্তঃ স্বাত্মনাত্মনি জৃম্ভতে।
সম্পূর্ণোপারপর্য্যন্তঃ ক্ষীরার্ণব ইবার্ণবে ॥ ৪৮ ॥
ভোগেচ্ছাকৃপণান্ জন্তূন্ দীনান্ দীনেন্দ্রিয়াণি চ।
অনুন্মত্তমনাঃ শান্তো হসত্যুন্মত্তকানিব ॥ ৪৯ ॥
ইচ্ছতোন্যোজ্ঝিতাং জায়াং যথৈবান্যেন হস্যতে।
ইন্দ্রিয়স্যেচ্ছতোভোগং তদ্বজ্জ্ঞেন বিহস্যতে ॥ ৫০ ॥
ত্যজৎস্বাত্মসুখং সৌম্যং মনোবিষয়বিদ্রুতম্।
অঙ্কুশেনেব নাগেন্দ্রং বিচারেণ বশং নয়েৎ ॥ ৫১ ॥
ভোগেষু প্রসরোযস্যা মনোবৃত্তেশ্চ দীয়তে।
সাপ্যাদাবেব হন্তব্যা বিষস্যেবাঙ্কুরোদ্গতিঃ ॥ ৫২ ॥
তাড়িতস্য হি যঃ পশ্চাৎ সংমানঃ সোপ্যনন্তকঃ।
শালেগ্রীষ্মাভিতপ্তস্য কুসেকোপ্যমৃতায়তে ॥ ৫৩ ॥
অনার্ত্তেন হি সন্মানো বহুমানো ন বুধ্যতে।
পূর্ণানাং সরিতাং প্রাবৃট্-পূরঃ স্বল্পো ন রাজতে॥ ৫৪ ॥
পূর্ণস্তু প্রাকৃতোপ্যন্যৎ পুনরপ্যভিবাঞ্ছতে।
জগৎপূরণযোগ্যাম্বুগৃহ্নাত্যেবার্ণবোজলম্ ॥ ৫৫ ॥
মনসোভিগৃহীতস্য যা পশ্চাদ্ভোগমণ্ডনা।
তামেবালব্ধবিস্তারাং ক্লিষ্টত্বাৎ বহু মন্যতে ॥ ৫৬ ॥

বন্ধমুক্তোমহীপালো গ্রাসমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধোনাক্রান্তো ন রাজ্যং বহু মন্যতে ॥ ৫৭ ॥
হস্তং হস্তেন সম্পীড্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বচূর্ণ্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈরিবাক্রম্য জয়েচ্চেন্দ্রিয়শাত্রবান্ ॥ ৫৮ ॥
জেতুমন্যং কৃতোৎসাহৈঃ পুরুষৈরিহ পণ্ডিতৈঃ।
পূর্ব্বং হৃদয়শত্রুত্বাজ্জেতব্যানীন্দ্রিয়াণ্যলম্ ॥ ৫৯ ॥
এতাবতি ধরণিতলে সুভগাস্তে সাধুচেতনাঃ পুরুষাঃ।
পুরুষকলাসু চ গণ্যা ন জিতা যে চেতসা স্বেন ॥ ৬০ ॥

হৃদয়বিলে কৃতকুণ্ডলকলনা
বিবশো মনো মহাভুজগঃ।
যস্যোপশান্তিমাগত
মলমুদিতং তং সুনির্ম্মলং বন্দে ॥ ৬১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে শরীরনগরবিভূতিযোগো নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

—:—

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহানরকসাম্রাজ্যে মত্তদুষ্কৃতবারণাঃ।
আশাশরশলাকাঢ্যা দুর্জ্জয়াহীন্দ্রিয়ারয়ঃ॥ ১॥
স্বাশ্রয়ং প্রথমং দেহং কৃতঘ্না নাশয়ন্তি যে।
তে কুকার্য্যমহাকোশা দুর্জ্জয়াঃ স্বেন্দ্রিয়ারয়ঃ॥ ২॥
কলেবরালয়ং প্রাপ্য বিষয়ামিষগৃধ্নুকাঃ।
অক্ষগৃধ্রা বিবল্গন্তি কার্য্যাকার্য্যোগ্রপক্ষিণঃ॥ ৩॥
বিবেকতন্তুজালেন গৃহীতা যেন তে শঠাঃ।
তস্যাঙ্গানি ন লুম্পন্তি পাশা নাগবলং যথা॥ ৪॥
আপাতরমণীয়েষু রমতে বিষয়েষু যঃ।
বিবেকধনবানস্মিন্ কুকলেবরপত্তনে॥ ৫॥
ইন্দ্রিয়ারিভিরন্তঃস্থৈরবশোনাভিভূয়তে।
ন তথা সুখিতা ভূপা মৃন্ময়োগ্রপুরীজুষঃ॥ ৬॥
যথা স্বাধীনমনসঃ স্বশরীরপুরীশ্বরাঃ।
আক্রান্তেন্দ্রিয়ভৃত্যস্য সুগৃহীতমনোরিপোঃ॥ ৭॥
বসন্ত ইব মঞ্জর্য্যো বর্দ্ধন্তে শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
প্রক্ষীণচিত্তদর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ॥ ৮॥

পদ্মিন্য ইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ।
তাবন্নিশীথবেতালা বল্‌গন্তি হৃদি বাসনাঃ ॥ ৯ ॥
একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাৎ যাবৎ ন বিজিতং মনঃ।
ভৃত্যোভিমতকর্ত্তৃত্বাৎ মন্ত্রী সৎকার্য্যকারণাৎ ॥ ১০ ॥
সামন্তশ্চেন্দ্রিয়াক্রান্তের্ম্মনোমন্যে বিবেকিনঃ।
লালনাৎ স্নিগ্ধললনা পালনাৎ পাবনঃ পিতা ॥ ১১ ॥
সুহৃদুত্তমবিশ্বাসান্মনোমন্যে মনীষিণাম্।
স্বালোকিতঃ শাস্ত্রদৃশা বুদ্ধ্যান্তঃস্বানুভাবিতঃ ॥ ১২ ॥
প্রযচ্ছতি পরাং সিদ্ধিং ত্যক্ত্বাত্মানং মনঃ পিতা।
সুদৃষ্টঃ সুপরামৃষ্টঃ সুদৃঢ়ঃ সুপ্রবোধিতঃ ॥ ১৩ ॥
সুগুণে যোজিতোভাতি হৃদি হৃদ্যো মনোমণিঃ।
জন্মবৃক্ষকুঠারাণি তথোদর্কোদয়ানি চ ॥ ১৪ ॥
দিশত্যেবং মনোমন্ত্রী কর্ম্মাণি শুভকর্ম্মণি।
এবং মনো মণিং রাম বহুপঙ্ককলঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥
বিবেকবারিণা সিদ্ধৈ প্রক্ষাল্যালোকবান্ ভব।
ভবভূমিষু ভীমাসু বিবেকবিকলোবসন্ ॥ ১৬ ॥
মা পতোৎপাতপূর্ণাসু বিবশঃ প্রাকৃতোযথা।
সংসারমায়ামুদিতা মনর্থশতসঙ্কুলাম্ ॥ ১৭ ॥
মা মহামোহমিহিকামিমাং ত্বমবধীরয়।
বিবেকং পরমাশ্রিত্য বুদ্ধ্যা সত্যমবেক্ষ্য চ ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়ারীনলং জিত্বা তীর্ণোভব ভবার্ণবাৎ।
অসত্যেব শরীরেস্মিন্ সুখদুঃখেষ্বসৎসু চ ॥ ১৯ ॥
দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং যাস্যসি বিশোকতাম্ ॥ ২০ ॥

অয়মহমিতি নিশ্চয়োবৃথা য
স্তমলমপাস্য মহামতে স্ববুদ্ধ্যা।
যদিতরদবলম্ব্য তৎপদং ত্বং
ব্রজ পিব ভুংক্ষ্ব ন বধ্যসেমনস্কঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে মনঃসত্তাপ্রতিশাদনং নাম
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্মিন্ বিহরতোলোকে লোকারামস্য ধীমতঃ।
শ্রেয়সে তিষ্ঠতোযত্নমুত্তমার্থাভিধায়িনঃ॥ ১॥
দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং বিশোকোভবেতি চ॥ ২॥

রাম উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভূদিত্যুদাহৃতম্।
ব্রহ্মন্ কিমেতৎ ভবতা ভবতাপাপহারিণা॥ ৩॥
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং বিশোকোভবেতি চ।
প্রভো কিমুক্তং ভবতা ভবতাপাপহারিণা॥ ৪॥
উদারয়ৈতয়া শুদ্ধং সম্প্রবোধয় মাং গিরা।
ঘনস্তাপাপহারিণ্যা প্রাবৃষীব কলাপিনম্॥ ৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ং ভীমভাসদৃঢ়স্থিতিম্।
শৃণু রাঘব তচ্ছ্রুত্বা যদিষ্টং তৎ সমাচর॥ ৬॥

আসীৎ পাতালকুহরে সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোরমে।
শম্বরোনাম দৈত্যেন্দ্রো মায়ামণিমহার্ণবঃ ॥ ৭ ॥
আকাশনগরোদ্যান-রচিতাসুরমন্দিরঃ।
কৃত্রিমোত্তমচন্দ্রার্কভূষিতাত্মীয়মণ্ডলঃ ॥ ৮ ॥
শিলাশকলসম্ভূত পদ্মাদ্যৈরমরাচলঃ।
অনন্তবিভবারম্ভ পরিপূরিতদানবঃ ॥ ৯ ॥
গৃহরত্নাঙ্গনাগেয় জিতামরবধূধ্বনিঃ।
চন্দ্রবিম্বকলাপূর্ণক্রীড়োপবনপাদপঃ ॥ ১০ ॥
ফুল্লনীলোৎপলব্যূহ করালরমণালয়ঃ।
রত্নহংসধ্বনাহূত হেমাম্বুরুহসারসঃ ॥ ১১ ॥
হেমপাদপশাখাগ্র কৃতাম্ভোরুহকুট্মলঃ।
করঞ্জজালপ্রপতন্মন্দারকুসুমাকরঃ ॥ ১২ ॥
তর্কযন্ত্রময়ানন্ত দৈত্যনির্জ্জিতবাসবঃ।
হিমশীতানলজ্জ্বালা নির্ম্মিতোদ্যানমণ্ডপঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বত্র কুসুমোদ্যানজিতানন্দননন্দনঃ।
মায়াসর্ব্বহৃতব্যাল মলয়াচলচন্দনঃ ॥ ১৪ ॥
হেমশ্রীলোকলাবণ্য নির্জ্জিতান্তঃপুরাঙ্গনঃ।
নানাকুসুমসম্ভার জানুদঘ্নগৃহাঙ্গণঃ ॥ ১৫ ॥
ক্রীড়ার্থমৃন্ময়েশান জিতচক্রগদাধরঃ।
অজস্রোড্ডীনরত্নৌঘ তারাঢ্যখপুরান্তরঃ ॥ ১৬ ॥

নিশীথাখিলপাতাল শতচন্দ্রনভস্তলঃ।
স্বশালভঞ্জিকালোক গীতগীতিরণোৎকটঃ ॥ ১৭ ॥
মায়ৈরাবণনাগেন্দ্র বিদ্রুতামরবারণঃ।
ত্রৈলোক্যবিভবোৎকর্ষ পূরিতান্তঃপুরান্তরঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বসম্পত্তিসুভগঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যনমস্কৃতঃ।
সমস্তদৈত্যসামন্ত বন্দিতোগ্রানুশাসনঃ ॥ ১৯ ॥
মহাভুজবনচ্ছায়াবিশ্রান্তাসুরমণ্ডলঃ।
সর্ব্ববুদ্ধিগণাধার রত্নমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২০ ॥
তস্যোৎসাদিতদেবস্য কঠিনোড্ডামরাকৃতেঃ।
বভূব বিপুলং সৈন্যমাসুরং সুরনাশনম্ ॥ ২১ ॥
তস্মিন্ মায়াবলে সুপ্তে দেশান্তরগতে তথা।
তৎ সৈন্যং তরসা জঘ্নুশ্ছিদ্রং প্রাপ্য কিলামরাঃ ॥২২॥
অথ শম্বরদৈত্যেন মুণ্ডিক্রোধদ্রুমাদয়ঃ।
রক্ষার্থমথ সামন্তাঃ স্বসেনাসু নিয়োজিতাঃ ॥ ২৩ ॥
তানপ্যন্তরমাসাদ্য জঘ্নুর্দ্দেবা ভয়ানকাঃ।
ব্যোমান্তরগতাঃ শ্যেনাঃ কলবিঙ্কানিবাকুলান্ ॥ ২৪ ॥
সেনাপতীন্ পুনশ্চান্যাং শ্চকারাসুরসত্তমঃ।
চপলানুদ্ভটারাবাংস্তরঙ্গানিব সাগরঃ ॥ ২৫ ॥
দেবাস্তানপি তস্যাশু জঘ্নুস্তেন স কোপবান্।
জগামামরনাশায় পরিপূর্ণং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৬ ॥

তস্মাত্তন্মায়য়া ভীতাঃ সুরাস্তেন্তর্দ্ধিমায়য়ুঃ।
মেরুকাননকুঞ্জেষু মৃগা গৌরীহরেরিব॥ ২৭॥
ক্রন্দৎক্ষুদ্রামরগণং বাষ্পক্লিন্নাপ্সরোমুখম্।
শূন্যং দদর্শ স স্বর্গং কল্পক্ষীণজগৎসমম্॥ ২৮॥
বিহরন্ কুপিতস্তত্র লব্ধমাহৃত্য সুন্দরম্।
লোকপালপুরীং দগ্ধ্বা জগামাত্মীয়মালয়ম্॥ ২৯॥
এবং দৃঢ়তরীভূতে দ্বেষে দানবদেবয়োঃ।
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য দিক্ষু জগ্মুরদর্শনম্॥ ৩০॥
অথ শম্বরদৈত্যেন যে যে সেনাধিনায়কাঃ।
ক্রিয়ন্তে যত্নতস্তাংস্তু জঘ্নুর্যত্নপরাঃ সুরাঃ॥ ৩১॥
যাবদুদ্বেগমায়াতঃ শম্বরঃ কোপবান্ ভৃশম্।
তার্গোতিমাত্রমনল ইব জজ্বাল সোচ্ছ্বসন্॥ ৩২॥
ত্রৈলোক্যমপি চান্বিষ্যৎ ন দেবাঁল্লব্ধবানথ।
পরেণাপি প্রযত্নেন নিধানমিব দুষ্কৃতী॥ ৩৩॥
সসর্জ্জ মায়য়া ঘোরানসুরাংস্ত্রীন্ মহাবলান্।
বলরক্ষার্থমুদিতান্ কালান্মূর্ত্তিমিব স্থিতান্॥ ৩৪॥
নির্ব্বৃত্তা মায়য়া ভীমা বলপাদপবাহিনঃ।
উদগুস্তে মহামায়াঃ পক্ষক্ষুব্ধা ইবাদ্রয়ঃ॥ ৩৫॥
দামোব্যালঃ কটশ্চেতি নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতাঃ।
যথাপ্রাপ্তৈক কর্ত্তারশ্চেতনামাত্রধর্ম্মিণঃ॥ ৩৬॥

অভাবাৎ কর্ম্মণাং তে চ প্রাক্তনা ন চ বাসনাঃ।
নির্ব্বিকল্পকচিন্মাত্র পরিস্পন্দৈককর্ম্মকাঃ ॥ ৩৭ ॥
কর্ম্মজীবকলাং তন্বীমসারাঞ্চ মনোভিদাম্।
অপুষ্টাং কৃত্রিমামন্তশ্চোদয়োদয়মাগতাঃ ॥ ৩৮ ॥
হে হৃন্ধপারম্পর্য্যেণ কাকতালীয়বদ্ভটাঃ।
প্রকৃতামনুবর্ত্তন্তে ক্রিয়ামুজ্ঝিতবাসনাঃ ॥ ৩৯ ॥
অর্দ্ধসুপ্তা যথা বালাঃ স্বাঙ্গৈরিঙ্গন্তি কেবলম্।
বাসনাত্মাভিমানাভ্যাং হীনাস্তে তদ্বদেব হি ॥ ৪০ ॥
নাভিপাতং ন চাপাতং ন বিদুস্তে পলায়নম্।
ন জীবিতং ন মরণং ন রণং ন জয়াজয়ৌ ॥ ৪১ ॥
কেবলং সৈনিকানগ্রে দৃষ্টানাহননোদ্যতান্।
অভিজগ্মুঃ পরানাজৌ প্রহারদলিতাদ্রয়ঃ ॥ ৪২ ॥
শম্বরশ্চিন্তয়ামাস পরিতুষ্টমনাঃ পরম্।
বিজেষ্যতে হি মে সেনা মারাসুরসুরক্ষিতা ॥ ৪৩ ॥
অতিবলা সুরদোদ্রুমপালিতা
মম চমূঃ স্থিরতামলমেষ্যতি।
অমরবারণদন্তবিঘট্টনে-
ষ্বমরপর্ব্বতহেমশিলা যথা ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোৎপত্তিবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নির্ণীয় দৈত্যেন্দ্রোদামব্যালকটান্বিতাম্।
সেনাং সম্প্রেষয়ামাস ভূতলং দেবনাশিনীম্॥ ১॥
দৈত্যাঃ সাগরকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যশ্চ সায়ুধাঃ।
উদগুর্ভীমনির্হ্রাদাঃ সপক্ষগিরিলীলয়া॥ ২॥
রোদসী কোটরং হস্তপ্রহারহতভাস্করম্।
দানবাঃ পূরয়ামাসুর্দ্দামব্যালকটৈর্ধিতাঃ॥ ৩॥
অথোত্তস্থুর্নিকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যঃ সুরাচলাৎ।
প্রলয়ান্ত ইবাক্ষুব্ধা ভীমাঃ স্বর্ব্বাসিনাং গণাঃ॥ ৪॥
দেবাসুরপতাকিন্যোস্তদ্‌যদ্ধমভবত্তয়োঃ।
অকালোল্বণকল্পান্ত ভীষণং ভুবনান্তরে॥ ৫॥
পেতুঃ প্রলয়পর্য্যস্তচন্দ্রার্কা ইব দীপ্তয়ঃ।
শিরাংসি কুণ্ডলোদ্যোত-তেজঃপীততমাংস্যথ॥ ৬॥
জুঘূর্ণুর্ভটনির্ম্মুক্ত সিংহনাদবিরাবিতাঃ।
প্রলয়ানিলসম্পূরৈঃ স্ফুটহাসা ইবাদ্রয়ঃ॥ ৭॥

রেণুঃ শৈলশিলাতুল্য হেতিঘাতাস্তভিত্তয়ঃ।
কুলাচলতটাভীরুবিশ্রান্তহরিমণ্ডলাঃ ॥ ৮ ॥
চেরুঃ পরস্পরাঘাত হতহেতিসমুত্থিতাঃ।
লোলানলকণাঃ কল্প-বিশীর্ণা ইব তারকাঃ ॥ ৯ ॥
বিলেসূরক্তমাংসৌঘ পূর্ণৈ কার্ণবতীরগাঃ।
কল্পতালবত্তুত্তালা বেতালাস্তালতালিতাঃ ॥ ১০ ॥
প্রস্ফুরদ্রুধিরাসার শান্তপাংশুপয়োধরে।
ব্যোম্নি হেতিহতক্ষুণ্ণা মৌলিকুণ্ডলকোটয়ঃ ॥ ১১ ॥
বভূবুর্ভাস্করাকারৈঃ কল্পভূরুহধারিভিঃ।
প্রহারদলিতাদ্রীন্দ্রৈর্দ্দৈত্যৈর্নির্ব্বিবরা দিশঃ ॥ ১২ ॥
জগ্মুর্জ্জ্বলদসিপ্রান্ত বাতপাতিতভিত্তয়ঃ।
কণপ্রকরতাং শৈলাঃ কল্পাগ্নিদলিতা ইব ॥ ১৩ ॥
দেবাস্তে চ সমাজগ্মুরশ্বমেধৈধিতা ইব।
অসুরানস্ত্রবিভ্রষ্টান্ জলদানিব বায়বঃ ॥ ১৪ ॥
জগৃহুস্তানথাক্রম্য জরঠাখূনিবৌতবঃ।
তেপি তান্ জগৃহুর্ম্মত্তানৃক্ষা রূঢ়ানিব দ্রুমান্ ॥ ১৫ ॥
দোর্ব্বৃক্ষবিলসদ্ধেতি কুসুমাঃ শস্ত্রপল্লবাঃ।
রেজুঃ সুরাসুরাঃ ফুল্লা বনলোলা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১৬ ॥
অন্যোন্যং পূরয়ামাসুঃ শস্ত্রপূরৈর্দ্দিশোদশ।
বনানি কুসুমব্রাতৈঃ সুমেরাবিব মারুতঃ ॥ ১৭ ॥

ঘোরং সমভবদ্‌যুদ্ধং দেবদানবসেনয়োঃ।
রোদোরন্ধ্রোদুম্বরান্তর্ম্মহামশকসঙ্ঘয়োঃ॥ ১৮ ॥
অথোদপতদুত্তালৈর্লোকপালেভমণ্ডলৈঃ।
কল্পাভ্রস্ফূর্জ্জিতাকারো দারুণঃ সমরারবঃ॥ ১৯ ॥
পিণ্ডগ্রহণেন নভসি ভূভাগমিব কুট্টিমম্।
মুষ্টিগ্রাহ্যোমহামেঘ মন্থরোদরপীবরঃ॥ ২০ ॥
রথসম্পাতসম্পিষ্টশস্ত্রশৈলরটন্নটঃ।
ক্রুটদ্ধৃদয়নিঃসত্ব কর্কশাক্রন্দঘর্ঘরঃ॥ ২১ ॥
প্রলয়প্রত্যয়োল্লাসি কল্পান্তারাববৃংহণঃ।
দ্বাদশাদিত্যসংঘট্ট দ্রবৎকাঞ্চনপর্ব্বতঃ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকুণ্ডসঙ্ঘট্টাৎ পরাবৃত্ত্যা চ নির্গতিঃ।
মহাস্রোতঃ পয়ঃপূরঃ সত্বাহত ইবাকরঃ॥ ২৩ ॥
চঞ্চৎসপক্ষশৈলেন্দ্র পক্ষপাতচলদ্ধ্বনিঃ।
কঠিনাপূরণোদ্ধূতস্ফুটচ্ছৈলেন্দ্রকন্দরঃ॥ ২৪ ॥
মন্দরোদ্ধূতদুগ্ধাব্ধি সংক্ষোভসদৃশাঙ্গকঃ।
রতিশ্রুদ্দযুংঘুমাস্ফোট ঘটিতদ্বীপজন্তুভূ॥ ২৫ ॥
সেনয়োঃ ক্ষুব্ধয়োরাসীদ্যুদ্ধমুদ্ধতদানবম্।
নিষ্পিষ্টনগরগ্রাম গিরিকাননমানবম্॥ ২৬ ॥
মহাহেতিশতচ্ছিন্ন দানবাচলপূর্ণদিক্।
অন্যোন্যাহতহেত্যাদিচূর্ণপূর্ণাম্বরোদরম্॥ ২৭ ॥

ভুশুণ্ডীমণ্ডলাস্ফোট স্ফুটন্মেরুশিরঃ শতম্ ।
শরমারুতনির্লূন দৈত্যদেবমুখাম্বুজম্ ॥ ২৮ ॥
চক্রাবর্ত্তশতভ্রান্ত দেবদৈত্যজরত্তৃণম্ ।
সেনাপ্রহারকল্লোল বলনাবলিতাম্বরম্ ॥ ২৯ ॥
হেত্যুগ্রবাতনিষ্পিষ্ট পতদ্বৈমানিকব্রজম্ ।
অস্ত্রোর্দ্দিতাব্ধিবার্য্যোঘ প্লাবিতব্যোমপত্তনম্ ॥ ৩০ ॥
বহন্মহাস্ত্রপাতাসি শূলশক্তিনদীশতম্ ।
শৈলপক্ষোদ্ভটাস্ফোট লুঠদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ॥ ৩১ ॥
দৈত্যপার্ষ্ণিপ্রহারৌঘ পতল্লোকেশপত্তনম্ ।
নারীহলহলারাব রণৎকঙ্কণমন্দিরম্ ॥ ৩২ ॥
লুঠদ্দৈত্যবলোদ্ধূত মত্তাস্ত্রৌঘজলান্বিতম্ ।
রক্তধৌতনরৌঘোগ্র মুক্তনাদদ্রবজ্জনম্ ॥ ৩৩ ॥
লোকপানীকপাম্ভোজচ্ছন্নাচ্ছন্নযমান্বিতম্ ।
পুনঃ সুরাসুরৈর্ঘাতৈর্দ্দৃষ্টসৈন্যকুলাকুলম্ ॥ ৩৪ ॥
সপক্ষপর্ব্বতাকার দানবাদ্রিগমাগমৈঃ ।
বহচ্ছবশবাশব্দ ভূরিভাঙ্কারভীষণম্ ॥ ৩৫ ॥
আয়ুধাগ্রবিভিন্নোগ্র দৈত্যপর্ব্বতনির্ঝরৈঃ ।
রক্তৈররুণিতাশেষ বসুধার্ণবপর্ব্বতম্ ॥ ৩৬ ॥
উৎসন্নরাষ্ট্রনগর বিপিনগ্রামগহ্বরম্ ।
ধ্বস্তাসংখ্যাসুরেভাশ্বমনুষ্যশবপর্ব্বতম্ ॥ ৩৭ ॥

স্ফুতালোত্তালনারাচ রাজিরোচিতবারণম্ ।
মুষ্টিপ্রহারপিষ্টাংস মত্তৈরাবণবারণম্ ॥ ৩৮ ॥
কল্পাভ্রপটলাসার ধারাদলিতপর্ব্বতম্ ।
মহাশনিবিনিষ্পেষ পিষ্টোড্ডীনকুলাচলম্ ॥ ৩৯ ॥
কুপিতাগ্নিজ্বলজ্জ্বালা জালজ্বলিতদানবম্ ।
একাঞ্জলিপুটানীত সমুদ্রোৎসাদিতানলম্ ॥ ৪০ ॥
চণ্ডদৈত্যাতিসম্ভার শিলীকৃতমহাজ্বলম্ ।
বনব্যুহেন্ধনাগ্ন্যর্চ্চিদ্রাবিতাম্বুশিলোচ্চয়ম্ ॥ ৪১ ॥
অস্ত্রনির্ম্মিতদুর্ব্বার তমঃ কল্পান্তরাত্রিকম্
মায়াসূর্য্যগণোদ্যোতৈঃ পীতাতনুতমঃপটম্ ॥ ৪২ ॥
মায়াগ্নিবর্ষনিষ্পীত কলাভ্রঘনবর্ষণম্ ।
সসীৎকারাগ্নিবমন শস্ত্রসজ্ঘট্টবর্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥
বজ্রবর্ষাস্ত্রনির্দ্ধূত শৈলবর্ষাস্ত্রসম্ভ্রমম্ ।
নিদ্রাবোধাস্ত্রযুদ্ধাঢ্যং সংঘর্ষাবগ্রহাশ্রয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
বহৎক্রকচবৃক্ষাস্ত্রং জলাগ্ন্যস্মরণান্বিতম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রযুদ্ধবিষমন্তমস্তেজোস্ত্রসারিতম্ ॥ ৪৫ ॥
অস্ত্রোদ্গীর্ণাযুধানীক নীরন্ধ্রসকলাম্বরম্ ।
শিলাবর্ষাস্ত্রদলিতংবহ্নিবর্ষাস্ত্রভাস্বরম্ ॥ ৪৬ ॥
পতাকাস্পৃষ্টশশিকৈশ্চক্রচীৎকারগর্জ্জিতৈঃ ।
মুহূর্ত্তেন রথৈর্লঙ্ঘিতোদয়াস্তময়াচলম্ ॥ ৪৭ ॥

বজ্রপ্রহারাবিরত ম্রিয়মাণমহাসুরম্।
শুক্রামরমহাবিদ্যা জীবমানমহাসুরম্॥ ৪৮॥
বিদ্রবদ্দেবসংঘাতং জয়প্রোড্ডামরামরম্।
শুভগ্রহমহাকেতু মালিকানামিতস্ততঃ॥ ৪৯॥
উৎপাতমঙ্গলৌঘানাংবুদ্ধেরুদ্ধরকন্ধরম্।
সাদ্রিখোর্ব্বীসমুদ্রদ্যু-জগদ্রুধিরবারিধি॥ ৫০॥
ফুল্লৈককিংশুকবনংকুর্ব্বদ্দুর্ব্বারবৈরতঃ।
পর্ব্বতপ্রতিমাসংখ্যং শবপূর্ণমহার্ণবম্॥ ৫১॥
সমগ্রতরুশাখাগ্র লম্বলোলমহাশবম্।
দীপ্যমানৈঃ স্ববাতার্ত্তৈঃ পঙ্কপুষ্পৈর্লসৎফলৈঃ॥ ৫২॥
তালোত্তালৈঃ শরব্রাত বনৈর্ব্ব্যাপ্তনভস্থলম্।
পর্ব্বতপ্রতিমাসংখ্য কবন্ধশতবাহুভিঃ॥ ৫৩॥
নৃত্যদ্ভিঃ পাতিতাম্ভোদ বিমানসুরতারকম্।
শরশক্তিগদাপ্রাস পট্টিশপ্রোতপর্ব্বতম্॥ ৫৪॥
লোকসপ্তকবিভ্রষ্ট কুড্যখণ্ডচিতাম্বরম্।
অনারতরসন্মত্ত কল্পাভ্রদৃঢ়দুন্দুভি॥ ৫৫॥
এবংশব্দশতোন্নাদ পাতালতলবারণম্।
বিনায়ককরাকৃষ্ট দীর্ঘদানবপর্ব্বতম্॥ ৫৬॥
একদিক্করনিষ্পন্দ সিদ্ধসাধ্যমরুদ্গণম্।
পলায়মানগন্ধর্ব্ব কিন্নরামরচারণম্॥ ৫৭॥

ববুরশনিনিপাতখণ্ডিতাঙ্গা
দলিতশিলাশকলাঃ ককুব্মুখেষু।
প্রলয়সময়সূচকাঃ সুরাণাং
সুরতরুঘর্ঘরঘস্মরাঃ সমীরাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটসংগ্রামবর্ণনং নাম ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে ঘোরে সমরসম্ভ্রমে ।
দেবাসুরশরীরেষু গর্ত্তেষ্বভ্রোদরেষ্বিব ॥ ১ ॥
বহৎস্বসৃক্প্রবাহেষু গঙ্গাপূরেষ্বিবাম্বরাৎ ।
দাম্নি বেষ্টিতদেবৌঘ-কৃতক্ষেড়াঘনারবে ॥ ২ ॥
ব্যালে নিজকরাকৃষ্টিপিষ্টসর্ব্বসুরালয়ে ।
কটে কঠিনসংরম্ভসঙ্গরক্ষপিতাম্বরে ॥ ৩ ॥
ঐরাবতে ক্ষীণরবে পলায়নপরায়ণে ।
প্রবৃদ্ধে দানবানীকে মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করে ॥ ৪ ॥
পতিতাঙ্গব্যথার্ত্তানি প্রস্রবদ্রুধিরাণি চ ।
পয়াংসীবাবসেতূনি দেবসৈন্যানি দুদ্রুবুঃ ॥ ৫ ॥
দামব্যালকটাস্তানি চিরমন্তর্হিতানি চ ।
অনুজগ্মুর্লসন্নাদমিন্ধনানীব পাবকাঃ ॥ ৬ ॥
অন্বিষ্টানপি যত্নেন নালভন্তাসুরাঃ সুরান্ ।
ঘনজালবনোড্ডীনান্ সিংহা হরিণকানিব ॥ ৭ ॥

অলব্ধেষ্বমরৌঘেষু দামব্যালকটাস্তদা।
জগ্মঃ পাতালকোষস্থং প্রভুং প্রমুদিতাশয়াঃ॥ ৮॥
অথ দেবা বিষণ্ণাস্তে ক্ষণমাশ্বাস্য বৈ যযুঃ।
জয়োপায়ায় বিজিতা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্॥ ৯॥
তেষামাবিরভূদ্ব্রহ্মা রক্তরক্তাননশ্রিয়াম্।
সায়ং রক্তীকৃতাম্বূনামব্ধীনামিব চন্দ্রমাঃ॥ ১০॥
প্রণম্য তে সুরাস্তস্মা অনর্থং শম্বরে হিতম্।
সম্যক্ প্রকথয়ামাসুর্দ্দামব্যালকটক্রমম্॥ ১১॥
তদাকর্ণ্যাখিলং ব্রহ্মা বিচার্য্য স বিচারবিৎ।
উবাচেদং সুরানীকমাশ্বাসনকরং বচঃ॥ ১২॥

ব্রহ্মোবাচ।

শতবর্ষসহস্রান্তে শম্বরেণ হরেঃ করাৎ।
মর্ত্তব্যং সমরেশস্য তৎকালং সম্প্রতীক্ষ্যতাম্॥ ১৩॥
দামব্যালকটানেতানদ্য ত্বমরসত্তমাঃ।
যোধয়ন্তঃ পলায়ধ্বং মায়াযুদ্ধেন দানবান্॥ ১৪॥
যুদ্ধাভ্যাসবশাদেষাং মুকুরাণামিবাশয়ে।
অহঙ্কারচমৎকারঃ প্রতিবিম্বমুপৈষ্যতি॥ ১৫॥
গৃহীতবাসনাস্ত্বেতে দামব্যালকটাঃ সুরাঃ।
সুজেয়া বো ভবিষ্যন্তি লগ্নজালাঃ খগা ইব॥ ১৬॥

অদ্য ত্ববাসনা হ্যেতে সুখদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
ধৈর্য্যেণারীন্ বিনিঘ্নন্তো দেবা দুর্জ্জয়তাং গতাঃ ॥১৭॥
বাসনাতন্তুবদ্ধা যে আশাপাশবশীকৃতাঃ।
বশ্যতাং যান্তি তে লোকে রজ্জুবদ্ধাঃ খগা ইব ॥ ১৮ ॥
যে ভিন্নবাসনা ধীরাঃ সর্ব্বত্রাসক্তবুদ্ধয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন কুপ্যন্তি দুর্জ্জয়াস্তে মহাধিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
যস্যান্তর্ব্বাসনারজ্জ্বা গ্রন্থিবন্ধঃ শরীরিণঃ।
মহানপি বহুজ্ঞোপি স বালেনাপি জীয়তে ॥ ২০ ॥
অয়ং সোহং মমেদং তদিত্যাকল্পিতকল্পনঃ।
আপদং পাত্রতামেতি পয়সামিব সাগরঃ ॥ ২১ ॥
ইয়ন্মাত্রপরিচ্ছিন্নো যেনাত্মা ভব্যভাবিতঃ।
স সর্ব্বজ্ঞোপি সর্ব্বত্র পরাং কৃপণতাং গতঃ ॥ ২২ ॥
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যেনেয়ত্তা প্রকল্পিতা।
আত্মনস্তস্য তে নাত্মা স্বাত্মনৈবাবশীকৃতঃ ॥ ২৩ ॥
আত্মনোব্যতিরিক্তং যৎ কিঞ্চিদস্তি জগত্রয়ে।
যত্রোপাদেয়ভাবেন বদ্ধা ভবতু বাসনা ॥ ২৪ ॥
আস্থামাত্রমনন্তানাং দুঃখানামাকরং বিদুঃ।
অনাস্থামাত্রমভিতঃ সুখানামাকরং বিদুঃ ॥ ২৫ ॥
দামব্যালকটা যাবদনাস্থা ভবসংস্থিতৌ।
তাবৎ ন নাম জেয়া বো মশকানামিবানলাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্তর্ব্বাসনয়া জন্তুর্দীনতামনুযাতয়া।
জিতোভবত্যন্যথা তু মশকোপ্যমরাচলঃ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যতে বাসনা যত্র সা যাতি পীনতাম্।
গুণোগুণিনি হি দ্বিত্বং সতোদৃষ্টং হি নাসতঃ ॥ ২৮ ॥
অয়ং সোঽহং মমেদঞ্চেত্যেবমন্তঃ সবাসনম্।
যথা দামাদয়ঃ শক্র ভাবয়ন্তি তথা কুরু ॥ ২৯ ॥
যা যা জনস্য বিপদো ভাবাভাবদশাশ্চ যাঃ।
তৃষ্ণাকরঞ্জবল্ল্যাস্তামঞ্জর্য্যঃ কটুকোমলাঃ ॥ ৩০ ॥
বাসনাতন্তুবদ্ধোযো লোকোবিপরিবর্ত্ততে।
সা প্রবৃদ্ধাতিদুঃখায় সুখায়োচ্ছেদমাগতা ॥ ৩১ ॥
ধীরোপ্যতিবহুজ্ঞোপি কুলজোপি মহানপি।
তৃষ্ণয়া বধ্যতে জন্তুঃ সিংহঃ শৃঙ্খলয়া যথা ॥ ৩২ ॥
দেহপাদপসংস্থস্য হৃদয়ালয়গামিনঃ।
তৃষ্ণা চিত্তখগস্যেয়ং বাগুরা পরিকল্পিতা ॥ ৩৩ ॥
দীনোবাসনয়া লোকঃ কৃতান্তেনাপকৃষ্যতে।
রজ্জ্বেব বালেন খগো বিবশোভৃশমুচ্ছ্বসন্ ॥ ৩৪ ॥
অলমায়ুধভারেণ সঙ্গরভ্রমণেন চ।
বাসনায়া বিপর্য্যাসং যুক্ত্যা যত্নাৎ রিপোঃ কুরু ॥৩৫॥
অন্তরা ক্ষুভিতে ধৈর্য্যে রিপোরমরনায়ক।
ন শস্ত্রাণি ন চাস্ত্রাণি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

দামব্যালকটাস্ত্বেতে যুদ্ধাভ্যাসবশেন চ।
অহঙ্কারময়ীং মত্তাস্তে গ্রহীষ্যন্তি বাসনাম্ ॥ ৩৭ ॥
যদা তেত্যজ্ঞপুরুষাঃ শম্বরেণ বিনির্ম্মিতাঃ।
বাসনামাশ্রয়িষ্যন্তি তদা যাস্যন্তি জেয়তাম্ ॥ ৩৮ ॥
তত্তাবদ্ব্যক্তিযুদ্ধেন তান্ প্রবোধয়তামরাঃ।
যাবদভ্যাসবশতো ভবিষ্যন্তি সবাসনাঃ ॥ ৩৯ ॥
ততোবশ্যা ভবিষ্যন্তি ভবতাং বদ্ধবাসনাঃ।
তৃষ্ণাপ্রোতাশয়া লোকে ন চ কেচন পেলবাঃ ॥৪০॥

সমবিষমমিদং জগৎ সমগ্রং
সমুপনতং স্থিরতাং স্ববাসনান্তঃ।
চলচললহরীভরো যথাব্ধা
বত ইহ সৈব চিকিৎস্যতাং প্রয়াতা ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে পিতামহবাক্যং নাম
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

——

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবাংস্তত্রৈবান্তর্দ্ধিমাযযৌ।
বেলাবনিতটে শব্দং কৃত্বেবাম্বুতরঙ্গকঃ॥ ১॥
সুরাস্ত্বাকর্ণ্য তদ্বাক্যং জগ্মুঃ স্বাভিমতাং দিশম্।
কমলামোদমাদায় বনমালামিবানিলাঃ॥ ২॥
দিনানি কতিচিৎ স্বেষু কান্তেষু স্থিরকান্তিষু।
দ্বিরেফা ইব পদ্মেষু মন্দিরেষু বিশশ্রমুঃ॥ ৩॥
কঞ্চিৎ কালং সমাসাদ্য স্বাত্মোদয়করং শুভম্।
চক্রুর্দ্দুন্দুভিনির্ঘোষং প্রলয়াভ্ররবোপমম্॥ ৪॥
অথ দৈত্যৈর্ম্মহাব্যোম্নি তৈঃ পাতালতলে স্থিতৈঃ।
কালক্ষেপকরং ঘোরং পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৫॥

ববুরসিশরশক্তিমুদ্গরৌঘা
মুসলগদাপরশূগ্রচক্রশঙ্খাঃ।
অশনিগিরিশিলাহুতাশবৃক্ষা
অহিগরুড়াদিমুখানি চায়ুধানি॥ ৬॥

মায়াকৃতায়ুধমহাম্বুঘনপ্রবাহা
ক্ষিপ্রাবহা প্রতিদিশং কিল নির্জ্জগাম।
পাষাণপর্ব্বতমহীরুহলক্ষবৃক্ষ
ক্ষুব্ধাম্বুপূরঘনঘোষবতী নদী দ্রাক্ ॥ ৭ ॥
মধ্যপ্রবাহবহতুল্মুকশূলশৈল
প্রাসাসিকুন্তশরতোমরমুদ্গরৌঘা।
গঙ্গোপমাম্বুবলিতামরমন্দিরেণ
সর্ব্বাস্থ দিক্ষ্বশনিবর্ষনিকর্ষণেন ॥ ৮ ॥
পৃথ্ব্যাদিদারুণশরীরমপি প্রহার
দানগ্রহাগহনরাশিশরীরকেব।
মায়োপশাম্যতি স্থরাস্থরসিদ্ধসন্না
মায়াকৃতিঃ পুনরুদেতি ন চৈব সৈব ॥ ৯ ॥
শৈলোপমায়ুধবিঘট্টিতভূধরাণি
রক্তাম্বুপূরপরিপূর্ণমহার্ণবানি।
দেবাস্থরেন্দ্রশবশৈলবিরূঢ়কুন্ত
তালীবনানি ককুভাং বদনানি চাসন্ ॥ ১০ ॥
উদ্গীর্ণকুন্তশরশক্তিগদাসিচক্র
হেলানিগীর্ণস্থরদানবমুক্তশৈলা।
কাষোল্লসৎক্রকচদন্তনখাগ্রমালা
জীবান্বিতা হ্যপতদায়সসিংহস্পৃষ্টিঃ ॥ ১১ ॥

উজ্জ্বাললোচনবিষজ্বলনাতপৌঘ
দিগ্দাহদর্শিতযুগান্তদিনেশসেনা।
উড্ডীয়মানপরিদীর্ঘমহামহীধ্র
মগ্নাব্ধিবদ্ধিষধরাবলিরুল্ললাস ॥ ১২ ॥
উন্নাদবজ্রমকরোৎকরকর্কশান্তঃ
ক্ষুব্ধাব্ধিবীচিবলয়ৈর্ব্বলিতাচলেন্দ্রৈঃ।
আসীজ্জগৎ সকলমেব সুসঙ্কটাঙ্গ-
মাবৃত্তিভির্ব্বিবিধহেতিনদীপ্রবাহৈঃ ॥ ১৩ ॥
শৈলাস্ত্রশস্ত্রগরুড়াচলচালিতোচ্চ
নাগং মহাসুরগণাঙ্গণমন্তরিক্ষম্।
আসীৎ ক্ষণং জলধিভিঃ ক্ষণমগ্নিপূরৈঃ
পূর্ণং ক্ষণং দিনকরৈঃ ক্ষণমন্ধকারৈঃ ॥ ১৪ ॥
গরুড়গুড়গুড়াকুলান্তরিক্ষ
প্রবিসৃতহেতিহুতাশপর্ব্বতৌঘৈঃ।
জগদভবদসহ্যকল্পকালে
জ্বলিতসুরালয়ভূতলান্তরালম্ ॥ ১৫ ॥
উদপতন্নসুরা বসুধাতলাৎ
গগনমদ্রিতটাদিব পক্ষিণঃ।
অতিবলাদপতন্ বিবুধা ভুবি
প্রলয়চালিতশৈলশিলা ইব ॥ ১৬ ॥

শরীররূঢ়োন্নতহেতিবৃক্ষ
বনাবলীলগ্নমহাগ্নিদাহাঃ।
সুরাসুরাঃ প্রাপুরথাম্বরান্তঃ
কল্পানিলান্দোলিতশৈলশোভাম্ ॥ ১৭ ॥
সুরাসুরাদ্রীন্দ্রশরীরমুক্তৈ
রক্তপ্রবাহৈরভিতোভ্রমদ্ভিঃ।
বভার পূর্ণং পরিতোম্বরোদ্রেঃ
সন্ধ্যাকরৌঘক্ষতমঙ্গগঙ্গাম্ ॥ ১৮ ॥
গিরিবর্ষণমম্বুবর্ষণং
বিবিধোগ্রায়ুধবর্ষণং তথা।
বিষমাশনিবর্ষণঞ্চ তে
সমমন্যোন্যমথাগ্নিবর্ষণম্ ॥ ১৯ ॥
অনয়ন্নয়মার্গকোবিদা
দলিতাশেষগিরীন্দ্রভিত্তয়ঃ।
সসৃজুশ্চ সমং সমন্ততঃ
করিকুম্ভেষ্বিব পুণ্যবর্ষণম্ ॥ ২০ ॥
দেবাসুরাঃ সমরসম্ভ্রমমাকুলাস্তে
অন্যোন্যমঙ্গদলনাকুলহেতিহস্তাঃ।
নাগেন্দ্রডিম্ভপৃতনা পৃথুপীঠপেষৈঃ
কীর্ণশ্রিয়ো নভসি বভ্রমুরক্ষিপন্তঃ ॥ ২১ ॥

ছিন্নৈঃ শিরঃকরভুজোরুভরৈর্ভ্রমদ্ভি-
রাকাশকাষ্ঠশলভৈরশিবৈস্তদানীম্ ।
আসীজ্জগজ্জঠরমভ্রভরৈরিবোগ্রৈ-
রাভাস্করস্থগিতদিকৃতটশৈলজালম্ ॥ ২২ ॥

রটদ্ভটাস্ফোটকটিস্ফুটদ্ভিঃ
সমীরিতৈর্হেতিকলাসিতৌঘৈঃ ।
পরস্পরাঘাতহতৈঃ পতদ্ভি-
র্জ্জগাম শীর্ণা দলশোধরিত্রী ॥ ২৩ ॥

অন্যোন্যমাযুধশিলাচলবৃক্ষবর্ষৈ
র্মেরুপ্রমাণকঠিনাঙ্গনিঘর্ষণৈশ্চ ।
আসীদ্রণং চটচটস্ফুটদন্তরিক্ষং
কল্পক্ষয়ান্তমিব ভীমভরোগ্রনাদৈঃ ॥ ২৪ ॥

মত্তানিলক্ষুব্ধজলানলার্ক
দলদ্বয়ং দীর্ঘসুরাসুরৌঘম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডমাখণ্ডিতকুড্যকোণ-
মকালকল্পান্তকরালমাসীৎ ॥ ২৫ ॥

ভ্রান্তৈর্ভৃশং ভরিতদিকৃতটমদ্রিকূটৈ-
রাত্মপ্রমাণঘনহেতিহতৈরণদ্ভিঃ ।
কূজদ্ভিরার্ত্তিভিরিবোগ্রগুহোচ্চবাতৈঃ
ক্রন্দদ্ভিরাপতিতসিংহরবৈরদভ্রৈঃ ॥ ২৬ ॥

মায়ানদীজলধিযোধঘনাগ্নিদাহৈ-
র্ব্বৃক্ষৈঃ সুরাসুরশবৈরচলৈঃ শিলোচ্চৈঃ।
ভ্রান্তৈঃ শরাসিশিতশক্তিগদাস্ত্রশস্ত্রৈ-
র্ব্বাতাবকীর্ণবনপর্ণবদন্তরন্তঃ॥ ২৭॥

অদ্রীন্দ্রপক্ষপরিমাণগমাক্ষমোক্ত-
তুর্ব্বারহস্তিবলদারুণদেহকৈর্দ্রাক্।
আসীৎ পতদ্ভটশরীরগিরীন্দ্রবাত
বিভ্রষ্টদেবপুরপূর্ণজলার্ণবৌঘম্॥ ২৮॥

ঘনঘুঙ্ঘুমপূরিতান্তরিক্ষা-
ক্ষতজক্ষালিতভূধরাধরা চ।
রুধিরহ্রদবৃত্তিবর্ত্তিনীবা-
ভুবনাভোগগুহা তদাকুলাভূৎ॥ ২৯॥

অনন্তদৃক্প্রসৃতবিকারকারিণী
ক্ষয়োদয়োন্মুখসুখদুঃখশংসিনী।
রণক্রিয়াসুরসুরঘট্টসঙ্কটা
তদাভবৎ খলু সদৃশীহ সংসৃতেঃ॥ ৩০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটপুনর্যুদ্ধবর্ণনং নাম
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবম্প্রায়াকুলারম্ভৈরসুরৈরসুহারিভিঃ।
সহসা হৃতসংরব্ধৈরারব্ধঃ সুমহান্ রণঃ॥ ১॥
মায়য়াথ বিবাদেন সন্ধিনা বিগ্রহেণ চ।
পলায়নেন ধৈর্য্যেণ চ্ছন্নগোপায়নেন চ॥ ২॥
কার্পণ্যেনাস্ত্রযুদ্ধেন স্বান্তর্দ্ধানৈশ্চ ভূরিশঃ।
ধৃতঃ স সঙ্গরোদেবৈস্ত্রিংশদ্বর্ষাণি পঞ্চকম্॥ ৩॥
বর্ষাণি দিবসান্ মাসান্ দশাষ্টৌ সপ্ত পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পেতুর্ব্বৃক্ষাগ্নিহেত্যেকাশনিভূভৃতাম্॥ ৪॥
এতাবতা তু কালেন দৃঢ়াভ্যাসাদহঙ্কৃতেঃ।
দামাদয়োহমিত্যাস্থাং জগৃহুর্গ্রস্তচেতসঃ॥ ৫॥
নৈকট্যাতিশয়াৎ যদ্বৎ দর্পণং বিম্ববদ্ভবেৎ।
অভ্যাসাতিশয়াত্তদ্বৎ তে সাহঙ্কারতাং গতাঃ॥ ৬॥
যদ্বদ্দূরগতং বস্তু নাদর্শে প্রতিবিম্বতি।
পদার্থবাসনা তদ্বদনভ্যাসান্ন জায়তে॥ ৭॥

যদা দামাদয়ো জাতা অহঙ্কারাত্মবাসনাঃ।
তদা মে জীবিতং মের্থ ইতি দৈন্যমুপাগতাঃ॥ ৮॥
ভববাসনয়া গ্রস্তা মোহবাসনয়া ততঃ।
আশাপাশনিবদ্ধাস্তে ততঃ কৃপণতাং গতাঃ॥ ৯॥
মুগ্ধেব হ্যনহঙ্কারৈর্ম্মমত্বমুপকল্পিতম্।
রজ্জ্বাম্ভুজঙ্গত্বমিব দামব্যালকটৈস্ততঃ॥ ১০॥
আপাদমস্তকোদেহঃ কথং মে ভবতু স্থিরঃ।
মমেতি তৃষ্ণাকৃপণা দীনতাং তে সমাযয়ুঃ॥ ১১॥
স্থিরোভবতু মে দেহঃ সুখায়াস্তু ধনং মম।
ইতি বদ্ধধিয়াং তেষাং ধৈর্য্যমন্তর্দ্ধিমাযযৌ॥ ১২॥
সবাসনত্বাৎ বপুষামল্পসত্বাৎ সুরদ্বিষাম্।
যা তু প্রহারপরতা মার্জ্জিতেবাশু সা হ্ভবৎ॥ ১৩॥
কথং সুরা জগত্যস্মিন্ ভবাম ইতি চিন্তয়া।
বিবশা দীনতাং জগ্মুঃ পদ্মা ইব নিরম্ভসঃ॥ ১৪॥
তেষাং যোষান্নপানেন স্বাহঙ্কৃতিমতাং রতিঃ।
বভূব ভাবভাবস্থা ভীষণা ভবভাজিনী॥ ১৫॥
অথ তস্মিন্ রণে ভীত্যা সাপেক্ষত্বমুপাযযুঃ।
মত্তেভঘনসংরব্ধে বনে হরিণকা ইব॥ ১৬॥
মরিষ্যামো মরিষ্যাম ইতি চিন্তাহতাশয়াঃ।
মন্দং মন্দং কিল ভ্রেমুঃ কুপিতৈরাবণে রণে॥ ১৭॥

শরীরৈকার্থিনাং তেষাং ভীতানাং মরণাদপি।
অল্পসত্বতয়া মূর্দ্ধ্নি কৃতমেব পরৈঃ পদম্ ॥ ১৮ ॥
অথ প্রম্লানসত্বাস্তে হন্তুমগ্রগতং ভটম্।
ন শেকুরিন্ধনে ক্ষীণে হবির্দ্দগ্ধু মিবাগ্নয়ঃ ॥ ১৯ ॥
বিবুধানাং প্রহরতাং মশক্যত্বমুপাগতাঃ।
ক্ষতবিক্ষতসঞ্জাতাস্তস্থুঃ সামান্যসদ্ভটাঃ ॥ ২০ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন মরণাদ্ভীতচেতসঃ।
দৈত্যা দেবেষু বল্গৎসু দুদ্রুবুঃ সমরাজিরাৎ ॥ ২১ ॥
তেষু দ্রবৎসু ভীতেষু সর্ব্বতোদানবাদিষু।
দামব্যালকটাখ্যেষু বিখ্যাতেষু সুরালয়ে ॥ ২২ ॥
তদ্দৈত্যসৈন্যং ন্যপতৎ বিদ্রুতং খাদিতস্ততঃ।
কল্পান্তপবনোদ্ধূতং তারাজালমিবাভিতঃ ॥ ২৩ ॥
অমরাচলকুঞ্জেষু শিখরাণাং শিখাসু চ।
তটেষু বারিরাশীনাং পয়োদপটলেষু চ ॥ ২৪ ॥
সাগরাবর্ত্তগর্ত্তেষু শ্বভ্রেষূচ্ছৎসরিৎসু চ।
জঙ্গলেসু দিগন্তেষু জ্বলৎসু বিপিনেষু চ ॥ ২৫ ॥
তদ্বাণোচ্ছিন্নদেশেষু গ্রামেষু নগরেষু চ।
অটবীষূ গ্রপঙ্কাসু মরুভূমিদবাগ্নিষু ॥ ২৬ ॥
লোকালোকাচলান্তেষু পর্ব্বতেষু হ্রদেষু চ।
আন্ধ্রদ্রবিড়কাশ্মীরপারসীকপুরেষু চ ॥ ২৭ ॥

নানাম্ভোধিতরঙ্গাসু গঙ্গাজলঘটাসু চ।
দ্বীপান্তরেষু জালেষু জম্বূখণ্ডলতাসু চ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারাঃ পতিতাস্তে সুরারয়ঃ।
বিস্ফোটিতাঙ্গচরণা বিভিন্নকরবাহবঃ ॥ ২৯ ॥
শাখালগ্নান্ত্রতন্ত্রীকা মুক্তরক্তভরচ্ছটাঃ।
ব্যস্তশেখরমূর্দ্ধানো নিষ্ক্রান্তাঃ কুপিতেক্ষণাঃ ॥ ৩০ ॥
সায়ুধাবলমায়েষু ছিন্ন কঙ্কটহেতয়ঃ।
দূরাপাতবিপর্য্যস্ত পতন্নানায়ুধাংশুকাঃ ॥ ৩১ ॥
কণ্ঠলম্বিশিরস্ত্রাণ চটৎকারোগ্রভীতয়ঃ।
শিখাশতশিলাপ্রোতা দেহভাগবিলম্বিনঃ ॥ ৩২ ॥
শাল্মল্যুগ্রদৃঢ়াপাত কটৎকণ্টকসঙ্কটাঃ।
সুশিলাফলকাঃ ফালশতধাশীর্ণমস্তকাঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বএব সকলায়ুধশস্ত্রপাত মাত্রসমনন্তরমেব।
দিক্ষু নাশমগমন্ন সুরেন্দ্রাঃ
পাংসবোম্বুদনিধৌ পয়সীব ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানেঅসুরপরিভ্রংশো নাম একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তুষ্টেষু দেবেষু দানবেষু হতেষু চ।
দামব্যালকটাদীনা বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১ ॥
জজ্বাল কুপিতঃ ক্কেতি কল্পান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
শম্বরঃ শমিতানীকো দামব্যালকটান্ প্রতি ॥ ২ ॥
শম্বরস্য ভয়াৎ গত্বা পাতালমথ সপ্তমম্।
দামব্যালকটাস্তস্থুস্ত্যক্ত্বাথ নিজমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
যমস্য কিঙ্করা যত্র যে কালত্রাসনক্ষমাঃ।
কুতূহলেন তিষ্ঠন্তি নরকার্ণবপালকাঃ ॥ ৪ ॥
তে তেষামথ যাতানাং দত্বাভয়মভীরবঃ।
চিন্তা ইব ঘনাকারাঃ কুমারীশ্চ দদুঃ ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥
তৈঃ সার্দ্ধং নীতবন্তস্তে তত্র দামাদয়োবধিম্।
দশবর্ষসহস্রান্ত-মাত্তানন্তকুবাসনাঃ ॥ ৬ ॥
ইয়ং মে কামিনী কন্যা মমেয়ং প্রভুতেতি চ।
ত্বরূঢ়স্নেহবন্ধানাং কালস্তেষাং ব্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মরাজোথ তং দেশং কদাচিৎ সমুপাযযৌ ।
মহানরককার্য্যাণাং বিচারার্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ৮ ॥
অপরিজ্ঞাতমেনং তে ধর্ম্মরাজং ত্রয়োস্তুরাঃ ।
ন প্রণেমুর্ব্বিনাশায় সামান্যমিব কিঙ্করম্ ॥ ৯ ॥
অথ বৈবস্বতেনৈতে জ্বলিতাসৃগ্রভূমিষু ।
বিহিতভ্রূপরিস্পন্দমাত্রেণৈব নিবেশিতাঃ ॥ ১০ ॥
তত্র তে করুণাক্রন্দাঃ সসুহৃদ্দারবন্ধবঃ ।
প্রদগ্ধাঃ পর্ণবিটপা বৃক্ষা ইব বনানিলৈঃ ॥ ১১ ॥
স্বয়া বাসনয়া জাতাস্তয়ৈব ক্রূরয়া পুনঃ ।
বন্ধকর্ম্মকরাকারাঃ কিরাতা রাজকিঙ্করাঃ ॥ ১২ ॥
তজ্জন্মাথ পরিত্যজ্য জাতাঃ শ্বভ্রেষু বায়সাঃ ।
তদন্তে গৃধ্রতাং যাতাস্ততোপি শুকতাং গতাঃ ॥১৩॥
শূকরত্বং ত্রিগর্ত্তেষু মেষত্বং পর্ব্বতেষু চ ।
মগধেষ্বথ কীটত্বং বভ্রুস্তে চ কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪ ॥
অনুভূয়েতরামন্যাং চিত্রাং যোনিপরম্পরাম্ ।
অদ্য মৎস্যাঃ স্থিতা রাম কাশ্মীরারণ্যপল্বলে ॥ ১৫ ॥
দাবাগ্নিক্কথিতাল্লাল্প পঙ্ককল্পাম্বুপায়িনঃ ।
ন ম্রিয়ন্তে ন জীবন্তি জরজ্জম্বালজর্জ্জরাঃ ॥ ১৬ ॥
বিচিত্রযোনিসংরম্ভমনুভূয় পুনঃ পুনঃ ।
ভূত্বা ভূত্বা পুনর্নষ্টাস্তরঙ্গা জলধাবিব ॥ ১৭ ॥

ভবজলধিগতাস্তে বাসনাতন্তুনুন্না
স্তৃণমিব চিরমূঢ়া দেহরূপৈস্তরঙ্গৈঃ।
উপশমমুপযাতা রাম নাদ্যাপ্যনন্তং
পরিকলয় মহত্ত্বং দারুণং বাসনায়াঃ॥ ১৮॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটজন্মান্তরচিত্রবর্ণনং নাম
ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অতঃ প্রবোধায় তব বচ্মি রাম মহামতে।
দামব্যালকটন্যায়োমা তেস্থিতি তু লীলয়া॥ ১॥
অবিবেকানুসন্ধানাচ্চিত্তমাপদমীদৃশীম্।
অনন্তভবদুঃখায় পরিগৃহ্লাতি হেলয়া॥ ২॥
ক্ব কিলামরবিধ্বংসি-শম্বরানীকনাথতা।
ক্ব তাপতপ্তজম্বালজালজর্জ্জরমীনতা॥ ৩॥
ক্ব ধৈর্য্যমমরানীকবিদ্রাবণকরং মহৎ।
ক্ব কিরাতমহীপালক্ষুদ্রকিঙ্করৰূপতা॥ ৪॥
ক্ব নাম নিরহঙ্কারচিৎসত্বোদারধীরতা।
ক্ব মিথ্যাবাসনাবেশাদহঙ্কারকুকল্পনা॥ ৫॥
শাখাপ্রতানগহনা সংসারবিষমঞ্জরী।
অহঙ্কারাঙ্কুরাদেব সমুদেতীয়মাততা॥ ৬॥
অহঙ্কারমতো রাম মার্জ্জয়ান্তঃ প্রযত্নতঃ।
অহং ন কিঞ্চিদেবেতি ভাবয়িত্বা সুখী ভব॥ ৭॥

মহঙ্কারাম্বুদচ্ছন্নং পরমার্থেন্দুমণ্ডলম্ ।
রসায়নময়ং শীতমদৃশ্যত্বমুপাগতম্ ॥ ৮ ॥
অহঙ্কারপিশাচার্ত্তা দামব্যালকটাস্ত্রয়ঃ।
গতাঃ সত্তামসন্তোপি মায়ামাহাত্ম্যদানবাঃ ॥ ৯ ॥
কাশ্মীরেষু মহারণ্য-সরসীবনপল্বলে ।
অদ্য মৎস্যাঃ স্থিতা রাম শৈবাললবলালসাঃ॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
তে হ্যসন্তঃ কথং সত্তাং সম্পন্না ইতি মে বদ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো নাসৎ সম্ভবতি ক্বচিৎ।
কদাচিৎ কিঞ্চিদপ্যেব বৃহৎ সম্পদ্যতে তনু ॥ ১২ ॥
কিমসৎ সংস্থিতং ব্রূহি কিং তৎ সদ্বাথ সংস্থিতম্ ।
সম্যগ্‌ভিন্নদর্শনেনৈব করিষ্যে তব বোধনম্ ॥ ১৩ ॥

রাম উবাচ।

সন্ত এব স্থিতাঃ সন্তো ব্রহ্মন্ বয়মিমে কিল।
দামাদয়স্ত্বসন্তোপি বচ্মি সন্তঃ স্থিতা ইতি ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা দামাদয়োরাম স্থিতা মায়াময়া ইতি।
অসত্যা এব সত্যাভা মৃগতৃষ্ণাম্বুপূরবৎ ॥ ১৫ ॥

তথৈবেমে বয়মপি সসুরাসুরদানবাঃ।
অসত্যা এব বল্গামো যাম আয়াম এব চ॥ ১৬॥
অলীকমেব ত্বদ্ভাবো মদ্ভাবোলীকমেব চ।
অনুভূতোপ্যসদ্রূপঃ স্বপ্নে স্বমরণং যথা॥ ১৭॥
মৃতোবন্ধুর্যথা স্বপ্নে প্যনুভূতোপ্যসন্ময়ঃ।
মৃতোয়মিতি চেৎ জ্ঞপ্তির্ভবেদেবমিদং জগৎ॥ ১৮॥
এষাতিমূঢ়বিষয় উক্তিরেব ন রাজতে।
অভ্যাসেন বিনোদেতি নানুভূতেরপহ্নবঃ॥ ১৯॥
নিশ্চয়োন্তঃপ্ররূঢ়ো যঃ সম্পন্নোভ্যসনং বিনা।
নাশমায়াতি লোকেস্মিন্ ন কদাচন কস্যচিৎ॥ ২০॥
ইদং জগদসদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যেব বক্তি যঃ।
তমুন্মত্তমিবোন্মত্তোবিমূঢ়োপি হসত্যলম্॥ ২১॥
অক্ষীবক্ষীবয়োরৈক্যং ক্ব কিলেহাজ্ঞতজ্জ্ঞয়োঃ।
অন্ধপ্রকাশয়োর্ব্বোধে স্যাচ্ছায়াতপয়োরিব॥ ২২॥
যত্নেনাপ্যনুভূতোর্থঃ সত্যে কর্ত্তুমপহ্নবম্।
অজ্ঞোন্তশ্চ ন শক্নোতি শবমাক্রমণং যথা॥ ২৩॥
ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদিতি বক্তুং নাজ্ঞস্য যুজ্যতে।
তপোবিদ্যাননুভবে স তদেবানুভূতবান্॥ ২৪॥
অবুদ্ধবিষয়ে হ্যেষা রাম বাক্ প্রবিরাজতে।
বুদ্ধস্যাস্মীতি রূপেণ কিল নাস্ত্যেব কিঞ্চন॥ ২৫॥

ব্রহ্মৈবেদং পরং শান্তমিত্যেবানুভবন্ সুধীঃ।
অপহ্নবঃ স্বানুভূতেঃ কর্ত্তুং তস্য ক্ব যুজ্যতে॥ ২৬॥
পরস্মাদ্ব্যতিরেকেণ নাহমাত্মনি কিঞ্চন।
হেমনীবোর্ম্মিকাদিত্বং ন ময্যস্তি বিশিষ্টতা॥ ২৭॥
ভূততা ব্যতিরেকেণ মূঢ়েনাত্মনি কিঞ্চন।
ঊর্ম্ম্যাদিবুদ্ধৌ হেমেব জ্ঞে নাস্তি পরমার্থতা॥ ২৮॥
মিথ্যাহন্তাময়োমূঢ়ঃ সত্যৈকাত্মময়ঃ সুধীঃ।
যুজ্যতে ন ক্বচিন্নাম স্বভাবাপহ্নবোনয়োঃ॥ ২৯॥
যোযন্ময়স্তস্য তস্মিন্ যুজ্যতেপহ্নবঃ কথম্।
পুরুষস্য ঘটোস্মীতি বাক্যমুন্মত্তমেব হি॥ ৩০॥
তস্মান্নেমে বয়ং সত্যা ন চ দামাদয়ঃ ক্বচিৎ।
অসত্যাস্তে বয়ং চেমে নাস্তি নঃ খলু সম্ভবঃ॥ ৩১॥
সত্যং সম্বেদনং শুদ্ধং বোধাকাশং নিরঞ্জনম্।
সত্যং সর্ব্বগতং শান্তমস্ত্যনস্তময়োদয়ম্॥ ৩২॥
সর্ব্বং শান্তঞ্চ নিঃশূন্যং ন কিঞ্চিদিব সংস্থিতম্।
তত্র ব্যোম্নি বিভান্তীমা নিজাভাসোঙ্গ সৃষ্টয়ঃ॥ ৩৩॥
যথা তৈমিরিকাক্ষস্য সহজা এব দৃষ্টয়ঃ।
কেশোণ্ড্রকাদিবদ্ভ্রান্তি স্তথেমাস্তত্র দৃষ্টয়ঃ॥ ৩৪॥
স আত্মানং যথা বেত্তি তথানুভবতি ক্ষণাৎ।
চিদাকাশাস্ততোসত্যমপি সত্যং তদীক্ষণাৎ॥ ৩৫॥

ন সত্যমস্তি নাসত্যমিতি তস্মাজ্জগত্রয়ে।
যৎ যথা বেত্তি চিদ্রূপং তত্তথোদেত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
যথা দামাদয়স্তদ্বদেবমভ্যুদিতা বয়ম্।
সত্যাসত্যাঃ কিমত্রাঙ্গ তান্ প্রত্যপি বিকল্পনা ॥ ৩৭ ॥
অস্যানন্তস্য চিদ্ব্যোম্নঃ সর্ব্বগস্য নিরাকৃতেঃ।
চিদুদেতি যথা যান্তস্তথা সা তত্র ভাত্যলম্ ॥ ৩৮ ॥
যত্র দামাদিরূপেণ সম্বিৎ প্রকচিতা স্বয়ম্।
তথা সা তত্র সম্পন্না তথাকারানুভূতিতঃ ॥ ৩৯ ॥
অস্মদাদিস্বরূপেণ সম্বিদ্যত্রোদিতা স্বয়ম্।
তথাসৌ তত্র সম্পন্না তথাকারানুভূতিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বস্বপ্নপ্রতিভাসস্য জগদিত্যভিধা কৃতা।
চিদ্ব্যোম্নোব্যোমবপুষস্তাপস্যেব মৃগাম্বুতা ॥ ৪১ ॥
যত্র প্রবুদ্ধং চিদ্ব্যোম তত্র দৃশ্যাভিধা কৃতা।
যত্র সুপ্তন্তু তেনৈব তত্র মোক্ষাভিধা কৃতা ॥ ৪২ ॥
ন চ তৎ ক্বচিদাসুপ্তং ন প্রবুদ্ধং কদাচন।
চিদ্ব্যোম কেবলং দৃশ্যং জগদিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥
নির্ব্বাণমেব সর্গশ্রীঃ সর্গশ্রীরেব নির্ব্বৃতিঃ।
নানয়োঃ শব্দয়োরর্থভেদঃ পর্য্যায়যোরিব ॥ ৪৪ ॥
পরমার্থোজগদিতি রূপং বেত্তি স্বয়ং স্বকম্।
যথা তৈমিরিকং চক্ষুঃ কেশোণ্ডুকমিবেক্ষতে ॥ ৪৫ ॥

ন তৎকেশোণ্ড্রকং কিঞ্চিৎ সা হি দৃষ্টিস্তথা স্থিতা।
নেদং দৃশ্যমিদং কিঞ্চিদিত্থং চিদ্ব্যোম সংস্থিতম্ ॥ ৪৬॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বমিদমস্তি যথানুভূতং
নো কিঞ্চন ক্বচিদিহাস্তি ন চানুভূতম্।
শান্তং সদেকমিদমাততমিত্থমাস্তে
সন্ত্যক্তশোকভয়ভেদমতস্ত্বমাস্ব ॥ ৪৭ ॥

শিলোদরাকারঘনং প্রশান্তং
মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্।
নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ ক্বচিত্তু
যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সদসন্নিরাকরণং নাম
একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

——)(০)(——

রাম উবাচ।

সতামপ্যসতামেব বালযক্ষপিশাচবৎ।
দামব্যালকটাদীনাং দুঃখস্যান্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দামব্যালকুটুম্বৈস্তৈস্তদৈব যমকিঙ্করৈঃ।
প্রার্থিতেন যমেনোক্তমিদং শৃণু রঘূদ্বহ ॥ ২ ॥
যদা বিয়োগমেষ্যন্তি শ্রোষ্যন্তি চ নিজাং কথাম্।
দামাদয়স্তদা মুক্তা ভবিষ্যন্তীত্যসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

স্ববৃত্তান্তমিমং কুত্র কদা কথয়তে কথম্।
শ্রোষ্যন্তি ভগবংস্তে বা বর্ণয়েদং যথাক্রমম্ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাশ্মীরেষু মহাপদ্মসরসীতীরপল্বলে।
ভূয়োভূয়োনুভূয়ৈব মৎস্যযোনিপরম্পরাম্ ॥ ৫ ॥

আলোলিতাশয়া লোলাঃ কালেন লয়মাগতাঃ।
তত্রৈব পদ্মসরসি তে ভবিষ্যন্তি সারসাঃ ॥ ৬ ॥
তত্র কহ্লারমালাসু সরোজপটলীষু চ।
শৈবালবরবল্লীষু তরঙ্গবলনাসু চ ॥ ৭ ॥
চলৎকুসুমদোলাষু নীলোৎপললতাসু চ।
শীকরৌঘাভ্রলেখাসু শীতলাবর্ত্তবর্ত্তিষু ॥ ৮ ॥
সারসাঃ সরসং ভোগান্ ভুক্ত্বা ভুবনভূষণাঃ।
বিহৃত্য সুচিরং কালমলমাগতশুদ্ধয়ঃ ॥ ৯ ॥
তে বিযুক্তা ভবিষ্যন্তি মুক্তয়ে লব্ধবুদ্ধয়ঃ।
রজঃসত্ত্বতমাংসীব ভেদং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১০ ॥
কাশ্মীরমণ্ডলস্যান্তর্নগরং নগশোভিতম্।
নাম্নাধিষ্ঠানমিত্যেব শ্রীমত্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
প্রদ্যুম্নশিখরং নাম তস্য মধ্যে ভবিষ্যতি।
শৃঙ্গং লঘু সরোজস্য কোশচক্রমিবোদরে ॥ ১২ ॥
তস্য মূর্ধ্নি গিরের্গেহং কশ্চিদ্রাজা ভবিষ্যতি।
অভ্রঙ্কষমহাশালং শৃঙ্গে শৃঙ্গমিবাপরম্ ॥ ১৩ ॥
গৃহস্যেশানকোণেঽস্তি শিরোভিত্তিব্রণোদরে।
তস্যানিশমবিশ্রান্ত বাতাধূততৃণান্তিকে ॥ ১৪ ॥
আলয়ে দানবোব্যালঃ কলবিঙ্কোভবিষ্যতি।
প্রথমাল্পশ্রুতশাস্ত্র ইবার্থরহিতারবঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্নেব তদাকালে তত্র রাজা ভবিষ্যতি ।
শ্রীযশস্করদেবাখ্যঃ শক্রঃ স্বর্গ ইবাপরঃ ॥ ১৬ ॥
দানবো দামনামাত্র মশকস্তস্য সদ্মনি ।
ভবিষ্যতি বৃহৎস্তম্ভপৃষ্ঠচ্ছিদ্রে মৃদুধ্বনিঃ ॥ ১৭ ॥
অধিষ্ঠানাভিধে তস্মিন্নেবান্তর্নগরে তদা ।
রত্নাবলীবিহারাখ্যো বিহারোপি ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
তস্মিংস্তদ্ভুমিপামাত্যো নরসিংহ ইতি শ্রুতঃ ।
করামলকবদ্দৃষ্টবন্ধমোক্ষো নিবৎস্যতি ॥ ১৯ ॥
ভবিষ্যতি গৃহে তস্য ক্রীড়নঃ ক্রকরঃ খগঃ ।
কটোমায়াসুরো নাম কৃতরাজতপঞ্জরঃ ॥ ২০ ॥
স নৃসিংহোনৃপামাত্যঃ শ্লোকৈর্ব্বিরচিতামিমাম্ ।
দামব্যালকটাদীনাং কথয়িষ্যতি সৎকথাম্ ॥ ২১ ॥
স কটঃ ক্রকরঃ শ্রুত্বা তৎকথাঃ সংস্মৃতাত্মভূঃ ।
শান্তমিত্থং মহাশান্তং পরং নির্ব্বাণমেষ্যতি ॥ ২২ ॥
প্রদ্যুম্নশিখরপ্রান্তবাস্তব্যঃ কলবিঙ্ককঃ ।
তত্রত্যৈশ্চ কথাং শ্রুত্বা পরং নির্ব্বাণমেষ্যতি ॥ ২৩ ॥
রাজমন্দিরদার্ব্বন্তর্ব্রণবাস্তব্যতাং গতঃ ।
মশকোপি প্রসঙ্গেন শ্রুত্বা শান্তিমুপৈষ্যতি ॥ ২৪ ॥
প্রদ্যুম্নশৃঙ্গাচ্চটকো মশকোরাজমন্দিরাৎ ।
বিহারাৎ ক্রকরশ্চেতি মোক্ষমেষ্যন্তি রাঘব ॥ ২৫ ॥

এষ তে কথিতঃ সর্ব্বো দামব্যালকথাক্রমঃ।
মায়ৈবমেব সংসারশূন্যৈবাত্যন্তভাস্বরা ॥ ২৬ ॥
ভ্রময়ত্যপরিজ্ঞানাৎ মৃগতৃজ্জাম্বুধীরিব।
মহতোপি পদাদেবং নানাজ্ঞানবশাদধঃ ॥ ২৭ ॥
পতন্তি মোহিতা মূঢ়া দামব্যালকটা ইব।
ক্ব ভ্রূক্ষেপবিনিষ্পিষ্টমেরুমন্দরসদ্মতা ॥ ২৮ ॥
ক্ব রাজগৃহদার্ব্বন্তর্ব্রণে মশকরূপতা।
ক্ব চপেটভুজামাত্রপাতিতার্কেন্দুবিম্বতা ॥ ২৯ ॥
ক্ব প্রদ্যুম্নগিরৌ গেহে ভিত্তিব্রণবিহঙ্গতা।
ক্ব পুষ্পলীলয়ালোলকরতোলিতমেরুতা ॥ ৩০ ॥
ক্ব বা শৃঙ্গে নৃসিংহস্য গৃহে ক্রকরপোততা।
চিদাকাশোহহমিত্যেব রজসা রঞ্জিতপ্রভঃ ॥ ৩১ ॥
স্বরূপমত্যজন্নেব বিরূপমপি বুধ্যতে।
স্বয়ৈব বাসনাভ্রান্ত্যা সত্যয়েবাপ্যসত্যয়া ॥ ৩২ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যেব যাতি জন্তুরিবান্তরম্।
তরন্তি তে ভবাম্ভোধিং স্বপ্রবাহধিয়ৈব যে ॥ ৩৩ ॥
শাস্ত্রেণাসদিদং দৃশ্যমিতি নির্ব্বাণসংস্থিতাঃ।
নানাদুঃখবিকারাণি শুষ্কতর্কমতানি যে ॥ ৩৪ ॥
যান্তি শ্বভ্রং জলানীব স্বলাভং নাশয়ন্তি তে।
স্বানুভূতিপ্রসিদ্ধেন মার্গেণাগমগামিনা ॥ ৩৫ ॥

১০

ন বিনাশো ভবত্যঙ্গ গচ্ছতাং পরমাং গতিম্ ।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি বুদ্ধের্ম্মহামতে ॥ ৩৬ ॥
স্বেন দৌর্ভাগ্যদৈন্যেন ন ভস্মাপ্যুপতিষ্ঠতে ।
বেত্তি নিত্যমুদারাত্মা ত্রৈলোক্যমপি যস্তৃণম্ ॥ ৩৭ ॥
তং ত্যজন্ত্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সর্পা ইব জরত্ত্বচম্ ।
পরিস্ফুরতি যস্যান্তর্নিত্যং সত্ত্বচমৎকৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মমণ্ডমিবাখণ্ডং লোকেশাঃ পালয়ন্তি তম্ ।
অপ্যাপদি দুরন্তায়াং নৈব গন্তব্যমক্রমে ॥ ৩৯ ॥
রাহুরপ্যক্রমেণৈবং পিবন্নপ্যমৃতং মৃতঃ ।
সচ্ছাস্ত্রসাধুসম্পর্কমর্কমুগ্রপ্রকাশদম্ ॥ ৪০ ॥
যে শ্রয়ন্তে ন তে যান্তি মোহান্ধ্যস্য পুনর্ব্বশম্ ।
অবশ্যা বশ্যতাং যান্তি যান্তি সর্ব্বাপদঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪১ ॥
অক্ষয়ং ভবতি শ্রেয়ঃ কৃতং যেন গুণৈর্যশঃ ।
যেষাং গুণেষ্বসন্তোষো রাগোযেষাং শ্রুতং প্রতি ॥৪২॥
সত্যব্যসনিনো যে চ তে নরাঃ পশবোপরে ।
যশশ্চন্দ্রিকয়া যেষাং ভাসিতং জন্তুহৃৎসরঃ ॥ ৪৩ ॥
তেষাং ক্ষীরসমুদ্রাণাং নূনং মূর্ত্তৌ স্থিতোহরিঃ ।
ভুক্তং ভোক্তব্যমখিলং দৃষ্টা দ্রষ্টব্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
কিমন্যদ্ভবভঙ্গায় ভূয়োভোগেষু লুব্ধতা ।
যথাক্রমং যথাশাস্ত্রং যথাচারং যথাস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

স্থীয়তাং মুচ্যতামন্তর্ভোগজালমবাস্তবম্ ।
সংস্তবঃ ক্রিয়তাং কীর্ত্ত্যা গুণৈর্গগনগামিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্রায়েতে মৃত্যুতোহেতে ন কদাচন ভোগকাঃ ।
গায়ন্তি সিদ্ধসুন্দর্য্যো যেষামিন্দুসিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥
গীতিভির্গগনাভোগৈস্তে জীবন্তি মৃতাঃ পরে ।
পরমং পৌরুষং যত্নমাস্থায়াদায় সূদ্যমম্ ॥ ৪৮ ॥
যথাশাস্ত্রমনুদ্বেগমাচরন্ কো ন সিদ্ধিভাক্ ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতা ত্বরা কার্য্যা ন সিদ্ধিষু ॥ ৪৯ ॥
চিরকালপরিপক্কা সিদ্ধিঃ পুষ্টফলা ভবেৎ ।
বীতশোকভয়ায়াসমগর্ব্বমপযন্ত্রণম্ ॥ ৫০ ॥
ব্যবহারোযথাশাস্ত্রং ক্রিয়তাং মা বিনশ্যতাম্ ।
জীবোজীর্ণান্ধকূপেষু ভবেষ্বন্তমিবাগতঃ ॥ ৫১ ॥
ভবতাং ভূরিসঙ্গানামধূনেন্দ্রিয়দামতঃ ।
ইতঃ প্রভৃতি মা ভূয়োগম্যতামধমাদধঃ ॥ ৫২ ॥
ইদং বিচার্য্যতাং শাস্ত্রমস্ত্রমাপন্নিবারণম্ ।
রণে শিতশরশ্রেণিশতনিলূ'নবারণে ॥ ৫৩ ॥
জীবমুদ্রা চ কিং পঙ্কে ভোগগন্ধোনিরস্যতাম্ ।
কিমর্থমাত্রয়া কার্য্যমার্য্যাঃ শাস্ত্রমবেক্ষ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥
ইদং বিম্বমিদং বিম্বমিতি সত্যং বিচার্য্যতাম্ ।
ধিয়া পরপ্রেরণয়া যাত মা পশবোযথা ॥ ৫৫ ॥

দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা শুভহীনা বিচারণা।
ঘনদীর্ঘমহানিদ্রা ত্যজ্যতাং সম্প্রবুধ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥
সুপ্তং মা স্থীয়তাং বৃদ্ধ কচ্ছপেনেব পল্বলে।
উত্থানমঙ্গীক্রিয়তাং জরামরণশান্তয়ে ॥ ৫৭ ॥
অনথায়ার্থসম্পত্তিভোগৌঘোভবরোগদঃ।
আপদঃ সম্পদঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্রানাদরোজয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
লোকতন্ত্রানুসারেণ বিচারাৎ ব্যবহারিণাম্।
শাস্ত্রাচারানুসারেণ কর্ম্মণা সৎফলায় চ ॥ ৫৯ ॥

আচারচারুচরিতস্য বিবিক্তবৃত্তেঃ
সংসারসৌখ্যফলদুঃখদশাস্ত্রগৃধ্নোঃ।
আয়ুর্যশাংসি চ গুণাশ্চ সহৈব লক্ষ্ম্যা
ফুল্লন্তি মাধবলতা ইব সৎফলায় ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানে সদাচারনিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বাতিশয়সাফল্যাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা
সম্ভবত্যেব তস্মাৎ ত্বং শুভোদ্যোগং ন সন্ত্যজ ॥ ১ ॥
মিত্রস্বজনবন্ধূনাং নন্দিনানন্দদায়িনা।
সরসীশানমাসাদ্য মৃত্যুরপ্যপনির্জ্জিতঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বোৎকর্ষেণ সম্পন্না দেবা অপি বিমর্দ্দিতাঃ।
দানবৈর্দ্দানবার্থাঢ্যৈর্গজৈঃ পদ্মাকরা ইব ॥ ৩ ॥
মরুত্তনৃপতের্যজ্ঞে সম্বর্ত্তেন মহর্ষিণা।
ব্রহ্মণেবাপরঃ সর্গো ভাবিতঃ সসুরাসুরঃ ॥ ৪ ॥
মহাতিশয়যুক্তেন বিশ্বামিত্রেণ বিপ্রতা।
ভূয়োভূয়ঃ প্রযুক্তেন দুষ্প্রাপা তপসার্জ্জিতা ॥ ৫ ॥
পিষ্টসেকাম্বুদুষ্প্রাপং রসায়নবদশ্নতা।
দুর্ভগেনেদৃশেনাপ্তঃ ক্ষীরোদ উপমন্যুনা ॥ ৬ ॥
ত্রৈলোক্যমল্লাংস্তৃণবদশ্নৎ বিষ্ণ্বজজাদিকান্।
ভক্ত্যাতিশয়দার্ঢ্যেন কালঃ শ্বেতেন কালিতঃ ॥ ৭ ॥

প্রণয়েন যমং জিত্বা কৃত্বা বচনসঙ্গমম্।
পরলোকাদুপানীতঃ সাবিত্র্যা সত্যবান্ পতিঃ॥ ৮॥
ন সোঽস্ত্যতিশয়োলোকে যস্যাস্তি ন ফলং স্ফুটম্।
ভবিতব্যং বিচার্য্যান্তঃ সর্ব্বাতিশয়শালিনা॥ ৯॥
আত্মজ্ঞানমশেষাণাং সুখদুঃখদশাদৃশাম্।
মূলকাষকরং তস্মাৎ ভাব্যং তত্রাতিশায়িনা॥ ১০॥
নাশায়াপদ্গতার্থিন্যা দৃষ্ট্যা দৃশ্যাদিদৃষ্টয়ঃ।
দুঃখাদৃতে নিরাবাধং সুখং কিঞ্চিদবাপ্যতে॥ ১১॥
অশমঃ পরমং ব্রহ্ম শমশ্চ পরমং পদম্।
যদ্যপ্যেবং তথাপ্যেনং প্রথমং বিদ্ধি শঙ্করম্॥ ১২॥
অভিমানং পরিত্যজ্য শমমাশ্রিত্য শাশ্বতম্।
বিচার্য্য প্রজ্ঞয়া যত্নাৎ কুর্য্যাৎ সজ্জনসেবনম্॥ ১৩॥
ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি চ।
সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনসেবনং বিনা॥ ১৪॥
লোভমোহরুষাং যস্য তনুতানুদিনং ভবেৎ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বস্বকর্ম্মসু সজ্জনঃ॥ ১৫॥
অথাত্মবিদুষাং সঙ্গাৎ তস্য সাধোঃ প্রবর্ত্ততে।
অত্যন্তাভাব এবাস্য যথা দৃশ্যস্য দৃশ্যতে॥ ১৬॥
দৃশ্যাত্যন্তাভাবতস্তু পরমেবাবশিষ্যতে।
অন্যাভাববশাদাশু জীবস্তত্রৈব লীয়তে॥ ১৭॥

ন চোৎপন্নং ন চৈবাসীৎ দৃশ্যং ন চ ভবিষ্যতি।
বর্ত্তমানেপি নৈবাস্তি পরমেবাস্ত্যবেধিতম্ ॥ ১৮ ॥
এবং যুক্তিসহস্রেণ দর্শিতং দৃশ্যতেপি চ।
সর্ব্বৈরেবানুভূতঞ্চ দর্শয়িষ্যামি চাধুনা ॥ ১৯ ॥
তথেদমমলং শান্তং ত্রিজগৎ সম্বিদম্বরম্।
ইদং তত্ত্বমতত্ত্বাদি কুতোত্র স্যাৎ কথং চ বা ॥ ২০ ॥
চিচ্চমৎকুরুতে চারু চঞ্চলাচঞ্চলাত্মনি।
যত্তয়ৈব তদেবেদং জগদিত্যববুধ্যতে ॥ ২১ ॥
ত্রৈলোক্যভূয়োনুভবশ্চিদাদিত্যাংশুমণ্ডলম্।
কোবা স্বাংশুমতোর্ভেদো নির্ব্বিকল্পঃ স কথ্যতাম্॥২২॥
স্বাভাবতোস্যাশ্চিদ্দৃষ্টে র্যে উন্মেষনিমেষণে।
জগদ্রূপানুভূতেস্তা-বেতাবস্তময়োদয়ৌ ॥ ২৩ ॥
অহমর্থোঽপরিজ্ঞাতঃ পরমার্থাম্বরে মলম্।
পরিজ্ঞাতোহমর্থস্তু পরমাত্মাম্বরং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
অহম্ভাবঃ পরিজ্ঞাতো নাহম্ভাবোভবত্যলম্।
একতামম্বুনেবাম্বু যাতি চিন্নভসাত্মনা ॥ ২৫ ॥
অহমাদিজগদ্দৃশ্যং কিল নাস্ত্যেব বস্তুতঃ।
অবশ্যমেব তৎ তস্মা-চ্ছিষ্যতেহং বিচারতঃ ॥ ২৬ ॥
বাধ্যতে চামলধিয়া-মপিশাচে পিশাচধীঃ।
শিশূনাং তাবদর্দ্ধান্তঃ করণানাং বিচারণা ॥ ২৭ ॥

চিজ্জ্যোৎস্না যাবদেবান্তরহঙ্কারঘনাবৃতা ।
বিকাসয়তি নোতাবৎ পরমার্থকুমুদ্বতীম্ ॥ ২৮ ॥
প্রমার্জ্জিতেহমিত্যস্মিন্ পদে স্বার্থে স্বয়ং বিনা ।
নরকস্বর্গমোক্ষাদি তৃষ্ণায়াঃ কল্পনৈব কা ॥ ২৯ ॥
হৃদি যাবদহন্তাবো বারিদঃ প্রবিজৃম্ভতে ।
তাবদ্বিকাসমায়াতি তৃষ্ণাকুটজমঞ্জরী ॥ ৩০ ॥
আক্রম্য চেতনাং নিত্যমহঙ্কারাম্বুদে স্থিতে ।
জাড্যমেব স্থিতিং যাতি ন প্রকাশঃ কদাচন ॥ ৩১ ॥
অসন্নয়মহঙ্কারঃ স্বয়ং মিথ্যাপ্রকল্পিতঃ ।
দুঃখায়ৈব ন হর্ষায় বালসম্ভ্রমযক্ষবৎ ॥ ৩২ ॥
মুধৈব কল্পিতোমোহমহন্তাবঃ প্রযচ্ছতি ।
অনন্তসংসারকরং দামাদিষ্বিব দুর্ম্মতৌ ॥ ৩৩ ॥
অয়ং সোহমিতি স্ফারান্ মোহাদন্যতরস্তমঃ ।
অনর্থভূতং সংসারে ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥
যৎ কিঞ্চিদিদমায়াতি সুখদুঃখমলং ভবে ।
তদহঙ্কারচক্রস্য প্রবিকারোবিজৃম্ভতে ॥ ৩৫ ॥
অহঙ্কারাঙ্কুরঃ কৃষ্টো হৃদয়েনাবরোপিতঃ ।
সহস্রশাখং দুশ্ছেদং তস্য সংসৃতিনাশনম্ ॥ ৩৬ ॥
অহন্তাবোঙ্কুরোজন্ম বৃক্ষাণামক্ষয়াত্মনাম্ ।
মমেদমিতি বিস্তীর্ণাস্তেষাং শাখাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৭ ॥

করটাপাতবিস্ফোটা ভান্ত্যর্থা বাসনাদয়ঃ।
বিচার্য্যচারুরববৎ তরঙ্গবরপংক্তিবৎ ॥ ৩৮ ॥
অহংভাবনয়া ভাতি ত্বমহংভাববর্জ্জিতঃ।
সংসারচক্রবহনমাত্মনঃ পরিরোধয়া ॥ ৩৯ ॥
অহম্ভাবতমোযাবৎ জন্মারণ্যে বিজৃম্ভতে।
তাবদেতা বিবল্লন্তি চিন্তা মত্তাঃ পিশাচিকাঃ ॥ ৪০ ॥
অহঙ্কারপিশাচেন গৃহীতোযো নরাধমঃ।
ন শাস্ত্রাণি ন মন্ত্রাশ্চ তস্যাভাবস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

রাম উবাচ।

কেনোপায়েন ভগবন্ অহঙ্কারোন বর্দ্ধতে।
তং ত্বং কথয় মে ব্রহ্মন্ সংসারভয়শান্তয়ে ॥ ৪২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিন্মাত্রদর্পণাকারে নির্ম্মলে স্বাত্মনি স্থিতে।
ইতি ভাবানুসন্ধানাদহঙ্কারোন বর্দ্ধতে ॥ ৪৩ ॥
মিথ্যেয়মিন্দ্রজালশ্রীঃ কিং মে স্নেহবিরাগয়োঃ।
ইত্যন্তরানুসন্ধানাদহঙ্কারোন জায়তে ॥ ৪৪ ॥
নাহমাত্মনি নো যস্য দৃশ্যশ্রিয় ইতি স্বয়ম্।
শান্তেন ব্যবহারেণ নাহঙ্কারঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৫ ॥
অহং হি জগদিত্যন্তর্হেয়োদেয়দৃশোঃ ক্ষয়ে।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৬ ॥

অহঞ্চিজ্জগদিত্যন্তর্হেয়াদেয়দৃশোঃ ক্ষয়ে।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৭ ॥

রাম উবাচ।

কিমাকৃতিরহঙ্কারঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রভো।
সশরীরোঽশরীরশ্চ ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ ॥৪৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্রিবিধোরাঘবাস্তীহ ত্বহঙ্কারোজগত্ত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু ত্বং কথয়ামি তে ॥ ৪৯ ॥
অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি পরমা বিজ্ঞেয়া সা হ্যহঙ্কৃতিঃ ॥ ৫০ ॥
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।
সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ ॥ ৫১ ॥
ইতি যা সম্বিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা।
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারাভিধা যা সা কল্পতে ন তু বাস্তবী।
পাণিপাদাদিমাত্রোঽয়মহমিত্যেষ নিশ্চয় ॥ ৫৩ ॥
অহঙ্কারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ।
বর্জ্জ্য এব দুরাত্মাসৌ শত্রুরেব পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
অনেনাভিহতোজন্তুর্ন ভূয়ঃ পরিরোহতি।
রিপুণানেন বলিনা বিবিধাধিপ্রদায়িনা ॥ ৫৫ ॥

কষ্টীকৃতমতিলোকঃ সঙ্কটেষ্বেব মজ্জতি।
অনয়া দুরহঙ্কৃত্যা ভাবাৎ সংসক্তয়া চিরম্ ॥ ৫৬ ॥
শিষ্টাহঙ্কারবান্ জন্তুর্ভগবান্ যাতি মুক্ততাম্।
লোকাহঙ্কারবদ্দোষ-বপুরস্মিন্নিরূপণঃ ॥ ৫৭ ॥
ন দেহোস্মীতি নির্ণীয় বর্জ্জনং মহতাং মতম্।
প্রথমং দ্বাবহঙ্কারা-বঙ্গীকৃত্যান্তলৌকিকৌ ॥ ৫৮ ॥
তৃতীয়াহঙ্কৃতিস্ত্যাজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী ॥ ৫৯ ॥
অনয়া দুরহঙ্কৃত্যা দামব্যালকটাঃ কিল।
তাং দশাং সমনুপ্রাপ্তা যা কথাস্বপি খেদদা ॥ ৬০ ॥

রাম উবাচ।

তৃতীয়াং লৌকিকীমেতাং ত্যক্ত্বা চিত্তাদহঙ্কৃতিম্।
কিং ভাবঃ পুরুষোব্রহ্মন্ প্রাপ্নুয়াদাত্মনোহিতম্ ॥৬১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এষা তাবৎ পরিত্যাজ্যা ত্যক্ত্বৈতাং দুঃখদায়িনীম্।
যথা যথা পুমাংস্তিষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা ॥ ৬২ ॥
অহঙ্কারদৃশাবেতে পূর্ব্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি।
তিষ্ঠেত্তুপৈতি পরমং তৎ পদং পুরুষোনঘ ॥ ৬৩ ॥
অথ তে অপি সন্ত্যজ্য সর্ব্বাহঙ্কৃতিবর্জ্জিতঃ।
সন্তিষ্ঠেত তথাত্যুচ্চৈঃ পদমেবাধিরোহতি ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন লৌকিকী ত্বহঙ্কৃতিঃ।
পরমানন্দবোধায় বর্জ্জনীয়ানয়া ধিয়া ॥ ৬৫ ॥
শরীরাস্থাময়াপুণ্য ত্বহঙ্কারবর্জ্জনম্।
অত্যন্তপরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদম্ ॥ ৬৬ ॥
ভাবাদহঙ্কৃতিং ত্যক্ত্বা স্থূলামেতাং হি লৌকিকীম্।
তিষ্ঠন্ ব্যবহরন্ বাপি ন নরঃ প্রপতত্যধঃ ॥ ৬৭ ॥
সংশান্তাহঙ্কতের্জ্জন্তোর্ভোগা রোগা মহামতে।
ন স্বদন্তে সুতৃপ্তস্য যথা প্রতিবিষা রসাঃ ॥ ৬৮ ॥
ভোগেষ্বস্বদমানেষু পুংসঃ শ্রেয়ঃ পুরোগতম্।
ক্ষীণেন্ধকারে কিং নাম মনসোন্যৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৯ ॥
অহঙ্কারানুসন্ধান বর্জ্জনাদেব রাঘব।
পৌরুষেণ প্রযত্নাচ্চ তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৭০ ॥

নাহং ন তে ন মম কিঞ্চিদপীতি মত্বা
সর্ব্বঞ্চ মে সকলমপ্যহমেব চেতি।
লব্ধাস্পদং মনসি সম্বিদমেবমীড্যাং
নীত্বা স্থিতিং পরমুপৈতি পদং মহাত্মা ॥৭১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানে অহঙ্কারবিচারো নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি দামাদিষু গতেষ্বথ।
যদ্বৃত্তং শম্বরস্যৈব নগরে নগসন্নিভে ॥ ১ ॥
তথা গগনবিভ্রষ্টে সমস্তে ধ্বস্তসংস্থিতৌ।
বিনষ্টে শম্বরানীকে শরদীবাব্দমণ্ডলে ॥ ২ ॥
দেবনির্জ্জিতসৈন্যোসৌ নীত্বা কতিপয়াঃ সমাঃ।
পুনর্দ্দেববধোদ্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস দানবঃ ॥ ৩ ॥
দামাদয়স্ত রচিতা যে ময়া মায়য়াসুরাঃ।
মৌর্খ্যাত্তৈর্ভাবিতা যুদ্ধে মিথ্যৈব দুরহঙ্কৃতিঃ ॥ ৪ ॥
ইদানীং সংস্হজাম্যন্যান্ দানবান্ মায়য়োদিতান্।
তানপ্যধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞান্ সবিবেকান্ করোম্যহম্ ॥ ৫ ॥
ততস্তত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ মিথ্যাভাবনয়োজ্ঝিতাঃ।
নাহঙ্কারং প্রয়াস্যন্তি বিজেষ্যন্তি চ তান্ সুরান্ ॥ ৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রস্তাদৃশান্ দানবান্ ধিয়া।
মায়য়োৎপাদয়ামাস বুদ্বুদানীব বারিধিঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞা বেদ্যবেত্তারো বীতরাগা গতৈনসঃ।
যথাপ্রাপ্তৈককর্ত্তারো ভাবিতাত্মান উত্তমাঃ॥ ৮॥
ভীমোভাসোদৃঢ় ইতি নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতাঃ।
জগত্তৃণমিবাশেষং পশ্যন্তঃ পাবনাশয়াঃ॥ ৯॥
তে দৈত্যা ভুবনং প্রাপ্য চ্ছাদয়ামাসুরম্বরম্।
গর্জ্জন্তোহেতিতড়িতঃ প্রাবৃষীব পয়োধরাঃ॥ ১০॥
অযুধ্যন্ত সমং দেবৈরপি বর্ষগণান্ বহূন্।
বিবেকবশতোজগ্মুর্নাহঙ্কারং কদাচন॥ ১১॥
তেষাং যাবত্তুদেত্যন্তর্ম্মমেদমিতি বাসনা।
তাবৎ কোয়মহঞ্চেতি বিচারাদযাত্যসত্যতাম্॥ ১২॥
অসচ্ছরীরং বিবুধাঃ কোসাবহমিতি স্থিতিঃ।
বিচারাদিত্থমেতেষাং প্রোদগুর্ন ভয়াদয়ঃ॥ ১৩॥
অসচ্ছরীরং নাস্তীদং চিচ্ছুদ্ধৈবাত্মনি স্থিতা।
অহং নাম ন চান্যোস্তি নিশ্চিত্যৈবাসুরা যযুঃ॥ ১৪॥
ততস্তৈর্নিরহঙ্কারৈর্জরামরণনির্ভয়ৈঃ।
প্রাপ্তার্থকারিভির্ধীরৈর্ব্বর্ত্তমানানুসারিভিঃ॥ ১৫॥
অসক্তবুদ্ধিভির্নিত্যং হতান্যৈরপ্যহন্তৃভিঃ।
বাসনাজালনির্ম্মুক্তৈঃ কৃতকার্য্যৈরকর্ত্তৃভিঃ॥ ১৬॥
প্রভোঃ কার্য্যমিদং কার্য্যমিতি সঙ্গরতৎপরৈঃ।
বীতরাগৈর্গতদ্বেষৈঃ সর্ব্বদা সমদৃষ্টিভিঃ॥ ১৭॥

সা দৈবী দানবৈঃ সেনা ভীমভাসদৃঢ়াদিভিঃ।
হতা ভুক্তা হৃতা প্লুষ্টা স্বান্নশ্রীরিব ভোক্তৃভিঃ॥ ১৮॥
ভীমভাসদৃঢ়ক্ষুণ্ণা জাতা গীর্ব্বাণবাহিনী।
পরিদুদ্রাব বেগেন গঙ্গেব বিমবচ্চ্যুতা॥ ১৯॥
সা সুরানীকিনী বেদং ক্ষীরোদার্ণবশায়িনম্।
জগাম শরণং শৈলং বাতার্ত্তেবাব্দমালিকা॥ ২০॥
হরিরাশ্বাসয়ামাস তাং ভীতাং দেববাহিনীম্।
ভুজঙ্গাভিবৃতামেকাং রমণীমিব নায়কঃ॥ ২১॥
অথ ক্ষীরোদকুহরে তাবৎ সা সুরবাহিনী।
উবাস যাবৎ ভগবাংস্তন্নিরাসার্থমুদ্যযৌ॥ ২২॥
বভূব দারুণং যুদ্ধং শৌরিশম্বরয়োস্ততঃ।
অকাল ইব কল্পান্তে সমুড্ডীনকুলাচলম্॥ ২৩॥
শশাম সমরে তস্মিন্ দৈত্যঃ সবলবাহনঃ।
নারায়ণহতোযাতঃ শম্বরোবৈষ্ণবীং পুরীম্॥ ২৪॥
ভীমভাসদৃঢ়াস্তে তু তস্মিন্ বিষমসঙ্গরে।
বিষ্ণুনৈব শমং নীতাঃ পবনেনেব দীপিকাঃ॥ ২৫॥
তে হি নির্ব্বাসনা এব যদা শান্তিমুপাগতাঃ।
ন তদৈষাং গতির্জ্ঞাতা দীপানামিব শাম্যতাম্॥ ২৬॥
তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।
রাম নির্ব্বাসনীভাবমাহরস্ব বিবেকতঃ॥ ২৭॥

সম্যগালোকনাৎ সত্যাৎ বাসনা প্রবিলীয়তে।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ॥ ২৮॥

ন সত্যং কিঞ্চিদেবেহ সদ্ভাবোভাবয়ত্যলম্।
নাস্ত্যেব ভাবনা তস্মাদিত্যেতৎ সম্যগীক্ষণম্॥ ২৯॥

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং কঃ কিং ভাবয়তু ক্ব বা।
ভাবনা নাম নাস্ত্যেব তদেতৎ সম্যগীক্ষণম্॥ ৩০॥

বাসনাচিত্তনামানৌ শব্দাবর্থসমন্বিতৌ।
সত্যাবলোকনাত্ত্বত্র বিলীনৌ তৎ পরং পদম্॥ ৩১॥

বাসনাবলিতং চিত্তমিহ স্থিতিমুপাগতম্।
তদেব তদ্বিনির্ম্মুক্তং বিমুক্তমিতি কথ্যতে॥ ৩২॥

নানাঘটপটাকারৈশ্চেতঃ স্থিতিমুপাগতম্।
তদেবাশু শমং নেয়ং মিথ্যা যক্ষ ইবোত্থিতঃ॥ ৩৩॥

দামব্যালকটাকারৈশ্চেতঃ পরিণতং যথা।
ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ো রাঘবাস্ত্বচলস্তব॥ ৩৪॥

দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব।
এতদ্রাম পুরা প্রোক্তং পিত্রা কমলজেন মে॥ ৩৫॥

ভব তে যৎ ময়া প্রোক্তং শিষ্যায়াত্যন্তধীমতে।
দামব্যালকটন্যায়স্তস্মান্মা তেস্তু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ো নিত্যমস্তু তবানঘ॥ ৩৬॥

অবিরলসুখদুঃখসঙ্কটেয়ং
ভবপদবী ভবতাপনোপযাতা।
ব্যবহরণবতো বিভূতিযাতৌ
সততমসক্ততয়ৈব নশ্যতীতি ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানসমাপ্তির্নাম চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জয়ন্তি তে মহাশূরাঃ সাধবো যৈর্ব্বিনির্জ্জিতম্ ।
অবিদ্যামেদুরোল্লাসৈঃ স্বমনোবিষয়োন্মুখম্ ॥ ১ ॥
সংসারস্যাস্য দুঃখস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ ॥ ২ ॥
শ্রূয়তাং জ্ঞানসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্ ।
ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৩ ॥
কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসন্দর্ভৈঃ ক্রিয়তামিদমেব তু ।
যৎ যৎ স্বাদ্বিহ তৎ সর্ব্বং দৃশ্যতাং বিষবহ্নিবৎ ॥ ৪ ॥
বিষমা বিষয়াভোগাঃ প্রবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ ।
উপরিষ্টাৎ পরিত্যজ্য সেব্যমানাঃ সুখাবহাঃ ॥ ৫ ॥
দোষান্ প্রসবতি স্ফারান্ বাসনাবলিতা মতিঃ ।
কীর্ণকণ্টকবীজা ভূঃ কণ্টকপ্রসরং যথা ॥ ৬ ॥
অলগ্নবাসনাজালা মতিঃ প্রসরবর্জ্জিতা ।
অদৃষ্টরাগদ্বেষা যা শমমেতি শনৈঃ পরম্ ॥ ৭ ॥

শুভাশুভানসদ্গ্লানান্ প্রসূতে স্বগুণান্ সদা।
ফলদানঙ্কুরান্ কালে শ্রেষ্ঠবীজবতীব ভূঃ॥ ৮॥
শুভভাবানুসন্ধানাৎ প্রসন্নে মনসি স্থিতে।
শনৈঃ শনৈঃ প্রশান্তে চ মিথ্যাজ্ঞানঘনাম্বুদে॥ ৯॥
বৃদ্ধিং যাতে চ সৌজন্যে যক্ষে শুক্ল ইবোড়ুপে।
বিবেকে প্রস্থতে পুণ্যে নভসীবার্কতেজসি॥ ১০॥
ধৃতাবন্তর্বিবৃদ্ধায়াং মুক্তায়ামিব কীচকে।
স্থিতাবন্তঃকৃতার্থায়ং মধাবিব নিশাকরে॥ ১১॥
ফলিতে শীতলচ্ছায়ে সৎসঙ্গসফলদ্রুমে।
স্রবত্যানন্দস্থরসে সমাধিসরলদ্রুমে॥ ১২॥
মনোভবতি নির্দ্বন্দ্বং নিষ্কামং নিরুপদ্রবম্।
প্রশান্তচাপলানর্থ শোকমোহভয়াময়ম্॥ ১৩॥
ক্ষীণশাস্ত্রার্থসন্দেহং বিগতাশেষকৌতুকম্।
নিরস্তকল্পনাজালং মোহমুক্তমলেপকম্॥ ১৪॥
নিরীহং নিরুপাক্রোশং নিরপেক্ষং নিরাধিকম্।
সংশান্তশোকনীহারমসক্তং গ্রন্থিবর্জ্জিতম্॥ ১৫॥
সন্দেহোগ্রস্থতং সাগ্রং সতৃষ্ণাদারপঞ্জরম্।
নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং সাধয়ত্যর্থমৈশ্বরম্॥ ১৬॥
আত্মপীবরতাহেতূন্ বিকল্পাংশ্চায়মুজ্ঝতি।
সংস্মৃত্য প্রভুতামেষু জহাতি তৃণবত্তনুম্॥ ১৭॥

মনসোভ্যুদয়োনাশো মনোনাশোমহোদয়ঃ।
জ্ঞমনোনাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য বিবর্দ্ধতে॥ ১৮॥
মনোমাত্রং জগচ্চক্রং মনঃ পর্ব্বতমণ্ডলম্।
মনোব্যোম মনোদেবো মনোমিত্রং মনোরিপুঃ॥১৯॥
বিকল্পকলুষা যা স্যাচ্চিত্তত্ত্বস্যাত্মবিস্মৃতিঃ।
মন ইত্যুচ্যতে সেয়ং বাসনাভবভাগিনী॥ ২০॥
চেত্যানুপাতকলিত চিন্মাত্রে তিষ্ঠতাভিধম্।
মনাক্ বিকল্পকলুষং চিত্তত্ত্বং জীব উচ্যতে॥ ২১॥
চেত্যপ্রপতিতং রূঢ় সংজ্ঞমজ্ঞত্বমাগতম্।
তদেবাধিকনিঃসার সঙ্কল্প্যতেন্তর্ম্মনস্তয়া॥ ২২॥
নাত্মা সংসারিপুরুষো ন শরীরং ন শোণিতম্।
জড়ং সর্ব্বং শরীরাদি দেহী খবদলেপকঃ॥ ২৩॥
শরীরে কণশঃ কৃত্তে নাস্ত্যন্যদ্রুধিরাদিকাৎ।
নির্ভিন্নে কদলীস্তম্ভে নাস্ত্যন্যৎ পল্লবাদৃতে॥ ২৪॥
মনোজীবো নরং বৃদ্ধি তদেবাকারমাগতম্।
আত্মনাত্মানমাদত্তে স্ববিকল্পাত্মকল্পিতম্॥ ২৫॥
স্ববিকল্পান্নরস্তত্র প্রসার্য্য রচয়ত্যলম্।
জালমাত্মনি বন্ধায় কোশকারকৃমির্যথা॥ ২৬॥
ইমং দেহভ্রমং ত্যক্ত্বা দেশকালান্তরে পুনঃ।
শরীরত্বমথাদত্তে পল্লবত্বমিবাঙ্কুরঃ॥ ২৭॥

যাদৃগ্বাসনমেতৎ স্যান্মনস্তাদৃক্ প্রজায়তে।
জাতং স্বপিতি যচ্চিত্তং তৎ স্বপ্নে নিশি তিষ্ঠতি॥ ২৮॥
অম্লং মধুরসাসিক্তং মধুরং মধুরঞ্জিতম্।
বীজং প্রতিবিষাকল্কসিক্তঞ্চ কটু জায়তে॥ ২৯॥
শুভবাসনয়া চেতো মহত্ত্যা জায়তে মহৎ।
ভবতীন্দ্রমনোরাজ্য ইন্দ্রতাস্বপ্নভাঙ্ নরঃ॥ ৩০॥
ক্ষুদ্রবাসনয়া চেতঃ ক্ষুদ্রতামপি পেলবাম্।
পিশাচবিভ্রমাৎ স্বপ্নে পিশাচান্নিশি পশ্যতি॥ ৩১॥
সরসি স্ফারনৈর্ম্মল্যে কালুষ্যং যাতি ন স্থিতিম্।
তথৈব স্ফারকালুষ্যে প্রসাদো যাতি ন স্থিতিম্॥৩২॥
মনসি স্ফারকালুষ্যে তদ্রূপং জায়তে ফলম্।
তথৈব স্ফারনৈর্ম্মল্যে তদ্রূপং জায়তে ফলম্॥ ৩৩॥
ত্যজত্যুদারাং ন গতিং ক্ষীণোহ্হনিশমুত্তমঃ।
উদ্যোগবানবিরতং পুরণাশামিবোড়ুপঃ॥ ৩৪॥
নেহ বন্ধো ন মোক্ষোঽস্তি নাবন্ধোঽস্তি ন বন্ধতা।
মিথ্যোত্থিতৈব মায়েয়মিন্দ্রজাললতা যথা॥ ৩৫॥
গন্ধর্ব্বনগরাকারা মৃগতৃষ্ণা ইবোত্থিতা।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাভাসা দ্বৈতৈকত্ববিবর্জ্জিতা॥ ৩৬॥
সর্ব্বৈব ব্রহ্মসত্তেয়মিত্যেষা পরমার্থতা।
পরিস্ফুরতি নিঃসারঃ সংসারোয়মসন্ময়ঃ॥ ৩৭॥

নানন্তোহং বরাকোহমিতি ত্বনিশ্চয়োদিতঃ।
অনন্তোস্মীশ্বরোস্মীতি নিশ্চয়েন বিলীয়তে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বগে স্বাত্মনি স্বচ্ছে এষোহমিতি ভাবনা।
এতৎ তদ্বন্ধনং লোকে স্ববিকল্পোপকল্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥
বন্ধমোক্ষদশাহীনাৎ দ্বিত্বৈকত্ববিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বৈব ব্রহ্মসত্ত্বেয়মিত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৪০ ॥
নৈর্ম্মল্যপ্রাপ্তমরণমসক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
অমনস্ত্বমিহাপন্নং ব্রহ্ম পশ্যতি নান্যথা ॥ ৪১ ॥
মনোনির্ম্মলতাং যাতং শুভসন্তানবারিভিঃ।
ব্রাহ্মীং দৃষ্টিমুপাদত্তে রাগং শুক্লপটোযথা ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বমেব সমাত্মেতি সর্ব্বভাবনয়ানঘ।
হেয়াদেয়বলে ক্ষীণে বন্ধমোক্ষোবিমুচ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥
শুদ্ধস্য মনসঃ কায় শাস্ত্রবৈরাগ্যবুদ্ধিভিঃ।
অভিজাতোপলস্যেব জগৎ তস্যেতি বিদ্যুতিঃ ॥ ৪৪ ॥
পদার্থে নৈকতামেত্য মনসোনৈকতানতা।
অসত্যজ্ঞানদৃষ্টিং তাং বিদ্ধি ক্ষণবিনাশিনীম্ ॥ ৪৫ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং ত্যক্ত্বা সর্ব্বাং দৃশ্যদৃশং যদা।
মনস্তিষ্ঠতি তল্লীনং সম্প্রাপ্তং তৎ পদং তদা ॥ ৪৬ ॥
দৃশ্যদৃষ্টিঃ স্ফুটা যেয়ং সা হ্যবশ্যমসন্ময়ী।
তন্ময়ত্বঞ্চ মনসঃ স্বরূপং বিদ্ধি নেতরৎ ॥ ৪৭ ॥

আদ্যন্তয়োর্ব্বিনাশিত্বাৎ মধ্যেপি তদসন্ময়ম্ ।
অজ্ঞাতমনসস্তেন দুঃখিতা হন্তসংস্থিতা ॥ ৪৮ ॥
আত্মৈবেদং জগদিতি বিনা ভাবেন দুঃখদা ।
দৃশ্যশ্রীরন্যথা ত্বেষা ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী ॥ ৪৯ ॥
জলমন্যত্তরঙ্গোন্য ইতি নানাতয়াঽজ্ঞতা ।
জলমেব তরঙ্গোয়মিত্যেকত্বাৎ কিল জ্ঞতা ॥ ৫০ ॥
দুঃখমায়াত্যসদিতি হেয়োপাদেয়রূপি যৎ ।
তদভাবেন তু জ্ঞানাদানন্ত্যমবশিষ্যতে ॥ ৫১ ॥
সঙ্কল্পকল্পিতত্বাচ্চ মনোরূপমসন্ময়ম্ ।
অসন্ময়বিনাশে তু কঃ শোকোবদ রাঘব ॥ ৫২ ॥
অবৎসলোযথা বন্ধু ররাগদ্বেষয়া ধিয়া ।
দৃশ্যতে পশ্য তদ্বৎ ত্বং তত্ত্বং পঞ্জরমাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
অবৎসলাৎ যথা বন্ধোঃ সুখদুঃখৈর্ন লিপ্যতে ।
তত্ত্বেন সম্পরিজ্ঞানাৎ তথা তত্বচয়াত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥
তদনাদি শিবং জ্ঞানং যন্মধ্যং দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ।
তস্মিন্ সত্যে মনঃ শান্তং পাংসুর্ব্বায়ুক্ষয়ে যথা ॥ ৫৫ ॥
উপশান্তে মনোবায়ৌ দেহপাংসুঃ প্রশাম্যতি ।
পুনঃ সংসারনগরে ন নীহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
বাসনাপ্রাবৃষি ক্ষীণে সংস্থিতৌ রামমাগতে ।
জাড্যে জনিতহৃৎকম্পে পঙ্কে শোষমুপাগতে ॥ ৫৭ ॥

শুষ্কে তৃষ্ণাবটে শান্তে মন্দে হৃদয়কাননে।
ক্ষীণেষ্বক্ষকদম্বেষু মিথ্যাজ্ঞানঘনে ক্ষতে ॥ ৫৮ ॥
ক্ষীয়তে মোহমিহিকা প্রভাত ইব শর্ব্বরী।
ক্বাপি গচ্ছতি তজ্জাড্যং বিষং মন্ত্রহতং যথা ॥ ৫৯ ॥
দেহাদ্রৌ ন ভয়ক্ষুদ্রাঃ সরিতঃ প্রসরন্ত্যলম্।
নোল্লসন্তি লসৎপক্ষাঃ সঙ্কল্পোগ্রকলাপিনঃ ॥ ৬০ ॥
পরাং নির্ম্মলতামেতি সম্বিদাকাশগোচরঃ।
রাজতেতিতরামচ্ছো জীবাদিত্যোমহোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
ঘনমোহভরোন্মুক্তা বিবিক্তত্বং পরং গতাঃ।
সময়ে হ্যতিশোভন্তে ধৌতা আশা মহাদিশঃ ॥ ৬২ ॥
ভৃশমাভাতি বিমলা মুদিতাকাশমঞ্জরী।
শীতলীকৃতদিকৃচক্রা শরদ্ব্যোম্নীব চন্দ্রিকা ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বসম্পৎপ্রকাশেন পরমানন্দদায়িনা।
ভৃশং সফলতামেতি সুবিবিক্তা বিবেকভূঃ ॥ ৬৪ ॥
সপর্ব্বতবনাভোগং পরমালোকসুন্দরম্।
অচ্ছাচ্ছং শীতলচ্ছায়ং জায়তে ভুবনান্তরম্ ॥ ৬৫ ॥
বিস্তারিতং সুষুমতাং স্ফারিতং স্ফটিকাকৃতিম্।
উপৈতি হৃৎসরঃ স্বচ্ছং নীরজোম্বুজকোশকম্ ॥৬৬॥
হৃৎপদ্মকোষান্মলিনঃ স্বাহঙ্কারমধুব্রতঃ।
অপুনর্দ্দর্শনায়ৈব চঞ্চলঃ ক্বাপি গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

ভবত্যপগতাক্ষেপঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বনায়কঃ।
নির্ব্বাসনঃ শান্তমনাঃ স্বদেহনগরেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥

বিচারণাসমধিগতাত্মদীপকো
মনস্থলং পরিগলিতেব ধীরধীঃ।
বিলোকয়ন্ ক্ষতভবনীরসা গতী
র্গতজ্বরোবিলসতি দেহপত্তনে ॥ ৬৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে উপশমবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

রাম উবাচ।

যথেদৃশং স্থিতং বিশ্বং বিশ্বাতীতে চিদাত্মনি।
তন্মে কথয় হে ব্রহ্মন্ পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথোর্ম্ময়োঽনভিব্যক্তা ভাবিনঃ পয়সি স্থিতাঃ।
ন স্থিতাশ্চাত্মনোন্যত্বাৎ চিত্তত্ত্বে সৃষ্টয়স্তথা ॥ ২ ॥
যথা সর্ব্বগতঃ সৌক্ষ্ম্যাদাকাশো নোপলক্ষ্যতে।
তথা নিরংশশ্চিদ্ভাবঃ সর্ব্বগোপি ন লক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥
স্বস্থিতেবাস্থিতেবান্তঃ প্রতিভাস্তি মণৌ যথা।
ন সত্যভূতা নাসত্যা তথেয়ং সৃষ্টিরাত্মনি ॥ ৪ ॥
স্বাধারৈরম্বুদৈঃ স্বস্থৈ র্ন স্পৃষ্টং গগনং যথা।
চিৎস্থৈঃ সর্গৈশ্চিদাধারৈর্ন স্পৃষ্টা চিৎ পরা তথা ॥৫॥
জলধিষ্ঠিততত্তেজো যথাঙ্গ প্রতিবিম্বতি।
তথা পুর্য্যষ্টকেষ্বেব চিদ্ধি দেহেষু লক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতা সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিতা।
সৈষা চিদবিনাশাত্মা তচ্চেত্যাদিকৃতাভিধা॥ ৭॥
আকাশশতভাগাচ্ছা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী।
সকলাকলসংসার স্বরূপৈকাত্ম্যদর্শিনী॥ ৮॥
তরঙ্গাদিময়ী স্ফারা নানাতা সলিলার্ণবে।
তস্মান্ ন ব্যতিরেকেণ যথাভাববিকারিণী॥ ৯॥
ত্বত্তামত্তাময়ী স্ফারা নানাতেয়ং চিদর্ণবে।
চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ তথা নৈব প্রকাশতে॥ ১০॥
চিচ্চিনোতি চিতং চেত্যং তেনেদং স্থিতমাত্মনি।
অজ্ঞে জ্ঞে ত্বন্যদায়াতমন্যদস্তীতি কল্পনা॥ ১১॥
অজ্ঞেষ্বসৎস্বভাবোগ্র সংসারগণগর্ভিণী।
জ্ঞেষু প্রকাশরূপৈব সকলৈকাত্মিকা সতী॥ ১২॥
অনুভূতিবশান্নিত্যমর্কাদীনাং প্রকাশিনী।
স্বাদিনী সর্ব্বভূতানাং ভাবিনী ভবভোগিনাম্॥১৩॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।
ন চায়াতি ন বা যাতি ন চেহ ন চ নেহ চিৎ॥ ১৪॥
সৈষা চিদমলাকারা স্বয়মাত্মনি সংস্থিতা।
রাঘবেত্থং প্রপঞ্চেন জগন্নাম্না বিজৃম্ভতে॥ ১৫॥
তেজঃপুঞ্জৈর্যথা তেজঃ পয়ঃপূরৈর্যথা পয়ঃ।
পরিস্ফুরতি সংস্পন্দৈস্তথা চিৎসর্গবিভ্রমৈঃ॥ ১৬॥

তৎস্বভাবেন চিন্নাম্না সর্ব্বগেনোদিতাত্মনা।
প্রকাশেনাপ্রকাশেন নিরংশেনাংশধারিণা ॥ ১৭ ॥
স্বয়ং স্বকলনাভোগাদনন্তং পদমুজ্‌ঝতা।
অহমস্মীতি ভাবেন গচ্ছতাজ্ঞপদং শনৈঃ ॥ ১৮ ॥
নানাতায়াং প্ররূঢ়ায়ামস্যাং সংস্থতিপূর্ব্বকম্।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ পদে স্থিতিমুপাগতে ॥ ১৯ ॥
পুর্য্যষ্টকস্পন্দশতৈঃ করোতি ন করোতি চ।
উৎসেধমেতি ভূকোষঃ কোটরস্থোঙ্কুরোৎকরঃ ॥ ২০ ॥
ব্যোমসৌষির্য্যমাদত্তে সর্ব্বমূর্ত্ত্যবিরোধি যৎ।
স্পন্দৈকধর্ম্মবান্ বাতো রসরূপতয়া জলম্ ॥ ২১ ॥
দৃঢ়োর্ব্বী প্রকটং তেজঃ স্থিতিমন্তি জগন্তি চ।
প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞাসু কালঃ কলনয়া স্থিতঃ ॥ ২২ ॥
পুষ্পেষু গন্ধতাং যাতি শনৈঃ সঞ্চিতকেসরম্।
মৃৎকোটররসোল্লাসঃ স্থাণুতামেতি ভূতলে ॥ ২৩ ॥
মূলস্থাঃ ফলমায়ান্তি পেলবা রসলেশকাঃ।
সন্নিবেশং ব্রজন্ত্যেতা রেখা পল্লবপালিষু ॥ ২৪ ॥
নবতামনুগৃহ্লাতি শক্রবাণাসনেন চ।
যোযোভবত্যবিরতং সংস্থানেন বনেন চ ॥ ২৫ ॥
বসন্তমুপতিষ্ঠন্তি পুষ্পপল্লবরাশয়ঃ।
নিদাঘবিধিমায়ান্তি দৈবদাহবিভূতয়ঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাবৃট্ সময়মীহন্তে নীলা জলদরাশয়ঃ।
শরদঞ্চানুধাবন্তি সমগ্রাঃ ফলরাশয়ঃ॥ ২৭ ॥
হেমন্তে হিমহাসিন্যো ভবন্তি ককুভোদশ।
নয়ন্ত্যপলতামম্বু শিশিরে শীতলানিলাঃ॥ ২৮ ॥
ন জহাতি স্বমর্য্যাদাং কালো যুগময়ীমিমাম্।
তরঙ্গিণী তরঙ্গৌঘ লীলয়া যান্তি সৃষ্টয়ঃ॥ ২৯ ॥
নিয়তিঃ স্থিতিমায়াতি স্থৈর্য্যচাতুর্য্যকারিণী।
তিষ্ঠত্যাপ্রলয়ং ধীরা ধরাধরণধর্ম্মিণী॥ ৩০ ॥
চতুর্দ্দশবিধানীহ ভূতানি ভুবনান্তরে।
নানাচারবিহারাণি নানাবিরচনানি চ॥ ৩১ ॥
পুনঃপুনর্ব্বিলীয়ন্তে জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
ধারাপরম্পরা যাতি বিনা বারীব বুদ্বুদাঃ॥ ৩২ ॥

আয়াতি যাতি পরিতিষ্ঠতি লীলয়াতি
স্বার্থানুপার্জ্জয়তি ধাবতি জন্মনাশৈঃ।
উন্মত্তবদ্বিহিতভাবনমাহিতেহা
মুগ্ধাকৃতান্তবিবশা জনতা বরাকী॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে চিদাদিত্যস্বরূপবর্ণনং নাম ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

—:‌ :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্থং স্থিরতরাকারাঃ সংসারাবলয়োঽভিতঃ।
স্বভাবাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাঃ পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥ ১॥
স্বতঃ সর্ব্বমিদং জাতমন্যোন্যং হেতুতাং গতম্।
অন্যোন্যমভিনশ্যৎ তৎ স্বত এব বিলীয়তে॥ ২॥
স্বতোঽস্পন্দোপি তু স্পন্দো যথাগাদজলোদরে।
তথৈবেয়মসৎ সচ্চ চিদেব পরিদৃশ্যতে॥ ৩॥
ব্যোমন্যেব নিরাকারে নিদাঘাৎ সরিতোযথা।
লক্ষ্যন্তে তদ্বদেবেমাশ্চিত্তত্ত্বে সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ॥ ৪॥
যথা মদবশাদাত্মা সোন্যবৎ প্রতিভাসতে।
তথৈব চিত্তাৎ চিদ্ধাতুঃ স এবাস ইব স্থিতঃ॥ ৫॥
ন চেদং সদসন্নেদং তৎস্থাতৎস্থতয়া চিতঃ।
নাতিরিক্তাতিরিক্তা চ কটকাদিষু হেমতা॥ ৬॥
যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব।
সোয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বমাপূর্য্য সংস্থিতঃ॥ ৭॥

নানৈকত্বাদতীতাত্তু সর্ব্বগাদমলাত্মনঃ।
দ্বিতীয়া কলনা নাস্তি কাচিন্নেতরথা ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
রাম ভাবনাদন্যস্য ভাবাভাবাঃ শুভাশুভাঃ।
সৃষ্টয়ঃ পরিকল্প্যন্তেঽনাত্মন্যেবাথ বাত্মনি ॥ ৯ ॥

যস্মাদাত্মনোব্যতিরিক্তে বস্তুনি সিদ্ধে
সতি তত্রেচ্ছা প্রবর্ত্ততে
যত্র স্বাত্মনোব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি
সম্ভবতি তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ছন্ কিমনুস্মরন্
ধাবতু কিমুপৈতু ॥ ১০ ॥

অত ইদমীহিতমিদমনীহিতমিত্যাত্মানং
ন স্পৃশন্তি বিকল্পাঃ। অতোনিরিচ্ছতায়ামাত্মা
ন কিঞ্চিদপি করোতি কর্ত্তৃকরণকর্ম্মণামেকত্বাৎ
ন ক্বচিত্তিষ্ঠত্যাধারাধেয়য়োরেকত্বাৎ
ন চ নিরিচ্ছত্যাত্মনোনৈষ্কর্ম্ম্যমভিমতম্।
দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়া অভাবাৎ ॥ ১১ ॥

নেতরা জানাসি রাম ত্বমিয়ং ব্রহ্মসংস্থিতিঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ কর্ত্তা ভব গতজ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ রাঘবপুনঃ।
পুনঃ কৃত্বা কৃত্বা বহুবিধমিদং কর্ম্ম তরসা
ত্বয়া প্রাপ্যং কিং তদ্বদ যদুচিতং ভূতকরণাৎ।

অকর্ত্তৃত্বে বাস্থা ভবতু তব চাপ্যাগমবতো
ভব স্বস্থঃ স্বচ্ছঃ স্তিমিত ইব নির্ব্বাতজলধিঃ ॥১৩॥
গত্বা সুদূরমপি যত্নবতা জনেন
নাসাদ্যতে তদিহ যেন সুপূর্ণতৈতি।
মত্বেতি মা ব্রজ পদার্থগণান্ ধিয়া ত্বং
ন ত্বং ত্বমেব পরমার্থতয়া চিদাত্মা ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে উপশমবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবংস্থিতে তু তজ্জ্ঞানাং যদেতৎ
কর্ত্তৃত্বং দৃশ্যতে সুখদুঃখাদিষু যোগাদিষু
বা তদসন্ন তু মূর্খাণাম্ ॥ ১ ॥
যতঃ কর্ত্তৃত্বং নাম কিমুচ্যতে
যোহ্যন্তরস্থায়ামনোবৃত্তের্নিশ্চয়
উপাদেয়তাপ্রত্যয়ো বাসনা-
ভিধানস্তৎকর্ত্তৃত্বশব্দেনোচ্যতে ॥ ২ ॥
চেষ্টাবশাৎ তাদৃকফলভোক্তৃত্বং
বাসনানুরূপং স্পন্দতে পুরুষঃ
স্পন্দানুরূপং ফলমনুভবতি
ফলভোক্তৃত্বং নাম কর্ত্তৃত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ ॥৩॥
তথাচ। কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাপি স্বর্গেপি নরকেপি বা।
যাদৃগ্বাসনমেতৎ স্যান্মনস্তদনুভূয়তে ॥ ৪ ॥
তস্মাদজ্ঞাততত্ত্বানাং পুংসাং কুর্ব্বতামকুর্ব্বতাঞ্চ
কর্ত্তৃতা ন তু জ্ঞাততত্ত্বানামবাসনত্বাৎ ॥ ৫ ॥
জ্ঞাততত্ত্বোহি শিথিলীভূতবাসনঃ কুর্ব্বন্নপি ফলং নানু-
সন্দধাতি অথচ স্পন্দনমাত্রং কেবলং করোত্যসক্তবুদ্ধিঃ

সংপ্রাপ্তমপি ফলমাত্মৈবেদং সর্ব্বমেব কর্ম্মফলমনুভবত্য-কুর্ব্বন্নপি করোতি মগ্নমনাঃ ॥ ৬ ॥

মনো যৎ করোতি তৎ কৃতং ভবতি যন্ন করোতি তন্ন কৃতং ভবতি অতোমন এব কর্ত্তৃ ন দেহঃ ॥ ৭ ॥

চিত্তাদেবায়ং সংসার আগতশ্চিত্তময় এব চিত্তমাত্রং চিত্ত এব স্থিত ইতি বিজ্ঞাতম্। বিষয়শ্চ সর্ব্বমুপশান্তম-ভূদ্বাসনৈবেতি জ্ঞ এবাস্তীতি ॥ ৮ ॥

আত্মবিদা হি তন্মনঃ পরমুপশমমাগতং
মৃগতৃষ্ণাজলমিব বর্ষতি জলদে
হিমকণ ইব চণ্ডাতপে বিলীনং
তুর্য্যদশামুপাগতং স্থিতম্ ॥ ৯ ॥

নানন্দং ন নিরানন্দং ন চলং নাচলং স্থিরম্।
ন সন্নাসন্ন চৈতেষাং মধ্যং জ্ঞানিমনোবিদুঃ ॥ ১০ ॥
ন বাসনাময়ে স্পন্দরসে গজ ইব পল্বলে মজ্জতি
তজ্‌জ্ঞোমূর্খমনোভোগভূমিমেব পশ্যতি ন সত্তত্ত্বম্ ॥ ১১॥

তথা চায়মত্রাপরোদৃষ্টান্তঃ। অকুর্ব্বন্নপি শ্বভ্রপতনং শয্যাসনগতোপি শ্বভ্রপাতবাসনাবাসিতে চেতসি শ্বভ্র-পতনদুঃখমনুভবতি অপরস্তু কুর্ব্বন্নপি শ্বভ্রপতনং পরম-মুপশমমুপগতবতি মনসি শয্যাসনসুখমনুভবতি এবমনয়োঃ শয্যাসনশ্বভ্রপাতয়োরেকঃ শ্বভ্রপতনস্যাকর্ত্তাপি কর্ত্তা

সম্পন্নোদ্বিতীয়শ্চ শ্বভ্রপতনস্য কর্ত্তাপ্যকর্ত্তা সম্পন্নশ্চিত্ত-বশাৎ তস্মাৎ যচ্চিত্তং তন্ময়োভবতি পুরুষ ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ১২ ॥

তেন তত্র কর্ত্তুরকর্ত্তুর্ব্বা নিত্যমসংসক্তং ভবতু চেতো ন হি কিঞ্চিদস্ত্যাত্মতত্ত্বব্যতিরিক্তং যত্র সংসক্তির্ভাব্যতে যৎ কিঞ্চিদিদং জগদ্গতং তৎ সর্ব্বং শুদ্ধচিত্তত্বাদা-ভাসমবে হি ॥ ১৩ ॥

এবঞ্চাস্য জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য পুংসোনামাত্মা সুখদুঃখানাং ন গম্য ইতি নিশ্চয়ে জাতে নাত্মব্যতিরিক্তা আধারাধেয়-দৃষ্টয়ো বিদ্যন্ত ইতি নিশ্চয়ে জাতে কর্ত্তা ভোক্তা সর্ব্বপদার্থব্যতিরিক্তো বালাগ্রসহস্রভাগোহমিতি নিশ্চয়ে জাতে যৎ কিঞ্চিদিদং তৎ সর্ব্বমহমেবেতি বা নিশ্চয়ে জাতে সর্ব্বসত্বাবভাসকঃ সর্ব্বগস্তিষ্ঠাম্যেবাহমিতি নিশ্চয়ে জাতে নাহং সুখদুঃখানাং গম্য ইতি বিগতজ্বরতয়া চিত্তবৃত্তির্লীলয়ৈব তিষ্ঠতে ব্যবহারেষু ॥ ১৪ ॥

তজ্জ্ঞস্য সঙ্কটে চ মুদিতৈব কেবলং জ্যোৎস্নেব ভুবনভাবমলঙ্করোতি যেন চিত্তাদৃতে তু জ্ঞঃ কুর্ব্বন্নপ্যকর্ত্তা সম্পন্নো মনসোলেপকত্বান্নাসৌ পাদপাণ্যাদিবিক্ষেপশ্চ যত্নকৃতস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলমনুভবতি ॥ ১৫ ॥

এবং হি মনঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং সর্ব্বহিতানাং সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বগতীনাং বীজং তস্মিন্ পরিহৃতে সর্ব্ব-কর্ম্মাণি পরিহৃতানি ভবন্তি সর্ব্বদুঃখানি ক্ষীয়ন্তে সর্ব্ব-কর্ম্মাণি লয়মুপযান্তি মানসেনাপি কর্ম্মণা যৎকৃতেনাপি জ্ঞো নাক্রম্যতে ন বিবশীক্রিয়তে ন রঞ্জনামুপৈত্যব্যতি-রিক্তত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

যথা বালোমনসা নগরস্য নির্ম্মাণং নির্ম্মৃষ্টঞ্চ কুর্ব্ব-ন্নগরনির্ম্মাণং মনঃকৃতমকৃতমিব লীলয়ানুভবতি নোপা-দেয়তয়া সুখদুঃখমকৃত্রিমমিতি পশ্যতি নগরনির্ম্মথনঞ্চ মনঃকৃতং কৃতমিতি পশ্যতীতি দুঃখমপি লীলয়ানুভবন্নপি ন দুঃখমিতি পশ্যতি এবমসৌ পরমার্থতঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত এবেতি ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বভাবেষু হেয়োপাদেয়তাভ্যাং জগতি কিং কারণং দুঃখস্য ন চোপাদেয়ে কিঞ্চিদপি সম্ভবতি যদবিনাশং ব্যতিরিক্তং চাত্মনস্তস্মাদয়মাত্মাঽকর্ত্তাঽভোক্তাঽতত্ত্বতো যদেতৎ কর্ত্তৃত্বঞ্চ স্বধ্যায়োপ্যতে ॥ ১৮ ॥

আবশ্যকং তৎ সম্যগদর্শনমোহাৎ ন বস্তুত
ইতি যথাভূতবস্তুবিচারণাৎ
কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে ন স্তঃ।

ইন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থদ্বেষাভিলাষাদিকদৃষ্টায়স্ত-
দৃষ্টীনাং দৃশ্যতে নাতদ্দৃষ্টীনাম্ ॥ ১৯ ॥
মোক্ষোঽস্তি ন সংসারে স্বসংসক্তমনসামিহা-
সংসক্তমনসাং ত্বেতৎ সর্ব্বমেবাস্তি ॥ ২০ ॥
যথাস্থিতং জ্ঞস্য কেবলমাত্মতত্ত্বমেবোল্লসতি
তদ্দ্বিত্বৈকত্ববাদিসিদ্ধে দ্বিত্বৈকত্বে করোতি
সত্ত্বাসত্ত্বে করোতি শক্তিজালাদভিন্নাং
সর্ব্বশক্তিতাঞ্চ দর্শয়তি তস্য ॥ ২১ ॥

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি নাবন্ধোঽস্তি ন বন্ধনম্ ।
অপ্রবোধাদিদং দুঃখং প্রবোধাৎ প্রবিলীয়তে ॥ ২২ ॥

সঙ্কল্পিতা জগতি মোক্ষমতির্মুধৈব
সঙ্কল্পিতা জগতি বন্ধমতির্মুধৈব ।
সন্ত্যজ্য সর্ব্বমনহঙ্কৃতিরাত্মনিষ্ঠো
ধীরোধিয়া ব্যবহরন্ ভুবি রাম তিষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে উপশমবর্ণনং নাম
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

—:০:—

রাম উবাচ।

ভগবন্নেবংস্থিতে পরে ব্রহ্মণ্যেব বিদ্যমানে কুতএবা-
ভিত্তিচিত্ররূপায়াঃ সৃষ্টেরাগম ইতি কথয় মহাত্মন্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজপুত্র ব্রহ্মতত্ত্বমেবেদমাবর্ত্ততে যস্মাৎ সর্ব্বশক্তি
তত্তস্মাৎ সর্ব্বাঃ শক্তয়ো ব্রহ্মণি দৃশ্যন্তে ॥ ২ ॥

সত্ত্বমসত্ত্বং দ্বিত্বমেকত্বমনেকত্বমাদ্যত্বমন্তত্বমিতি ॥ ৩ ॥

তচ্চ নান্যৎ যথাজলরাশের্জ্জলাশয় উল্লাসপ্রফুল্লাসেন
নানাকারতাং দর্শয়ন্ প্রকটতাং গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

তথা চিদ্ঘনশ্চিত্তং চিত্ত্বাচ্চ সর্ব্বাঃ শক্তীঃ
কর্ম্মময়ীর্ব্বাসনাময়ীর্ম্মনোময়ীশ্চিনোতি
দর্শয়তি বিভর্ত্তি জনয়তি ক্ষিপয়তি চেতি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বেষামেব জীবানাং সর্ব্বাসামভিতোদৃশাম্।
সমগ্রাণাং পদার্থানামুৎপত্তির্ব্রহ্মণোনিশম্ ॥ ৬ ॥

লোকাৎ পরাদুপায়ান্তি তস্মিংশ্চিত্ত্বাদ্বিশন্ত্যলম্।
তন্ময়া এব সততং তরঙ্গা ইব সাগরে ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

ভগবংস্তবাতিগহনেয়ং বচনব্যক্তির্ন
খল্বদ্য বাক্যার্থমবগচ্ছামি ॥ ৮ ॥
ক্ব কিলাতীতমনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়বৃত্তি
ব্রহ্মতত্ত্বং ক্ব ভঙ্গুরেয়ং তজ্জা
পদার্থশ্রীরিতি বচনরচনা যদি চায়মারম্ভো ব্রহ্মণ।
আপতি ততস্তদনেন তৎসদৃশেনৈব ভবিতব্যম্ ॥৯॥
যোযস্মাজ্জায়তে স তৎসদৃশ এব ভবতি ॥ ১০ ॥
যথা দীপাদ্দীপঃ পুরুষাৎ পুরুষঃ শস্যাৎ শস্যম্ ॥১১॥
যতোনির্ব্বিকারাৎ যদাগতং
নির্ব্বিকারেণৈবানেন ভবিতব্যম্ ॥ ১২ ॥
অথৈতদ্ব্যতিরিক্তং চিদাত্মনস্তন্নিষ্কলঙ্কস্য পরমেশ্বরস্য
যেয়ং কলঙ্কাপত্তিরিত্যাকর্ণ্য ভগবান্ ব্রহ্মর্ষিরুবাচ॥ ১৩॥
ব্রহ্মৈবেদং স্থিতং নাম মলমস্তীহ নানঘ।
তরঙ্গৌঘগণৈরম্ভঃসিন্ধৌ স্ফুরতি নোরজঃ ॥ ১৪ ॥
দ্বিতীয়া কল্পনৈবেহ ন রঘূদ্বহ বিদ্যতে।
ব্রহ্মমাত্রাদৃতে বহ্নাবৌষ্ণ্যমাত্রাদৃতে যথা ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ।

নির্দ্দুঃখং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বং তজ্জং দুঃখময়ং জগৎ।
অস্পষ্টার্থমিদং ব্রহ্মন্ ন বেদ্মি বচনং তব ॥ ১৬ ॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

ইত্যুক্তে তত্র রামেণ চিন্তয়ামাস চেতসা ।
বশিষ্ঠোমুনিশার্দ্দলো রাঘবস্যোপদেশনে ॥ ১৭ ॥
পরং বিকাসামায়াতা নাস্য তাবদিয়ং মতিঃ ।
কিঞ্চিন্নির্ম্মলতাং প্রাপ্তা প্রোহ্যতে চেহ বস্তুনি ॥ ১৮ ॥
যোব্যুৎপন্নমনাস্তস্য জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য ধীমতঃ ।
মোক্ষোপায়গিরাং পারং প্রযাতস্য বিবেকতঃ ॥ ১৯ ॥
ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্দোষো নাস্তি বিদ্যাত্মনি হ্যলম্ ।
যাবন্নোক্তং ন বিশ্রান্তিং তাবদেত্যেষ রাঘবঃ ॥ ২০ ॥
অর্দ্ধব্যুৎপন্নবুদ্ধেস্তু নৈতদ্ব্যক্তং হি শোভতে ।
দৃশ্যানয়া ভোগদৃশা ভাবয়ন্নেষ নশ্যতি ॥ ২১ ॥
পরাং দৃষ্টিং প্রযাতস্য ভোগেচ্ছা নাভিজায়তে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তঃ কালে নাম্নাস্য যুজ্যতে ॥২২॥
আদৌ শমদমপ্রায়ৈর্গুণৈঃ শিষ্যং বিশোধয়েৎ ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ত্বমিতি বোধয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ ।
মহানরকজালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রবুদ্ধবুদ্ধেঃ প্রক্ষীণভোগেচ্ছস্য নিরাশিষঃ ।
নাস্ত্যবিদ্যামলমিতি যুক্তং বক্তুং মহাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অপরীক্ষ্য চ যঃ শিষ্যং প্রশাস্ত্যতিবিমূঢ়ধীঃ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানজ্ঞানতিমিরাপহঃ।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠোভূমিভাস্করঃ ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কলঙ্ককলনা ব্রহ্মণ্যস্তি নাস্তীতি বানঘ।
সিদ্ধান্তকালে বক্তব্যং স্বয়ং জ্ঞাস্যসি রাঘব ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বগতং সর্ব্বোহমেবেতি॥২৯

যথেন্দ্রজালিনঃ পশ্যসি চিত্রা মায়য়া ক্রিয়া জনয়ন্তঃ সদসত্তাং নয়ন্ত্যসচ্চ সত্তাং নয়ন্তি তথৈবাত্মা অমায়াময়োপি মায়াময় ইব পরম ঐন্দ্রজালিকোঘটং পটং করোতি পটঞ্চ ঘটং করোতি উপলে লতাং জনয়তি মেরৌ কনকতটে নন্দনবনমিব লতায়ামুপলমুৎপাদয়তি কল্পপাদপেষু রত্নস্তবকমিব ব্যোম্নি কাননমধ্যারোপয়তি ॥ ৩০ ॥

গন্ধর্ব্ব উদ্যানমিব তস্মিন্ জগতি ভবিষ্যতি গগনে কল্পনয়া নগরতাং জনয়তি নষ্টচ্ছায়াঞ্জনমিব ব্যোম ধরাতলং নয়তীতি ॥ ৩১ ॥

গন্ধর্ব্বনগররাজগৃহে বিপুলাঙ্গনাজনমিব ভূতলে ব্যোম নিবেশয়তি ॥ ৩২ ॥

রক্তকুট্টিমেম্বাকাশপ্রতিবিম্বমিব কিঞ্চিদস্তি জগতি ভবিষ্যতি বা বভূব ॥ ৩৩ ॥

যদীশ্বরোব্যক্তরূপো বিচিত্রতামুপেত্য নিদর্শয়তি ॥৩৪॥

সর্ব্বমেব সর্ব্বথা সর্ব্বত্র যথাসম্ভবত্যেকমেবেহ বস্তু বিদ্যত ইতি তস্মাৎ ধর্ষামর্ষবিস্ময়ানাং ক বাবসরো রাম ॥৩৫॥

সমতয়ৈব সততং ধৃতিমতা স্থাতব্যম্ ॥ ৩৬ ॥

বিস্ময়স্ময়সম্মোহহর্ষামর্ষবিকারিতাম্ ।
সমতাবলিতস্তজ্‌জ্ঞো ন কদাচন গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অপর্য্যবসানে দেশকালবতি চিত্রা হি
জগতি যুক্তয়ো দৃশ্যন্তে ॥ ৩৮ ॥

এতাশ্চ যুক্তীর্মাসাবাত্মা
যত্নেন রচনাং করোতি ন চোৎপন্নাং
তিরস্করোতি সাগর ইব বীচীঃ ॥ ৩৯ ॥

কিং তর্হি ক্ষীরইব ঘৃতং ঘট ইব
মৃদি পট ইব তন্তুষু বট ইব
ধানায়ামাত্মন্যেব স্থিতাঃ শক্তয়ঃ
প্রকটতামাগতা ব্যবহ্রিয়ন্তে
বিরচিতমেব তরঙ্গবৎ ॥ ৪০ ॥

নাত্র কশ্চিৎ কর্ত্তা ন ভোক্তা ন বিনাশমেতি ॥ ৪১ ॥

কেবলমাত্মতত্ত্বে সাক্ষিণি নিরাময়ে
সমতয়াত্মনি নিত্যমসংক্ষুব্ধে তিষ্ঠতি
সত্যেবং সম্পদ্যতে ॥ ৪২ ॥

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ।
সতি পুষ্প ইবামোদঃ স্বতঃ সম্পদ্যতে জগৎ ॥ ৪৩ ॥

আভাসমাত্রমেবেদং পরিদৃশ্যত এব চ।
স্পন্দঃ সমীরণস্যেব ন সন্নাসদবস্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥

নির্দ্দোষবদেব জাগতীনাং দৃষ্টীনাং পরমার্থতোভগবান্ স্থিতো বিনষ্টানাং পুনঃ কর্ত্তা কৃতানাং বা নাশয়িতা স কেবলং কদাচিৎ প্রকটাঃ কদাচিদল্পপ্রকটাঃ কদাচিদ-প্রকটাস্তারকা ইব কুসুমরাশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

নশ্যতীহ হি তদ্বস্তু নাত্মভূতং যদাত্মনঃ।
কথং নশ্যতি তদ্বস্তু স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

জায়তে নৈব তদ্বস্তু নাত্মভূতং যদাত্মনঃ।
জায়তে চৈব তদ্বস্তু স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৭ ॥

কথং তজ্জায়তে তস্মাৎ স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ সম্যগ্ জ্ঞানবশাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপদার্থানামাগমঃ॥৪৯॥

অবতীর্ণানাঞ্চ তেষামবতরণসমকালমেবা-
বিদ্যোদেতি তত্ত্বজ্ঞানং দৃঢ়তামেতি
তদনু শতসহস্রস্কন্ধোবিচিত্রশুভাশুভ-

ফলভরফলিতোভূরিশাখঃ
স্ফারতামেতি সংসারদ্রুমঃ ॥ ৫০ ॥

আশামঞ্জরিতাকৃতিং বিফলিতং দুঃখাদিভির্দ্দারুণৈ-
র্ভোগৈঃ পল্লবিতং জরাকুসুমিতং তৃষ্ণালতাভাস্বরম্।
সংসারাভিধবৃক্ষমাত্মনিগড়ং ছিত্বা বিবেকাসিনা
মুক্তস্ত্বং বিহরেহ বারণপতি স্তম্ভাদিবোন্মোচিতঃ॥৫১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সর্ব্বৈকত্বপ্রতিপাদনং নাম
একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—০—

রাম উবাচ ।

উৎপত্তিঃ কথমেতেষাং জীবানাং ব্রহ্মণঃ পদাৎ ।
কিয়তী কিদৃশী চেতি বিস্তরেণ বদ প্রভো ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

উৎপদ্যন্তে যথা চিত্রা ব্রহ্মণোভূতজাতয়ঃ ।
যথা নাশং প্রযান্ত্যেতা যথা মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ২ ॥
যথা চ পরিবর্দ্ধন্তে তিষ্ঠন্ত্যন্তর্হিতা যথা ।
সংক্ষেপেণ মহাবাহো শৃণু বক্ষ্যামি তেনঘ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিরমলা কল্পয়ন্তী যদৃচ্ছয়া ।
সর্ব্বশক্তিঃ স্বয়ং চেত্য ভবত্যাকলনাত্মকম্ ॥ ৪ ॥
কলনাদ্ঘনতামেত্য যৎকিঞ্চিদপি সা স্বয়ম্ ।
সঙ্কল্পয়তি পশ্চাত্তৎ তত্তামেতি মনঃ পদম্ ॥ ৫ ॥
মনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ গন্ধর্ব্বপুরবৎ ক্ষণাৎ ।
তনোতীদমসদ্দৃশ্যং ব্রাহ্মীং স্থিতিমিব ত্যজৎ ॥ ৬ ॥
চিৎস্বরূপং পরিকচচ্ছুন্যমেবাবতিষ্ঠতে ।
যত্তদ্দৃশ্যং স্থিতং তৎ স্যাৎ দৃশ্যমাকাশমেব তৎ ॥৭॥

কৃত্বা পদ্মজসঙ্কল্পং রূপং পশ্যতি পদ্মজম্ ।
ততোজগৎ কল্পয়তি স প্রজাপতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দশবিধানন্ত ভূতজাতসঘুজ্জুমা ।
সৃষ্টিরেবমিয়ং রাম চিত্তনির্ম্মিতিমাগতা ॥ ৯ ॥
চিত্তমাত্রময়ী শূন্যা ব্যোমমাত্রশরীরিকা ।
সঙ্কল্পমাত্রনগরী ভ্রান্তিমাত্রাত্মিকা সতী ॥ ১০ ॥
ইহ কাশ্চিন্মহামোহা ভূতানাং জাতয়ঃ স্থিতাঃ ।
কাশ্চিদভ্যুদিতজ্ঞানাঃ কাশ্চিন্মধ্যে স্খলন্তি হি ॥১১॥
ভুবি সম্বধ্যমানানাং যান্ত্যেনামুপদেশ্যতাম্ ।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং যা এতা নরজাতয়ঃ ॥ ১২ ॥
বহ্বাধয়ো দুঃখময়া মোহদ্বেষভয়াতুরাঃ ।
তাসাং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি তাবদ্রাজসসাত্ত্বিকীঃ ॥ ১৩ ॥
যত্তদপ্যমৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি নিরাময়ম্ ।
চিদাভাসমনন্তাখ্য মনাদিবিগতভ্রমম্ ॥ ১৪ ॥
নিস্পন্দবপুষস্তস্য স্পন্দঃ সত্ত্বৈকদেশতঃ ।
ঘনতামেতি সৌম্যেব্ধৌ চলতাচলতামিব ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য একদেশঃ ক উচ্যতে ।
কথং বিকারিতা বা স্যাৎ কথং বাদ্বয়বিক্রমঃ ॥ ১৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

তেন জাতং ততোজাতমিতীয়ং রচনা গিরাম্ ।
শাস্ত্রসংব্যবহারার্থং ন রাম পরমার্থতঃ ॥ ১৭ ॥
বিকারিতাবয়বিতা দিক্সত্তাদেশতাদয়ঃ ।
ক্রমা ন সম্ভবন্তীশে দৃশ্যমানোদয়া অপি ॥ ১৮ ॥
তং বিনা কল্পনৈবান্যা নাস্তি নাপি ভবিষ্যতি ।
কুতস্তৌ ক্রমশব্দার্থাবুক্তয়োব্যবহারজাঃ ॥ ১৯ ॥
যা যেহ কলনা যোর্থো যঃ শব্দো যো গিরাং গণঃ ।
তজ্জত্বাত্তন্ময়ত্বাচ্চ তৎ তৎ পদমিবেষ্যতে ॥ ২০ ॥
তজ্জঃ স এব ভবতি বহ্নের্বহ্নিরিবোত্থিতঃ ।
জন্যোয়ং জনকশ্চায়মিত্যুক্তা ভেদকল্পনা ॥ ২১ ॥
অয়মস্মাৎ সমুৎপন্ন ইতীয়ং যা জগৎস্থিতিঃ ।
আধিক্যং তৎ ক্রিয়াশক্তৌ জন্যং জনকমেব বা ॥২২॥
ইদমন্যদিদঞ্চান্যদিতি শব্দার্থবিক্লবঃ ।
উক্তাবেব ন দেবেস্তি প্রমিতৌ ভিন্নতা যতঃ ॥ ২৩ ॥
তজ্জয়ৈব মনঃশক্ত্যা স্বতঃ সংজ্ঞা প্রবর্ত্ততে ।
দৃঢ়ভাবনয়া তস্মাদিষ্টোর্থঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥
অগ্নেঃ শিখায়া একস্যা-দ্বিতীয়া জনকেতি যা ।
উক্তিবৈচিত্র্যগেবৈতন্নোক্ত্যর্থেত্রাস্তি সত্যতা ॥ ২৫ ॥

ন জন্যজনকাখ্যাস্তাঃ সম্ভবন্ত্যুক্তয়ঃ পরে।
একমেব হ্যনন্তত্বাৎ কিং কথং জনয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
উক্তেরেব স্বভাবোয়মুক্তেরুক্তিরনন্তরম্।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ সংখ্যাদ্যর্থে ন যুজ্যতে ॥ ২৭ ॥
ঊর্ম্মিজালমিবাম্ভোধৌ পরে যঃ পরিদৃশ্যতে।
শব্দোর্থকলনাকারস্তদ্ব্রহ্মৈব বিদুর্ব্বধাঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম চ মনো ব্রহ্ম বিজ্ঞানবস্তু চ।
ব্রহ্মার্থে ব্রহ্মশব্দশ্চ ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম ধাতবঃ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বমিদং বিশ্বং বিশ্বাতীতঞ্চ তৎপদম্।
বস্তুতস্তু জগন্নাস্তি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥ ৩০ ॥
অয়মন্যোয়মন্যোয়ং ভাগ ইত্যম্বরাত্মনি।
মিথ্যাজ্ঞানবিকল্পোক্তির্ব্বাচি সত্যার্থতাত্র কা ॥ ৩১ ॥
বহ্নেঃ শিখেব জাতেয়ং শিখেতি মনসোভিধা।
চাপলোত্থবিকল্পশ্রীর্ব্বস্তুতঃ স্যান্ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৩২ ॥
অসত্যৈব বিকল্পোক্তিঃ সত্যভাবোবিকল্পতে।
তমোপহতদৃষ্টিত্বাৎ দ্বিচন্দ্রজ্ঞানদোষবৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বগাৎ তস্মাদনন্তাৎ ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
নান্যৎ কিঞ্চিৎ সম্ভবতি তদুত্থং যৎ তদেব তৎ ॥৩৪॥
ব্রহ্মতত্ত্বং বিনা নেহ কিঞ্চিদেবোপপদ্যতে।
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্মেত্যেষৈব পরমার্থতা ॥ ৩৫ ॥

এবং প্রায়শ্চ হে প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তস্তে ভবিষ্যতি।
তত্রৈবোদাহরিষ্যামঃ সিদ্ধান্তার্থে'ক্তিপঞ্জরম্॥ ৩৬॥
ইহাবিদ্যাদিকাঃ কেচিৎ বিদ্যন্তে নেতরক্রমাঃ।
জ্ঞাস্যস্যলমশেষার্থাংস্তত্তদজ্ঞানসংক্ষয়ে॥ ৩৭॥
অবস্তুসংক্ষয়ে বস্তু যথাবস্তু প্রসীদতি।
যথা চ দৃশ্যতে দৃশ্যং জগন্নৈশতমঃক্ষয়ে॥ ৩৮॥

যদিদমখিলমাততং কুদৃষ্ট্যা
তদুপশমে তব রাম নির্ম্মলাভে।
অবিতথপদনির্ম্মলে ভবিষ্য-
ত্যবিতথমেব ন সংশয়োত্র কশ্চিৎ॥ ৩৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ব্রহ্মৈবেদংসর্ব্বংজগদিতিপ্রতিপাদনং নাম চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

রাম উবাচ।

ক্ষীরোদকুক্ষিতুল্যাভিঃ শীতলামলদীপ্তিভিঃ।
তবোক্তিভির্ব্বিচিত্রাভির্গম্ভীরাভিরিবাভিতঃ॥ ১।
ক্ষণমান্ধ্যমিবাপ্নোমি ক্ষণং যামি প্রকাশতাম্।
শান্তাতপলবঃ প্রাবৃডলোলাভ্র ইব বাসরঃ॥ ২॥
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বস্যৈকস্য ভাস্বতঃ।
অনস্তমিতসারস্য কলনা কথমাগতা॥ ৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথাভূতার্থবাক্যার্থাঃ সর্ব্বা এব মমোক্তয়ঃ।
নাসমর্থা বিরূপার্থাঃ পূর্ব্বাপরবিরোধদাঃ॥ ৪॥
জ্ঞানদৃষ্টৌ প্রসন্নায়াং প্রবোধে বিততোদয়ে।
যথাবজ্‌জ্ঞাস্যসি স্বস্থো মদ্বাগ্‌দৃষ্টিবলাবলম্॥ ৫॥
উপদেশ্যোপদেশার্থং শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তয়ে।
শব্দার্থবাক্যরচনা ভ্রমোমা তন্ময়োভব॥ ৬॥

যদা পুরা জ্ঞাস্যসি তৎ সত্যমত্যন্তনির্ম্মলম্ ।
বাচ্যবাচকশব্দার্থভেদং ত্যক্ষ্যসি বৈ তদা ॥ ৭ ॥
ভেদকৃদ্বাকৃপ্রপঞ্চোয়মুপদেশ্যেষু কল্পিতঃ ।
উপদেশ্যোপদেশার্থং শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৮ ॥
শব্দার্থবাকৃপ্রপঞ্চোয়মুপদেশেষু কল্পিতঃ ।
সদাজ্ঞেষু ন তজ্জ্ঞেষু বিদ্যতে পারমার্থিকঃ ॥ ৯ ॥
কলনামলমোহাদি কিঞ্চিন্নাত্মনি বিদ্যতে ।
নীরাগং ব্রহ্ম পরমং তদেবেদং জগৎ স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
এতদ্বিচিত্ররূপাভির্যুক্তিভিবহুশঃ পুনঃ ।
বিস্তরেণৈব বক্তব্যং সিদ্ধান্তাবসরেনঘ ॥ ১১ ॥
বাকৃপ্রপঞ্চং বিনা ত্বেতদজ্ঞানমতুলং তমঃ
ভেত্তুমন্যোন্যমুদিতং যত্নং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১২ ॥
অবিদ্যয়ৈবোত্তময়া স্বাত্মনাশোদ্যমেচ্ছয়া ।
বিদ্যা সা প্রার্থ্যতে রাম সর্ব্বদোষাপহারিণী ॥ ১৩ ॥
শাম্যতি হ্যস্ত্রমস্ত্রেণ মলেন ক্ষাল্যতে মলঃ ।
শমং বিষং বিষেণৈতি রিপুনা হন্যতে রিপুঃ ॥ ১৪ ॥
ঈদৃশী রাম মায়েয়ং যা স্বনাশেন হর্ষদা ।
ন লক্ষ্যতে স্বভাবোস্যাঃ প্রেক্ষমাণৈব নশ্যতি ॥ ১৫ ॥
বিবেকমাচ্ছাদয়তি জগন্তি জনয়ত্যলম্ ।
ন চ বিজ্ঞায়তে কৈষা পশ্যাশ্চর্য্যমিদং জগৎ ॥ ১৬ ॥

অপ্রেক্ষমাণা স্ফুরতি প্রেক্ষিতা তু বিনশ্যতি।
মায়েয়মপরিজ্ঞায় মানরূপৈব বল্গতি ॥ ১৭ ॥
অহোনু খলু চিত্রেয়ং মায়া সংসারবন্ধনী।
অসত্যেবাতিসত্যেব স্বজ্ঞানং বিহিতং তয়া ॥ ১৮ ॥
অত্যভিন্নপদে তস্মিংস্তন্বানা ভেদমাততম্।
সংসারমায়া যেনাসৌ তেনাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
নাস্ত্যেষা পরমার্থেন ত্বেবং ভাবনয়েদ্ধয়া।
জ্ঞোভূত্বা জ্ঞেয়সম্প্রাপ্তো জ্ঞাস্যস্যস্যাস্তমাশয়ম্ ॥ ২০ ॥
যাবত্তু ন প্রবুদ্ধস্ত্বং তাবন্মদ্বচসৈব তে।
নিশ্চয়োভবতূদ্দামো নাস্ত্যবিদ্যেতি নিশ্চলঃ ॥ ২১ ॥
যদিদং দৃশ্যতাং যাতং মানসং মননং মহৎ।
অসন্মাত্রমিদং যস্মান্মনোমাত্রবিজৃম্ভিতম্ ॥ ২২ ॥
সৎ তদ্ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্নিশ্চয়ঃ সোপি মোক্ষভাক্।
চলাচলাকৃতির্যা যা দৃষ্টিরাবদ্ধভাবনা ॥ ২৩ ॥
সা সমগ্রজগদ্ভূত খগবন্ধনবাগুরা।
যঃ স্বপ্নভূমিবদ্ভ্রান্তমসৎসদ্দৃষ্ট্যেকনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥
জগৎ পশ্যত্যসক্তাত্মা ন স দুঃখে নিমজ্জতি।
যস্যৈতা স্বস্বরূপাসু ভাবনা স্বাত্মভাবনা ॥ ২৫ ।
অস্বরূপস্য তস্যাপি সা হ্যবিদ্যৈব বিদ্যতে।
বিকারিতাদয়োদোষা ন কেচন মহাত্মনি ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মনি বিদ্যন্তে পয়সীবেহ পাংসবঃ।
ভাবনাশব্দশব্দার্থ রঞ্জনেয়ং জগদ্গতা ॥ ২৭ ॥
ব্যবহারার্থমুৎপন্না ব্যতিরিক্তা চ নাত্মনঃ।
অনেন ব্যবহারেণ বিনৈতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥
সংস্থিতিং নাধিগচ্ছন্তি পটা ইব বিতন্তবঃ।
উহ্যমানোহবিদ্যায়ামাত্মা নেহোপলক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥
আত্মজ্ঞানাদৃতে তচ্চ শাস্ত্রার্থাৎ সমবাপ্যতে।
অবিদ্যাসরিতঃ পারমাত্মলাভাদৃতে কিল ॥ ৩০ ॥
রাম নাসাদ্যতে তদ্ধি পদমক্ষয়মুচ্যতে।
যতঃ কুতশ্চিজ্জাতেয়মবিদ্যা মলদায়িনী ॥ ৩১ ॥
নূনং স্থিতিমুপায়াতা সমাসাদ্য পদং স্থিতা।
কুতোজাতেয়মিতি তে রাম মাস্তু বিচারণা ॥ ৩২ ॥
যত এষা যথা চৈষা যথা নষ্টেত্যখণ্ডিতম্।
বস্তুতঃ কিল নাস্ত্যেষা বিভাত্যেষানবেক্ষিতা ॥ ৩৪ ॥
অসতোভ্রান্ততাং সত্যরূপাং জানাতু কঃ কুতঃ।
জাতেয়ং প্রৌঢ়িমাপন্না দোষায়ৈবাততাকৃতিঃ ॥ ৩৫ ॥
বলাৎ প্রণাশয়ত্বেনাং পরিজ্ঞাস্যসি বৈ ততঃ।
অপি শূরা অতিপ্রাজ্ঞাস্তে ন সন্তি জ্জগত্রয়ে ॥ ৩৬ ॥
অবিদ্যয়া যে পুরুষা ন নাম বিবশীকৃতাঃ।
তদস্যা রোগশীলায়া যত্নং কুরু বিনাশনে ॥ ৩৭ ॥

যথৈষা জন্মদুঃখেষু ন ভূয়স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ।
সর্ব্বাপদামেকসখীমজ্ঞানতরুমঞ্জরীম্ ।
অনর্থসার্থজননীমবিদ্যামলমুদ্ধর ॥ ৩৮ ॥

ভয়বিষাদদুরাধিবিপৎপ্রদাং
হৃদয়মোহমহাপটলাঙ্কুরাম্ ।
ভৃশমপাস্য কুদৃষ্টিমিমাং বলাৎ
ভব ভবার্ণবপারমুপাগতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে অবিদ্যাকথনং নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুপিতস্যাসতোপ্যস্য প্রেক্ষামাত্রবিনাশিনঃ।
অবিদ্যাবিততব্যাধেরৌষধং শৃণু রাঘব ॥ ১ ॥
যাং তাং কথয়িতুং জাতিং রাম রাজসসাত্ত্বিকীম্।
মনোবীর্য্যবিচারার্থং প্রস্তুতোস্মীহ তাং শৃণু ॥ ২ ॥
যত্তদপ্যমৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি নিরাময়ম্।
চিদাভাসমনন্তাখ্য মনাদি বিগতভ্রমম্ ॥ ৩ ॥
চিৎস্পন্দবপুষস্তস্য স্পন্দস্তস্মাচ্চিদেব হি।
প্রদেশাদ্ঘনতামেতি সৌম্যোব্ধিশ্চলনাদিব ॥ ৪ ॥
অন্তরব্ধের্জ্জলং যদ্বৎ স্পন্দাস্পন্দবদীহতে।
সর্ব্বশক্তিস্তথৈকত্র গচ্ছতি স্পন্দশক্তিতাম্ ॥ ৫ ॥
আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি যথা সরতি মারুতঃ।
তথেহাত্মাত্মশক্ত্যৈব স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাম্ ॥ ৬ ॥
স্বশিখাস্পন্দশক্ত্যৈব দীপঃ সৌম্যোযথোন্নতম্।
এতি তদ্বদসাবাত্মা তৎ স্বে বপুষি বল্গতি ॥ ৭ ॥

জলান্তরেম্বুধির্যদ্বৎ লসদ্বারীব চঞ্চলঃ।
সর্ব্বশক্তির্ব্বপুষ্যেব তথা স্পন্দবিলাসবান্ ॥ ৮ ॥
যথোল্লসতি ভাশ্চক্রৈঃ কচন্ কনকসাগরঃ।
তথাত্মনি পরিস্পন্দৈঃ স্ফুরত্যক্ষৈশ্চিদর্ণবঃ ॥ ৯ ॥
লক্ষ্যতে মৌক্তিকস্পন্দো যথা ব্যোম্নি দৃশোঽদৃশি।
তথা ভাতি লসদ্রূপা চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহাম্বরে ॥ ১০ ॥
কিঞ্চিৎ ক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহার্ণবে।
তন্ময়ী চিৎ স্ফুরত্যচ্ছা তত্রৈবোর্ম্মিরিবার্ণবে ॥ ১১ ॥
আত্মনোঽব্যতিরিক্তৈব ব্যতিরিক্তেব তিষ্ঠতি।
আলোকশ্রীরিবালোক কোটরে যত্ততাং গতা ॥ ১২ ॥
ক্ষণং স্ফুরতি সা দেবী সর্ব্বশক্তিতয়া তয়া।
চেততি স্বাং স্বয়ং শক্তিং কলেন্দোঃ শীততামিব ॥১৩॥
উদিতৈষা প্রকাশাখ্যা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্মনঃ।
দেশকালক্রিয়াশক্তীর্ব্বয়স্যাঃ সম্প্রকর্ষতি ॥ ১৪ ॥
স্বস্বভাবং বিদিত্বৈব মনাগ্যন্তপদে স্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ ভাবয়ত্যবিভাবিতা ॥ ১৫ ॥
যদৈবং ভাবিতং রূপং তয়া পরমসত্তয়া।
তদৈবৈনামনুগতা নামসংখ্যাদিকা দৃশঃ ॥ ১৬ ॥
চিদেবৈতদবস্থেব ব্যতিরিক্তা তথাত্মনঃ।
অনন্তা তদ্গতৈবাশু লহরীব মহার্ণবাৎ ॥ ১৭ ॥

যথা কটককেয়ূরৈর্ভেদোহেম্নোবিলক্ষণঃ।
তথাত্মনশ্চিতোরূপং ভাবয়ন্ত্যাঃ স্বমাংশিকম্॥ ১৮॥
যথা দীপেন দীপানাং জাতানামাত্মনাং তথা।
দেশকালকলামাত্রভেদঃ স্বাভাবিকশ্চিতেঃ॥ ১৯॥
দেশকালপরিস্পন্দ শক্তিসন্দীপিতাথ চিৎ।
সঙ্কল্পমনুধাবন্তী প্রয়াতি কলনাপদম্॥ ২০॥
বিকল্পকলিতাকারং দেশকালক্রিয়াস্পদম্।
চিতোরূপং মহাবাহো ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে॥ ২১॥
ক্ষেত্রং শরীরমিত্যাহুস্তদসৌ বেত্ত্যখণ্ডিতম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরং তেন ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে॥ ২২॥
বাসনাং কলয়ন্ সোপি যাত্যহঙ্কারতাং পুনঃ।
অহঙ্কারোপি নির্ণেতা কলঙ্কী বুদ্ধিরুচ্যতে॥ ২৩॥
বুদ্ধিঃ সঙ্কল্পকলিতা প্রয়াতি মনসঃ পদম্।
মনোঘনবিকল্পস্তু গচ্ছন্তীন্দ্রিয়তাং শনৈঃ॥ ২৪॥
পাণিপাদময়ং দেহমিন্দ্রিয়াণি বিদুর্ব্বুধাঃ।
দেহোসৌ জায়তে লোকে সূয়তেপি চ জীবতি॥ ২৫॥
এবং জীবোহি সঙ্কল্পবাসনারজ্জুবেষ্টিতঃ।
দুঃখজালপরীতাত্মা ক্রমাদায়াতি চিত্ততাম্॥ ২৬॥
ক্রমেণ পাকবশতঃ ফলমেতি যথান্যতাম্।
অবস্থয়ৈব নাকৃত্যা জীবোমলবশাত্তথা॥ ২৭॥

জীবোহঙ্কারতাং প্রাপ্তস্ত্বহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিতাম্ ।
সঙ্কল্পজালকলিতাং মনস্তাং বুদ্ধিরাগতা ॥ ২৮ ॥
মনোহি সঙ্কল্পময়ং সংস্থাগ্রহণতৎপরম্ ।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছিন্নপ্রাপ্তিসত্তৈরপীহিতৈঃ ॥ ২৯ ॥
ইচ্ছাদ্যাঃ শক্তয়শ্চেতো গাবোবৃষমিবোন্মদম্ ।
অনুধাবন্তি দোষায় সরিতঃ সাগরং যথা ॥ ৩০ ॥
ইতি শক্তিময়ং চেতো ঘনাহঙ্কারতাং গতম্ ।
কোশকারকৃমিরিব স্বেচ্ছয়া যাতি বন্ধনম্ ॥ ৩১ ॥
স্বসঙ্কল্পানুসন্ধানাৎ পাশৈরিব নয়ন্ বপুঃ ।
কষ্টমস্মিন্ স্বয়ং বন্ধমেত্যাত্মা পরিতপ্যতে ॥ ৩২ ॥
বদ্ধমস্মীতি কলয়ৎ বিদ্যাতত্ত্বং জহচ্ছনৈঃ ।
অবিদ্যাং জনয়ত্যন্তর্জ্জগজ্জঙ্গলরাক্ষসীম্ ॥ ৩৩ ॥
স্বসঙ্কল্পিততন্মাত্র জ্বালাভ্যন্তরবর্ত্তি চ ।
পরাং বিবশতামেতি শৃঙ্খলাবদ্ধসিংহবৎ ॥ ৩৪ ॥
বিচিত্রকার্য্যকর্ত্তৃত্বমাহরদ্বাসনাবশাৎ ।
স্বেচ্ছামাত্রানুরচিতা দশাশ্চানুপতত্তথা ॥ ৩৫ ॥
ক্বচিৎ মনঃ ক্বচিৎ বুদ্ধিঃ ক্বচিৎ জ্ঞানং ক্বচিৎ ক্রিয়াঃ ।
ক্বচিদেতদহঙ্কারঃ ক্বচিৎ পুর্য্যষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্বচিৎ প্রকৃতিরিত্যুক্তং ক্বচিন্মায়েতি কল্পিতম্ ।
ক্বচিৎ মলমিতি প্রোক্তং ক্বচিৎ কর্ম্মেতি সংস্থিতম্॥৩৭॥

ক্বচিদ্বন্ধমিতি খ্যাতঃ ক্বচিচ্চিত্তমিতি স্ফুটম্।
প্রোক্তং ক্বচিদবিদ্যেতি ক্বচিদিচ্ছেতি সংস্থিতম্ ॥৩৮॥
তদেতদাবদ্ধমিহ চিত্তং রাঘব দুঃখিতম্।
তৃষ্ণাশোকসমাবিষ্টং রাগায়তনমাততম্ ॥ ৩৯ ॥
জরামরণমোহান্তর্ভবভাবনয়াহতম্।
ঈহিতানীহিতৈর্গ্রস্তমবিদ্যারাগরঞ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥
ইচ্ছাসংক্ষুভিতাকারং কর্ম্মবৃক্ষবনাঙ্কুরম্।
সুবিস্মৃতোৎপত্তিপদং কল্পিতানর্থকল্পিতম্ ॥ ৪১ ॥
কোশকারবদাবদ্ধং শোকাকারপদং গতম্।
তন্মাত্রবৃন্দাবয়বমনন্তনরকাতপম্ ॥ ৪২ ॥
স্বদৃশ্যমপি শৈলেন্দ্রসমভারভয়াবহম্।
জরামরণশাখাঢ্যং সংসারবিষদুর্দ্রুমম্ ॥ ৪৩ ॥
ইমং সংসারমখিলমাশাপাশবিধায়কম্।
দধদন্তঃফলৈর্হীনং বটধানা বটং যথা ॥ ৪৪ ॥
চিন্তানলশিখাদগ্ধং কোপাজগরচর্ব্বিতম্।
কামাব্ধিকল্লোলহতং বিস্মৃতাত্মপিতামহম্ ॥ ৪৫ ॥
মৃগং যূথাদিব ভ্রষ্টং শোকোপহতচেতনম্।
পতঙ্গকমিব জ্বালাদগ্ধং বিষয়পাবকে ॥ ৪৬ ॥
ছিন্নমূলমিবাম্ভোজং পরমাং ম্লানিমাগতম্।
ছিন্নাঙ্গমাত্মনঃ স্থানাৎ বিশেষাসঙ্গদুঃস্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥

বিষয়াদিষু মধ্যস্থং চিত্ররূপেষু শত্রুষু।
দশাস্বেতাস্বনন্তাসু লুঠিতং সঙ্কটাস্বিতি ॥ ৪৮ ॥
দুঃখে নিপতিতং ঘোরে বিহঙ্গঃ সাগরে যথা।
স্ববন্ধাস্থং জগজ্জালে শূন্যে গন্ধর্ব্বপত্তনে ॥ ৪৯ ॥
উহ্যমানমনাস্থাব্ধৌ মনোবিষয়বিদ্রুতম্।
উদ্ধরামরসঙ্কাশ মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ ॥ ৫০ ॥
বলীবর্দ্দবদামগ্নং মনোমদনপল্বলে।
আলূনশীর্ণাবয়বং বলাদ্রাম সমুদ্ধর ॥ ৫১ ॥

শুভাশুভপ্রসরপরাহতাকৃতৌ
জ্বলজ্জরামরণবিষাদমূর্চ্ছিতে।
ব্যথেহ যস্য মনসি ভো ন জায়তে
নরাকৃতির্জ্জগতি স রাম রাক্ষসঃ ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে জীবাবতরণং নাম
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবং জীবাশ্রিতা ভাবা ভবভাবনয়োহিতাঃ ।
ব্রহ্মণঃ কল্পিতাকারাল্লক্ষশোপ্যথ কোটিশঃ ॥ ১ ॥
অসংখ্যাতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তে চাপি বাদ্য ভোঃ ।
উৎপতিষ্যন্তি চৈবাম্বুকণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ ॥ ২ ॥
স্ববাসনাদশাবেশাদাশা বিবশতাং গতাঃ ।
দশাস্বতিবিচিত্রাসু স্বয়ং নিগড়িতাশয়াঃ ॥ ৩ ॥
অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে ।
জায়ন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা বুদ্বুদা ইব বারিণি ॥ ৪ ॥
কেচিৎ প্রথমজন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ ।
কেচিদ্বাজন্মসংখ্যাকাঃ কেচিদ্দ্বিত্রিভবান্তরাঃ ॥ ৫ ॥
ভবিষ্যজ্জাতয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূতভবোদ্ভবাঃ ।
বর্ত্তমানভবাঃ কেচিৎ কেচিত্ত্বভবতাং গতাঃ ॥ ৬ ॥
কেচিৎ কল্পসহস্রাণি জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ ।
একামেবাস্থিতা যোনিং কেচিদ্যোন্যন্তরং শ্রিতাঃ ॥৭॥
কেচিৎ মহাদুঃখসহাঃ কেচিদল্পোদয়াঃ স্থিতাঃ ।
কেচিদত্যন্তমুদিতাঃ কেচিদর্কাদিবোদিতাঃ ॥ ৮ ॥

কেচিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ।
কেচিদর্কেন্দ্রবরুণাঃ স্ত্র্যক্ষাধোক্ষজপদ্মজাঃ॥ ৯॥
কেচিৎ কুশ্মাণ্ডবেতাল যক্ষরক্ষঃপিশাচকাঃ।
কেচিদ্ব্রাহ্মণভূপালা বৈশ্যশূদ্রগণাঃ স্থিতাঃ॥ ১০॥
কেচিচ্ছ্বপচচাণ্ডাল কিরাতাবেশপুক্কসাঃ।
কেচিত্তৃণৌষধী কেচিৎ ফলমূলপতঙ্গকাঃ॥ ১১॥
কেচিচ্চিত্রলতাগুল্মতৃণোপলদৃশোভিতঃ।
কেচিৎ কদম্বজম্বীরশালতালতমালকাঃ॥ ১২॥
কেচিদ্বিভবসংসার মন্ত্রিসামন্তভূমিপাঃ।
কেচিচ্চীরাম্বরাচ্ছন্না মুনিমৌনমুপস্থিতাঃ॥ ১৩॥
কেচিৎ ভুজঙ্গগোনাস কৃমিকীটপিপীলিকাঃ।
কেচিৎ মৃগেন্দ্রমহিষ মৃগাজচমরৈণকাঃ॥ ১৪॥
কেচিৎ সারসচক্রাহ্বা বলাকাবককোকিলাঃ।
কেচিৎ কমলকহ্লার কুমুদোৎপলতাং গতাঃ॥ ১৫॥
কেচিৎ কলভমাতঙ্গবরাহবৃষগর্দ্দভাঃ।
কেচিদ্দ্বিরেফমশকাঃ পুত্তিকাদংশবংশজাঃ॥ ১৬॥
কেচিদাপদ্বলাক্রান্তাঃ কেচিৎ সম্পদমাগতাঃ।
কেচিৎ স্থিতাঃ স্বর্গপুরে কেচিন্নরকমাস্থিতাঃ॥ ১৭॥
ক্রক্ষচক্রগতাঃ কেচিৎ বৃক্ষরন্ধ্রগতাঃ পরে।
বাতভূতাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ব্যোমপদে স্থিতাঃ॥ ১৮॥

সূর্য্যাংশুষু স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিদিন্দ্বংশুষু স্থিতাঃ।
কেচিত্তৃণলতাগুল্ম রসস্বাদুষ্ববস্থিতাঃ॥ ১৯॥
জীবন্মুক্তা ভ্রমন্তীহ কেচিৎ কল্যাণভাজনাঃ।
চিরমুক্তাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ নূনং পরিণতাঃ পরে॥২০॥
কেচিচ্চিরেণ কালেন ভবিষ্যন্মুক্তয়ঃ শিবাঃ।
কেচিদ্দ্বিষন্তি চিদ্ভাবাঃ কেবলীভাবমাত্মনঃ॥ ২১॥
কেচিৎ বিশালাঃ ককুভঃ কেচিন্নদ্যোমহারয়াঃ।
কেচিৎ স্ত্রিয়ঃ কান্তদৃশঃ কেচিৎ পণ্ডনপুংসকাঃ॥ ২২॥
কেচিৎ প্রবুদ্ধমতয়ঃ কেচিজ্জড়তরাশয়াঃ।
কেচিজ্‌জ্ঞানোপদেষ্টারঃ কেচিদাত্তসমাধয়ঃ॥ ২৩॥
জীবাঃ স্ববাসনাবেশ বিবশাশয়তাং গতাঃ।
এতাস্বেতাস্ববস্থাসু সংস্থিতা বদ্ধভাবনাঃ॥ ২৪॥
বিহরন্তি জগৎ কেচিন্নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ।
কন্দুকা ইব হস্তেন মৃত্যুনাবিরতং হতাঃ॥ ২৫॥
আশাপাশশতাবদ্ধা বাসনাভাবধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপায়ান্তি বৃক্ষাদ্বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ॥ ২৬॥
অনন্তানন্তসঙ্কল্প কল্পনোৎপাদমায়য়া।
ইন্দ্রজালং বিতন্বানা জগন্ময়মিদং মহৎ॥ ২৭॥
তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি স্বমাত্মানমনিন্দিতম্॥ ২৮॥

দৃষ্ট্বাত্মানমসত্ত্যক্ত্বা সত্যামাসাদ্য সম্বিদম্ ।
কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
ভুক্ত্বা জন্মসহস্রাণি ভূয়ঃ সংসারসঙ্কটে ।
পতন্তি কেচিদবুধাঃ সম্প্রাপ্যাপি বিবেকিতাম্ ॥ ৩০ ॥
কেচিচ্ছক্রত্বমপ্যুচ্চৈঃ প্রাপ্য তুচ্ছতয়া ধিয়া ।
পুনস্তির্য্যক্ত্বমায়ান্তি তির্য্যক্ত্বান্নরকানপি ॥ ৩১ ॥
কেচিন্মহাধিয়ঃ সন্ত উৎপদ্য ব্রহ্মণঃ পদাৎ ।
তদৈব জন্মনৈকেন তত্রৈবাশু বিশন্ত্যলম্ ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেষ্বিতরেষ্বন্যে তেষ্বন্যে জীবরাশয়ঃ ।
প্রয়ান্তি পদ্মোদ্ভবতামন্যে চ হরতামপি ॥ ৩৩ ॥
অন্যে প্রযান্তি তির্য্যক্ত্ব মন্যে চ সুরতামপি ।
অন্যেপি নাগতাং রাম যথৈবেহ তথৈব হি ॥ ৩৪ ॥
যথেদং হি জগৎ স্ফারং তথান্যানি জগন্ত্যপি ।
বিদ্যন্তে সমতীতানি ভবিষ্যন্তি চ ভূরিশঃ ॥ ৩৫ ॥
অন্যেনান্যেন চিত্রেণ ক্রমেণান্যেন হেতুনা ।
বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়স্তেষামাপতন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
কশ্চিদ্গন্ধর্ব্বতাং যাতি কশ্চিদ্গচ্ছতি যক্ষতাম্ ।
কশ্চিৎ প্রযাতি সুরতাং কশ্চিদায়াতি দৈত্যতাম্ ॥৩৭॥
যেনৈব ব্যবহারেণ ব্রহ্মাণ্ডেস্মিন্ জনাঃ স্থিতাঃ ।
তেনৈবান্যেষু তিষ্ঠন্তি সন্নিবেশবিলক্ষণাঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বস্বভাববশাবেশাদন্যোন্যপরিঘট্টনৈঃ।
সৃষ্টয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে তরঙ্গিণ্যা ইবোর্ম্ময়ঃ॥ ৩৯॥
আবির্ভাবতিরোভাবৈরুন্মজ্জননিমজ্জনৈঃ।
সৃষ্টয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে তরঙ্গিণ্যা ইবোর্ম্ময়ঃ॥ ৪০॥
নির্যান্ত্যবিরতং তস্মাৎ পরস্মাজ্জীবরাশয়ঃ।
অনির্দ্দেশ্যাঃ স্বসম্বেদ্যাস্তত্রৈবাশু স্ফুরন্তি চ॥ ৪১॥
দীপাদিবালোকদৃশঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ।
কণাস্তপ্তায়স ইব স্ফুলিঙ্গা ইব পাবকাৎ॥ ৪২॥
কালাদিবর্ত্তবশ্চিত্রা আমোদাঃ কুসুমাদিব।
শীতলা ইব বর্ষাণুপূরাদব্ধেরিবোর্ম্ময়ঃ॥ ৪৩॥
উৎপত্যোৎপত্য কালেন ভুক্ত্বা দেহপরম্পরাম্।
স্বত এব পদে যান্তি নিলয়ং জীবরাশয়ঃ॥ ৪৪॥

অবিরতমিয়মাততা তথোচ্চৈ-
র্ভবতি বিনশ্যতি বর্দ্ধতে মুধৈব।
ত্রিভুবনরচনাদিমোহমায়া
পরমপদে লহরীব বারিরাশৌ॥ ৪৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে জীবনিচয়স্থানোপদেশো নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—: :—

রাম উবাচ।

ক্রমেণানেন যেনাপ্তা জীবেন স্থিতিরাত্মনঃ।
স কথং ভগবন্ দেহং সমাধত্তেঽস্থিপঞ্জরম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং রাম কিং নাববুধ্যসে।
পূর্ব্বাপরবিচারার্হা শেমুষী ক্ব গতা তব ॥ ২ ॥
যদিদং হি শরীরাদি জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
আভাসমাত্রমেবৈতদসৎস্বপ্নমিবোত্থিতম্ ॥ ৩ ॥
দীর্ঘস্বপ্নোহ্যয়ং রাম মিথ্যৈবানঘ দৃশ্যতে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাকারং ভ্রমান্তর্ভ্রান্তশৈলবৎ ॥ ৪ ॥
প্রশান্তাজ্ঞাননিদ্রস্তু নূনং গলিতভাবনঃ।
প্রবুদ্ধচেতাঃ সংসার-স্বপ্নং পশ্যন্ন পশ্যতি ॥ ৫ ॥
স্বভাবকল্পিতোরাম জীবানাং সর্ব্বদৈব হি।
আমোক্ষপদসম্প্রাপ্তি সংসারোস্ত্যাত্মনোন্তরে ॥ ৬ ॥
জীবস্য তরলঃ কায় আবর্ত্তঃ পয়সোযথা।
যথা বীজেঙ্কুরঃ স্ফারঃ পল্লবঃ স্বাঙ্কুরে যথা ॥ ৭ ॥

পল্লবে চ যথা পুষ্পং পুষ্পকোশে ফলং যথা।
যতঃ স কল্পনারূপো দেহোস্তি মনসোন্তরে ॥ ৮ ॥
বহুরূপতয়া রাম যতোস্ত্যেকতমঃ স্ফুটঃ।
স এব প্রতিভাসোস্য মনসঃ কিল জায়তে ॥ ৯ ॥
স এবাশু ভবত্যেতন্ মৃৎপিণ্ডোঘটকোপমঃ।
আদিসর্গে পুরা কায়ঃ প্রতিভাসোস্য চোত্তমঃ ॥ ১০ ॥
যস্মাদেষ বিভুর্ব্রহ্মা পদ্মকোশগৃহস্থিতঃ।
তৎসঙ্কল্পক্রমেণৈব ততঃ স্থিতিমুপাগতা ॥ ১১ ॥
ইয়ং সৃষ্টিরপর্য্যন্তা মায়েব ঘনমায়য়া।

রাম উবাচ।

জীবোমনঃ পদং প্রাপ্য বৈরিঞ্চং পদমাগতঃ ॥ ১২ ॥
যথা ব্রহ্মাংস্তথা সর্ব্বং বিস্তরেণ বদাশু মে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রাহ্মে শৃণু মহাবাহো শরীরগ্রহণে ক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
নিদর্শনেন তেনৈব জাগতীং জ্ঞাস্যসি স্থিতিম্।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নমাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥
লীলয়ৈব যদাদত্তে দিক্কালকলিতং বপুঃ।
তদৈব জীবপর্য্যায়ং বাসনাবেশতৎপরম্ ॥ ১৫ ॥
মনঃ সম্পদ্যতে লোলং কলনাকলনোন্মুখম্।
কলয়ন্তী মনঃ শক্তিরাদৌ ভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

আকাশভাবনামচ্ছাং শব্দবীজরসোন্মুখীম্ ।
ততস্তাং ঘনতাং যাতং ঘনস্পন্দক্রমান্মনঃ ॥ ১৭ ॥
ভাবয়ত্যনিলস্পন্দং স্পর্শবীজরসোন্মুখম্ ।
তাভ্যামাকাশবাতাভ্যামদৃষ্টাভ্যাং মনোদৃশা ॥ ১৮ ॥
শব্দস্পর্শস্বরূপাভ্যাং সঙ্ঘাতাজ্জন্যতেনলঃ ।
মনস্তদ্‌ঘনতাং প্রাপ্য ততোভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥
প্রাকাশ্যমমলালোকমালোকস্তেন বর্দ্ধতে ।
মনস্তাবদ্‌গুণগতং রসতন্মাত্রবেদনম্ ॥ ২০ ॥
ক্ষণার্দ্ধেন ত্বপাং শৈত্যং জলসন্বিত্ততোভবেৎ ।
ততস্তাদৃগ্‌গুণগতং মনোভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥
স্বরূপং গন্ধবৎ স্থূলং যেনোদেষ্যতি মেদিনী ।
অথেত্থংভূততন্মাত্রবেষ্টিতং তনুতাং জহৎ ॥ ২২ ॥
বপুর্ব্বহ্নিকণাকারং স্ফুরিতং ব্যোম্নি পশ্যতি ।
অহঙ্কারকলাযুক্তং বুদ্ধিবীজসমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥
তৎ পুর্য্যষ্টকমিত্যুক্তং ভূতহৃৎপদ্মষট্‌পদম্ ।
তস্মিংস্তু তীব্রসম্বেগাৎ ভাবয়দ্ভাস্বরং বপুঃ ॥ ২৪ ॥
স্থূলতামেতি পাকেন মনোবিল্বফলং যথা ।
মূষাস্থদ্রুতহেমাভং স্ফুরিতং বিমলাম্বরে ॥ ২৫ ॥
সন্নিবেশমুপাদত্তে তত্তেজঃ স্বস্বভাবতঃ ।
তস্মিন্ স্বসন্নিবেশে চ তেজঃপুঞ্জময়ে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

ভজতে ভাবনাং স্ফারাং নিশ্চিতামাততাম্বরাম্।
ঊর্দ্ধং শিরঃ পীঠময়ীমধঃপাদময়ীং তথা ॥ ২৭ ॥
পার্শ্বয়োর্হস্তসংস্থানাং মধ্যে চোদরধর্ম্মিণীম্।
প্রকটাবয়বোবালো জ্বালামালামলাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
মনোরথবশোপাত্ত বপুস্তিষ্ঠত্যসাবথ।
এবং স্ববাসনাবেশাৎ কলিতাঙ্গো মনোমুনিঃ ॥ ২৯ ॥
নয়ত্যুপচয়ং দেহং স্বস্বভাবমৃতুর্যথা।
কালেন স্ফুটতামেতি ভবত্যমলবিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধিসত্ত্ববলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যসংস্থিতঃ।
স এব ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৩১ ॥
দ্রবৎকনকসঙ্কাশঃ পরমাকাশসম্ভবঃ।
যথাসৌ পরমাকাশে তিষ্ঠত্যপররূপবান্ ॥ ৩২ ॥
জনয়ত্যাত্মনোমোহমাত্মস্থং চিত্তলীলয়া।
কদাচিৎ কেবলং ব্যোম পরমং পারবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং কদাচিদমলং পয়ঃ।
কদাচিৎ কল্পকালাগ্নি জ্বালাভাস্বরমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥
কদাচিৎ কাননং কাঞ্চং কালং কমলকুট্মলম্।
অন্যান্যন্যান্যনেকানি প্রতিজন্মাবধিঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥
কল্পয়ন্ পালয়ত্যেষ নানারূপাণি হেলয়া।
তত্রেদং প্রথমত্বেন যদেষ ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥ ৩৬ ॥

অবতীর্ণস্তদাজ্ঞানাৎ তথৈব সুখমস্মৃতম্ ।
গর্ভনিদ্রাব্যপগমে বপুঃ পশ্যতি ভাস্বরম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রাণাপানপ্রবাহাঢ্যং দ্রব্যৈরিব বিনির্ম্মিতম্ ।
রোমকোটিভিরাকির্ণং দ্বাত্রিংশদ্দশনান্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥
ত্রিস্থূণং পঞ্চদৈবত্যমধশ্চরণলাঞ্ছিতম্ ।
পঞ্চভাগং নবদ্বারং ত্বগ্‌লেপমসৃণাঙ্গকম্ ॥ ৩৯ ॥
যুক্তমঙ্গুলিবিংশত্যা নখবিংশতিলাঞ্ছিতম্ ।
দ্বিবাহুং দ্বিস্তনং দ্ব্যক্ষং বহ্বক্ষিভুজমেব চ ॥ ৪০ ॥
নীড়ং চিত্তবিহঙ্গস্য নীড়ং মন্মথভোগিনঃ ।
তৃষ্ণাপিশাচ্যা নিলয়ং জীবকেসরিকন্দরম্ ॥ ৪১ ॥
অভিমানগজালানং মানসাম্ভোজশোভিতম্ ।
অথালোচ্য বপুর্ব্রহ্মা কান্তমাত্মীয়মুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
চিন্তয়ামাস ভগবান্ স্ত্রিকালামলদর্শনঃ ।
অস্মিন্নাকাশকুহরে ততে মধুপলাঞ্ছিতে ॥ ৪৩ ॥
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তে প্রথমং কিমভূদিতি ।
ইতি চিন্তিতবান্ ব্রহ্মা সদ্যোজাতোমলাত্মদৃক্ ॥৪৪॥
অপশ্যৎ স্বর্গবৃন্দানি সমতীতান্যনেকশঃ ।
অথ সস্মার সকলান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মগণান্ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥
বসন্তঃ কুসুমানীব বেদানাদায় সংস্তুতান্ ।
লীলয়া কল্পয়ামাস চিত্তসঙ্কল্পজাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৬ ॥

নানাচারসমাচারং গন্ধর্ব্বনগরে যথা।
তাসাং স্বর্গাপবর্গার্থং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪৭॥
অনন্তানি বিচিত্রাণি শাস্ত্রাণি সমকল্পয়ৎ।
দৃষ্টিরেবমিয়ং রাম সর্গেঽস্মিন্ স্থিতিমাগতা।
বিরিঞ্চিরূপান্মনসঃ পুষ্পলক্ষ্মীর্ম্মধোরিব॥ ৪৮॥
বিবিধবিরচনৈঃ ক্রিয়াবিলাসৈঃ
কমলজরূপধরেণ চেতসৈব।
রঘুসুত পরিকল্পনেন নীতা
স্থিতিমতুলাং জগতীহ সর্গলক্ষ্মী॥ ৪৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সংসারাবতরণপ্রতিপাদনোপদেশো নাম
চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জগৎ সম্পন্নমেবেদং সম্পন্নং কিঞ্চিদেব ন ।
শূন্যমেব চ ভামাত্রং মনোবিলসিতং স্থিতম্ ॥ ১ ॥
ন দেশকালাবেতেন ব্রহ্মাণ্ডেনাবৃতৌ স্থিতৌ ।
মনাগপি মহারূপবতাপ্যাকাশরূপিণা ॥ ২ ॥
এতৎ সঙ্কল্পমাত্রাত্ম-স্বপ্নদৃষ্টপুরোপমম্ ।
যত্রৈব তত্র তচ্ছূন্যং কেবলং ব্যোমসংস্থিতম্ ॥ ৩ ॥
অভিত্তিরাগরচনমপি দৃষ্টমসন্ময়ম্ ।
অকৃতং কৃতমেবৈতদ্ব্যোম্নি চিত্রং বিচিত্রকম্ ॥ ॥ ৪ ॥
মনসা কল্পিতং সর্ব্বং দেহাদিভুবনত্রয়ম্ ।
সংস্মৃতৌ কারণৈশ্চৈতচ্চক্ষুরালোকনে যথা ॥ ৫ ॥
আভাসমাত্রং হি জগৎ ঘটাবটপটভ্রমৈঃ ।
আবর্ত্ততে ন সদ্রূপাৎ পৃথক্কুড্যাদয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥
মনসেদং শরীরং হি বাসনার্থং প্রকল্পিতম্ ।
কৃমিকোশপ্রকারেণ স্বাত্মকোশ ইব স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

ন তদস্তি চ যন্নাম চেতঃ সঙ্কল্পমম্বরম্ ।
ন করোতি ন চাপ্নোতি দুর্গমপ্যতিদুষ্করম্ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বশক্তিধরে দেবে কা নাম নন্নু শক্তয়ঃ ।
ন সম্ভবত্যাশ্রিয়ন্তে যাভিরন্তর্ম্মনোগুহাঃ ॥ ৯ ॥
সত্তাসত্তে পদার্থানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদৈব হি ।
মহাবাহো সম্ভবতঃ সর্ব্বশক্তৌ বিভৌ সতি ॥ ১০ ॥
পশ্য ভাবনয়া প্রাপ্তং মনসৈবাত্মজং বপুঃ ।
তস্মাৎ তৎকলনাং রাম সর্ব্বশক্তিযুতাং বিদুঃ ॥ ১১ ॥
স্বসঙ্কল্পোক্কতাঃ সর্ব্ব দেবাসুরনরাদয়ঃ ।
স্বসঙ্কল্পশমেনৈব শাম্যন্ত্যস্নেহদীপবৎ ॥ ১২ ॥
আকাশসদৃশং সর্ব্বং কলনামাত্রজৃম্ভিতম্ ।
জগৎ পশ্য মহাবুদ্ধে সুদীর্ঘং স্বপ্নমুত্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইহ কিঞ্চিৎ কদাচন ।
পরমার্থেন সুমতে মিথ্যা সর্ব্বস্তু বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
ন বৃদ্ধিমেতি নোহ্লাসং যৎ ন কিঞ্চিৎ কদাচন ।
কিং বা তন্নু ভবেৎ তত্র কস্য কা নাম খণ্ডনা ॥১৫॥
ভ্রমভূতং স্বকায়োত্থমপশ্যন্নিপুণং দৃশা ।
রাঘবামহতা স্বান্তঃ কিমজ্ঞ ইব মুহ্যসি ॥ ১৬ ॥
মৃগতৃষ্ণা যথা তাপান্মনসোনিশ্চয়াত্তথা ।
অসন্ত ইব দৃশ্যন্তে সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়োপ্যমী ॥ ১৭ ॥

দ্বিচন্দ্রবিভ্রমপ্রখ্যা মনোরথবহুত্থিতাঃ।
মিথ্যাজ্ঞানঘনাঃ সর্ব্বে জগত্যাকাররাশয়ঃ ॥ ৮ ॥
যথা নৌযায়িনোমিথ্যা স্থাণুস্পন্দমতিস্তথা।
অসত্যৈবোত্থিতা নিত্যমাকারাণাং পরম্পরা ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রজালমিদং বিদ্ধি মায়ারচিতপঞ্জরম্।
মনোমননির্ম্মাণং ন সন্নাসদিব স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমন্যতায়াস্ততঃ কুতঃ।
প্রসঙ্গঃ কীদৃশঃ কোসৌ ক্ব বা সা পরিতিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥
অয়ং গিরিরয়ং স্থাণুরিত্যাড়ম্বরবিভ্রমঃ।
মনসোভাবনাদার্ঢ্যাদসন্ সন্নিব লক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥
প্রপঞ্চপতনারম্ভ প্রমত্তস্থ ইদং জগৎ।
সকামতৃষ্ণামননং ত্যক্ত্বান্যদ্রাম ভাবয় ॥ ২৩ ॥
যথা স্বপ্নোমহারম্ভো ভ্রান্তিরেব ন বস্তুতঃ।
দীর্ঘস্বপ্নং তথৈবেদং বিদ্ধি চিত্তোপপাদিতম্ ॥ ২৪ ॥
দৃশ্যমানমহাভোগং গৃহ্যমাণমবস্তুকম্।
কোশমাশাভুজঙ্গানাং সংসারাড়ম্বরং ত্যজ ॥ ২৫ ॥
অসদেতদিতি জ্ঞাত্বা মাত্র ভাবং নিবেশয়।
অনুধাবতি ন প্রাজ্ঞো বিজ্ঞায় মৃগতৃষ্ণিকাম্ ॥ ২৬ ॥
স্বসঙ্কল্পাৎ স্বরূপাঢ্যাং মনোরথময়ীং শ্রিয়ম্।
যোনুগচ্ছতি মূঢ়াত্মা দুঃখস্যৈব স ভাজনম্ ॥ ২৭ ॥

বস্তুন্যসতি লোকোঽয়ং যাতু কামমবস্তুনি।
যস্তু বস্তু পরিত্যজ্য য'ত্যবস্তু স নশ্যতি ॥ ২৮ ॥
মনোব্যামোহ এবেদং রজ্জ্বামহিভয়ং যথা।
ভাবনামাত্রবৈচিত্র্যাচ্চিরমাবর্ত্ততে জগৎ ॥ ২৯ ॥
অসদভ্যুদিতৈর্ভাবৈর্জ্জলান্তশ্চচন্দ্রবচ্চলৈঃ।
বধ্যতে বাল এবেহ ন তত্ত্বজ্ঞোভবাদৃশঃ ॥ ৩০ ॥
য ইমং গুণসঙ্ঘাতং ভাবয়ন্ সুখমীহতে।
প্রমার্ষ্টি স জড়োজাড্যং বহ্নিভাবনয়া স্বয়া ॥ ৩১ ॥
অসদেবেদমাভোগি দৃশ্যতে জলপঞ্জরম্।
মনোমননির্ম্মাণ-হৃদয়ে নগরং যথা ॥ ৩২ ॥
ইদং চিত্তেচ্ছয়োদেতি লীয়তে তদনিচ্ছয়া।
মিথ্যৈবং দৃশ্যতে স্ফীতং গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ৩৩ ॥
রাম নষ্টে জগত্যস্মিন্ ন কিঞ্চিদপি নশ্যতি।
যুক্তেপি চ জগত্যস্মিন্ ন কিঞ্চিদপি যুজ্যতে ॥ ৩৪ ॥
মনঃপ্রকল্পিতে ভগ্নে হৃদি বিস্তীর্ণপত্তনে।
বৃদ্ধিঞ্চোপগতে ব্রূহি কিং বৃদ্ধং কস্য কিং ক্ষতম্ ॥৩৫॥
ক্রীড়ার্থেন যথোদেতি বালানাং হৃদি বর্ত্তনম্।
মনসা তদ্বদেবেদমুদেত্যবিরতং জগৎ ॥ ৩৬ ॥
ন কিঞ্চিৎ কস্যচিন্নষ্টমিন্দ্রজালজলে যথা।
ভ্রষ্টে নষ্টে তথৈবাস্মিন্ সংসারে বিতথোত্থিতে ॥৩৭॥

যদসত্তদসৎ স্যাচ্চেন্ন কিং কস্য কিল ক্ষতম্ ।
ততোহর্ষবিষাদানাং সংসারে নাম নাস্পদম্ ॥ ৩৮ ॥
অসদেব যদত্যন্তং তস্মাৎ কিং নাম নশ্যতি ।
নাশাভাবে হি দুঃখস্য কঃ প্রসঙ্গোমহামতে ॥ ৩৯ ॥
সদেব বা যদত্যন্তং তস্য কিং নাম নশ্যতি ।
ব্রহ্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং সুখদুঃখে কিমুত্থিতে ॥ ৪০ ॥
অসদ্বাপি যদত্যন্তং বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তস্য কীদৃশী ।
বৃদ্ধেরভাবে হর্ষস্য কঃ প্রসঙ্গোমহামতে ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বত্রাসত্যভূতেস্মিন্ প্রপঞ্চৈকান্তকারিণি ।
সংসারে কিমুপাদেয়ং প্রাজ্ঞোযদভিবাঞ্ছতু ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বত্র সত্যভূতেস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বময়েপি চ ।
কিং স্যাৎ ত্রিভুবনে হেয়ং প্রাজ্ঞাঃ পরিহরন্তু যৎ ॥৪৩॥
অসৎ সৎবা জগদ্যস্য তেনাসৌ সুখদুঃখয়োঃ ।
অগম্য এব মূর্খস্তু তদ্বিনাশেন দুঃখিতঃ ॥ ৪৪ ॥
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা ।
যোভিবাঞ্ছত্যসদ্রাম তস্যাসত্ত্বৈব দৃশ্যতে ॥ ৪৫ ॥
আদাবন্তে চ যৎ সত্যং বর্ত্তমানে সদেব তৎ ।
যস্য সর্ব্বং সদেব স্যাৎ তস্য সত্ত্বৈব দৃশ্যতে ॥ ৪৬ ॥
অসত্যভূতং তোয়ান্তশ্চন্দ্রব্যোমতলাদিকম্ ।
বালা এবাভিবাঞ্ছন্তি মনোমোহায় নোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥

বালোহি বিততাকারৈর্ব্বস্তুরিক্তৈঃ প্রয়োজনৈঃ।
সন্তোষমেত্যনন্তায় দুঃখায় ন সুখায় তু॥ ৪৮॥
তস্মান্মা ত্বং ভবোবালো রাম রাজীবলোচন।
অবিনাশমিহালোক্য নিত্যমাশ্রয় সুস্থিরম্॥ ৪৯॥

অসদিদমখিলং ময়া সমেতং
স্থিতি বিগণয্য বিষাদিতাস্তু মা তে।
সদিহ হি সকলং ময়া সমেতং
স্থিতি চ বিলোক্য বিষাদিতাস্তু মাতে॥৫০॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম॥ ৫১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে যথাভূতার্থযোগোপদেশো নাম পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

রম্যে ধনেষু দারাদৌ শোকস্যাবসরোহি কঃ।
ইন্দ্রজালেক্ষণাদ্দৃষ্টে নষ্টে কা পরিদেবনা॥ ১॥
গন্ধর্ব্বনগরস্যার্থে দূষিতে ভূষিতে তথা।
অবিদ্যাংশে সুতাদৌ বা কঃ ক্রমঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ২॥
রম্যে ধনেথ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
বৃদ্ধায়াং মৃগতৃষ্ণায়াং কিমানন্দোজলার্থিনাম্॥ ৩॥
ধনদারেষু বৃদ্ধেষু দুঃখং যুক্তং ন তুষ্টয়ঃ।
বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ॥ ৪॥
যৈরেব জায়তে রাগো মূর্খস্যাধিকতাগতৈঃ।
তৈরেব ভোগৈঃ প্রাজ্ঞস্য বিরাগ উপজায়তে॥ ৫॥
নষ্টে ধনেথ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
পারাবলোকিনস্ত্বেতৈর্ব্বিরাগং যান্তি সাধবঃ॥ ৬॥
অতোরাঘব তত্ত্বজ্ঞো ব্যবহারেষু সংস্থতেঃ।
নষ্টং নষ্টমুপেক্ষস্ব প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহর॥ ৭॥

অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমম্ ।
আগতানাঞ্চ সম্ভোগ ইতি পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
সংসারসম্ভ্রমে হ্যস্মিংশ্চন্নাত্মন্যাততায়িনি ।
তথা বিহর সম্বুদ্ধোযথা নায়াসি মূঢ়তাম্ ॥ ৯ ॥
সংসারাড়ম্বরস্যাস্য প্রপঞ্চরহিতে ক্রমে ।
সম্যগ্‌জ্ঞানানুপশ্যন্তি যে হতা স্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥
যয়া কয়াচিদ্‌যুক্ত্যেব দৃশ্যাদ্‌যস্য গতা রতিঃ ।
পরিমজ্জতি তস্যাস্থা ন ক্বচিদ্বিমলা মতিঃ ॥ ১১ ॥
যস্যাসদিদমিত্যাস্থা নিবৃত্তা সর্ব্ববস্তুষু ।
ক্রোড়ীকরোতি সর্ব্বজ্ঞং নাবিদ্যা তমবাস্তবী ॥ ১২ ॥
অহং জগচ্চৈকমিদং সর্ব্বমেবেতি যস্য ধীঃ ।
আস্থানাস্থে পরিত্যজ্য সংস্থিতা স ন মজ্জতি ॥ ১৩ ॥
শুদ্ধং সদসতোর্ম্মধ্যঃ পদং বুদ্ধ্যাবলম্ব্য চ ।
স বাহ্যাভ্যন্তরদৃশং মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥ ১৪ ॥
অত্যন্তবিরতঃ স্বস্থঃ সর্ব্ববাসবিবর্জ্জিতঃ ।
ব্যোমবত্তিষ্ঠ নীরাগো রাম কার্য্যপরোপি সন্ ॥ ১৫ ॥
যস্য নেচ্ছা ন বানিচ্ছা জ্ঞস্য কর্ম্মণি তিষ্ঠতঃ ।
ন তস্য লিপ্যতে প্রজ্ঞা পদ্মপত্রমিবাম্বুভিঃ ॥ ১৬ ॥
দর্শনস্পর্শনাদীনি মা করোতু করোতু চ ।
তবেন্দ্রিয়মনোগৌণং ত্বমনিচ্ছোভবাত্মবান্ ॥ ১৭ ॥

মমেদমিত্যসম্ভূতমিন্দ্রিয়ার্থে ভবন্মনঃ।
মা নিমজ্জত্বমগ্নঃ সন্ মা করোতু করোতু বা ॥ ১৮ ॥
যদা তেনেন্দ্রিয়ার্থশ্রীঃ স্বদতে হৃদি রাঘব।
তদা বিজ্ঞাতবিজ্ঞানঃ সমুত্তীর্ণভবার্ণবঃ ॥ ১৯ ॥
আস্বাদিতেন্দ্রিয়ার্থস্য সতনোরতনোরপি।
অনিচ্ছতোপি সম্পন্না মুক্তিরর্থবশাত্তব ॥ ২০ ॥
উচ্চৈঃ পদায় পরয়া প্রজ্ঞয়া বাসনাগণাৎ।
পুষ্পাদ্গন্ধমিবোদারং চেতোরাম পৃথক্ কুরু ॥ ২১ ॥
সংসারাম্বুনিধাবস্মিন্ বাসনাম্বুপরিপ্লুতে।
যে প্রজ্ঞানাবমারূঢ়াস্তে তীর্ণা বুড়িতাঃ পরে ॥ ২২ ॥
ক্ষুরধারাপ্রমিতয়া ধিয়া পরমধীরয়া।
প্রবিচার্য্যাত্মনস্তত্ত্বং ততঃ স্বপদমাবিশ ॥ ২৩ ॥
যথা তত্ত্ববিদঃ প্রাজ্ঞা জ্ঞানবৃংহিতচেতসঃ।
বিহরন্তি তথারাম বিহর্ত্তব্যং ন মূঢ়বৎ ॥ ২৪ ॥
জীবন্মুক্তা মহাত্মানো নিত্যতৃপ্তা মহাধিয়ঃ।
আচারৈরনুগন্তব্যা ন ভোগকৃপণাঃ শঠাঃ ॥ ২৫ ॥
ন ত্যজন্তি ন বাঞ্ছন্তি ব্যবহারং জগদ্গতম্।
সর্ব্বমেবানুবর্ত্তন্তে পারাবারবিদোজনাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রভাবস্যাভিমানস্য গুণানাং যশসঃ শ্রিয়ঃ।
ন ক্বচিৎ কৃপণা লোকে মহান্তস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৭ ॥

স্বশূন্যেপি ন খিদ্যন্তে দেবোদ্যানে ন সঙ্গিনঃ।
নিয়তিঞ্চ ন মুঞ্চন্তি মহান্তোভাস্করা ইব॥ ২৮॥
বিগতেচ্ছা যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহারানুবর্ত্তিনঃ।
বিচরন্তি সমুন্নদ্ধাঃ স্বস্থা দেহরথে স্থিতাঃ॥ ২৯॥
ত্বমপি প্রাপ্তবান্ রাম বিবেকমিমমাততম্।
প্রজ্ঞাবলেন চানেন জ্ঞানে স্বস্থোসি সুন্দর॥ ৩০॥
স্পষ্টাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নির্ম্মাণো গতমৎসরঃ।
বিহরাস্মিন্ ভুবঃ পীঠে পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ৩১॥
স্বস্থঃ সর্ব্বেহিতত্যাগী দূরালোকনবাঞ্ছনঃ।
পরাং শীতলতামন্তরাদায় বিহরানঘ॥ ৩২॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্থং গিরা বিমলয়া বিমলাশয়স্থ
রামো মুনেঃ সপদি মৃষ্ট ইবাবভাসে।
জ্ঞানামৃতেন মধুরেণ বিরাজিতান্তঃ
পূর্ণঃ শশাঙ্কইব শীতলতাং জগাম॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জীবন্মুক্তস্থিতিগুণ বর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

—::—

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্ববেদাঙ্গপারগ।
আশ্বস্ত ইব তিষ্ঠামি শুদ্ধাভির্ভবদুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥
উদারাণি বিবিক্তানি পেশলান্যুদিতানি চ।
শ্রোতুং তৃপ্তিং ন গচ্ছামি বচাংসি বদতস্তব ॥ ২ ॥
জাত্যা রাজসসাত্ত্বিক্যাঃ কথনাবসরান্তরে।
উৎপত্তির্ভবতা প্রোক্তা শাস্ত্রৈঃ কমলজন্মনঃ ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বহূনি ব্রহ্মলক্ষাণি শঙ্করেন্দ্রশতানি চ।
নারায়ণসহস্রাণি সমতীতানি রাঘব ॥ ৪ ॥
অন্যেষু চ বিচিত্রেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু চ ভূরিশঃ।
নানাচারবিহারাণি বিহরন্তি সহস্রশঃ ॥ ৫ ॥
তুল্যকালমনন্তেষু কালান্তরভবেষু চ।
জগৎসু প্রোদ্ভবিষ্যন্তি বহূন্যন্যানি ভূরিশঃ ॥ ৬ ॥

তেষামব্জোদ্ভবাদীনাং ব্রহ্মাণ্ডেষু দিবৌকসাম্।
উৎপত্তয়োমহাবাহো বিচিত্রাভ্যুত্থিতা ইব ॥ ৭ ॥
কদাচিৎ সৃষ্টয়ঃ শার্ব্ব্যঃ কদাচিৎ পদ্মজোদ্ভবাঃ।
কদাচিদপি বৈষ্ণব্যঃ কদাচিন্মুনিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৮ ॥
কদাচিৎ পদ্মজোব্রহ্মা কদাচিৎ সলিলোদ্ভবঃ।
অণ্ডোদ্ভবঃ কদাচিত্তু কদাচিজ্জায়তেম্বরাৎ ॥ ৯ ॥
কস্মিংশ্চিদণ্ডে ত্র্যক্ষোর্কঃ কস্মিংশ্চিদপি বাসবঃ।
কস্মিংশ্চিৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কস্মিংশ্চিৎত্র্যক্ষ এব হি ॥১০॥
কস্যাঞ্চিদ্ভূরভূৎ সৃষ্টৌ নীরন্ধ্রতরুসঙ্কটা।
কস্যাঞ্চিন্নরনীরন্ধ্রা কস্যাঞ্চিদ্ভূধরাবৃতা ॥ ১১ ॥
ভূরভূন্মৃন্ময়ী কাচিৎ কাচিদাসীদ্দৃষন্ময়ী।
আসীদ্ধেমময়ী কাচিৎ কাচিত্তাম্রময়ী তথা ॥ ১২ ॥
ইহৈব কানি চিত্রাণি জগন্ত্যন্যান্যথান্যথা।
অন্যান্যৈকৈকলোকানি নির্ম্মহাংস্যপি কানিচিৎ ॥১৩॥
অনন্তানি জগন্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বমহাম্বরে।
অম্ভোধিবীচিজলবন্নিমজ্জন্ত্যুদ্ভবন্তি চ ॥ ১৪ ॥
যথা তরঙ্গা জলধৌ মৃগতৃষ্ণা মরৌ যথা।
কুসুমানি যথা চূতে তথা বিশ্বশ্রিয়ঃ পরে ॥ ১৫ ॥
ভানোর্গণয়িতুং শক্যা রশ্মিষু ত্রসরেণবঃ।
আলোলবপুষোব্রহ্ম তত্ত্বেন জগতাং গণাঃ ॥ ১৬ ॥

যথা মশকজালানি বর্ষাদিষ্বাকুলানি তু।
উৎপত্যোৎপত্য নশ্যন্তি তথেমা লোকসৃষ্টয়ঃ ॥১৭॥
ন চ বিজ্ঞায়তে কস্মাৎ কালাৎ প্রভৃতি চাগতাঃ।
নিত্যাগমাপায়পরা এতাঃ সর্গপরম্পরাঃ ॥ ১৮ ॥
অনাদিমত্যোবিরতং প্রস্ফুরন্তি তরঙ্গবৎ।
পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বং কিলাভূবংস্ততঃ পূর্ব্বতরং যথা ॥ ১৯ ॥
ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ন্তে সসুরাসুরমানবাঃ।
সরিত্তরঙ্গভঙ্গ্যেব সমস্তা ভূতজাতয়ঃ ॥ ২০ ॥
যথেদমণ্ডং বৈরিঞ্চ্যং তথা ব্রহ্মাণ্ডপংক্তয়ঃ।
যাঃ সহস্রাঃ পরিক্ষীণা নাড়িকা বৎসরেষ্বিব ॥ ২১ ॥
অন্যাঃ সম্প্রতি বিদ্যন্তে বর্ত্তমানশরীরকাঃ।
প্রান্তে ব্রহ্মপুরস্থাস্থ বিততে ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মণ্যন্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মোব্রহ্মপুরশ্রিয়ঃ।
পুনস্তাশ্চ বিনংক্ষ্যন্তি ভূত্বা ভূত্বা যথা গিরঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মণ্যন্যা ভবিষ্যন্ত্যঃ স্থিতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
ঘটা ইব মৃদোরাশাবঙ্কুরে পল্লবা ইব ॥ ২৪ ॥
যাবৎ ব্রহ্মচিদাকাশে তথা ত্রিভুবনশ্রিয়ঃ।
স্ফারাকারবিকারাঢ্যাঃ প্রেক্ষ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ২৫ ॥
উন্মজ্জন্ত্যো নিমজ্জন্ত্যো ন সত্যা নাপ্যসচ্ছ্রিয়ঃ।
জড়ারম্ভা বিতন্বন্ত্যস্তা এব খলতা ইব ॥ ২৬ ॥

তরঙ্গসমধর্ম্মিণ্যো দৃষ্টনষ্টশরীরকাঃ।
সর্ব্বাসাং সৃষ্টিরাশীনাং চিত্রাকারবিচেষ্টিতাঃ ॥ ২৭ ॥
চিত্রাকারবিকারাশ্চ চিত্ররূপা হি সৃষ্টয়ঃ।
ব্যতিরিক্তা ন সর্ব্বেষাং সমস্তাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তত্ত্বজ্ঞবিষয়ে রাম সলিলাদিব বৃষ্টয়ঃ।
আয়ান্তি সৃষ্টয়োদেবাজ্জলদাদিব বৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥
ব্যতিরিক্তা ন সর্ব্বেষাং সমস্তাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ।
ব্যতিরিক্তা দ্রবাম্ভোধিস্বাষ্ঠীলাঃ শাল্মলেরিব ॥ ৩০ ॥
ইহ সৃষ্টিষু পুষ্টাসু নিকৃষ্টাসু চ রাঘব।
পরমান্নভসোজাতাস্তন্মাত্রমলমালিকা ॥ ৩১ ॥
কদাচিৎ প্রথমং ব্যোম প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা ব্যোমজোসৌ প্রজাপতিঃ ॥৩২॥
কদাচিৎ প্রথমং বায়ুঃ প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা বায়ুজোসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩ ॥
কদাচিৎ প্রথমং তেজঃ প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে কর্ত্তা তৈজসোসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৪॥
কদাচিৎ প্রথমং বারি প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা বারিজোসৌ প্রজাপতিঃ ॥৩৫ ॥
কদাচিৎ প্রথমং পৃথ্বী স্ফারতামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা পার্থিবোসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৬॥

ইদং চত্বারি সম্পীড্য পঞ্চমং বৰ্দ্ধতে যদা ।
তদা তজ্জাত এবৈষ কুরুতে জাগতীং ক্রিয়াম্ ॥৩৭॥
কদাচিদপ্সু বায়ৌ বা স্ফুস্ফারে বাপি তেজসি ।
স্বয়ং সম্পদ্যতেকস্মাৎ পুমান্ প্রকৃতিভাবিতঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্যাথ শব্দো বদনাৎ কদাচিজ্জায়তে পদাৎ ।
কদাচিদংশাৎ পৃষ্ঠাৎ বা কদাচিল্লোচনাৎ করাৎ ॥৩৯॥
কদাচিৎ পুরুষস্যাস্য নাভৌ পদ্মং প্রজায়তে ।
তস্মিন্ সম্বৰ্দ্ধতে ব্রহ্মা পদ্মজোসৌ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪০॥
মায়েয়ং স্বপ্নবদ্ভ্রান্তির্ম্মিথ্যারচিতচক্রিকা ।
মনোরাজ্যমিবালোল সলিলাবৰ্ত্তসুন্দরী ॥ ৪১ ॥
কিমিবাস্যাং বদ জ্ঞপ্তৌ কথং সম্ভবতীহ তে ।
ক্বচিৎ বালমনোরাজ্যমিদং পর্য্যনুযুজ্যতে ॥ ৪২ ॥
কদাচিদম্বরে শুদ্ধে মনস্তত্ত্বানুরঞ্জনাৎ ।
সৌবর্ণং ব্রহ্মগর্ভঞ্চ স্বয়মণ্ডং প্রবৰ্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥
কদাচিদেব পুরুষো বীর্য্যং সৃজতি বারিণি ।
তস্মাৎ প্রজায়তে পদ্মং ব্রহ্মাণ্ডমথবা মহৎ ॥ ৪৪ ॥
তস্মাৎ প্রজায়তে ব্রহ্মা কদাচিদ্ভাস্করোপ্যসৌ ।
কদাচিদ্বরুণো ব্রহ্মা কদাচিদ্বায়ুরণ্ডজঃ ॥ ৪৫ ॥
এবমন্তৰ্ব্বিহীনাসু বিচিত্রাস্বিহ সৃষ্টিষু ।
বিচিত্রোৎপত্তয়ো রাম ব্রহ্মণো বিবিধা গতাঃ ॥ ৪৬ ॥

নিদর্শনার্থং সৃষ্টেস্তু ময়ৈকস্য প্রজাপতেঃ।
ভবতে কথিতোৎপত্তির্ন তত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥ ৪৭॥
মনোবিজৃম্ভণমিদং সংসার ইতি সম্মতম্।
সম্বোধনায় ভবতঃ সৃষ্টিক্রম উদাহৃতঃ॥ ৪৮॥
সাত্ত্বিকীপ্রভৃতয়ো যাশ্চ জাতয়শ্চেত্থমাগতাঃ।
ইতি তে কথনায়ৈষ সৃষ্টিক্রম উদাহৃতঃ॥ ৪৯॥
পুনঃ সৃষ্টিঃ পুনর্নাশঃ পুনর্দ্দুঃখং পুনঃ সুখম্।
পুনরজ্ঞঃ পুনস্তজ্জ্ঞো বন্ধমোক্ষদৃশঃ পুনঃ॥ ৫০॥
পুনঃ সৃষ্টিকরাবীত বীতস্নেহদৃশঃ পুনঃ।
দীপা ইব কৃতালোকাঃ প্রশাম্যন্ত্যুদ্ভবন্তি চ॥ ৫১॥
দেহোৎপত্তৌ বিনাশে চ দীপানাং ব্রহ্মণামপি।
কালেনাধিকতাং ত্যক্ত্বা নাশে ভেদো ন কশ্চন॥৫২
পুনঃ কৃতং পুনস্ত্রেতা পুনঃ সদ্বাপরঃ কলিঃ।
পুনরাবর্ত্ততে সর্ব্বং চক্রাবর্ত্ততয়া জগৎ॥ ৫৩॥
পুনর্ম্মন্বন্তরারম্ভাঃ পুনঃ কল্পপরম্পরাঃ।
পুনঃ পুনঃ কার্য্যদশাঃ প্রাতঃ প্রাতরহোযথা॥ ৫৪॥
লোকালোককলাকাল কলনাকলিতান্তরম্।
পুনঃ পুনরিদং সর্ব্বং ন কিঞ্চন পুনঃ পুনঃ॥ ৫৫॥
অনাহতে প্রতপ্তে যঃ পিণ্ডেনলকণা ইব।
ইমে ভাবাঃ স্থিতা নিত্যং চিদাকাশে স্বভাবতঃ॥৫৬॥

কদাচিদনভিব্যক্তং কদাচিদ্ব্যক্তিমাগতম্ ।
ইদমস্তি পরে তত্ত্বে সর্ব্বং বৃক্ষ ইবার্ত্তবম্ ॥ ৫৭ ॥
চিৎস্পন্দ এব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদেবেদৃশাকৃতিঃ ।
যদস্মাজ্জায়তে সর্গো দ্বীন্দুত্বমিব লোচনাৎ ॥ ৫৮ ॥
চিতঃ সর্ব্বাঃ সমায়ান্তি সন্ততাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ ।
তৎস্থা এবাপ্যতৎস্থাভাশ্চন্দ্রাদিব মরীচয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
ন কদাচন সংসারঃ কিলায়ং রাম সৎ সদা ।
সর্ব্বশক্তাবসংসার শক্তিতা বিদ্যতে যতঃ ॥ ৬০ ॥
ন চৈবেদং কদাচিত্তু সাধো জগদনীদৃশম্ ।
সর্ব্বশক্তৌ হি সংসারশক্তিতা বিদ্যতে যতঃ ॥ ৬১ ॥
মহাকল্পাবধিঃ কালেন সংসারিতয়েদ্ধয়া ।
ন ভবিষ্যতি সংসার ইদানীমিতি যুজ্যতে ॥ ৬২ ॥
জ্ঞদৃষ্ট্যা সর্ব্বমেবেদং ব্রহ্মৈবেতি মহামতে ।
নাস্তি সংসার ইত্যেতদুপপদ্যত এব চ ॥ ৬৩ ॥
অজ্ঞদৃষ্ট্যা ত্ববিচ্ছিন্ন সংসারত্বাদনারতম্ ।
নিত্যা সংসারমায়েয়ং মিথ্যাপীহোপপদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
পুনঃ পুনশ্চ ভাবিত্বান্ন কদাচিদনীদৃশম্ ।
জগদিত্যেতদিত্যুক্তং ন মৃষা রঘুনন্দন ॥ ৬৫ ॥
অনারতপতদ্রূপা দিশোদৃষ্টা বিনশ্বরাঃ ।
বিনাশীদং জগৎ সর্ব্বমিতি কিং নোপপদ্যতে ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বত্রোদিতচন্দ্রার্কা দিশোদৃষ্টাঃ স্থিরাচলাঃ।
অবিনাশি জগৎ সর্ব্বমিত্যপ্যবিতথোপমম্ ॥ ৬৭ ॥
ন তদস্তি ন যৎ তস্মিন্নেকস্মিন্ বিততাত্মনি।
সঙ্কল্পকলনাজালমনাখ্যে নোপপদ্যত ॥ ৬৮ ॥
পুনঃ পুনরিদং সর্ব্বং পুনর্ম্মরণজন্মনী।
পুনঃ সুখং পুনর্দ্দুঃখং পুনঃ করণকর্ম্মণী ॥ ৬৯ ॥
পুনরাশাঃ পুনর্ব্ব্যোম পুনরম্ভোধয়োদ্রয়ঃ।
অভ্যুদেতি পুনঃ সৃষ্টিঃ খবদর্কপ্রভা যথা ॥ ৭০ ॥
পুনর্দ্দৈত্যাঃ পুনর্দ্দেবাঃ পুনর্লোকান্তরক্রমাঃ।
পুনঃ স্বর্গাপবর্গেহাঃ পুনরিন্দ্রঃ পুনঃ শশী ॥ ৭১ ॥
পুনর্নারায়ণোদেবঃ পুনর্দ্দনুসুতাদয়ঃ।
পুনরাশাচলচ্চারু চন্দ্রার্কবরুণানিলাঃ ॥ ৭২ ॥
সুমেরুকর্ণিকাকান্তা সহ্যকেশরশালিনী।
পূর্ণা স্ফীতোদরোদেতি রোদসীনলিনী পুনঃ ॥ ৭৩ ॥
ব্যোমকাননমাক্রম্য বল্গত্যংশুনখোৎকরৈঃ।
তমঃ করিঘটা ভেত্তুং পুনর্ভাস্করকেশরী ॥ ৭৪ ॥
পুনরিন্দুশ্চলৎস্বচ্ছমঞ্জরীসুন্দরৈঃ করৈঃ।
করোত্যমৃতমাহ্লাদি দিগ্বধূমুখমণ্ডনম্ ॥ ৭৫ ॥
পুনঃ স্বর্গতরোঃ পুণ্যক্ষয়বাতসমীরিতাঃ।
পতন্তীহ বিনুন্নাঙ্গাঃ পুণ্যকৃৎপুষ্পরাশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

পুনঃ কার্য্যক্রিয়াপঙ্ক্তৈঃ সংসারারম্ভনামকম্ ।
কিঞ্চিৎ পটপটং কৃত্বা যাতি কালকপিঞ্জলঃ ॥ ৭৭ ॥
পুনরিন্দ্রালিকে যাতে সজ্জমাস্থায় কেবলম্ ।
আয়াত্যপরদেবেন্দ্রঃ ষট্ পদঃ স্বর্গপঙ্কজম্ ॥ ৭৮ ॥
পুনঃ কালং কৃতাপূতং কলুষীকুরুতে কলিঃ ।
স চক্রিণমিবাম্ভোধিং প্রবৃদ্ধোবকরানিলঃ ॥ ৭৯ ॥
পুনঃ কালকুলালেন কৃতভূতশরাবকম্ ।
চক্রমাবর্ত্ত্যতে বেগাদজস্রং কল্পনামকম্ ॥ ৮০ ॥
পুনর্নীরসতামেতি জগদস্তশুভস্থিতি ।
অভ্যাসীভূতসঙ্কল্পং সংশুষ্কমিব কাননম্ ॥ ৮১ ॥
পুনরর্কগণেষগ্নি দগ্ধানন্তকলেবরম্ ।
সর্ব্বভূতাস্থিসম্পূর্ণং জগদেতি শ্মশানতাম্ ॥ ৮২ ॥
পুনঃ কুলাচলাকার পুষ্করাবর্ত্তবর্ষণৈঃ ।
নৃত্যদ্ভববৃহৎফেনাং যাত্যেকার্ণবতাং জগৎ ॥ ৮৩ ॥
পুনঃ সংশান্তবায়ুস্তুরিক্তং সকলবস্তুভিঃ ।
তদপূর্ব্বমিবাকাশং জগদায়াতি শূন্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥
পুনঃ কতিপয়া ভুক্ত্বা সমাঃ সমরসাশয়ঃ ।
জীবিতং জীর্ণয়া তন্বা পুনঃ স্বাত্মনি লীয়তে ॥ ৮৫ ॥
পুনরন্যেন কালেন তথৈব জগতাং গুণান্ ।
মনস্তনোতি বৈ শূন্যে গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ৮৬ ॥

পুনঃ সর্গসমারম্ভঃ প্রলয়ে সর্ব্বসম্ভবঃ ।
সর্ব্বং পুনরিদং রাম চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥
কিমেতস্মিন্ মহামায়াড়ম্বরে দীর্ঘশম্বরে ।
রাম সত্যমসত্যং বা নির্ণেয়ং যদিহোচ্যতে ॥ ৮৮ ॥
দাশূরাখ্যায়িকেবেয়ং রাম সংসারচক্রিকা ।
কল্পনা রচিতাকারা বস্তুশূন্যা ন বস্তুতঃ ॥ ৮৯ ॥

অবিরলমিদমাততং বিকল্পৈ
রসদুদিতৈরপি তৈর্দ্বিচন্দ্রকল্পৈঃ ।
বিরচিতমসতানুপন্নসত্যং
জগদিহ তেন বিমূঢ়তা কিমুত্থা ॥ ৯০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জগদ্বাসনির্ণয়যোগোপদেশো নাম
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলা ভোগৈশ্বর্য্যহতাশয়াঃ ।
নাপেক্ষন্তে যদা সত্যং ন পশ্যন্তি শঠাস্তদা ॥ ১ ॥
যে তু পারং গতা বুদ্ধেরিন্দ্রিয়ৈর্ন বশীকৃতাঃ ।
ত এনাং জাগতীং মায়াং পশ্যন্তি করবিল্ববৎ ॥ ২ ॥
তুচ্ছান্তাং জাগতীং মায়াং দৃষ্ট্বা জীবোবিচারবান্ ।
অহঙ্কারময়ীং মায়াং ত্যজত্যহিরিব ত্বচম্ ॥ ৩ ॥
অসক্ততাং ততোভ্যেত্য পুনারাম ন জায়তে ।
ক্ষেত্রেম্বপি চিরং তিষ্ঠন্ বীজং দগ্ধমিবাগ্নিনা ॥ ৪ ॥
আধিব্যাধিপরীতায় প্রাতর্ব্বাদ্যবিনাশিনে ।
প্রযতন্তে শরীরায় হিতমজ্ঞাস্তু নাত্মনে ॥ ৫ ॥
ত্বমপ্যজ্ঞবদজ্ঞস্য শরীরস্য সমীহিতম্ ।
মা সম্পাদয় দুঃখায় ভবাত্মৈকপরায়ণঃ ॥ ৬ ॥

রাম উবাচ ।

দাশূরাখ্যায়িকেবেয়ং সুখসংসারচক্রিকা ।
কল্পনা রচিতাকারা বস্তুশূন্যেতি কিং প্রভো ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জগন্মায়াস্বরূপস্য বর্ণনাব্যপদেশতঃ ।
দাশূরাখ্যায়িকাং রাম বর্ণ্যমানাং ময়া শৃণু ॥ ৮ ॥

অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে বিচিত্রকুসুমদ্রুমঃ।
মাগধোনাম বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ জনপদোমহান্॥ ৯॥

কদম্ববনবিস্তার লীলাবলিতজঙ্গলঃ।
বিচিত্রবিহগব্যূহ সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরঃ॥ ১০॥

শস্যসঙ্কটসীমান্তঃ পুরোপবনমণ্ডিতঃ।
কমলোৎপলকহ্লার পূর্ণসর্ব্বসরিত্তটঃ॥ ১১॥

উদ্যানদোলাবিলসৎ ললনাগেয়ঘুংঘুমঃ।
নিশোপভুক্তকুসুম নীরন্ধ্রবিশিখাবনিঃ॥ ১২॥

তত্রৈকস্মিন্ গিরিতটে কর্ণিকারসমাকুলে।
কদলীখণ্ডনীরন্ধ্র নীপগুল্মবিরাজিতে॥ ১৩॥

পুষ্পৌঘস্ফূর্জ্জদনিলে কেশরারুণধূলিনি।
কারণ্ডবকৃতারাবে রসৎসরসসারসে॥ ১৪॥

তস্মিন্নগবরে পুণ্যে বিচিত্রবিহগদ্রুমে।
দাশূরনামা মহতা তপোযোগেন সংযুতঃ।
কদম্বপৃষ্ঠবাস্তব্যো বীতরাগোমহামতিঃ॥ ১৬॥

রাম উবাচ।

অসৌ তপস্বী ভগবন্ বিপিনে কেন হেতুনা।
কথং চাপ্যবসৎ পৃষ্ঠে কদম্বস্য মহাতরোঃ॥ ১৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শরলোমেতি বিখ্যাতঃ পিতা তস্য বভূব হ।
রামাপর ইব ব্রহ্মা তস্মিন্নেবাবসদ্‌গিরৌ ॥ ১৮ ॥
তস্যাসাবেকপুত্রোঽভূৎ কচোদেবগুরোরিব।
তেন সার্দ্ধং স পুত্রেণ নীতবান্ জীবিতং বনে ॥ ১৯ ॥
অথাসৌ শরলোমাত্র ভুক্ত্বা যুগগণং যযৌ।
ত্যক্তদেহঃ সুরাগারং মুক্তনীড়ঃ খগো যথা ॥ ২০ ॥
এক এব বনে তস্মিন্ দাশূরঃ প্ররুরোদ হ।
দশাপনীতপিতৃকঃ করুণং করুণং কুররোযথা ॥ ২১ ॥
মাতাপিতৃবিয়োগেন শোকসন্তাপিতাশয়ঃ।
ম্লানিমভ্যাযযৌ নূনং হেমন্ত ইব পঙ্কজম্ ॥ ২২ ॥
বালোসাবতিদীনাত্মা বনদেবতয়া বনে।
ইত্থমাশ্বাসিতো রাম তদাঽদৃশ্যশরীরয়া ॥ ২৩ ॥
ঋষিপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ কিমজ্ঞ ইব রোদিষি।
সংসারস্য ন কস্মাৎ ত্বং স্বরূপং বেৎসি চঞ্চলম্ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্ববেদবেদৃশী সাধো সংসারে সংসৃতিশ্চলা।
জায়তে জীব্যতে পশ্চাদবশ্যঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ২৫ ॥
যদ্‌যৎ কিঞ্চিদ্দৃশ্যদৃশি ব্রহ্মাদিকমিদং মুনে।
গন্তব্যস্তেন সর্ব্বেণ বিনাশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তদর্থং মা কৃথা ব্যর্থং বিষাদং মরণে পিতুঃ।
অবশ্যভাব্যস্তময়ো জাতস্যাহর্পতেরিব ॥ ২৭ ॥
অশরীরামিতি শ্রুত্বা গিরমারক্তলোচনঃ।
ধৈর্য্যমাসাদয়ামাস শিখণ্ডী স্তনিতাদিব ॥ ২৮ ॥
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা পাশ্চাত্যং পিতুরাদরাৎ।
চকার তপসে বুদ্ধিং দৃঢ়ামুত্তমসিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥
ব্রাহ্মেণ কর্ম্মণা তস্য বিপিনে চরতস্তপঃ।
অনন্তসঙ্কল্পময়ং শ্রোত্রিয়ত্বং বভূব হ ॥ ৩০ ॥
অজ্ঞাতজ্ঞেয়বুদ্ধেস্তু শ্রোত্রিয়স্য তয়া তয়া।
ন বিশশ্রাম চেতোঽস্য পবিত্রেপি ধরাতলে ॥ ৩১ ॥
কেবলং সর্ব্বমেবেদমপি শুদ্ধং ধরাতলম্।
অশুদ্ধমিব পশ্যন্ স ন রেমে ক্বচিদেব হি ॥ ৩২ ॥
অথ সঙ্কল্পয়ামাস স্বসঙ্কল্পনয়ৈব সঃ।
বৃক্ষাগ্রমেব সংশুদ্ধং স্থিতিস্তত্রোচিতা মম ॥ ৩৩ ॥
তদিদানীং তপস্তপ্স্যে তপসা যেন শাখিষু।
খগবৎ স্থিতিমাপ্নোমি শাখাসু চ দলেষু চ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সংজ্বাল্য হুতাশমতিভাস্বরম্।
জুহাব তস্মিন্ প্রোৎকৃত্য মাংসং স্বস্কন্ধভিত্তিতঃ ॥৩৫॥
অথ গীর্ব্বাণবৃন্দস্য সমগ্রাগলভিত্তয়ঃ।
সন্মুখত্বেন মা যান্তু বিপ্রমাংসেন ভস্মতাম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ সপ্তার্চ্চিস্তস্য দেবতা।
পুরোবভূব দীপ্তাংশুর্দীপ্তাংশুর্ব্বাকৃপতেরিব ॥ ৩৭ ॥
উবাচ বচনং ধীরং কুমারাভিমতং বরম্।
গৃহাণ স্থাপিতং সাধো কোশাকাশান্মণিং যথা ॥৩৮॥
ইত্যুক্তবন্তমনলমর্ঘপুষ্পেণ শোভিনা।
সম্পূজ্য স্তুতিবাদেন প্রাহ বিপ্রকুমারকঃ ॥ ৩৯ ॥
ভগবন্ ভূতপূর্ণায়া ভুবঃ পাবনমণ্ডলম্।
নাপ্নোমি তেন বৃক্ষানামুপ'রি স্থিতিরস্তু মে ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তে মুনিপুত্রেণ সর্ব্বদেবমুখং শিখী।
এবমস্তু তবেত্যুক্ত্বা জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে ক্ষণাৎ সান্ধ্যইবাম্বুজে।
পূর্ণকামঃ কুমারোসৌ পূর্ণেন্দুরিব চাবভৌ ॥ ৪২ ॥

অধিগতাভিমতাননমণ্ডল
দ্যুতিভরেণ জহাস স তুষ্টিমান্।
শশিনমাপ্তকলাকুলমম্বুজং
বিকসিতঞ্চ সিতস্মিতশোভিনা ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরবরপ্রদান বর্ণনং নাম
অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ কাননমধ্যস্থং চুম্বিতাম্বুদমণ্ডলম্ ।
মধ্যাহ্নখিন্নসূর্য্যাশ্বসেবিতস্কন্ধমণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
বিতানমিব দিদ্‌কুক্ষি দীর্ঘং বিটপবাহুভিঃ ।
আলোকয়ন্তং ককুভো বিকাসিকুসুমেক্ষণৈঃ ॥ ২ ॥
বাতাবধূলিতানল্প ভ্রমদ্ভ্রমরকুন্তলম্ ।
প্রমার্জ্জয়ন্তমাশানাং মুখং পল্লবপাণিভিঃ ॥ ৩ ॥
কচ্ছৈরুরুগুড়ুচ্ছাচ্ছ মঞ্জরীপুঞ্জকঞ্জরৈঃ ।
আস্যৈরিব সতাম্বৈলৈর্হসন্তং বনমালিকাঃ ॥ ৪ ॥
লতাবিলসিতোল্লাসৈঃ পুষ্পকেশরধূলিভিঃ ।
আবদ্ধমণ্ডলাভোগং পূর্ণেন্দুমিব দীপ্তিভিঃ ॥ ৫ ॥
সঙ্কটং বিটপাবল্যা কুঞ্জকূজচ্চকোরয়া ।
চ্ছন্নয়া সিদ্ধবীথ্যেব জগদুচ্চতয়া শ্রিতম্ ॥ ৬ ॥
স্কন্ধপীঠোপবিষ্টানাং লম্বমানৈঃ কলাপিনাম্ ।
কলাপৈঃ শোভিতং ব্যোম সেন্দ্রচাপৈরিবাম্বুদৈঃ ॥৭॥

মগ্নোন্মগ্নৈঃ প্রতিস্কন্ধমাশ্রিতৈশ্চমরৈঃ সিতৈঃ।
পূর্ণং মুহুর্দ্দৃষ্টনষ্টৈঃ সম্বৎসরমিবেন্দুভিঃ ॥ ৮ ॥
কপিঞ্জলকুলালাপৈঃ কলকোকিলকূজিতৈঃ।
জীবঞ্জীববিরাবৈশ্চ প্রগায়ন্তমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৯ ॥
কাদম্বককদম্বৈশ্চ কুলায়কৃতকেলিভিঃ।
স্বর্গকোটরবিশ্রান্তৈঃ সিদ্ধৈর্জ্জগদিবাবৃতম্ ॥ ১০ ॥
প্রবালচলহস্তাভিরলিনেত্রাভিরাশ্রিতম্।
অপ্সরোভিবিরিব স্বর্গং মঞ্জরীভিরিতস্ততঃ ॥ ১১ ॥
সেন্দ্রচাপবিলাসেন কুমুদোৎকররেণুনা।
মঞ্জরীপিঞ্জরাশ্যামং বিদ্যুৎবন্তমিবাম্বুদম্ ॥ ১২ ॥
সহস্রভুজশাখাঢ্যং পূরিতাকাশকোটরম্।
বিশ্বরূপমিবোন্নৃত্তং চন্দ্রার্ককৃতকুণ্ডলম্ ॥ ১৩ ॥
তলে নিষণ্ণনাগেন্দ্রং ব্যোম্নি তারাগণাকুলম্।
লতাপুষ্পময়ং মধ্যে খমণ্ডলমিবাপরম্ ॥ ১৪ ॥
পিতামহমিবাশেষশৈলকাননশালিনম্।
ফলপল্লবপুষ্পাণাং কোশমেকমিবাবনৌ ॥ ১৫ ॥
দধানং কলিকাজালং স্থগিতং পুষ্পধূলিভিঃ।
কচ্ছেম্বর্ককরচ্ছন্ন তারাজালমিবাম্বরম্ ॥ ১৬ ॥
বিলোলবিহগৈঃ স্কন্ধৈঃ কুলায়কুলসঙ্কুলৈঃ।
বলিতং ভূতলং লোকে পূর্ণৈর্জ্জনপদৈরিব ॥ ১৭ ॥

মঞ্জরীস্তূপতাকাঢ্যং লতামণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
পুষ্পামঙ্কোলধবলং পুষ্পপ্রকরপূরিতম্ ॥ ১৮ ॥
কূজচ্চকোরভ্রমর শুককোকিলসারিকম্ ।
ঘনস্তবকসঞ্ছন্ন কুহরোগ্রগবাক্ষকম্ ॥ ১৯ ॥
সঞ্চরৎপক্ষিবহুলং জনমন্থরকোটরম্ ।
সর্ব্বাসাং বনদেবীনামন্তঃপুরমিবোত্তমম্ ॥ ২০ ॥
কূজদ্ভৃঙ্গতরঙ্গৌঘৈঃ পুষ্পকেশররাজিভিঃ ।
রাজমানং পতন্তীভিঃ সরিদ্ভিরিব পর্ব্বতম্ ॥ ২১ ॥
ভ্রমদ্ভিঃ পুষ্পপত্রৌঘৈর্ম্মন্দবাতবিলাসিভিঃ ।
বর্দ্ধমানৈর্ব্বৃতস্কন্ধং শুভ্রাভ্রৈরিব ভূধরম্ ॥ ২২ ॥
মাতঙ্গকটঘৃষ্টেন জানুস্তব্ধেন পীঠিনা ।
আভোগিনা বদ্ধপদং তরুণেব মহাচলম্ ॥ ২৩ ॥
বিচিত্রবর্ণপক্ষাণাং স্কন্ধকোটরচারিণাম্ ।
বৃতং খগানাং বৃন্দেন ভূতানামিব শার্ঙ্গিণম্ ॥ ২৪ ॥
স্তবকাঙ্গুলিজালেন লোলেনাভিনয়ক্রিয়াম্ ।
দিশন্তমিব বল্লীনাং প্রনৃত্তানাং বনানিলৈঃ ॥ ২৫ ॥
কশ্চিদেব নিবাসো মে নাথিনামিতি তুষ্টিতঃ ।
নৃত্যন্তমিব বাহ্বাঢ্যলতাবলয়বল্লনৈঃ ॥ ২৬ ॥
লতাকান্তৈককান্তত্বাৎ শৃঙ্গাররসনির্ভরম্ ।
কাকল্যেব প্রগায়ন্তং মত্তালিনিজনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৭ ॥

আদরোন্মুক্তকুসুমং সিদ্ধানাং ব্যোমচারিণাম্ ।
স্বাগতানীব কুর্ব্বাণং কোকিলালিকুলারবৈঃ ॥ ২৮ ॥
লতাপুষ্পফলোল্লাসং প্রান্তপঞ্চমহীরুহাম্ ।
বিহসন্তমিবাচ্ছাভিঃ পুষ্পকুট্মলদীপ্তিভিঃ ॥ ২৯ ॥
পারিজাতমিবাজেতুমূর্দ্ধগৈঃ খগমণ্ডলৈঃ ।
ব্যোমান্তরাভিধাবন্তমলমুদ্ধতকন্ধরম্ ॥ ৩০ ॥
মধ্যভাগস্ফুরদ্ভৃঙ্গৈঃ স্তবকৈর্ঘনপংক্তিভিঃ ।
সহস্রাক্ষত্বমতুলৈর্জ্জেতুমিন্দ্রমিবোদ্যতম্ ॥ ৩১ ॥
ক্বচিৎ কুসুমগুচ্ছাচ্ছভণামণিগণাবৃতম্ ।
পাতালাদুত্থিতং শেষমিব ব্যোমদিদৃক্ষয়া ॥ ৩২ ॥
রজসোদ্ধূলিতাকারং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ।
ছায়য়া ফলশালিন্যা সমস্তজনশঙ্করম্ ॥ ৩৩ ॥

নিবিড়দলনিবাহভিন্নকোশৈঃ
কুসুমলতানবমণ্ডপৈরুপেতম্ ।
পুরমিব গগনে কদম্ববৃক্ষং
খগকুলনাগরসঙ্কুলং দদর্শ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দাশূরকদম্ববর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

———

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

তমথাসৌ তথাবুদ্ধিঃ ফলপল্লবশালিনম্।
আনন্দমন্থরমনাঃ পুষ্পরূপাচলোপমম্॥ ১॥
কদম্বং রোদসীস্তম্ভমারুরোহ বনস্থিতম্।
একার্ণবগতং শৌরির্ব্বটবৃক্ষমিবোন্নতম্॥ ২॥
তত্রাসৌ ব্যোমলগ্নায়াঃ শাখায়াঃ প্রান্তপল্লবে।
বিবেশ বিগতাশঙ্কমেকাগ্রং তপ আস্থিতঃ॥ ৩॥
অথোপবিশ্য মৃদুনি নবপল্লববিষ্টরে।
ক্ষণমালোকিতাস্তেন দিশঃ কৌতুকচঞ্চলম্॥ ৪॥
সরিদেকাবলীরম্যাঃ শৈলেন্দ্রস্তনকুড্মলাঃ।
নির্ম্মলাকাশকবরা লোলনীলাম্বুদালকাঃ॥ ৫॥
নীলপল্লববসনাঃ পুষ্পপূরাবতংসিকাঃ।
গৃহীতসাগরাপূর্ণ কলশাঃ পুরুভূষণাঃ॥ ৬॥
ধৃতপ্রফুল্লপদ্মিন্যঃ সুগন্ধিমুখমারুতাঃ।
নীলঘুংঘুমকাকল্যো নির্ঝরারাবনূপুরাঃ॥ ৭॥

দ্যুমূর্দ্ধানো মহীপাদা বনালীরোমরাজয়ঃ।
জঙ্গলোরুনিতম্বিন্যশ্চন্দ্রার্ককৃতকুণ্ডলাঃ ॥ ৮ ॥
শাল্লিসংসারকেদারাশ্চন্দনস্থালিকান্বিতাঃ।
শিখরোরসিজালগ্ন হিমশুভ্রাম্বুদাংশুকাঃ ॥ ৯ ॥
মহার্ণবপয়ঃপূর নবমণ্ডনদর্পণাঃ।
ঋক্ষৌঘঘর্ম্মপুলকা ভুবনান্তঃপুরান্তরাঃ ॥ ১০ ॥
আর্ত্তবস্তনধারিণ্যো লগ্নসূর্য্যাংশুকুঙ্কুমাঃ।
বিচিত্রকুসুমোপেতাশ্চন্দ্রাংশুসিতচন্দনাঃ ॥ ১১ ॥

গগনগতলতাদলোপবিষ্টঃ
প্রসৃতবনাবনিবারিবাহবেষাঃ।
ত্রিভুবনবনিতা দদর্শ হৃষ্টঃ
কুসুমনিরন্তরমণ্ডিতা দশাশাঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরদিগবলোকনং নাম
পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি তত্রাসৌ প্রসিদ্ধস্তাপসাশ্রমে ।
কদম্বদাশূর ইতি শূরস্তপসি দারুণে ॥ ১ ॥
তস্মিংল্লতাদলে স্থিত্বা বিলোক্য ককুভঃ ক্ষণাৎ ।
দৃঢ়পদ্মাসনং বদ্ধ্বা দিগ্‌ভ্যঃ প্রত্যাহৃতাত্মনা ॥ ২ ॥
অজ্ঞাতপরমার্থেন ক্রিয়ামাত্রে চ তিষ্ঠতা ।
ফলকার্পণ্যযুক্তেন মনসা সোকরোন্মখম্ ॥ ৩ ॥
নভোগতলতাপত্রসংস্থিতেনান্তরাত্মনা ।
সর্ব্বাঃ স্বমনসা তেন কৃতা যজ্ঞক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
তত্রাসৌ দশবর্ষাণি মনসৈবাযজৎ সুরান্ ।
গবাশ্বনরমেধাদ্যৈর্যজ্ঞৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ৫ ॥
কালেনামলতাং যাতে বিততে তস্য চেতসি ।
বলাদবততারান্তর্জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজম্ ॥ ৬ ॥
ততোবিশীর্ণাবরণো বিগলদ্বাসনামলঃ ।
স দদর্শৈকদা তস্যাং লতায়ামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥ ৭ ॥

বনদেবীং বিশালাক্ষীমালোককুসুমাম্বরাম্ ।
কামিনীং কান্তবদনাং মদঘূর্ণিতলোচনাম্ ॥ ৮ ॥
নীলোৎপলামোদবতীমতীব সুমনোহরাম্ ।
তামুবাচানবদ্যাঙ্গীং স মুনির্ব্বিনতাননাম্ ॥ ৯ ॥
কোকিলাকুসুমাপূরনতাং বনলতামিব ।
কা ত্বমুৎপলপত্রাক্ষি কান্তিবিক্ষোভিতস্মরা ॥ ১০ ॥
বয়স্যামিব পুষ্পাঢ্যাং লতাং কিমিব তিষ্ঠসি ।
ইত্যুক্তে মৃগশাবাক্ষী গৌরপীনপয়োধরা ॥ ১১ ॥
মুনিমাহ মনোহারি মুগ্ধাক্ষরমিদং বচঃ ।
যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে ॥ ১২ ॥
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যাশু মহতামেব যাচ্ঞয়া ।
অহমস্মিংল্লতাকীর্ণে ত্বৎকদম্বাভ্যলঙ্কৃতে ।। ১৩ ॥
লতালীলালয়া ব্রহ্মন্ বিপিনে বনদেবতা ।
যশ্চৈত্রসিতপক্ষস্য ত্রয়োদশ্যাং স্মরোৎসবে ॥ ১৪ ॥
বভূব বনদেবীনাং সমাজোনন্দনে বনে ।
তত্রাহমগমং নাথ ত্রৈলোক্যললনাসদঃ ॥ ১৫ ॥
তত্র দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বরস্ত্যা মদনোৎসবে ।
অপুত্রয়া পুত্রযুতাস্তেনাহং দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ১৬ ॥
ত্বয়ি সর্ব্বার্থসার্থস্য বৃহৎকল্পতরৌ স্থিতে ।
অনাথেব কথং নাথ কিল শোচাম্যপুত্রিকা ॥ ১৭ ॥

দেহি মে ভগবন্ পুত্র নোচেৎ দেহমিহাগ্নয়ে।
প্রকরোম্যাহুতিং পুত্রদুঃখদাহোপশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥
তামিত্যুক্তবতীং তন্বীং বিহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাহ হস্তগতং পুষ্পং তস্যৈ দত্বা দয়ান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
গচ্ছ তন্বঙ্গি মাসেন পূজার্হমলিলোচনম্।
প্রসোষ্যসে সুতং কান্তং প্রসূনমিব সল্লতা ॥ ২০ ॥
কিং ত্বসৌ মরণাবেশ যায়িন্যা নস্ত্বয়া সুতঃ।
যাচিতঃ কৃচ্ছ্রং সম্প্রাপ্য জ্ঞাতা তেন ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তন্বীং প্রসন্নমুখমণ্ডলাম্।
পরিচর্য্যাং করোমীতি প্রার্থনোৎকাং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥২২॥
সা জগামাত্মসদনং সোতিষ্ঠৎ স্বাত্মনা সহ।
অবহৎ ক্রমশঃ কাল ঋতুসম্বৎসরাঙ্কিতঃ ॥ ২৩ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন সৈবোৎপলবিলোচনা।
দ্বাদশাব্দমুপাদায় সুতং মুনিমুপাযযৌ ॥ ২৪ ॥
সা প্রণম্যোপবিশ্যাগ্রে মুনিমিন্দুসমাননম্।
উবাচ কলয়া বাচা চূতদ্রুমমিবালিনী ॥ ২৫ ॥
অয়ং স ভগবন্ ভব্যঃ কুমারঃ পুত্র আবয়োঃ।
কৃতো ময়া সমগ্রাণাং কলানাং কিল কোবিদঃ ॥২৬ ॥
প্রভো কেবলমেতেন জ্ঞানং নাধিগতং শুভম্।
যেন সংসারচক্রেস্মিন্ ন পুনঃ পরিপীড্যতে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানং ত্বমেবাস্ত বিভো কৃপয়োপদিশাধুনা ।
কোহি নাম কুলেজাতং পুত্রং মৌর্খ্যেণ যোজয়েৎ॥২৮॥
এবং বদন্তীং স মুনিঃ সচ্ছিষ্যমবলে স্থতম্ ।
ইহৈব স্থাপয়েনং ত্বমিত্যুক্ত্বা তাং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ২৯ ॥
তস্যাং গতায়াং স পিতুরন্তেবাসিতয়া ততঃ ।
অতিষ্ঠৎ সংযতোধীমানর্কস্যেবারুণঃ পুরঃ ॥ ৩০ ॥
কদর্থঃ প্রাপ্য বিজ্ঞানং ততশ্চিত্রাভিরুক্তিভিঃ ।
চিরকালমসৌ তত্র মুনিঃ পুত্রমবোধয়ৎ ॥ ৩১ ॥
আখ্যায়িকাখ্যানশতৈর্দ্দৃষ্টান্তৈর্দ্দৃষ্টিকল্পিতৈঃ ।
তথেতিহাসবৃত্তান্তৈর্ব্বেদবেদান্তনিশ্চয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥
অনুদ্বেগিতয়া নিত্যং বিস্তরেণ কথাক্রমৈঃ ।
অনুভূতিমুপারূঢ়ৈরূঢ়িমেতি যথা ময়ি ॥ ৩৩ ॥

অনুভববশতোরসাতিরিক্তৈ-
রলমুচিতার্থবচোগণৈর্ম্মহাত্মা ।
জলদ ইব শিখণ্ডিনং পুরঃস্থং
তনয়মবোধযদম্বরে মহর্ষিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরসুতানুবোধনং নাম
একপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কদাচিদথ মার্গেণ তেন কৈলাসবাসিনীম্ ।
অহং স্নাতুমদৃশ্যাত্মা ব্যোমবীথীগতোগমম্ ॥ ১ ॥
নির্গত্য নভসঃ সপ্তমুনিমণ্ডলকোটরাৎ ।
রাত্রৌ প্রাপ্তোস্মি সুমতে দাশূরতরুমুন্নতম্ ॥ ২ ॥
যাবচ্ছৃণোমি বিটপ কুহরাৎ কাননে বচঃ ।
কুট্মলাম্ভোজলগ্নস্য ষট্পদস্যেব নিঃস্বনম্ ॥ ৩ ॥
শৃণু পুত্র মহাবুদ্ধে বস্তুতোস্য সমামিমাম্ ।
বর্ণয়ামি মহাশ্চর্য্যামেকামাখ্যায়িকাং তব ॥ ৪ ॥
অস্তি রাজা মহাবীর্য্যোবিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ।
নাম্না খোত্থ ইতি শ্রীমান্ জগদাক্রমণক্ষমঃ ॥ ৫ ॥
অস্যানুশাসনং সর্ব্বে ভুবনেষ্বপি নায়কাঃ ।
শিরোভির্ধারয়ন্ত্যুচ্চৈশ্চূড়ামণিবার্থিনঃ ॥ ৬ ॥
যঃ সাহসৈকরসিকো নানাশ্চর্য্যবিহারবান্ ।
কেনচিৎ ত্রিষু লোকেষু ন মহাত্মা বশীকৃতঃ । ৭ ॥

যস্যারম্ভসহস্রাণি সুখদুঃখপ্রদান্যলম্ ।
সংখ্যাতুং কেন শক্যন্তে কল্লোলা জলধেরিব ॥ ৮ ॥
যস্য বীর্য্যং সুবীর্য্যস্য ন শস্ত্রৈর্ন চ পাবকৈঃ ।
কেনচিদ্ভুবনে ক্রান্তমাকাশমিব মুষ্টিনা ॥ ৯ ॥
যদীয়াং বিততারম্ভাং লীলাং নির্ম্মাণভাস্বরাম্ ।
ন মনাগনুবর্ত্তন্তে শক্রোপেন্দ্রহরা অপি ॥ ১০ ॥
ত্রয়স্তস্য মহাবাহো দেহা বিহরণক্ষমাঃ ।
জগদাক্রম্য তিষ্ঠতি হ্যুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥
ব্যোমন্যেবাতিবিততে জাতোসৌ ত্রিশরীরকঃ ।
তত্রৈব চ স্থিতিং যাতঃ শব্দপাতশ্চ পক্ষিবৎ ॥ ১২ ॥
তত্রৈবাপারগগনে নগরং তেন নির্ম্মিতম্ ।
চতুর্দ্দশমহারথ্যং বিভাগত্রয়ভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥
বনোপবনমালাঢ্যং ক্রীড়াশিখরিসুন্দরম্ ।
মুক্তালতাবিবলিত বাপীসপ্তকভূষিতম্ ॥ ১৪ ॥
শীতলোষ্ণাত্মকাক্ষীণদীপদ্বয়বিরাজিতম্ ।
ঊর্দ্ধ্বাধোগতিরূপেণ বণিঙ্মার্গেণ সঙ্কুলম্ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্নেবাতিবিপুলে পত্তনে তেন ভূভৃতা ।
সংসারিণোবিরচিতা মুগ্ধাপবরকা গণাঃ ॥ ১৬ ॥
ঊর্দ্ধং কেচিদধঃ কেচিৎ কেচিন্মধ্যে নিয়োজিতাঃ ।
কেচিচ্চিরেণ নশ্যন্তঃ কেচিচ্ছীঘ্রবিনাশিনঃ ॥ ১৭ ॥

অসিতচ্ছাদনচ্ছন্না নবদ্বারবিভূষিতাঃ।
অনারতবহদ্বাতা বহুবাতায়নান্বিতাঃ॥ ১৮॥
দীপপঞ্চকসালোকাস্ত্রিস্থূণাঃ শুক্লদারবঃ।
মসৃণালেপমৃদবঃ প্রতোলীভুজসঙ্কুলাঃ॥ ১৯॥
মায়য়া রচিতাস্তেন রাজ্ঞা তেষু মহাত্মনা।
রক্ষিতারো মহাযক্ষা নিত্যমালোকভীরবঃ॥ ২০॥
অথাপবরকৌঘেষু চলৎস্থ স মহীপতিঃ।
করোতি বিবিধাং ক্রীড়াং নীড়েম্বিব বিহঙ্গমঃ॥ ২১॥
ত্রিশরীরশতেষ্বন্তস্তৈর্যক্ষৈঃ সহ পুত্রক।
লীলাবশমুষিত্বা তু পুনর্নির্গম্য গচ্ছতি॥ ২২॥
তস্যেচ্ছা জায়তে বৎস কদাচিচ্চলচেতসঃ।
পুরং ভবিষ্যন্নির্ম্মাণং কিঞ্চিদ্যামীতি নিশ্চলা॥ ২৩॥
ভূতাবিষ্ট ইবাবেগাৎ তত উত্থায় ধাবতি।
পুরং তদপ্যথাপ্নোতি গন্ধর্ব্বৈরিব নির্ম্মিতম্॥ ২৪॥
তস্যেচ্ছা জায়তে পুত্র কদাচিচ্চলচেতসঃ।
বিনাশং সম্প্রয়ামীতি তেনাশু স বিনশ্যতি॥ ২৫॥
পুনরুৎপদ্যতে তূর্ণং স্বাত্মনোর্ম্মিরিবাম্ভসঃ।
ব্যবহারং তনোত্যুচ্চৈঃ পুনরারম্ভমন্থরম্॥ ২৬॥
স্বয়ৈব ব্যবহৃত্যাথ কদাচিৎ পরিভূয়তে।
কিং করোম্যহমজ্ঞোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মীতি শোচতি॥ ২৭॥

মুদমেত্য কদাচিচ্চ স্বয়মায়াতি দীনতাম্ ।
প্রাবৃড়্‌র্ষকলোল্লাসপূরাদিব নদীরয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জয়তি গচ্ছতি তদগতি জৃম্ভতে
স্ফুরতি ভাতি ন ভাতি চ ভাস্বরঃ ।
সুত মহামহিমা স মহীপতিঃ
পতিরপামিব বাতরয়াকুলঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে স্বোথবিভববর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ

—ঃঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাপৃচ্ছৎ সুতস্তত্র জম্বুদ্বীপে বনালয়ে।
কদম্বাগ্রাবচূড়স্থং পিতরং পাবনাশয়ম্॥ ১॥

পুত্র উবাচ।

কোসৌ খোত্থ ইতি খ্যাতো ভূপস্তাতোত্তমাকৃতিঃ।
কথিতঞ্চ কিমর্থং ন ত্বয়েতি ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥ ২॥
ক্ব ভবিষ্যতি নির্ম্মাণং বর্ত্তমানে ক্ব গম্যতা।
উভয়ার্থবিরুদ্ধত্বাৎ মন্মোহায় বচস্তব॥ ৩॥

দাশূর উবাচ।

শৃণু পুত্র যথাভূতমেতত্তে কথয়াম্যহম্।
যেন সংসারচক্রস্য তত্ত্বমস্যাববুধ্যসে॥ ৪॥
অসদপ্যুত্থিতারম্ভমবস্তুময়মাততম্।
সংসারসংস্থানমিদমেবমাকথিতং ময়া॥ ৫॥
পরমান্নভসোজাতঃ সঙ্কল্পঃ খোত্থ উচ্যতে।
জায়তে স্বয়মেবাসৌ স্বয়মেব বিলীয়তে॥ ৬॥
তৎস্বরূপমিদং সর্ব্বং জগদাভোগি বিদ্যতে।
জায়তে তত্র জাতে তু তস্মিন্নষ্টে বিনশ্যতি॥ ৭॥

ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাদ্যাংস্তস্যৈবাবয়বান্ বিদুঃ।
বিটপানিব বৃক্ষস্য শৃঙ্গাণীব মহীভৃতঃ॥ ৮॥
শূন্যে ব্যোমনি তেনেন্দ্র নির্ম্মিতং ত্রিজগৎপুরম্।
প্রতিভাসানুসন্ধানমাত্রেণৈত্য বিরিঞ্চিতাম্॥ ৯॥
যত্রেমে বিততা লোকা লোককোশাশ্চতুর্দ্দশ।
বনোপবনমার্গাশ্চ যত্রোদ্যানপরম্পরাঃ॥ ১০॥
ক্রীড়াশিখরিণোযত্র সহ্যমন্দরমেরবঃ।
শীতোষ্ণদীপ্তী চন্দ্রার্কৌ দীপৌ যত্রানলাকৃতী॥ ১১॥
সূর্য্যাংশুকচদালোল তরঙ্গোত্তুঙ্গমৌক্তিকাঃ।
বহন্তি সরিতোযত্র সন্মুক্তাবলয়শ্চলাঃ॥ ১২॥
ইক্ষুক্ষীরাদিসলিলা মণিরত্নবিসাঙ্কুরাঃ।
ঔর্ব্বানলাম্বুজা যত্র বাপ্যঃ সপ্ত মহার্ণবাঃ॥ ১৩॥
অধ উর্ব্ব্যাং তথোর্দ্ধে খে পুণ্যাপুণ্যধনশ্রিয়ঃ।
নরামরকিরাটানাং যত্রান্তঃ ক্রয়বিক্রয়ৌ॥ ১৪॥
অস্মিন্নেব জগত্যস্মিন্ পুরে সংকল্পভূভৃতা।
ক্রীড়ার্থমাত্মনশ্চিত্রা দেহাপবরকাঃ কৃতাঃ॥ ১৫॥
কেচিদ্গীর্ব্বাণনামান ঊর্দ্ধ্ব এব নিয়োজিতাঃ।
নরনাগাদয়ঃ কেচিদধ এব নিয়োজিতাঃ॥ ১৬॥
বাতযন্ত্রপ্রবাহেণ চলতোমাংসমৃন্ময়াঃ।
সিতাস্থিদারবশ্চিত্রাস্ত্বগ্‌লেপমসৃণামলাঃ॥ ১৭॥

কেচিচ্চিরেণ নশ্যন্তি কেচিচ্ছীঘ্রবিনাশিনঃ।
কেচিৎ কেশোলপোল্লাসরচিতাচ্ছাদনশ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥
কর্ণাক্ষিনাসাপ্রমুখৈর্দ্বারৈর্নবভিরন্বিতাঃ।
অনারতবহৎপ্রাণপবনেনোষ্ণশীতলাঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ণনাসাস্যতাল্বাদি বাতায়নগণান্বিতাঃ।
ভুজাদ্যঙ্গপ্রতোলিকাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়কুদীপকাঃ ॥ ২০ ॥
মায়য়া রচিতাস্তেষু সঙ্কল্পেন মহামতে।
অহঙ্কারমহাযক্ষাঃ পরমালোকভীরবঃ ॥ ২১ ॥
দেহাপবরকেষ্বন্তর্ম্মহাহঙ্কারযক্ষকৈঃ।
সহ সংক্রীড়তেত্যর্থং স সদৈবাসদুত্থিতৈঃ ॥ ২২ ॥
যথা কুসূলে মার্জ্জারোভস্ত্রায়াম্ভুজগো যথা।
মুক্তাফলং যথা বেণাবহঙ্কারস্তথা তনৌ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণমভ্যুদয়ং যান্তি ক্ষণং শাম্যন্তি দীপবৎ।
দেহগেহেষু সঙ্কল্পতরঙ্গাঃ সাগরেষ্বিব ॥ ২৪ ॥
ভবিষ্যন্নবনির্ম্মাণং স ব্যাপ্নোতি তদা পুরম্।
যদাসঙ্কল্পিতং বস্তু ক্ষণাদেব প্রপশ্যতি ॥ ২৫ ॥
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ স্বেনৈবাশু বিনশ্যতি।
শ্রেয়সে পরমা যস্য নাশত্বেন তু সম্ভবঃ ॥ ২৬ ॥
স্বয়ং সঙ্কল্পনামাত্রং জায়তে বালযক্ষবৎ।
অনন্তায়াত্মদুঃখায় নানন্দায় কদাচন ॥ ২৭ ॥

ইদং স্ফারং জগদ্দুঃখং প্রতনোত্যাত্মসত্তয়া।
অসত্তয়া নাশয়তি ঘনমান্ধ্যং যথা তমঃ ॥ ২৮ ॥
স্বয়ৈব দুঃখদায়িন্যা চেষ্টয়া পরিরোদিতি।
কাষ্ঠাবষ্টব্ধবৃষণঃ কীলোৎপাটী কপির্যথা ॥ ২৯ ॥
সঙ্কল্পিতানন্দলবস্তিষ্ঠত্যুদ্ধরকন্ধরম্।
অকস্মাৎ প্রচ্যুতমধুবিন্দুভুককরভো যথা ॥ ৩০ ॥
ক্ষণং বিরতিমায়াতি রতিমেতি ক্ষণং স্বয়ম্।
ক্ষণং বিকারমায়াতি সঙ্কল্পেনৈব বালবৎ ॥ ৩১ ॥
এনং সকলভাবেভ্যঃ কৃত্বা নির্ম্মূলমাদরাৎ।
মতিরন্তঃপদং যাতি যথা পুত্র তথা কুরু ॥ ৩২ ॥
ত্রয়স্তস্যা মতের্দ্দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ।
তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞাঃ কারণং জগতঃ স্থিতেঃ ॥ ৩৩ ॥
তমোরূপোহি সঙ্কল্পো নিত্যং প্রাকৃতচেষ্টয়া।
পরাং কৃপণতামেত্য প্রয়াতি কৃমিকীটতাম্ ॥ ৩৪ ॥
সত্যরূপোহি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
অদূরকেবলীভাবং স্বারাজ্যমধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৫ ॥
রজোরূপোহি সঙ্কল্পো লোকসংব্যবহারবান্।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদ্বারানুরঞ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্রিবিধন্তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে।
সঙ্কল্পঃ পরমায়াতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বা দৃষ্টীঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু ॥ ৩৮ ॥
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
যদি বা বিলয়াত্মানং শিলায়াং চূর্ণয়স্থলম্ ॥ ৩৯ ॥
যদি বাগ্নিং প্রবিশসি বড়বাগ্নিমথাপি বা।
যদি বা পতসি শ্বভ্রে খড়্গধারাজবে তথা ॥ ৪০ ॥
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোপি বা।
অত্যন্তকরুণাক্রান্তো লোকনাথোথবা যতিঃ ॥ ৪১ ॥
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তত্তব।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৪২ ॥
অনাবাধে বিকারে চ সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৪৩ ॥
সঙ্কল্পতন্তাবখিলা ভাবাঃ প্রোতাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানে তে ক্ব যান্তি বিশরারবঃ ॥৪৪॥
অসৎ সৎ সদসৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পাদেব নান্যতঃ।
সঙ্কল্পং সদসচ্চৈবমিহ সত্যং কিমুচ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥
সংকল্প্যতে যথা যৎ যৎ তৎ তথা ভবতি ক্ষণাৎ।
মা কিঞ্চিদপি তত্ত্বজ্ঞ সঙ্কল্পয় কদাচন ॥ ৪৬ ॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহারপরোভব।
চিদচেত্যোন্মুখত্বং হি যাতি সঙ্কল্পসংক্ষয়ে ॥ ৪৭ ॥

উত্থায় সত্ত্বরূপেণ যোন্যা সত্যময়াত্মকম্ ।
ন তজ্জগদ্দুঃখমিদং ব্যর্থং সদৃশমাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
তেন দুঃখায় মহতে কিং মৃতেন তবানঘ ।
যদদুঃখায় তৎ প্রাজ্ঞাঃ সংশ্রয়ন্তীহ নেতরৎ ॥ ৪৯ ॥

অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ ।
অধিগময় পদং তদদ্বিতীয়ং
বিততসুখায় সুষুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে সংসারনগরবিকল্পযোগবিচারো নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ।

—:—

পুত্র উবাচ।

কীদৃশস্তাতসঙ্কল্পঃ কথমুৎপদ্যতে প্রভো।
কথঞ্চ বৃদ্ধিমাপ্নোতি কথঞ্চৈষ বিনশ্যতি॥ ১॥

দাশূর উবাচ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সত্তাসামান্যরূপিণঃ।
চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বং যৎ তৎ সঙ্কল্পাঙ্কুরং বিদুঃ॥ ২॥
লেশতঃ প্রাপ্তসত্তাকঃ স এব ঘনতাং শনৈঃ।
যাতি চিত্তখমাপূর্য্য দৃঢ়জাড্যায় মেঘবৎ॥ ৩॥
ভাবয়ন্তী চিতিশ্চেত্যং ব্যতিরিক্তমিবাত্মনঃ।
সংকল্পতামুপায়াতি বীজমঙ্কুরতামিব॥ ৪॥
সংকল্পেন হি সংকল্পঃ স্বয়মেব প্রজায়তে।
বর্দ্ধতে স্বয়মেবাশু দুঃখায় ন সুখায় তু॥ ৫॥
সংকল্পমাত্রং হি জগজ্জলমাত্রং যথার্ণবঃ।
ঋতে সংকল্পমন্যা তে নাস্তি সংসারদুঃখিতা॥ ৬॥
কাকতালীয়যোগেন সঞ্জাতোঽস্তি মুধৈব হি।
মৃগতৃষ্ণাদ্বিচন্দ্রত্বমিবাসত্যঞ্চ বর্দ্ধতে॥ ৭॥

নিগীর্ণমাতুলিঙ্গস্য কনকপ্রত্যয়োযথা।
স্বয়মভ্যেত্যসত্যোন্তঃ সংকল্পস্তে তথা হৃদি ॥ ৮ ॥
অসত্যমেব জাতস্ত্বমসত্যমপি বর্ত্তসে।
অস্মিন্ জ্ঞাতে চ বিজ্ঞানে হ্যসত্যং সম্বিলীয়তে ॥ ৯ ॥
অসৌ সোহমিমে ভাবাঃ সুখদুঃখময়া মম।
ব্যর্থমেবেতি নানাস্থা যেনান্তঃপরিতপ্যসে ॥ ১০ ॥
অসন্নেবাস্য জাতোসি কুতো জন্ম বিলাসতঃ।
ব্যর্থমেবাবমূঢ়োসি সংকল্পবশতঃ স্বতঃ ॥ ১১ ॥
মা সংকল্পয় সংকল্পং ভাবং ভাবয় মা স্থিতৌ।
এতাবতৈব ভাবেন ভব্যোভবতি ভূতয়ে ॥ ১২ ॥
সংকল্পনাশযত্নেন ন ভয়ান্যনুগচ্ছতি।
ভাবনাভাবমাত্রেণ সংকল্পঃ ক্ষীয়তে স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সুমনঃপল্লবামর্দ্দে কিঞ্চিদ্ব্যতিকরোভবেৎ।
সুসাধ্যোভাবমাত্রেণ ন তু সংকল্পনাশনে ॥ ১৪ ॥
পুষ্পাক্রান্তৌ করস্পন্দযত্নঃ পুত্রোপযুজ্যতে।
তদপ্যুপকরোত্যস্মিন্ ন সংকল্পপরিক্ষয়ে ॥ ১৫ ॥
সংকল্পোযেন হন্তব্যস্তেন ভাববিপর্য্যয়াৎ।
অপ্যর্দ্ধেন নিমেষেণ লীলয়ৈব নিহন্যতে ॥ ১৬ ॥
ভাবমাত্রোপসম্পন্নে স্বাত্মনি স্থিতিমাগতে।
সাধ্যতে যদসাধ্যং তৎ কস্য স্যাৎ কিমিবাঙ্গ তে ॥ ১৭ ॥

সঙ্কল্পেনৈব সঙ্কল্পং মনসা স্বমনোমুনে।
ছিত্ত্বা স্বাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিমেতাবতি দুষ্করম্ ॥ ১৮ ॥
উপশান্তে হি সংকল্পে উপশান্তমিদং ভবেৎ।
সংসারদুঃখমখিলং মূলাদপি মহামতে ॥ ১৯ ॥
সংকল্পোহি মনোজীবশ্চিত্তং বুদ্ধিঃ সবাসনা।
নাম্নৈবান্যত্বমেতেষাং নার্থেনার্থবিদাম্বর ॥ ২০ ॥
সংকল্পনাদৃতে নেহ কিঞ্চিদেবাস্তি কুত্রচিৎ।
তমেব হৃদয়াচ্ছিন্ধি কিমেতৎ পরিশোচসি ॥ ২১ ॥
যথৈবেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈব হি।
অসন্ময়বিকল্পোত্থে উভে এতে ততে যতঃ ॥ ২২ ॥
অসিদ্ধং সর্ব্বমেবৈতদসিদ্ধেনৈব সাধিতম্।
সংকল্পেন জগৎ যস্মাৎ ভাবনা ক্বাবতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৩ ॥
(সত্যাস্থায়ামসত্যাস্তু কিংনিষ্ঠা বাসনা ভবেৎ।)
ভাবনাক্ষয়তঃ সিদ্ধিস্ততঃ প্রাপ্যং ন শিষ্যতে।
তস্মাদসদিদং সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং হেলয়েদ্ধয়া ॥ ২৪ ॥
তনুভাবনয়া তেন সুখদুঃখৈর্ন লিপ্যতে।
অবস্থিতি চ নির্ণীয় স্নেহাস্থা ন প্রবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
আস্থাক্ষয়েন জায়েতে হর্ষামর্ষৌ ভবাভবৌ।
তস্মাদসদিদং সর্ব্বং সুখদুঃখাদিবিভ্রমৈঃ ॥ ২৬ ॥

মনোজীবঃ স্ফুরত্যুচ্চৈর্মানসং নগরং জগৎ।
ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানঞ্চ ভূতঞ্চ পরিবর্ত্তয়ন্ ॥ ২৭ ॥
বাসনাবলিতং লোকে স্ফুরচ্ছক্তি মনঃস্থিতম্।
করোতি স্বাশয়েনেমাং ব্যবস্থাং মলিনশ্চলঃ ॥ ২৮ ॥
আত্মনঃ সদৃশীং লীলাং জীবোহৃদ্বনমর্কটঃ।
দীর্ঘমাকারমাদায় নিমেষাৎ যাতি হ্রস্বতাম্ ॥ ২৯ ॥
গ্রহীতুঞ্চ ন শক্যন্তে সঙ্কল্পজলবীচয়ঃ।
মনাগ্ দৃষ্টা বিবর্দ্ধন্তে হ্রসন্তি সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥
তৃণমাত্রেণ দীপ্যন্তে সঙ্কল্পা বহ্নিশেষবৎ।
জগত্যপ্রকটাকারাঃ প্রদীপ্তাঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ ॥ ৩১ ॥
ভ্রমদা জড়সংস্থানাঃ সঙ্কল্পাস্তড়িদগ্নয়ঃ।
যদেবাসন্নয়ং পুত্র তদেবাশু চিকিৎসিতুম্ ॥ ৩২ ॥
শক্যতে নাত্র সন্দেহো নাসৎ সদ্ভবতি ক্বচিৎ।
সংস্থিতোযদি সংকল্পোহুশ্চিকিৎস্যঃ স্বতোভবেৎ ॥৩৩॥
কিং ত্বসদ্ভূত এবৈষ সুচিকিৎস্যস্তদা ভবেৎ।
অকৃত্রিমং চেৎ সংসারমলমঙ্গারকার্ষ্ণ্যবৎ ॥ ৩৪ ॥
তদেতৎ ক্ষালনে সাধো কঃ প্রবর্ত্তেত দুর্ম্মতিঃ।
কিং ত্বেতত্তণ্ডুলেষ্বেব তুষকঞ্চুকবৎ স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
যতস্ততঃ প্রযত্নেন পৌরুষেণ বিনশ্যতি।
অকৃত্রিমমপি প্রাপ্তং ভৃশং পুত্র তথা পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

সুখোচ্ছেদ্যতয়া জ্ঞস্য সংসারমলমাততম্ ।
তণ্ডুলস্য যথা চর্ম্ম যথা তাম্রস্য কালিমা ॥ ৩৭ ॥
নশ্যতি ক্রিয়য়া পুত্র পুরুষস্য তথা মলম্ ।
নশ্যত্যেব ন সন্দেহস্তস্মাৎ উদ্যভবান্ ভব ॥ ৩৮ ॥
অসৎকল্পৈর্ব্বিকল্পৈর্যৎ সংসারোন জিতোমুধা ।
স্তোকেনাশু লয়ং যাতি ক্কাসদ্বস্তু চিরং স্থিতম্ ॥৩৯॥
অসত্যামেতি সংসারঃ স্বব্যবস্থাং বিচারতঃ ।
দীপালোকা দিবান্ধস্য দ্বীন্দুত্বং স্বেক্ষিতাদিব ॥ ৪০ ॥
নাসৌ তব ন চাস্য ত্বং ভ্রান্তি পুত্র পরিত্যজ ।
অসত্যে সত্যবদ্দৃষ্টে ভাবনা মা স্ম হীদৃশঃ ॥ ৪১ ॥

মম গুরুবিভবোজ্জ্বলা বিলাসা
ইতি তব মাস্তু বৃথৈব বিভ্রমোন্তঃ ।
ত্বমপি চ বিতত্তাশ্চ তে বিলাসা
বিলসতি সর্ব্বমিদং তদাত্মতত্ত্বম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দাশূরোপখ্যানে সংকল্পচিকিৎসা নাম চতুষ্পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য তদা তত্র রাত্রাবালপনং দ্বয়োঃ।
অহং রঘুকুলাকাশ-শশাঙ্ক রঘুনন্দন ॥ ১ ॥
পতিতঃ খাৎ কদম্বাগ্রে পত্রপুষ্পফলাকুলে।
তূষ্ণীং নির্ব্বৃষ্টমুক্তাত্মা শৃঙ্গাগ্র ইব তোয়দঃ ॥ ২ ॥
অপশ্যং তত্র দাশূরং শূরমিন্দ্রিয়নিগ্রহে।
পরেণ তপসা যুক্তং তেজসেব হুতাশনম্ ॥ ৩ ॥
তেজোভির্দ্দেহনিষ্ক্রান্তৈঃ কাঞ্চনীকৃতভূতলম্।
তাপয়ন্তং প্রদেশং তং ভুবনং ভাস্করোযথা ॥ ৪ ॥
মামথালোক্য সংপ্রাপ্তং দাশূরোর্ঘসপর্য্যয়া।
বিতীর্ণবিষ্টরং পত্রপূজয়া পর্য্যপূজয়ৎ ॥ ৫ ॥
ততঃ পূর্ব্বকথাস্তেন সহ দাশূরভাস্বতা।
কৃতাস্তনয়সম্বোধাঃ সংসারোত্তরণক্ষমাঃ ॥ ৬ ॥
দৃষ্টবাংস্তমহং বৃক্ষং কোরকোত্তরকোটরম্।
দাশূরস্যেচ্ছয়া সর্ব্বৈরযতদ্ভির্ম্মগব্রজৈঃ ॥ ৭ ॥

সেব্যমানং বনমিব লতামণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
স্মিতেন বিস্ফুটমিব শ্বসনস্ফুরিতচ্ছদম্ ॥ ৮ ॥
লতাকোটিগতৈর্ভ্রান্তৈশ্চামরৈরিন্দুসুন্দরৈঃ ।
শুভ্রাভ্রখণ্ডনিকরৈঃ শরন্নভ ইবাবৃতম্ ॥ ৯ ॥
প্রালেয়কণপদ্ধত্যা মুক্তাবল্যাভ্যলঙ্কৃতম্ ।
সর্ব্বাবয়বমেবাচ্ছ পুষ্পপূরৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ১০ ॥
স্বরেণুচন্দনালেপৈঃ সমালব্ধমখণ্ডিতম্ ।
স্বচ্ছদাভোগবিপুল রক্তাম্বরপরিচ্ছদম্ ॥ ১১ ॥
বিবাহায়েব বেষেণ পুষ্পভারাতিভারিণা ।
লতাঙ্গনানুষক্তেন নাগরেণ কৃতোপমম্ ॥ ১২ ॥
মুনিবদ্ধোটজাকার লতামণ্ডপমণ্ডিতম্ ।
মঞ্জরীভিঃ পতাকাভির্যুক্তং পুরমহোৎসবে ॥ ১৩ ॥
মৃগকণ্ডূয়নধ্বস্ত পুষ্পধূলিবিধূসরম্ ।
প্রোৎসারিতোপান্তবনং বৃষমল্লমিবোত্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
বর্হিভিঃ কুসুমোদ্বান্ত পরাগপরিপাটলৈঃ ।
নিক্ষেপক্ষিপ্তসন্ধ্যাভ্র বালবালমিবাচলৈঃ ॥ ১৫ ॥
প্রবালারুণহস্তেন কুসুমস্মিতশোভিনা ।
মধুনা ঘূর্ণমানেন প্রান্তেন পুলকত্বিষা ॥ ১৬ ॥
নীরন্ধ্রপুষ্পপূর্ণেন ঘূর্ণিতেন বনানিলৈঃ ।
নিদ্রালুকুট্মলদৃশা স্তবকস্তনধারিণা ॥ ১৭ ॥

পুষ্পজালরজঃপুঞ্জ কুঙ্কুমারুণবাসসা।
লতাবিতাননিলয় বাতায়ননিষঙ্গিণা॥ ১৮॥
নীলপুষ্পলতাদোলা লীলালাস্যবিলাসিনা।
আপাদমস্তকপ্রান্তং সর্ব্বতোনির্ম্মিতালয়ম্॥ ১৯॥
বৃন্দেন বনদেবীনাং কোকিলালাপশালিনা।
সন্দিগ্ধমঞ্জরীজালমলিনেত্রেণ ভাসিনা॥ ২০॥
অবশ্যায়োপশমিত রতিখেদৈর্ম্মদালসৈঃ।
পুষ্পধূলিসমালব্ধৈরাশ্লিষ্টৈর্নিবিড়ং মিথঃ॥ ২১॥
পুষ্পান্তরান্তঃপুরগৈঃ কিমপি প্রণয়োচিতম্।
ধ্বনদ্ভিরভিতঃ স্বচ্ছ মত্তালিযুগলৈর্ব্বৃতম্॥ ২২॥
কাননোপান্তনগরী ঘুংঘুমাকর্ণনেচ্ছয়া।
ক্ষণমুৎকর্ণমাশান্ত চারুবর্ব্বণটাঙ্কৃতৈঃ॥ ২৩॥
ক্ষণং দলাগ্রবিশ্রান্ত মুগ্ধমুগ্ধশিরস্তয়া।
পশ্যদ্ভিরিংন্দ্বশুকবৎ জালার্মর্ণবমেখলাম্॥ ২৪॥
বনস্থলীনাং তনয়ৈর্ন য়ৈর্ম্মূর্ত্তিমিবাস্থিতৈঃ।
শুভৈঃ পত্রপুটেষ্বন্তর্ম্মৃগৈঃ সারতলান্তরম্॥ ২৫॥
নীড়শ্বসৎসু বিশ্বস্ত সুপ্তমাত্রকপক্ষিণম্।
পাকচ্যুতফলোপান্ত ভূতকঞ্চুকমণ্ডলী॥ ২৬॥
সন্দিগ্ধমূকভ্রমরং গুচ্ছৈঃ পূজাক্ষসূত্রকৈঃ।
শ্যামলীকৃতপর্য্যন্তং নীড়ৈঃ পল্লবমণ্ডিতৈঃ॥ ২৭॥

স্বগন্ধিতাশেষবনং পুষ্পমেঘীকৃতাম্বরম্ ।
ধূলিকদম্বশবল ফলৌঘবলিতং তলে ॥ ২৮ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
পত্রং যত্র তরৌ যত্র নোষ্যতে বা ন যুজ্যতে ॥ ২৯ ॥
পত্রে পত্রে মৃগাঃ সুপ্তা বিশ্রান্তাশ্চ পদে পদে ।
কচ্ছে কচ্ছে খগা লীনাস্তস্য ভূরুহভূপতেঃ ॥ ৩০ ॥
এবংগুণবিশিষ্টং তং সমালোকযতোমম ।
মহোৎসবেন সদৃশী সা বভূব তমস্বিনী ॥ ৩১ ॥
ততঃ কথাভীরম্যাভিঃ স তস্য তনয়ো ময়া ।
বিজ্ঞানালোকরম্যাভির্নীতোবোধং পরং পুনঃ ॥ ৩২ ॥
আবয়োস্তত্র চিত্রাভিঃ কথাভিরিতরেতরম্ ।
শর্ব্বরী সা ব্যতীয়ায় মুহূর্ত্ত ইব কান্তয়োঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রাতঃ প্রতনুতাং যাতে পুষ্পর্দ্ধিঘনজালকে ।
স্বর্গাঙ্গনাঙ্গভোগাভে তারকানিকরে শনৈঃ ॥ ৩৪ ॥
আকদম্বনভোভাগমুপযাতং সুতান্বিতম্ ।
অহং বিসৃজ্য দাশূরং ততোমরনদীং গতঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রাভিমতমাসাদ্য স্থানমেত্য নভস্তলম্ ।
প্রবিশ্য খং মুনীনাঞ্চ মধ্যং স্বস্থ ইব স্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
দাশূরাখ্যায়িকৈষা তে কথিতা রঘুনন্দন ।
জগতঃ প্রতিবিম্বাভা সত্যাকারাপ্যসন্ময়ী ॥ ৩৭ ॥

দাশূরাখ্যায়িকেবেয়মিত্যেতৎ কথিতং ময়া।
তুভ্যং রাঘব বোধায় জগদ্রূপনিরূপণে॥ ৩৮॥

তস্মাদবাস্তবীং ত্যক্ত্বা বাস্তবীমপি রঞ্জনাম্।
দাশূরসিদ্ধান্তদৃশা সদোদারোভবাত্মবান্॥ ৩৯॥

তস্মাদ্বিকল্পং মলমাত্মনস্ত্বং
নির্দ্ধূয় পশ্যামলমাত্মতত্ত্বম্।
আসাদয়িষ্যস্যচিরাৎ পদং তৎ
ভবিষ্যসীজ্যোভুবনেষু যেন॥ ৪০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে বশিষ্ঠদাশূরমেলনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥
দাশূরোপাখ্যানং সমাপ্তম্।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

নাস্তীদমিতি নির্ণীয় সর্ব্বতস্ত্যজ রঞ্জনাম্।
যন্নাস্তি তৎপ্রতি কিল কেবাস্থেহ বিচারিণাম্॥ ১॥
দৃশ্যমানমথেদং চেদস্তি সত্তামুপাগতম্।
তিষ্ঠ স্বাত্মনি বধ্নাসি ত্বং কিমত্র কিলাত্মতাম্॥ ২॥
অথ চেদস্তি নাস্তীদমিতি নিশ্চয়বানসি।
তথাপি ভাবনাসঙ্গঃ কথং যুক্তশ্চলাচলে॥ ৩॥
নেদমস্তি জগদ্রাম তব নাস্তি মহামতে।
কেবলং স্বচ্ছমেবেত্থ মাততং মিতমীদৃশম্॥ ৪॥
নেদং কর্ত্তৃকৃতং কিঞ্চিন্ন বা কর্ত্তৃকৃতক্রমম্।
স্বয়মাভাসতে চেদং কত্র কর্ত্তৃপদং গতম্॥ ৫॥
অকর্ত্তৃকং জগজ্জালং ভবত্বথ সকর্ত্তৃকম্।
মা ত্বমেতেন শবলং ভাবয়ন্নাস্ব চেতসি॥ ৬॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনাত্মা কর্ত্তেব স জড়োপমঃ।
অকর্ত্তৃ চ তদা মন্যে কাকতালীয়বজ্জগৎ॥ ৭॥

কাকতালীয়যোগেন জাতং যৎ কিঞ্চিদেব তৎ।
তস্মিন্ ভাবানুসন্ধানং বালোবধ্নাতি নেতরঃ॥ ৮॥
ন কদাচিদিদং শান্তঃ জগদ্রাম ন চ ক্ষয়ি।
অজস্রং দৃশ্যমানত্বাৎ ভাবিত্বাচ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৯॥
ন কদাচিদিদং চাস্তি জগদ্রাম ন চ ক্ষয়ি।
অজস্রং ক্ষীয়মাণত্বান্নাস্তিত্বাচ্চানুমানতঃ॥ ১০॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়পদাতীতো যদা কর্ত্তেহ বিজ্বরঃ।
কুর্ব্বাণঃ সর্ব্বদা খেদং ন কদাচ ন গচ্ছতি॥ ১১॥
তেনেয়ং নিয়তিঃ প্রৌঢ়া ভাবাভাবদশাময়ী।
ঈদৃশ্যেব স্থিরা দীর্ঘা মিথ্যোত্থাপি চ দৃশ্যতে॥ ১২॥
অপর্য্যন্তস্য কালস্য কশ্চিদংশঃ শরচ্ছতম্।
তাবন্মাত্রমহাশ্চর্য্যঃ কিমর্থং সোনুধাবতি॥ ১৩॥
স্থিরাশ্চেজ্জগতাং ভাবাস্তত্ত্বাদাস্থা ন শোভতে।
কথমন্যোন্যসংশ্লেষো জড়চেতনয়োঃ কিল॥ ১৪॥
অস্থিরাশ্চেজ্জগদ্ভাবাস্তদাপ্যাস্থা ন শোভতে।
পয়ঃফেনাস্থিরস্যান্তে দুঃখমেষা দদাতি তে॥ ১৫॥
আস্থাবন্ধো মহাবাহো জগদ্ভাবত্বমাত্মনঃ।
ন স্থিরাস্থিরয়োঃ ফেন-শৈলয়োরিব রাজতে॥ ১৬॥
সর্ব্বকর্ত্তাপ্যকর্ত্তেব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন।
তিষ্ঠত্যেবমুদাসীন আলোকং প্রতি দীপবৎ॥ ১৭॥

কুর্ব্বন্ন কিঞ্চিৎ কুরুতে দিবাকার্য্যমিবাংশুমান্ ।
গচ্ছন্ন গচ্ছতি স্বস্থঃ স্বাস্পদস্থোরবির্যথা ॥ ১৮ ॥
যতঃ কুতশ্চিদেবেদং সম্পন্নমিব লক্ষ্যতে ।
অরুণাতীরবদ্বারি পূরাবর্ত্তবদাততম্ ॥ ১৯ ॥
ইতি চেদ্ভবতা রাম নৈপুণ্যেনাবধারিতম্ ।
প্রমাণপরিশুদ্ধেন চেতসা চ বিচারিতম্ ॥ ২০ ॥
তথাপি ভাবনাং সাধো পদার্থং প্রতি নার্হসি ।
আলাতচক্রে স্বপ্নে চ ভ্রমে বা কেব ভাবনা ॥ ২১ ॥
অকস্মাদাগতোজন্তঃ সৌহার্দ্দস্য ন ভাজনম্ ।
ভ্রমোদ্ভূতং জগজ্জালমাস্থায়াস্তন্ন ভাজনম্ ॥ ২২ ॥
ঔষ্ণ্যেন্দৌ শীতলে ভানৌ মৃগতৃষ্ণাজলে তথা ।
যথা ন ভাবয়স্থাস্থামেবং ভাবয় মা স্থিতৌ ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপুরুষস্বপ্ন জনদ্বীন্দুত্ববিভ্রমম্ ।
যথা পশ্যসি পশ্যত্বং ভাবজাতমিদং তথা ॥ ২৪ ॥
অন্তরাস্থাং পরিত্যজ্য ভাবশ্রীভাবনাময়ীম্ ।
যোসি সোসি জগত্যস্মিংল্লীলয়া বিহরানঘ ॥ ২৫ ॥
অকর্ত্তৃত্বপদং পীত্বা পীত্বেচ্ছামপি কুর্ব্বতঃ ।
সর্ব্বভাবান্তরস্থস্য সর্ব্বাতীতস্য চাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
ইয়ং সন্নিধিমাত্রেণ নিয়তিঃ পরিজৃম্ভতে ।
দীপসন্নিধিমাত্রেণ নিরিচ্ছৈব প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥

অভ্রসন্নিধিমাত্রেণ কুটজানি যথা স্বয়ম্।
আত্মসন্নিধিমাত্রেণ ত্রিজগন্তি তথা স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বেচ্ছারহিতে ভানৌ যথা ব্যোমনি তিষ্ঠতি।
জায়তে ব্যবহারশ্চ সতি দেবে তথা ক্রিয়া ॥ ২৯ ॥
নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথালোকঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবে তু তথৈবায়ং জগদ্গণঃ ॥ ৩০ ॥
অতঃ স্বাত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতম্।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াদ্যতীতত্বাৎ কর্ত্তা ভোক্তা ন সন্ময়ঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তর্গতত্বাত্তু কর্ত্তা ভোক্তা স এব হি ॥ ৩২ ॥
দ্বে এবাত্মনি বিদ্যেতে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতোঽনঘ।
যয়ৈব পশ্যসি শ্রেয়স্তামাশ্রিত্য স্থিরোভব ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বস্থোহমকর্ত্তেতি দৃঢ়ভাবনয়ানয়া।
প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৩৪।
যাতি নীরসতাং জন্তুরপ্রবৃত্তেশ্চ চেতসঃ।
যস্যাহং কিঞ্চিদেবেহ ন করোমীতি নিশ্চয়ঃ। ৩৫।
ভোগৌঘকামবাংস্তত্র কঃ করোতু জহাতু বা।
তস্মান্নিত্যমকর্ত্তাহমিতি ভাবনয়েদ্ধয়া। ৩৬।
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈবাবশিষ্যতে।
অথ সর্ব্বং করোমীতি মহাকর্ত্তৃতয়া তয়া। ৩৭।

যদীচ্ছসি স্থিতিং রাম তত্ত্বামপ্যুত্তমাং বিদুঃ।
অহো যন্ন করোমীমং সমগ্রং জাগতং ভ্রমম্। ৩৮।
রাগদ্বেষক্রমস্তত্র কুতোন্যস্যাত্যসম্ভবাৎ।
যদন্যেন শরীরন্তু দগ্ধমন্যেন লালিতম্। ৩৯।
সোস্মদারম্ভ এবাতঃ কঃ খেদোল্লাসয়োঃ ক্রমঃ।
মৎসুখাসুখবিস্তারে জগজ্জালক্ষয়োদয়ে ॥৪০॥
অহং কর্ত্তেতি মত্বান্তঃ কঃ খেদোল্লাসয়োঃ ক্রমঃ।
খেদোল্লাসবিলাসেষু স্বাত্মকর্ত্তৃতয়ৈতয়া ॥৪১॥
স্বয়মেব লয়ং যাতে সমতৈবাবশিষ্যতে।
সমতা সর্ব্বভূতেষু যাসৌ সত্যাপরা স্থিতিঃ ॥৪২॥
তস্যামবস্থিতং চিত্তং ন ভূয়োজন্মভাঙ্মনাক্।
অথবা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ রাঘব ॥৪৩॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মনঃ পীত্বা যোসি সোসি স্থিরোভব।
অয়ং সোহময়ং নাহং করোমীদমিদং তু ন ॥৪৪॥
ইতি ভাবানুসন্ধানময়ীদৃষ্টির্ন তুষ্টয়ে।
সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা ॥৪৫॥
সাসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহোহমিতি স্থিতিঃ।
সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেপ্যুপস্থিতে ॥৪৬॥
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কসী।
তয়া সুদূরোজ্ঝিতয়া দৃষ্টৌ পটললেখয়া ॥৪৭॥

উদেতি পরমা দৃষ্টির্জ্জ্যোৎস্নেব বিগতাম্বুদা।
যয়াভ্যুদিতয়া রাম তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৪৮ ॥

কর্ত্তা নাস্মি ন চাহমস্মি স ইতি জ্ঞাত্বৈব মন্তঃ স্ফুটং
কর্ত্তা চাস্মি সমগ্রমস্মি তদিতি জ্ঞাত্বাথবা নিশ্চয়ম্।
কোপ্যেবাস্মি ন কিঞ্চিদেবমিতি বা নির্ণীয় সর্ব্বোত্তমে
তিষ্ঠ ত্বং স্বপদে স্থিতাঃ পদবিদো যত্রোত্তমাঃ সাধবঃ॥৪৯

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে কর্ত্তৃত্ববিচারযোগোপদেশকরণং নাম ষট্পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

—ঃঃ—

রাম উবাচ।

সত্যমেতত্ত্বয়া ব্রহ্মন্ যদুক্তং সূক্তিসুন্দরম্।
অকর্ত্তৈব হি কর্ত্তাত্মা ভোক্তাভোক্তৈব ভূতকৃৎ॥ ১॥
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগশ্চ চিন্মাত্রমমলং পদম্।
স্থানং ভুবি বপুর্দ্দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ॥ ২॥
হৃদয়ঙ্গমতাং প্রাপ্তমিদানীং ব্রহ্ম মে বিভো।
ত্বদুক্তিভির্যথাম্ভোদধারাভির্ভূভৃদব্যথঃ॥ ৩॥
ঔদাসীন্যাদনিচ্ছত্বান্ন ভুঙ্‌ক্তে ন করোতি চ।
সমগ্রালোককারিত্বাৎ ভুংক্তে দেবঃ করোতি চ॥ ৪॥
কিন্ত্বয়ং ভগবন্ স্ফারঃ সংশয়োমে হৃদি স্থিতঃ।
তং ত্বং ছিন্ধি গিরা ব্রহ্মন্ দীধিত্যেন্দুর্যথা তমঃ॥ ৫॥
ইদং সৎ তদিদং বাস-দয়ং সোহমিদং ন তু।
অয়মেকোদ্বিতীয়োয়মিত্যাদিকলনাময়ম্॥ ৬॥
একস্মিন্ বিদ্যতে ধ্বান্তে নীহার ইব ভাস্করে।
ইদং প্রথমমেবাচ্ছে কথমাত্মনি সংস্থিতম্॥ ৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সিদ্ধান্তকাল এবাস্য সম্প্রশ্নস্যোত্তরং স্থিরম্।
কথয়িষ্যামি তে রাম যেন জ্ঞাস্যসি তত্ত্বতঃ॥ ৮॥
মোক্ষোপায়স্য সিদ্ধান্তমসম্প্রাপ্য ন রাঘব।
শ্রোতুং প্রশ্নোত্তরাণ্যেতান্যলং যোগ্যোভবিষ্যসি॥ ৯॥
কান্তাগীতগিরাং রাম তরুণোভাজনং যথা।
প্রশ্নানামুত্তমোক্তীনাং পুণ্যকৃদ্ভাজনং তথা॥ ১০॥
বৃথা ভবতি বালেষু যথা রাগময়ী কথা।
নিরর্থকাল্পবোধেষু তথোদারোদয়া কথা॥ ১১॥
কস্মিংশ্চিদেব সময়ে কিঞ্চিৎ পুংসো বিরাজতে।
ফলমাভাতি বৃক্ষস্য শরদ্যেব ন মাধবে॥ ১২॥
উপদেশগিরোবৃদ্ধে রঞ্জনা নির্ম্মলে পটে।
লগন্ত্যুদারবিজ্ঞান-কথা চাধিগতাত্মনি॥ ১৩॥
প্রশ্নস্যাস্যোত্তরং পূর্ব্বং লেশতঃ কথিতং ময়া।
ন বিস্তরেণ তেনৈতন্ন জ্ঞাতং ভবতা স্ফুটম্॥ ১৪॥
যদি ত্বমাত্মনাত্মানমধিগচ্ছসি তং স্বয়ম্।
এতৎ প্রশ্নোত্তরং সাধু জানাস্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥
ময়া সিদ্ধান্তকালে তু প্রাপ্তবোধে ত্বয়ি স্থিতে।
বক্তব্যোবিস্তরেণৈব সাধো প্রশ্নোত্তরক্রমঃ॥ ১৬॥

জানাত্যাত্মানমাত্মৈব কৃত আত্মাত্মনৈব হি।
আত্মৈব সংপ্রসন্নঃ সন্নাত্মানং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৭ ॥
তদেতৎ কথিতং রাম কর্ত্র কর্ত্তৃ বিচারণম্।
অজ্ঞাতত্বাত্তু তামেতামক্ষীণবাসনোভবেৎ ॥ ১৮ ॥
বদ্ধোহি বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥ ১৯ ॥
তামসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদিভাবনানাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্ ॥ ২০ ॥
তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃশান্তসমস্তেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ২১ ॥
তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধিসমন্বিতাম্।
শেষে স্থিরসমাধানো যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥ ২২ ॥
চিন্ময়ঃ কলনাকালপ্রকাশতিমিরাদিকম্।
বাসনাং বাসিতারঞ্চ প্রাণস্পন্দনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
সমূলমপি সন্ত্যক্ত্বা ব্যোমসৌম্যপ্রশান্তধীঃ।
যস্ত্বং ভবসি সদ্বুদ্ধে স ভবানস্তু সৎকৃতঃ ॥ ২৪ ॥
হৃদয়াৎ সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।
যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

নৈষ্কর্ম্মেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থোঽস্তি কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥ ২৭॥
বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্॥ ২৮॥
দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা দিশোদশ।
জনাঃ কতিপয়া এব যথাবস্ত্ববলোকিনঃ॥ ২৯॥
যৎ যদালোক্যতে কিঞ্চিৎ কশ্চিৎ যৎ তৎ ন বিদ্যতে।
ঈপ্সিতানীপ্সিতাদন্যৎ ন তত্র যততে জনঃ॥ ৩০॥
যে কেচন সমারম্ভা যে জনস্য ক্রিয়াক্রমাঃ।
তে সর্ব্বে দেহমাত্রার্থমাত্মার্থং ন তু কিঞ্চন॥ ৩১॥
পাতালে ব্রহ্মলোকে চ স্বর্গে চ বসুধাতলে।
বোদ্ধি কতিপয়া এব দৃশ্যন্তে দৃষ্টদৃষ্টয়ঃ॥ ৩২॥
ইদং হেয়মুপাদেয় মিদমিত্যসদুত্থিতৌ।
নিশ্চয়ৌ গলিতৌ যস্য জ্ঞস্যাসাবতিদুর্লভঃ॥ ৩৩॥
করোতু ভুবনে রাজ্যং বিশত্বম্ভোদমম্বু বা।
নাত্মলাভাদৃতে জন্তুর্ব্বিশ্রান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৩৪॥
যে মহামতয়ঃ সন্তঃ শূরাশ্চেন্দ্রিয়শত্রুষু।
জন্মজ্বরবিনাশায় ত উপাস্যা মহাধিয়ঃ॥ ৩৫॥
সর্ব্বত্র পঞ্চভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে রতিমেতু ক্ব ধীরধী॥ ৩৬॥

যুক্ত্যা বৈ চরতোজ্ঞস্য সংসারোগোষ্পদাকৃতিঃ।
দূরসন্ত্যক্তযুক্তেস্তু মহামত্তার্ণবোপমঃ॥ ৩৭॥
কদম্বগোলকৈস্তুল্যং ব্রহ্মাণ্ডং স্ফারচেতসঃ।
কিং প্রযচ্ছতি কিং ভুংক্তে প্রাপ্তেস্মিন্ সকলেপি সঃ॥৩৮
এতদর্থমবুদ্ধীনাং যন্মহাসমরক্রিয়াঃ।
তন্মন্যে রাম ধিক্কার্য্যং দ্বন্দ্বলক্ষক্ষয়াবহম্॥ ৩৯॥
কল্পমাত্রেণ কালেন সুমহাপেলবোদরে।
তস্মিন্নপি হি যোনাশঃ সর্ব্বাধিরমহাধিয়াম্॥ ৪০॥
আত্মনোজ্ঞস্য সর্গাদের্যন্মনাগপি নোদ্‌গতম্।
তস্মিন্ জগত্রয়ে প্রাপ্তে কিঞ্চিদাত্মা বলী ভবেৎ॥ ৪১॥
ইতঃ শৈলশতৈর্ব্ব্যাপ্তা তথেতোজলরাশিভিঃ।
কিয়ানস্য ভুবোদেহো যেনোদারং প্রপূরয়েৎ॥ ৪২॥
ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ সপাতালসুরালয়ে।
যন্নামাত্মবতোজ্ঞস্য কিঞ্চিৎ কার্য্যতরং ভবেৎ॥ ৪৩॥
একতামনুযাতস্য ব্যোমবদ্বিততস্য চ।
স্বস্থস্যাত্মবতোজ্ঞস্য স্থিতস্যাত্মন্যচেতসঃ॥ ৪৪॥
শরীরজালনীহার ধূসরা শূন্যকোটরা।
শান্তসংসারসুভগা ত্রিলোকী বিপুলা তটী॥ ৪৫॥
স্ফারব্রহ্মামলাম্ভোধি ফেনাঃ সর্ব্বে কুলাচলাঃ।
চিদাদিত্যমহাভাস মৃগতৃষ্ণাজলশ্রিয়ঃ॥ ৪৬॥

আত্মতত্ত্বমহাম্ভোধি বীচয়ঃ সর্গরাজয়ঃ।
অনুত্তমপদাম্ভোদ বৃষ্টয়ঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ॥ ৪৭॥
চন্দ্রাগ্নিতপনালোকা ঘটকাষ্ঠাদিসন্নিভাঃ।
প্রকাশনীয়াশ্চিদ্রূপ ত্বিষোমলকণাস্তথা॥ ৪৮॥
বিহরন্তি স্বমাত্মানঃ সংসারবনচারিণঃ।
কামভোগোলপগ্রাস মৃগানরসুরাসুরাঃ॥ ৪৯॥
অস্থিখণ্ডার্গলা মূর্দ্ধ পিধানাঃ স্নায়ুশৃঙ্খলাঃ।
জগদ্দেহা জরজ্জীবরক্তমাংসসমুদ্‌গকাঃ॥ ৫০॥
বনমালা মৃগা মুগ্ধাঃ পুরসঞ্চারিতা স্থিতৌ।
বালবুদ্ধিবিনোদায় যোজিতাশ্চর্ম্মপুত্রিকাঃ॥ ৫১॥
নৈবম্বিধোদারমনা মনাগপি মহামতিঃ।
ন জ্ঞশ্চলতি ভোগৌঘৈর্ম্মন্দবাতৈরিবাচলঃ॥ ৫২॥
তস্মিন্ কিল পদে রাম জ্ঞস্তিষ্ঠতি মহোত্তমে।
যস্মিংশ্চন্দ্রার্কদেশোপি ন পাতালমিব স্থিতঃ॥৫৩॥
যস্যালোকাল্লোকপালাঃ সমালোকাঃ সুবেদিনঃ।
শরীরং পান্ত্যয়মিব পশ্যন্মূঢ়াঃ ক্ষপার্ণবে॥ ৫৪॥
ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
অপ্যভ্যাসগতাঃ স্ফারহৃদয়ং খমিবাম্বুদাঃ॥ ৫৫॥
ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
মর্কটা ইব নৃত্যন্তো গৌরীলাস্যার্থিনং হরম্॥ ৫৬॥

ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
প্রাক্তনপ্রতিবিম্বশ্রী রত্নং কুম্ভগতং যথা॥ ৫৭॥

বজ্রার্পিতোপমমসম্মরুমম্বুভঙ্গ
তুঙ্গং তরঙ্গকৃতবিম্বমিবাবলোক্য।
লোলাং তদীহিতসুখেষু রতিং ন যাতি
তজ্‌জ্ঞঃ কুশৈবললবেষ্বিব রাজহংসঃ॥৫৮॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে পূর্ণাশয়স্বরূপবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈব বস্তুন্যুদিতাঃ শৃণু রাঘব পূর্ব্বজাঃ।
কচেন গাথা যা গীতা বার্হস্পত্যেন পাবনাঃ॥ ১॥
কস্মিংশ্চিন্মেরুগহনে তিষ্ঠন্ সুরগুরোঃ সুতঃ।
কদাচিদভ্যাসবশাৎ বিশ্রান্তিং প্রাপ চাত্মনি॥ ২॥
সম্যগ্‌জ্ঞানামৃতাপূর্ণা মতির্নারমতাস্য সা।
পঞ্চভূতময়ে মান্যে দৃশ্যেঽস্মিন্ পেলবাত্মনি॥ ৩॥
স তেন নির্ব্বিণ্ণ ইব সদাত্মত্বাদৃতে পদম্।
অপশ্যন্ সমুবাচেদমেকোগদ্‌গদয়া গিরা॥ ৪॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥ ৫॥
দুঃখমাত্মা সুখঞ্চৈব খমাশা সুমহত্তয়া।
সর্ব্বমাত্মময়ং জ্ঞাতং নষ্টকষ্টোঽহমাত্মনা॥ ৬॥
সবাহ্যাভ্যন্তরে দেহে অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দিক্ষু চ।
ইত আত্মা ততশ্চাত্মা নাস্ত্যনাত্মময়ং ক্বচিৎ॥ ৭॥

সর্ব্বত্রৈব স্থিতোহ্যাত্মা সর্ব্বমাত্মময়ং স্থিতম্।
সর্ব্বমেবেদমাত্মৈবমাত্মন্যেব ভবাম্যহম্ ॥ ৮ ॥
যন্নাম নাম তৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বত্র সন্ময়ঃ স্থিতঃ ॥৯॥
পূর্ণস্তিষ্ঠামি মোদাত্মা স্বখমেকার্ণবোপমঃ।
ইত্যেবং ভাবয়ংস্তত্র কনকাচলকুঞ্জকে ॥ ১০ ॥
উচ্চারয়ন্নোঙ্কারঞ্চ ঘণ্টাস্বনমিব ক্রমাৎ।
ওঁঙ্কারস্য কলামাত্রং পাশ্চাত্যঃ বালকোমলম্।
নান্তরস্থো ন বাহ্যস্থো ভাবয়ন্ পরমে হৃদি ॥ ১১ ॥

ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধো
হৃদয়নিরন্তরলীনবাতবৃত্তিঃ।
গতঘনশরদাশয়োপমানঃ
স্থিত ইতি রাম কচঃ স গায়মানঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে কচগাথা নাম
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অন্নপানাঙ্গনাসঙ্গাদৃতে নাস্তীহ কিঞ্চন।
শুভমস্ত্বিতি সন্বাদি মহান্ কিমিব বাঞ্ছতু ॥ ১ ॥
তির্য্যঞ্চঃ পশবোমূঢ়া যেন তুষ্যন্ত্যসাধবঃ।
ভোগৈঃ কৃপণসর্ব্বস্বৈরাদিমধ্যান্তপেলবৈঃ ॥ ২ ॥
বিশ্বাসং যান্তি যে লোকে তৈরলং নরগর্দ্দভৈঃ।
ইতঃ কেশা ইতোরক্ত-মিতীয়ং প্রমদাতনুঃ ॥ ৩ ॥
এতয়া তোষমায়ান্তি সারমেয়া ন মানবাঃ।
মৃন্মহীদারুতরবো দেহামাংসময়া অপি ॥ ৪ ॥
অধোভূরম্বরং পৃষ্ঠে কিমপূর্ব্বং সুখায়তু।
মাত্রাস্পর্শানুসারিণ্যো বিবেকপদভঙ্গুরাঃ ॥ ৫ ॥
মোহায়ৈবাপরাম্নষ্টাঃ সকলালোকসন্বিদঃ।
সর্ব্বস্থা এব পর্য্যন্তে সুখাশায়াশ্চ সংস্থিতম্ ॥ ৬ ॥
মালিন্যং দুঃখমপ্যেবং জ্বালায়া ইব কজ্জলম্।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ॥ ৭ ॥

লতা নাগেন্দ্রমৃদিতা ধাবয়ন্তি ন সম্পদঃ।
পুত্রিকারক্তমাংসস্য কান্তেয়মিতি সাদরম্ ॥ ৮ ॥
স্বদেহনাম্নাস্থিচয়ে শ্লিষ্যতে মোহকক্রমঃ।
সর্ব্বং সত্যমিদং রাম স্থিরমজ্ঞস্য তুষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
জ্ঞস্যাশ্বৈর্য্যমসত্যঞ্চ জগদ্রাম ন তুষ্টয়ে।
অভুক্তেপি বিষায়ৈষা বিষমূর্চ্ছাং প্রযচ্ছতি ॥ ১০ ॥
তাং পরিত্যজ্য ভোগাস্থাং স্বাত্মৈকত্বগতিং ভজ।
অনাত্মময়ভাবেন চিত্তং স্থিতিমুপাগতম্ ॥ ১১ ॥
যদা তদৈতদাজাতং জগজ্জালমসন্ময়ম্।
বাসনাবশতোব্রহ্ম-মনসা কল্পিতং বপুঃ ॥ ১২ ॥
তেজসাশ্রিতকুড্যেন হেমাভত্বমিবাত্মনঃ।

রাম উবাচ।

বৈরিঞ্চপদমাসাদ্য মনোব্রহ্মন্ মহামতে ॥ ১৩ ॥
ইদং জগৎ সুঘনতাং কথমানয়তি ক্রমাৎ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

গর্ভতল্পাৎ সমুত্থায় পদ্মজঃ প্রথমঃ শিশুঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মেতি শব্দমকরোৎ ব্রহ্মা তেন স উচ্যতে।
সঙ্কল্পজালরূপস্য মনসা কল্পিতাকৃতেঃ।
অকরোত্তস্য সঙ্কল্প-লক্ষ্মীঃ পদমথোত্তরে ॥ ১৫ ॥

ততঃ সঙ্কল্পয়ামাস পূর্ব্বং তেজোমহাপ্রভম্ ।
শরদন্তে লতাচক্রচক্রীকৃতদিগন্তরম্ ॥ ১৬ ॥
পক্ষপ্রতিমনিস্যূত কর্ম্মণাতিগুণাক্ষরম্ ।
পুঞ্জপিঞ্জরপর্য্যন্তং হেমজ্ঞাননিভাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥
জালহেমলতাজাল জটালনিজমন্দিরম্ ।
কচৎপ্রসরত্তুত্থানা কারকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥
তং শরীরং মনস্তস্মিংস্ততস্তেজসি ভাস্বরে ।
আত্মাকারসমাকারং ভাস্বরং সমকল্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥
স ততস্তেজসস্তস্মাদভ্যুদেতি দিবাকরঃ ।
জালমণ্ডলমধ্যস্থো জ্বলৎকনককুণ্ডলঃ ॥ ২০ ॥
জ্বলজ্জটাভারধরোপান্তবিস্ফারপাবকঃ ।
জ্বালাবিশালাবয়বঃ পূরিতাকাশমণ্ডলঃ ॥ ২১ ॥
অথ ব্রহ্মা মহাবুদ্ধিরন্যাস্তাস্তেজসঃ কলাঃ ।
অপাল্যয়দসদ্ব্রহ্মা তরঙ্গানিব সাগরঃ ॥ ২২ ॥
তেপি সঙ্কল্পসম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সমশক্তয়ঃ ।
যথাসঙ্কল্পিতং বস্তু ক্ষণাদ্দৃষ্ট্বা পুরগ্রতঃ ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পয়ন্তো যান্যাংস্তে নানাভূতগণান্ বহূন্ ।
ভূতেষ্বন্যাংস্তু তেষ্বন্যাংস্তেষ্বন্যান্ বিবিধানপি ॥ ২৪ ॥
সংস্মৃত্য বেদাংস্তদনু যজ্ঞক্রমগুণান্ বহূন্ ।
জগদ্গৃহাদয়ং ব্রহ্মা মর্য্যাদাং সমকল্পয়ৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মং রূপমুপাদায় মনোনাম মহদ্বপুঃ।
তনোতীত্থমিমাং দৃষ্টিং ভূতসন্ততিসঙ্কুলাম্ ॥ ২৬ ॥
সমুদ্রাচলবৃক্ষাঢ্যাং কৃতলোকোত্তরক্রমাম্।
মেরুভূপীঠদিক্কুঞ্জ জটালোদরমণ্ডলাম্ ॥ ২৭ ॥
সুখদুঃখজরাজন্ম মরণস্বাধিবোধিতাম্।
রাগদ্বেষময়োদ্বিগ্নাং গুণত্রয়ময়াত্মিকাম্ ॥ ২৮ ॥
মনোহস্তৈর্বিরিঞ্চোত্থৈর্যৎ যথা কল্পিতং পুরা।
তত্তথৈবাখিলং দ্রষ্টুং দৃশ্যতেঽদ্যাপি মায়য়া ॥ ২৯ ॥
ইত্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু কেষুচিত্ত্বথ বা পুনঃ।
সঙ্কল্পয়তি সংসারং পরং পশ্যতি চিৎস্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
মোহ এবম্বয়োমিথ্যা জাগতঃ স্থিরতাং গতঃ।
সঙ্কল্পনেন মনসা কল্পিতোচিরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
সঙ্কল্পবশতঃ সর্ব্বাঃ প্রসবন্তি জগৎক্রিয়াঃ।
সঙ্কল্পবশতোদেবা নির্যান্তি নিয়তিস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥
কোপিতায়াঃ প্রজানাথৈর্জ্জগৎস্রষ্টেঃ কুলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা সঞ্চিন্তয়ত্যেষ পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩ ॥
মনঃস্পন্দনমাত্রেণ চিত্রং চিত্তং যদুত্থিতম্।
সৃষ্টির্ব্বা ভোগিনী স্ফারা ব্যবহারবিকারিণী ॥ ৩৪ ॥
রুদ্রোপেন্দ্রমহেন্দ্রাদ্যা শৈলসাগরসঙ্কুলা।
পাতালরোদোদিকৃস্বর্গ মার্গসঙ্কটকোটরা ॥ ৩৫ ॥

১৯

সঙ্কল্পজালমত্যন্তং ময়েদমভিতস্ততম্ ।
অধুনা বিরতোঽস্ম্যস্মাৎ বিকল্পোল্লাসনক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥
ইতি নিশ্চিত্য বিরতঃ কল্পনানর্থসঙ্কটাৎ ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম স্মরত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥
তমাসাদ্য তদাভাসে পদে গলিতমানসে ।
সুখং তিষ্ঠতি শান্তাত্মা তল্পেঽধঃশ্রমবানিব ॥ ৩৮ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ পরাং শান্তিমুপাগতঃ ।
অবিক্ষুব্ধ ইবাম্ভোধিরাত্মনাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥
ধ্যানাৎ কদাচিদ্ভগবান্ স্বয়ং বিরমতি প্রভুঃ ।
বন্ধনাৎ সলিলস্যন্দাৎ সৌম্যত্বাদিব বারিধিঃ ॥ ৪০ ॥
বিচারয়তি সংসারং সুখদুঃখসমন্বিতম্ ।
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধং রাগদ্বেষভয়াতুরম্ ॥ ৪১ ॥
ততঃ স করুণাক্রান্তমনা ভূতবিভূতয়ে ।
করোতীহ মহার্থানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪২ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভানি বেদবেদাঙ্গসংগ্রহম্ ।
পুরাণাদীনি চান্যানি মুক্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৩ ॥
পুনস্তৎপদমালম্ব্য পরমাপদ্বিনির্গতঃ ।
স্বস্থস্তিষ্ঠতি শান্তাত্মা নির্ম্মন্দর ইবার্ণবঃ ॥ ৪৪ ॥
অবলোক্য জগচ্চেষ্টাং মর্য্যাদাং বিনিযোজ্য চ ।
ব্রহ্মা কমলপীঠস্থঃ পুনঃ স্বাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৪৫ ॥

কদাচিৎ কেবলং সর্ব্ব সঙ্কল্পপরিহীনয়া।
যদৃচ্ছয়ানুগ্রহার্থং লোকক্রমবদাস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥
নার্জ্জবং নাস্থ সন্ত্যাগো বপুষো ন চ সংগ্রহঃ।
নানা ন চেতনং নেহ ন স্থিতির্নাস্থিতিঃ স্থিতা ॥ ৪৭॥
সর্ব্বভাবসমারম্ভঃ সমঃ সর্ব্বাস্থ বৃত্তিষু।
পরিপূর্ণার্ণবাকারো মুক্তশেষোবতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥
কদাচিৎ কেবলং সর্ব্ব সঙ্কল্পপরিহীনয়া।
যদৃচ্ছয়ানুগ্রহার্থং লোকানাং প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পুণ্যা যা ময়োক্তা মহামতে।
যাতাং বিধিস্থরানীকৌ তামেতাং সাত্ত্বিকীমপি ॥৫০॥
চিৎসর্গোপরমাকাশে ব্রহ্মণো যন্মনঃফলম্।
উদেতি প্রথমঃ সৈব ব্রহ্মত্বং সমবাপ্নুতে ॥ ৫১ ॥
সর্গে স্থিতিং গতে ত্বন্যা যোদেতি কল্পনাপরা।
সা ব্যোমানিলমাশ্রিত্য প্রবিশ্যৌষধিপল্লবান্ ॥ ৫২ ॥
কাচিৎ স্থরত্বমায়াতি কাচিদায়াতি যক্ষতাম্।
উদেতি প্রথমং সৈষা ব্রহ্মত্বং সমবাপ্নুতে ॥ ৫৩ ॥
যা যৎ সত্ত্বং সমন্বেতি সা তদেবাশু জায়তে।
জাতা সংসর্গবশতস্তস্মিন্নেব চ জন্মনি।
বধ্যতে মুচ্যতে বাসৌ স্বয়মন্বারভেদতঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্থং গতা স্থিতিরিয়ং কিল রামভদ্র
স্থষ্টিঃ স্ফুটপ্রকটসঙ্কটকর্ম্মলব্ধা।
আবির্ভবেদ্বিবিধবেগবিহারভার
সংরম্ভগর্ভবিধুতা কলনাপদে সা ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে কমলজব্যবহারবর্ণনং নাম
একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

———

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্মিন্ ভগবতি ব্রহ্মাংশ্চপলং পদমাশ্রিতে।
পিতামহে মহাবাহো কৃতসর্গব্যবস্থিতৌ ॥ ১ ॥
জগজ্জীর্ণারঘট্টেঽস্মিন্ বহতি স্বব্যবস্থয়া।
বিপ্রেতভূতঘটয়া রজ্জ্বা জীবিততৃষ্ণয়া ॥ ২ ॥
ব্রহ্মোত্থেষু চ ভূতেষু বিশৎসু ভবপঞ্জরম্।
আবর্ত্তেষ্বীশ্বরব্যোম বালমধ্যবিবর্ত্তিষু ॥ ৩ ॥
মনঃস্বন্যেষু বাতান্ত লোলাহতকণেষ্বিব।
অনারতং বিনির্যান্তি বিশন্ত্যন্যে তথাভিতঃ ॥ ৪ ॥
রাম ব্রহ্মণি জীবৌঘাস্তরঙ্গা ইব বারিধৌ।
অনাদ্যন্তপদোৎপন্নাঃ কলনাপদমাগতাঃ ॥ ৫ ॥
ভূতাকাশং বিশন্ত্যেতে ধূমশ্রীরিব চাম্বুদম্।
একতাং যান্তি জীবৌঘা ব্রহ্মণ্যাকাশমারুতৈঃ ॥ ৬ ॥
দিনং তন্মাত্রবাতেন তৎপ্রাণাত্মতয়া যথা।
আক্রম্যন্তে প্রচণ্ডেন দৈত্যৌঘেনামরা ইব ॥ ৭ ॥

ভূতপ্রাণানিলং তেন গন্ধবাহেন তেন চ।
নিবিশন্তি শরীরেষু জীবা গচ্ছন্তি বীর্য্যতাম্ ॥ ৮ ॥
ততোজগতি জায়ন্তে ভবন্তি প্রাণিনোঽস্ফুটাঃ।
অন্যা ধূমাদিমা জাতা রাম জীবপরম্পরা ॥ ৯ ॥
তন্মাত্রবতি তাবদ্ভিরশূন্যেম্বরকোটরে।
উদেতি যাবৎ ভগবানিন্দুরুদ্দামমণ্ডলঃ ॥ ১০ ॥
ক্ষীরাম্বুধিনিধৌ লোলৈঃ পাণ্ডুবদ্রশ্মিভির্জ্জগৎ।
ততস্তেম্বতিরম্যেষু চন্দ্ররশ্মিষু সম্পতৎ ॥ ১১ ॥
করোতি বিহগী লোলা বনে প্রেষ্যান্তরেম্বিব।
তেভ্যোপি স্বরসেনৈব যান্তি পীবরতামপি ॥ ১২ ॥
ফলেষু যেষু বধ্নাতি পদমিন্দুকরাৎ ক্ষতা।
জীবালী ক্ষীরপূর্ণেষু মাতুঃ স্তনভরেম্বিব ॥ ১৩ ॥
তাঃ ফলাবলয়ঃ পক্কা ভবিষ্যন্তি মরীচিভিঃ।
তেম্বেব বীর্য্যমাগত্য তিষ্ঠন্ত্যপ্রাপ্তবোধিতাঃ ॥ ১৪ ॥
প্রসুপ্তবাসনাজাল জীবতা গর্ভপঞ্জরম্।
অধিতিষ্ঠতি বীজশ্রীঃ সুপ্তপত্রা যথা বটম্ ॥ ১৫ ॥
যথা কাষ্ঠে স্থিতশ্চাগ্নির্যথা মৃদি ঘটাঃ স্থিতাঃ।
অনেকক্রমযোগেন পরাগত্য মহেশ্বরাৎ ॥ ১৬ ॥
অদৃষ্টান্যশরীরশ্রীঃ ক্রমতে যো ন চোদতি।
স হি সত্যেব জাতিঃ স্যাহৃদারব্যবহারবান্ ॥ ১৭ ॥

তেনৈব মোক্ষভাগী চেৎ জন্মনা স তু সাত্ত্বিকঃ।
অথৈতাং যোনিমাসাদ্য কৃত্যাং জন্মপরম্পরাম্ ॥ ১৮ ॥
রক্ষার্থং প্রাপ্তজন্মাৎ চেৎ তমোরাজসসাত্ত্বিকঃ।
পাশ্চাত্যজন্মনা পুংসো রাম বক্ষ্যামি চাধুনা ॥ ১৯ ॥
প্রাধান্যেন যথাযাতঃ সংসারমিতি সাত্ত্বিকঃ।
স কদাচিৎ ন কশ্চিচ্চ সম্ভবত্যনঘাকৃতে ॥ ২০ ॥
সম্ভবন্তীহ পুরুষা রাম রাজসসাত্ত্বিকাঃ।
প্রবিচার্য্য সমাযাতামন্তব্যঞ্চেহ তদ্ধিয়া ॥ ২১ ॥
প্রাধান্যেন সমাযাতা যে যদা পরমাত্মনঃ।
দুর্লভাঃ পুরুষা রাম তে মহাগুণশালিনঃ ॥ ২২ ॥
যে চান্যে বিবিধা মূঢ়া মূকাস্তামসজাতয়ঃ।
তেষাং স্থাবরতুল্যানাং কিঞ্চ রাম বিচার্য্যতে ॥ ২৩ ॥

কতিপয়া ন গতা ভবভাবনাং
নরস্বরাঃ প্রকৃতক্রমজন্মনি।
অহমিব প্রবিচারণযোগ্যতা
মনুগতো ননু রাজসসাত্ত্বিকঃ॥ ২৪ ॥

স্থিতস্য তে মহাপদা বিচার্য্যয়ৈবমায়তা।
বিচারয় ত্বমঞ্জসা তদস্য চেহ ন দ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে বিচারপুরুষনির্ণয়প্রসঙ্গোপদেশজীবাবতারো নাম ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—::—

বশিষ্ঠ উবাচ।

যে হি রাজসসাত্ত্বিক্যা জাতা ভুব মহাগুণাঃ।
তে নিত্যমেব মুদিতাঃ প্রকাশাঃ খ ইবেন্দবঃ॥ ১॥
নে খেদমভিগচ্ছন্তি ব্যোমভাগোঽমলং যথা।
নাপদা ম্লানিমায়ান্তি নিশি হেমাম্বুজং যথা॥ ২॥
নেহন্তে প্রকৃতাদন্যৎ তেনান্যৎ স্থাবরোযথা।
রমন্তে স্বসদাচারৈঃ স্বার্থেভ্যঃ পাদপা যথা॥ ৩॥
নিত্যমাপূর্য্যতাং যাতি সুধায়ামিন্দুসুন্দরী।
রাম রাজসসত্ত্বস্থ গোক্ষমায়াত্যসৌ যথা॥ ৪॥
আপদ্যপি ন মুঞ্চন্তি শশিবচ্ছীততামিব।
প্রকৃত্যৈব বিরাজন্তে মৈত্র্যাদিগুণকান্তয়া॥ ৫॥
নবস্তবকভাবিন্যা লতয়েব বনদ্রুমাঃ।
সমাঃ সমরসাঃ সৌম্যাঃ সততং সাধু সাধবঃ॥ ৬॥
অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি ভবতা সমাঃ।
অতস্তেষাং মহাবাহো পদমাপদবাসনম্॥ ৭॥

সততং তত্তু গন্তব্যং গন্তব্যং নাপদর্ণবে।
তথা তথেহ জগতি বিহর্ত্তব্যমখেদিনা ॥ ৮ ॥
আত্মোদয়াশ্চ বর্দ্ধন্তে যথা রাজসসাত্ত্বিকাঃ।
অচিন্ত্যগত্যা সচ্ছাস্ত্রং বিচার্য্যং চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
অনিত্যতা স্বমনসা বিবিধৈবাশু ভাবতঃ।
আদাবন্তে চ যাং নিত্যং ক্রিয়াং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনীম্ ॥১০॥
পদার্থানাপদেবাশু ভাবয়েন্নেতরৎ সুধীঃ।
অসম্যগ্‌দর্শনং ত্যক্ত্বা ব্যর্থমজ্ঞানসন্ততিম্ ॥ ১১ ॥
স্মর্ত্তব্যং সম্যগেবেদং জ্ঞানমর্থমনন্তকম্।
কোহহং কথমিদং জাতং সংসারাডম্বরং বিভো ॥ ১২ ॥
প্রবিচার্য্য প্রযত্নেন প্রাজ্ঞেন সহ সাধুভিঃ।
ন চ কর্ম্মসু মংক্তব্যং নানর্থেন সহাবসেৎ ॥ ১৩ ॥
দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্ববিচ্ছেদঃ সংসারানুগতঃ সদা।
সাধুরেবানুগন্তব্যো ময়ূরেণাম্বুদো যথা ॥ ১৪ ॥
অহঙ্কারস্য দেহস্য সংসারস্যাপ্লবস্য চ।
স্ববিচারমলং কৃত্য সত্যমেবাবলোকয়েৎ ॥ ১৫ ॥
শরীরমস্থিরমপি সন্ত্যক্ত্বা ঘনশোভনম্।
বীতমুক্তাবলীতন্তুং চিন্মাত্রমবলোকয়েৎ ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্ পদে নিত্যততে সর্ব্বগে সর্ব্বভাবিতে।
শিবে সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা যথা ॥ ১৭ ॥

সৈব চিৎ ভুবনাভোগে ভূষণে ব্যোম্নি ভাস্করে।
ধরাবিবরকোশস্থে সৈব চিৎ কীটকোদরে ॥ ১৮ ॥
কুম্ভব্যোম্নাং ন ভেদোস্তি যথেহ পরমার্থতঃ।
চিতৌ শরীরসংস্থানাং ন ভেদোস্তি তথানঘ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং তিক্তকট্বাদিভেদিনাম্।
একত্বাদনুভূতের্হি কুতশ্চিন্মাত্রভিন্নতা ॥ ২০ ॥
একস্মিন্নেব সততং স্থিতে সন্মাত্রবস্তুনি।
জাতোয়ময়মুন্নষ্ট ইতি তেষাং তবেহ ধীঃ ॥ ২১ ॥
ন চ তন্নাম বস্ত্বস্তি যদ্ভূত্বা সম্প্রলীয়তে।
আভাসমাত্রমেবেদং ন সন্নাসচ্চ রাঘব ॥ ২২ ॥
উদ্ভূতেনাপ্রশান্তেন চেতসা সপদি স্থিতম্।
নেহ মোহাস্ত আমোক্ষাৎ নেদং যত্তদবস্তু চ ॥ ২৩ ॥
কিং কিলাসতি রামেহ মোহজালে স মুহ্মতি।
যৎ কিঞ্চিৎ সঙ্গসঙ্গত্যা বিমোহে কারণং হি তৎ ॥ ২৪॥

(অসতি জগতি কিং কিলেহ মোহঃ
সতি চ কিমঙ্গ বিমোহকারণং তৎ।
জননমরণসংস্থিতিষ্বতস্ত্বং
ভব খমিবাতিসমঃ সদোপশান্তঃ) ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জননমরণসংস্থিতি নাম
একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ধীরোবিচারবান্ সাক্ষাদাদাবেব মহাধিয়া।
শাস্ত্রেণ বিদুষা শাস্ত্রং স্বজনেন বিচারয়েৎ ॥ ১ ॥
স্বজনেন বিতৃষ্ণেন বিদুষা মহতা সহ।
প্রবিচার্য্য মহাযোগাৎ পদমাসাদ্যতে পরম্ ॥ ২ ॥
শাস্ত্রার্থস্বজনাসঙ্গ বৈরাগ্যাভ্যাসসৎকৃতঃ।
পুরুষস্ত্বমিবাভাতি নিজবিজ্ঞানভাজনম্ ॥ ৩ ॥
ত্বমুদার নিজাচারো ধীরোগুণগণাকরঃ।
অধিতিষ্ঠসি নির্দ্দুঃখং বীতসর্গমনোমলঃ ॥ ৪ ॥
নূনমুৎসর্জ্জিতাভ্রেণ শরদ্ব্যোম্না সমোভবান্।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত উত্তমসম্বিদা ॥ ৫ ॥
চিন্তামুক্তকলাবত্যা মুক্তকল্পনয়া স্থিতম্।
মনোমুক্তবিভাগঞ্চ মুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
তবোত্তমানুভাবস্য ত ইদানীং নরা ভুবি।
চেষ্টামনুসরিষ্যন্তি রাগদ্বেষবিহীনয়া ॥ ৭ ॥

বহির্লোকোচিতাচারা বিহরিষ্যন্তি যে জনাঃ ।
ভবার্ণবং তরিষ্যন্তি ধীমন্তঃ পোতকান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
তব তুল্যমতির্যঃ স্যাৎ সুজনঃ সমদর্শনঃ ।
যোগ্যোসৌ জ্ঞানদৃষ্টীনাং ময়োক্তানাং সুদৃষ্টিমান্ ॥৯॥
যাবদ্দেহং ধিয়া তিষ্ঠ রাগদ্বেষবিহীনয়া ।
বহির্লোকোচিতাচারস্ত্বন্তস্ত্যক্তাখিলৈষণঃ ॥ ১০ ॥
পরাং শান্তিমুপাগচ্ছ যথান্যে গুণশালিনঃ ।
অবিচার্য্যাস্ত এবেহ গোমায়ুশিশুধর্ম্মকাঃ ॥ ১১ ॥
যে স্বভাবা মহাসত্যা নৃণাং সাত্ত্বিকজন্মনাম্ ।
তান্ ভজন্ পুরুষোযাতি পাশ্চাত্যোদারজন্মতাম্ ॥১২॥
যানেব সেবতে জন্তুরিহ জাতিগুণান্ সদা ।
অথান্যজাতিজাতোপি জাতিং ভজতি তাং ক্ষণাৎ ॥১৩॥
প্রাক্তনানখিলান্ ভাবান্ যান্তি কর্ম্মবশং গতাঃ ।
পৌরুষেণাবজীয়ন্তে ধরাধরমহাকুলাঃ ॥ ১৪ ॥
ধৈর্য্যেণাভ্যুদ্ধরেদ্বুদ্ধিং পঙ্কান্মুগ্ধগবীমিব ।
তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমন্যামপি শ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
স্ববিবেকবশাৎ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিকজাতিতাম্ ।
অতশ্চিত্তমণৌ স্বচ্ছে যদ্রাঘব নিযোজ্যতে ॥ ১৬ ॥
তন্ময়োবিভবত্যেবং তস্মাদ্ভবতি পৌরুষম্ ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন মহার্হগুণশালিনঃ ॥ ১৭ ॥

মুমুক্ষবোভবন্তীহ পাশ্চাত্যশুভজাতয়ঃ
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যন্নাপ্নোতি গুণান্বিতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ ধৈর্য্যেণ বীর্য্যবৈরাগ্যরংহসা।
যুক্ত্যা যুক্তেন হি বিনা ন প্রাপ্নোষি তদীহিতম্ ॥ ১৯ ॥

হিতং মহাসত্ত্বতয়াত্মতত্ত্বং
বিধায় বুদ্ধ্যা ভব বীতশোকঃ।
তব ক্রমেণৈব ততোজনোয়ং
মুক্তোভবিষ্যত্যর্থ বীতশোকঃ ॥ ২০ ॥
পাশ্চাত্যজন্মনি বিবেকমহামহিম্না
যুক্তে ত্বয়ি প্রসৃতসর্ব্বগুণাভিরামে।
সত্ত্বস্থকর্ম্মণি পদং কুরু রামভদ্র
মৈষা করোতু ভবসঙ্গবিমোহচিন্তা ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে দ্বাত্রিংশৎ-সাহস্র্যাং সংহিতায়াং মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

স্থিতিপ্রকরণং সমাপ্তম্।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

——:০:——

স্থিতিপ্রকরণ।

—:০:—

প্রথম সর্গ।

—০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! উৎপত্তি-প্রকরণের অনন্তর স্থিতিপ্রকরণ বলি, শ্রবণ কর। ইহা জ্ঞাত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয় ১।

হে অনঘ! জগতের উৎপত্তি যদ্রূপে মিথ্যা, তদ্রূপে ইহার স্থিতিও মিথ্যা। অতএব, এই জগৎ-নামধারী চিত্তকে ও তাহার বিকার অহং-প্রভৃতিকে তুমি বস্তুভূত বিবেচনা না করিয়া, ভ্রান্তির প্রকারভেদ, সুতরাং অসৎ বলিয়া জানিবে ২। চিত্রকর নাই, চিত্রের উপকরণ (তুলিকা প্রভৃতি) নাই, রঞ্জকদ্রব্য (রং) নাই, আধার পট নাই, কেবল আকাশে চিত্রিত, এরূপ এক চিত্রপটের সদৃশ এই বিস্তৃত বিশ্ব অতি অদ্ভুতভাবে বিরাজিত ইহার দর্শকও নাই। যাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়, সেও ইহার অন্তর্গত। ইহা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অনুভবমাত্র অথবা নিদ্রাবর্জ্জিত স্বপ্নের অনুরূপ ৩। নগর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে শিল্পীর চিত্তক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যন্ন-

গর নির্ম্মিত (রচিত বা কল্পিত) হয়, এই বিশ্বের নির্ম্মাণ সেইরূপ। গুঞ্জা স্তবক ও গৈরিকস্তূপ বহ্নি নহে, পরন্তু মর্কটেরা দূর হইতে তাহাতে বহ্নিজ্ঞান করিয়া শীত নিবারণ করে। তাহার ন্যায় এই বিশ্ব প্রকৃত কিছু না হইলেও অজ্ঞ জীবগণ ইহাকে বস্তু বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করে ৪। ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও জলাবর্ত্তের ন্যায় ভিন্ন-স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এবং আকাশে আলোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, অবস্থিত নভোমণ্ডলে ভ্রমদৃষ্ট শলভপুঞ্জের ন্যায় ও পরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় আধারবিহীন, অথচ অনুভবগম্য হইলেও, সত্যবোধপ্রদ অসত্য মরীচিকার ন্যায় ও মনঃকল্পিত বিস্তৃত নগরের ন্যায় অসন্ময় এবং অতীব সারবান্ রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কবিকল্পিত কথার্থের ন্যায় ও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ন্যায় অবস্থিত অথচ অসার ৫। ৮। ইহা ভূতাকাশের ন্যায় বিস্তৃত অথচ শূন্য, শরন্মেঘের ন্যায় অস্থির, এবং অশক্য-ক্ষয় অর্থাৎ অক্ষত বা অবিচ্ছিন্ন ৯। ইহা আকাশীয় নীলিমার ন্যায় স্নিগ্ধদর্শন অথচ অবস্তু (কোন প্রকার বস্তু নহে)। স্বপ্নদৃষ্ট নারীসঙ্গম যদ্রূপ, ইহার প্রতীতিও তদ্রূপ। ইহা ভোগপ্রদান করে বটে; পরন্তু অনর্থ প্রসবের মূল ১০। যেমন চিত্রলিখিত উদ্যান দেখিতে সুন্দর, পরন্তু তাহা নীরস ও নির্ম্মকরন্দ, তেমনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে সুন্দর, পরন্তু রসাদি পরিশূন্য। যেমন চিত্রলিখিত বহ্নি দেখিতে বহ্নির ন্যায় কিন্তু নিস্তেজ; সেইরূপ, এই বিশ্বও দেখিতে প্রকাশমান, কিন্তু নিঃসার ১১। ইহা মনোরাজ্য ন্যায় অনুভূতিমাত্র, সুতরাং অসত্য ও অবাস্তব (স্বতঃ অসত্য এবং ফলতঃ অবাস্তব) যেমন চিত্রলিখিত পদ্মাকর (তড়াগ, পুষ্করিণী) সারসৌগন্ধাদিবর্জ্জিত, তেমনি, ইহাও সারসোগন্ধাদিবর্জ্জিত ১২। গগনে নানাবর্ণের ইন্দ্রধনুর উদয় যদ্রূপ, এই বিশ্বের উদয়ও তদ্রূপ ১৩। শুষ্কপত্রপল্লবাদির দ্বারা পরিবৃত কদলীস্তম্ভ জড় ও অরসাত্মক, তদ্রূপ ইহাও জড় ও অরসাত্মক (শুষ্ক)।

যেমন নেত্ররোগীরা * আলোকে অন্ধকারের আবর্ত্ত অবলোকন করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞান মানবেরা আত্মায় এই জগৎ অবলোকন করে ১৪।১৫। হে রাঘব! চিত্রাঙ্কিত পদ্মের ন্যায় মকরন্দবিহীন, অন্তঃসারশূন্য এই আভোগী (কল্পিতাকার) জগৎ আপাত রমণীয়। ইহা অসৎ হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইলেও রসাত্মক, উৎপত্তিবিনাশশীল, জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংশী এবং বিস্তৃত নীহারপটলীর ন্যায় অথচ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ইহা কাহারও মতে জড়, কাহার মতে শূন্যাস্পদ, কাহার মতে শূন্য এবং কাহার মতে পরমাণুপুঞ্জ ॥ ১৬।১৭ ॥ ফলতঃ এই জগৎ ভূতময় না হইলেও ভূতময়, শূন্য হইলেও অশূন্যপ্রায়, এবং দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ বেতালগণের ন্যায় নিতান্ত অসদ্রূপ ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্যাসাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, কল্পকালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, কল্পাবসানে পুনর্ব্বার তাহা হইতে (বীজ হইতে) অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়। জগৎ যদি সত্তাশূন্যই হয়, তাহা হইলে সেই সকল ব্যাসাদি ঋষির বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হে ভগবন্! ঐরূপ বোধ কি কেবল অজ্ঞদিগের? অথবা জ্ঞানবান্ দিগেরও ঐরূপ মত? এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন ॥ ১৯।২০ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যাঁহারা বলেন, এই দৃশ্যজাল বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাঁহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ। ২১। * ঐ কথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মোহজনক। যে

---

* এরূপ নেত্ররোগকে ইংরাজীভাষায় কলারব্লাইণ্ড বলে। অর্থাৎ রঙ্-কাণা মনুষ্য।

* বশিষ্ঠ, ব্যাসাদি ঋষির উপদেশকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিতেছেন না বা ব্যাসাদি ঋষিকে সত্য সত্যই অজ্ঞ বলিতেছেন না। বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত অংশ ঠিক নহে। এইমাত্র

কারণে ঐ মত অসত্য, সে কারণ আমি বিস্তৃতরূপে বলি, শ্রবণ কর ২২। মহাপ্রলয়কালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অবস্থিত থাকে, এ বোধ মূঢ়গণের প্রলাপ বা জল্পনা মাত্র এবং ভ্রান্তির প্রকারভেদ। কেন? তাহা বিবেচনা কর। ২৩। বীজ দৃশ্য এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর পত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। বীজ ও অঙ্কুরাদি উভয়ই ইন্দ্রিয়গম্য। সুতরাং ধান্যাদি বীজ পত্রাঙ্কুরাদি কার্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। ২৪। কিন্তু যিনি চিত্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর. যিনি অতিসূক্ষ্ম, যাঁহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, কিরূপে তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন? অর্থাৎ কিরূপে তাঁহাতে এই মূর্ত্ত জগৎ ব্যাসক্ত থাকিবেক? বা অবস্থান করিবেক?। ২৫। যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি পরাৎপর ও পরামাত্মা, যিনি কোন প্রকার আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন, এবং কোনও প্রকারে উপলব্ধ হন্ না, কিরূপে তাঁহার বীজতা সম্ভব হইতে পারে? ২৬। তিনি এতই সুসূক্ষ্ম যে অযোগী পুরুষের নিকট অসৎ বলিয়া বিবেচিত হন। অর্থাৎ অযোগী পুরুষেরা তাঁহার অস্তিতাও বুঝিতে পারে না। কিরূপে তাঁহাকে বীজ বলা যায়? যদি বীজতাই অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে অঙ্কুর কোথা

বলিতেছেন যে শ্রোতা যেন দৃষ্টান্তের অনুরূপ না বুঝে। মাত্র তাহাই বলা বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত বীজ ও অঙ্কুর। ব্রহ্ম বীজস্থানীয়, এবং অঙ্কুর জগৎস্থানীয়, এরূপ ভাবে বুঝিতে গেলে, লোকে যদি জগতের পৃথক্ সত্তা বুঝে, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে, এইটুকু বলাই বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠ পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ মর্ম্ম স্পষ্ট প্রকাশ প্যইবেক। বিকারী দ্রব্য ব্যতীত বীজ বলা যায় না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার সুতরাং ব্রহ্মের বীজত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব, ইত্যাদি কথায় মনোযোগ কর, দেখিতে পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে, বশিষ্ঠ কি বলিতেছেন।

হইতে হইবে? ২৭। আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, শূন্য, পরম পদে মেরু সমুদ্র গগনাদি সম্পন্ন বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিবে? ২৮। যাহা কিছু নহে, কি প্রকারে তাহাতে কিছু থাকিবেক? যাহা কোন বস্তু নহে, তাহাতে বস্তু সমুদয় কিরূপে থাকিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত তাঁহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না? যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহা হইতে কি প্রকারে কোথায় কি বস্তু উৎপন্ন হইবে? শূন্য হইতে কি কখন পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে পারে? ২৯।৩০। আতপে ছায়ার ন্যায়, সূর্য্যকিরণে তিমিরের ন্যায়, অনলে হিমকণার ন্যায় ও অণুমধ্যে সুমেরুর ন্যায় সুসূক্ষ্ম পরমাত্মায় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান অসম্ভব। পরস্পর বিরোধী আতপছায়াদি পদার্থ কোনও ক্রমে ঐক্য (সহাবস্থিত) হইতে পারে না। ৩১।৩২। সাকার বটবীজাদীতে অঙ্কুরের স্থিতি যুক্তিযুক্ত; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে মহাকার জগৎস্থিতি যুক্তিবিরুদ্ধ ৩৩। যাঁহারা কারণে কার্য্যাবস্থানের কথা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ কি? লৌকিক প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোনও প্রমাণ ঐ কথা সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ভাবিয়া দেখ, যাহা দেশান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ে পরিদৃষ্ট হয়, কালান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রলয়ে জগতের অবস্থিতির কল্পনা অনুভববিরুদ্ধ। ৩৪। যাঁহারা ব্রহ্মকেই জগৎকার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাদেরও বোধ মোহকলুষিত। কেন না, শ্রৌত প্রমাণ, কার্য্য ও কারণ উভয়ের পৃথক সত্তা নির্দ্দেশ করেন না। "একমেবাঽদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে একেরই অস্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। * সেইজন্য বলা যায়—যখন একই সত্তা অবধারিত,

* একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা উপদেশ করেন এবং উপদেশের তাৎপর্য্যার্থে দৃশ্য জগতের অস্তিতা নিষেধ করেন। জগৎ যদি বস্তু সৎ পদার্থ না হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র ভ্রান্তিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্তা তিনকালেই অসিদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ে জগৎ থাকার কথা অর্থাৎ বীজবৎ সূক্ষ্মাকারে থাকার কথা ঠিক্ নহে। ঐ সকল

তখন আর কোন্ কারণে কাহার সাহার্য্যে কি উৎপন্ন হইবেক ?। ৩৫। * অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরাই বুদ্ধিমান্দ্য বশতঃ মাত্র স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ বৃথা কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, হে রামচন্দ্র! অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা জগতের মিথ্যা কার্য্যকারণ ভাব দূরে পরিহার করিয়া তুমি এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিবে যে, আদি মধ্য অন্ত বর্জ্জিত একমাত্র সত্য ব্রহ্মই এক্ষণে (সংসারাবস্থায়) জগৎ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে জগদ্ভাব, এ ভাব মিথ্যা, ব্রহ্মভাবই সত্য। ৩৬।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কথার মর্ম্মার্থে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, অরুন্ধতী প্রদর্শন ন্যায়ে অথবা শাখাচন্দ্র প্রদর্শন ন্যায়ে (যুক্তিতে) ঋষিরা জীবকে কেবল ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য ঐ সকল তটস্থ কথা বলিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বশিষ্ঠোক্তি ও ব্যাসাদির উপদেশ সফল বলিয়া বিবেচিত হইবেক। উদ্দেশের ভিন্নতা থাকিলে উপদেশের আকার ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে বিরোধ বা পরস্পর ব্যাঘাত দোষ হয় না।

* যখন কোন পৃথক বস্তু নাই তখন ইহা কারণ, তাহা কার্য্য, এরূপ কথা কাল্পনিক ব্যতীত বাস্তব নহে।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তুমি তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সেই কারণে তোমাকে আমি বলিতেছি, শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে বেদ্যবিদাম্বর! যখন কোনও কিছু থাকে না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির অতীত নির্ম্মল মহান্ চিদাকাশ মাত্র থাকে, তখন যদি তাহাতে জগতের অঙ্কুর থাকিত, তাহা হইলে বল দেখি, সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারী কারণের বলে পুনরাবির্ভূত হইতে পারে? যদি সহকারী কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি বন্ধ্যাকন্যার অনুরূপ। বিনা সহকারী কারণে কখনও কেহ অঙ্কুরের উদ্ভব সন্দর্শন করে নাই ১।৩। হে অঙ্গ! (সস্নেহ সম্বোধন) বিনা সহকারী কারণে অঙ্কুর সমুদিত হয়, অথবা সহকারী কারণ নাই, অথচ কার্য্যোৎপত্তি হইয়াছে, যদি কোথাও (রজ্জুসর্প ও মরুমরীচিকা প্রভৃতিতে) এরূপ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তির মহিমায় জগদ্রূপে দৃষ্ট হইতেছে ৪। যখন সৃষ্টি আদিতেও অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম আপনাতে আপনি বিরাজ করেন, তখন আর জন্যজনকক্রমের বাস্তবতা কোথায়? ৫। যদি সহকারী কারণ স্বরূপ অন্য কিছু বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে জগতের বাস্তব উৎপত্তি অবধার্য্য হইত। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কে সহকারী কারণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। পৃথিবীভূত, অথবা অন্য কোন ভূত, কিংবা অন্য কিছু, সৃষ্টির সহায়তা করিবে, এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না,

সে গুলিও পদার্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য ৬। অতএব, প্রলয়কালে জগৎ স্বীয় সহকারী কারণের সহিত পরম পদে বিশ্রান্ত থাকে, এ কথা অজ্ঞের উক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পণ্ডিতগণ কখনই ঐরূপ বলেন না ৭। হে রামচন্দ্র! জগৎ হয় নাই, হইবেও না এবং বর্ত্তমানেও নাই। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং এই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে ৮। যখন জগতের অত্যন্তাভাবই অবধারিত, তখন ইহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার অন্যথা নাই ৯। আপাততঃ মনে হয় বটে যে জগৎ পরস্পর অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রধ্বংস বা উপশম আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জগৎ উপশম প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না, এই লৌকিক কথা কেবল চিত্তের উপশমমূলক ১০। জগৎ সত্য সত্য সমস্ত বস্তুর সহিত উপশম প্রাপ্ত বা অত্যন্তাভাবগ্রস্ত হয় বলিলেও বস্তুতঃ তাহা সম্পন্ন হয় না। কেন না চিত্ত বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্তের বাসনা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জগতের উপশম—আত্যন্তিক উপশম—অসম্ভব ১১। হে রঘুনাথ! "জগতের সর্ব্বথা অত্যন্তাভাব হয়" ইহাতে অন্য কোন যুক্তি নাই। ঐরূপ অনর্থজনক বোধ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ১২। যাহাকে জগৎ সৃষ্টি বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই আমি, ইহা আমি নহি, তাহা আমার, এইরূপ বোধ, বিচিত্র কথার ন্যায় মিথ্যা ১৩। সেই কল্প, সেই কল্পান্ত, সেই কল্পারম্ভ, এই মহাকল্প, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই ভাব্যভাবক্রম, এই ক্ষণ, এই বৎসরাদি, এই কল্পাংশ, এই ব্রহ্মাণ্ড, এই অবনী, এই অদ্রি, এই মাস, ঋতু, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, এই জন্ম, এই মরণ, সে সমস্ত গত, এই সমস্ত উপাগত, এই সমস্ত গ্রহ, এবং এই দেশ ও সেই দেশ, তথা সে কাল ও এ কাল প্রভৃতি, অধিক কি, যে কোন ইয়ত্তা, সমস্তই একমাত্র পরাৎপর অনন্ত অনাবৃত শান্ত পরমাকাশ। সেই অনাবৃত মহাকাশ (ব্রহ্ম) ঐ সমস্তের আকারে প্রস্ফুরিত

হইতেছেন। সেই মহাচিদাকাশের এই সকল প্রতিভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংশুর প্রতিভাসের ন্যায় পরিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই চিৎসমুদিত অত্যশ্চমৎকার প্রতিভাস, অরূপ ও অনাধার হইলেও সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে ১৪।১৯। ইহার বাস্তব উদয় ও অস্ত নাই; ইহা জাত বা বিনষ্ট দুএর কিছুই হয় না। দূষিত দৃষ্টির দ্বারা স্ফটিকশিলায় প্রতীয়মান রেখা সন্নিবেশের ন্যায় এই সমস্ত সৃষ্টি নির্ম্মল আত্মায় স্বতঃই প্রস্ফুরিত ও দৃষ্ট হইতেছে। সলিলে দ্রবত্বের ন্যায়, বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, অম্ভোনিধিতে আবর্ত্তের ন্যায়, দ্রব্য পদার্থ গুণের ন্যায় ও নভোমণ্ডলে নিরাকার নভোভাগের ন্যায় এই উদয়াস্তময় বর্জ্জিত অনন্ত জগৎ একমাত্র শান্ত অনন্ত বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মেই বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জাত হইয়াছে, এ নির্ণয় উন্মত্তের বা বালকের নির্ণয়। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রা দূরে বিদ্রাবিত করিয়া ভেদদর্শনস্বপ্নরহিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া বিকল্পরূপ অনন্ত শয্যা হইতে সমুত্থিত হওতঃ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হও ২০।২৫।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিয়াছি, মহাকল্পের অবসান হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা হইতে স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হয়। সুতরাং এই জগৎও স্মৃত্যাত্মা ১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয়ের অবসানে (সৃষ্টির আদিতে) প্রথমতঃ স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি সমুৎপন্ন হন; এই জগৎ সেই স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতির সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সঙ্কল্পনগরের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং ইহা স্মৃত্যাত্মা। কিন্তু পরমাত্মার স্মৃতি অসম্ভব, তৎকারণে তাহা আকাশীয় বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ২।৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয় দৈনন্দিন সুষুপ্তির অনুরূপ, সেজন্য জিজ্ঞাস্য—সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূর্ব্বকল্পীয় স্মৃতি আবির্ভূত হইবার বাধা কি? উহা কি মহাপ্রলয় সংমোহদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়?৫। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূর্ব্বকল্পীয় তত্ত্ববিৎগণ—যাঁহারা ব্রহ্মাদি নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা নির্ব্বাপিত, সুতরাং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ৬। হে সুব্রত! বল দেখি, স্মৃতির পূর্ব্বতন কর্ত্তা কি কেহ থাকে? যে স্মরণকর্ত্তা সে মুক্ত হইলে অবশ্যই স্মৃতি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইবে। স্মরণকর্ত্তা না থাকিলে কোথায় কি প্রকারে স্মৃতি সমুদিত হইবে? ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একপ্রকার মোক্ষভাগী হইতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে? ৭।৮। অতএব,

তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, বস্তুতঃ তাহাও নহে। কেন না, যাহা জগৎস্থিতি তাহাও চিৎপ্রভা অর্থাৎ তাহাও ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিবিশেষ ৯। অনাদি অনন্ত চিৎপ্রভাই এই জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন ১০। হে মহাবাহো! যাহা অনাদিসিদ্ধ পর-ব্রহ্মের মিত্য নিয়মিত সত্তা বা প্রকাশ, তাহা এক্ষণে বিরাট ব্রহ্মের জগদা-কৃতি আতিবাহিক দেহ। দেশ , ক্রিয়া, দ্রব্য, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি সমন্বিত ত্রিজগৎ পরমাণুতেই অর্থাৎ মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হইতেছে। আবার সেই পরমাণুতে অর্থাৎ মনোব্রহ্মে এতাদৃশ আকারসম্পন্ন গিরিনদ্যাদি সঙ্কুল অন্যান্য জগৎ ও অন্যান্য পরমাণু এবং তাহার মধ্যে তাদৃশ আকারসম্পন্ন গিরিনদ্যাদিসঙ্কুল অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডও বিদ্যমান আছে ১১।১৪। পরন্তু সেই সমস্ত পরমাণু তাদৃশ আকার সম্পন্ন হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। যাঁহারা সন্মাত্রদর্শী, তাঁহাদের দর্শনে ইহা অনন্ত ও কেবল সত্তা, এবং তদতিরিক্ত পুরুষের দর্শনে ইহা জগৎ বা নানাপরিচ্ছেদযুক্ত সৃষ্টি ১৫। তত্ত্ব-দর্শিগণের নিকট একমাত্র অব্যয় ব্রহ্মই প্রস্ফুরিত হন, পরন্তু অজ্ঞগণের নিকট ভাস্বর ভুবনান্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হয় ১৬।

হে রাম! প্রতিপরমাণুতেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মনে) ঈদৃশ আকারসম্পন্ন সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন স্তম্ভের অঙ্গে পুত্তলিকা, তাহার ক্রোড়ে আবার পুত্র ও পুত্রিকা এবং তাহার ক্রোড়ে আবার অন্য পুত্তলিকা, এই ত্রৈলোক্য পুত্তলিকাকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন পর্ব্বতা-ন্তর্গত পরমাণুপুঞ্জ পরমাণুত্বে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য, সেইরূপ, ব্রহ্মরূপ মহামেরুতে ত্রৈলোক্যরূপ পরমাণু অভিন্ন হইলেও অসংখ্য ১৭।১৯। যেমন সূর্য্যকিরণে অসংখ্য পরমাণু প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, চিদাদিত্যের প্রকাশে লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্যপরমাণু সমুদিত ও প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে ২০।২১। এই আকাশ যেমন শূন্যরূপে অনুভবনীয়, তেমনি, চিদাকাশও সৃষ্টিরূপে

অনুভবনীয় ২২। ইহাকে যে সৃষ্টিভাবে দেখে তাহার নিকট ইহা সৃষ্ট, এবং যে ব্রহ্মভাবে জানে তাহার নিকট ইহা ব্রহ্ম। সৃষ্টিভাবে জানিলে ইনি জ্ঞাতাকে অধঃপাতিত করেন এবং ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষের কারণ হন ২৩। বৎস! রামচন্দ্র! তুমি ইহাকে বিশ্ববীজ, বিশ্বকারণ, বিশ্বশাস্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও চিদাকাশত্মক ব্রহ্ম বলিয়া জান। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহা তাহাই। যাহা বেদ্য তাহা স্বীয় অন্তর্বোধ, এবং তাহারই অন্য অবস্থা শুদ্ধা চিৎ ২৪।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

———

চতুর্থ সর্গ।

—০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুর দ্বারা এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অন্য কোন ক্রিয়ার বা উপায় দ্বারা নহে ১। যে জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকী, সেই ব্যক্তি শাস্ত্র এবং সৎসঙ্গ দ্বারা এই দৃশ্য বিশ্বের অত্যন্তাভাব অবগত হইতে পারে ২। হে মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠ! যেরূপে এই দুস্তর সংসার সাগর অপগত হয় ও হয় না, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে বহু বাক্যে প্রয়োজন নাই; ফল কথা—কর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ মনঃ বিনষ্ট হইলে এই সংসারবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায় ৩।৪। হে রামচন্দ্র! তুমি মনকেই সর্ব্বরূপী বলিয়া জানিবে। মনঃ চিকিৎসিত হইলেই জগদ্রূপ মহারোগ প্রশমিত হয় ৫। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনের লোলতা বা মনন (বিষয়াকারা বৃত্তি) প্রজাত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু জন্মে না। মনের দেহাকারা বৃত্তিও স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভূত হয়, তৎপরে তদনুরূপ বা তদ্যোগ্য ক্রিয়াসাধনোপযোগী দেহ জন্মে ৬।* দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাসম্ভব ব্যতিরেকে অন্য কোন হেতুর বা উপায় দ্বারা শতকল্পেও মনঃপিশাচ প্রশান্ত হয় না ৭। দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবরূপ মহৌষধই মনোব্যাধি চিকিৎসার উৎকৃষ্ট উপায় ৮। মনই মোহ গ্রস্ত হয় ও করে এবং মনই মৃত ও জাত হয়।

---

* মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি সুদৃঢ়া হয়, তদ্দেহ ত্যাগের পর তাহার তদনুরূপ দেহাদি উৎপন্ন হয়। তৎপূর্ব্বেও ঐ নিয়মে দেহ হইয়াছিল। সুতরাং জন্ম মরণ প্রবাহ অনাদি।

মনঃ আপনারই চিন্তায় হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত হইয়া থাকে। (ব্রহ্মচিন্তনে মুক্ত, অন্য চিন্তায় বদ্ধ ৯)। যেমন নিরাকার আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিতে (চৈতন্যে) মনোবৃত্তির প্রভাবে এই বিশ্ব বিস্ফুরিত হইতেছে ১০। যেরূপ পুষ্পগুচ্ছে আমোদ (সুগন্ধ), তিলকণায় তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, দিবাকরে রশ্মিজাল, তেজঃপদার্থে আলোক, অনলে উষ্ণতা, তুহিনে শীতলতা, নভোমণ্ডলে শূন্যতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, এই জগৎ মনোমধ্যেই বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, মনই জগৎ অথবা জগতই মনঃ, উভয়ের অন্যতর বিনষ্ট হইলে অন্যতর বিনষ্ট হইয়া থাকে ১১।১৫।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

———

পঞ্চম সর্গ ।

—o—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় ধর্ম্ম এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত আছেন। অতএব, আপনি দয়া করিয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি আমাকে বুঝাইয়া দিউন যে, বহিরবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান জগৎ কিরূপে মনে অবস্থিত ১।২। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন ঐন্দব ব্রাহ্মণ-গণ শরীরবিহীন হইলেও তাঁহাদিগের চিত্তে জগৎপরম্পরা দৃঢ়রূপে ছিল, তেমনি, এই জগৎ মনোমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে ৩। ইন্দ্রজাল সমাকুল লবণরাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি মনোমধ্যে জগতের অবস্থিতির অন্যতম দৃষ্টান্ত ৪। চিরভাবিত ভোগানুরক্তির দ্বারা স্বর্গভোগেচ্ছু ভৃগুতনয়ের ভোগাধিপত্য ও চিরসংসারিত্ব যদ্রূপ, মনোমধ্যে জগতের অবস্থান তদ্রূপ, তাহাও বিদিত হইবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন! স্বর্গভোগ উদ্দেশে ভৃগুপুত্রের কি প্রকার ভোগানুরক্তি ও সংসারিত্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সে সম্বন্ধে ভৃগু ও কাল উভয়ের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ৫।৭।

পূর্ব্বকালে মন্দরশৈলসানুতে ভগবান ভৃগু, অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তদীয় শিশুপুত্র তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় সেই পুত্রের নাম শুক্র এবং তিনি অতীব সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধি-মান্। প্রকাশ যেমন ভাস্করের সেবা করে, তাহার ন্যায় বালক শুক্র যোগাবস্থ পিতার সেবা করিতেন। ভৃগু অবিশ্রান্ত সমাধিতে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন শিল্পী বনে বন্যপ্রস্তর খোদিত

করিয়া প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম পুত্রের চিত্ত বালকোচিত ক্রীড়ায় সদা ব্যাসক্ত ছিল। কিছুকাল পরে শুক্রের এরূপ বয়োনুরূপ অবস্থা আসিল—যে অবস্থা জ্ঞানাজ্ঞানের অন্তরালাবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে। (জ্ঞান=আত্মতত্ত্বদর্শন বা মোক্ষাবস্থা। অজ্ঞান=পামর মনুষ্য প্রসিদ্ধ জগৎসত্যতা দর্শন বা ঘোর সংসারাবস্থা। এ দুএর মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ না এদিক্ না সেদিক্ এরূপ কোন দোলায়মান চিত্তাবস্থা) ঐ অবস্থা আসিলে শুক্র ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাহার পিতা ভৃগু নির্ব্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইলেন ৮।১৩। পিতা নির্ব্বিকল্প সমাধিগত হইয়াছেন দেখিয়া পুত্র শুক্র জিতশক্ররাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ হইলেন। অর্থাৎ তখন আর পরিচর্য্যার প্রয়োজন থাকিল না সুতরাং অবসর পাইলেন। একদা তিনি (শুক্র) এক নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিলেন, পারিজাতমালাভূষিতা লোলনয়না কোন এক অপ্সরা গগন পথে গমন করিতেছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বারা সেই অপ্সরার অলকা সকল বিচলিত হইতেছে, শরীরস্থ হারাদি অলঙ্কারের সুমধুর শিঞ্জিত হইতেছে এবং তিনি যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছেন, তদীয় দেহপ্রভারূপ ইন্দুপ্রভাদ্বারা সেই প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

অনন্তর সেই পরমসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া শুক্রের তরল মন পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল; অপ্সরাও শুক্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইল ১৪।১৮। শুক্র সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দর্শনে মন্মথশর-নিপীড়িত হওয়াতে, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অন্যান্য বৃত্তি সকল বিগলিত হইল, তখন তিনি চতুর্দ্দিক সেই রমণীমূর্ত্তিই মনশ্চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন ১৯।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

—o—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অতঃপর ভৃগুপুত্র উশনা সেই রমণীকে স্মরণ করতঃ নিমীলিত নেত্রে বক্ষ্যমাণ প্রকার মনোরাজ্য অনুভব করিতে লাগিলেন ১। * যেন তিনি সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যোমপথে স্বর্গে গিয়াছেন এবং সে স্থানে গিয়া যেন এই সকল দেখিতেছেন ২।৩। আহা! এই সেই দৈবী পুরী, এই সেই সুর ও এই সেই সুন্দর সুরসেবিত স্বর্গ, এই সেই সকল মোহিনী ললনা, এই সেই দেববৃন্দ, এই মরুদ্‌গণ, এই অপ্সরাবৃন্দ, আহা! ইহাদের দেহকান্তি গলিত সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ইহারা পারিজাত কুসুমের ভূষণে বিভূষিত। আহা কি সুন্দরাকৃতি ৪।৫! অন্যান্য দিকে দেখিতেছেন, মুধুপগণ ঐরাবত-গণ্ডনিঃসৃত মদে ব্যাসক্ত না হইয়া গীর্ব্বাণগণের সুমধুর গীত একতান মনে শ্রবণ করিতেছে ৬। মন্দাকিনীতে (স্বর্গনদীতে) অম্ভোজপঁক্তি মধ্যে সারস ও বিরিঞ্চির হংস সমুদয় বিহার করিতেছে, এবং সুরনায়কগণ ইহার তটস্থিত উদ্যানে বিশ্রাম, বিহরণ ও বিলাস করিতেছে ৭। কোথাও তেজঃপুঞ্জসম কান্তিবিশিষ্ট যম, চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ও বায়ুদেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন ৮। যুদ্ধপ্রসঙ্গে যাহার দন্তাঘাতে দৈত্যেন্দ্রমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছে, সেই ঐরাবত হস্তীকেও দেখিলেন ৯। যাহারা ভূতল হইতে ব্যোম-

* সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গে গমন, ইন্দ্রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার সন্মামনা, ইত্যাদি এ সমস্তই মনোরাজ্য অর্থাৎ মনোমধ্যে ভাবময়রূপে দর্শন।

২

প্রদেশে তারকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের দেহের কান্তি সূর্য্য কিরণের সদৃশ, সেই সকল বৈমানিকগণকেও দেখিলেন ১০। বায়ুসমালোড়িত মেরুসঞ্জাত লতার আস্ফালন দ্বারা যাহার সলিল (জলকণা) দেবগণকে সিক্ত করিতেছে, যাহার তটভূমি অসংখ্য পারিজাতে সমাকীর্ণ, সেই দেবনদী গঙ্গার বীচিমালা যেন নৃত্য করিতেছে দেখিলেন। অন্যত্র দেখিলেন, মন্দারমঞ্জরী সুশোভিতা সুলোচনা চঞ্চলা অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান সমূহে ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধি সমীরণ চন্দ্রাংশুর ন্যায় সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ১১। ১৩। যাহা লতারূপ অঙ্গনাগণে পরিব্যাপ্ত, সেই সুখময় নন্দনবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। যাহার মনোহর গীতি শ্রবণে সুর ও সুরাঙ্গনাগণ আনন্দভরে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই স্নিগ্ধনিস্বন বীণাধারী নারদ তুম্বুরু প্রভৃতিকে দেখিলেন ১৪। ১৫। কোথাও দেখিলেন, পুণ্যকর্ম্মকারীরা বহু ভূষণে ভূষিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন ১৬। বনলতা যেমন বনের সেবা করে, তদ্রূপ, মন্মথমদে মত্তশরীরা এই সমস্ত সুররমণীগণ দেবরাজের সেবা করিতেছেন ১৭। যাহার কুসুমসমূহ নীল-কান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি অপেক্ষাও সুসুন্দর, এবং কলিকাগুচ্ছ চিন্তামণির সদৃশ, সেই সকল কল্পবৃক্ষ ফল সমূহের দ্বারা যেন উন্নতদন্ত হইয়া শোভ-মান হইতেছে দেখিলেন ১৮। এখানে লোকত্রয়স্রষ্টা দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায়, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাসনে আসীন রহিয়াছেন দেখিয়া উশনা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ১৯। ভৃগুপুত্র শুক্র বাহ্যদৃষ্টি ও শরীর বিস্মৃত হইয়া কেবল মনঃকল্পনায় ঐ সকল দর্শন করিয়া দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ২০।

অনন্তর দেবরাজ শুক্র কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইলেন ২১। এবং বলিলেন, শুক্র!

আপনার আগমনে এই স্বর্গ ধন্য হইল, আপনি এই স্থানে যত কাল ইচ্ছা তত কাল অবস্থান করুন ২২। অনন্তর ভৃগুতনয় শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে শুক্র সুরগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত ও রাজসত্তম দেবরাজের লালনীয় হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ২৩। ২৪।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

——(০)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র মরণ দুঃখ অনুভব না করিয়াই অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই ঐ প্রকারে স্বীয় তেজোবলে (স্বকীয় পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে) উৎকৃষ্ট মানসী স্বর্গপুরী প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইলেন ১। তিনি মুহূর্ত্তকাল শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গ সন্দর্শনে সমুৎসুক হইলেন এবং তৎপরক্ষণেই জনলোভনীয় স্বর্গের শোভা পরম্পরা সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সারস যেমন নলিনী দর্শনার্থ গমন করে, তদ্রূপ, তিনি সুরনারী সমূহ দর্শনার্থ গমন করিলেন ২। ৩। স্ত্রীবৃন্দ মধ্যে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অপ্সরা উদ্যানমধ্যে চ্যুতলতিকার ন্যায়, এবং আকাশে জ্যোৎস্নার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে ৪। রাম! সেই অপ্সরাও তখন ভৃগুতনয়কে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্তা হইল এবং ভৃগুতনয় উশনাও সেই বিলাসময়ী অপ্সরাকে দেখিয়া বিগলিতাঙ্গ (অর্থাৎ রসভাবে গদ্গদ ও স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গ) হইলেন। যেন তাঁহার শরীর দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেই বরাঙ্গনাকে দেখিতেছেন ৫। ৬। নিশিযোগে রোদনপরায়ণা কান্তবিরহিণী চক্রবাকী যেমন নিশান্তে চক্রবাক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া প্রণয়ের আতিশয্য বশতঃ আনন্দিত ও আনন্দিতা হয়, সেইরূপ, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দর্শনে আনন্দিত ও আনন্দিতা হইলেন ৭। ৮। যেমন প্রভাত-কালে অর্ক ও নলিনী উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করে, তেমনি, আজ সেই

নন্দন কাননে মনোরথ লাভে পরিতুষ্ট পরিতুষ্টা উক্ত উভয় সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ৯। তখন সেই অপ্সরা আপন সমুদায় শরীর অবশ করিয়া কামের প্রতি অর্পণ করিল, এবং অসংখ্য কামবাণ তাহার কোমল অঙ্গে নিপতিত ও বিদ্ধ হইল ১০। তাহার বিবশাঙ্গ পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিল। কামতাড়নায় কাঁপিতে লাগিল ১১। হস্তী যেমন কমলিনীকে ক্ষোভিত করে, তদ্রূপ, কন্দর্প সেই ইন্দীবরনয়না ও হংসসারস-গমনা অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল। তিনি মৃদু বাত বিতাড়িত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় থর থর করিতে (কাঁপিতে) লাগিলেন ১২। অনন্তর সঙ্কল্পিত অভিলাষী শুক্র সেই অপ্সরার তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, ভূতভূক্ রুদ্রদেব যেমন মহাপ্রলয় কালে তমঃ (অন্ধকার) কল্পনা (সৃজন) করেন, তাহার ন্যায়, অন্ধকার কল্পনা (সৃজন) করিলেন, তাহাতে স্বর্গের সেই প্রদেশ (নন্দন কানন) তিমিরাবৃত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন, অথবা লজ্জারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন॥ ১৩।১৪। তদ্দর্শনে তত্রস্থ অন্যান্য অপ্‌সরা স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে গমন করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের লজ্জারূপ অন্ধকার যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইল। যখন সম্পূর্ণ-রূপে লজ্জান্ধকার বিদূরিত হইল, তখন, ময়ূরী যেমন বারিদের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরূপ, মদনশরপীড়িতা বিশালনয়না চপলাপাঙ্গী অপ্‌সরা ভৃগুপুত্রের নিকট সমাগতা হইল এবং তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ করতঃ তত্রস্থ কল্পিত স্ফটিকগৃহমধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কে উপগত হইয়া ঐরাবতসংলগ্ন মহা নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই ললনা স্নেহসম্বলিত সুমধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ১৫।২০। বলিল, হে অমলেন্দুবদন! দেখুন, স্মরদেব শরাশন বিস্ফারণ করিয়া এই অবলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে নাথ! আমি আপনার শরণাগতা, আমাকে মদনভয় হইতে রক্ষা করা আপনার উচিত। শরণাগত দীনের প্রতি কৃপা করাই মহাত্মা-

দিগের নিত্য ব্রত। যাহারা মূঢ়, তাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, এবং যাহারা রসজ্ঞ নহে, (অরসিক), তাহারাই প্রণয়াতিশয্যকে বহু বলিয়া গণনা করে না। কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা জানেন, অশঙ্কিত ও দোষরহিত প্রণয় অমৃতস্বরূপ এবং পরমাহ্লাদদায়ক সহস্র নির্ম্মল চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রণয়ীর পক্ষে প্রণয়জনিত আনন্দ যেরূপ সুখসেব্য, ত্রিভুবনের আধিপত্যও সেরূপ সুখসেব্য নহে ২১।২৫। রজনী সময়ে চন্দ্রকিরণস্পর্শ দ্বারা কুমুদ্বতীর ন্যায়, আজ আমি আপনার পাদস্পর্শ দ্বারা আশ্বাসিত হইলাম ২৬। চন্দ্রাংশুরসপানে চপলা চকোরী যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, আমি আজ আপনার সংস্পর্শরূপ অমৃত পানে সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করিলাম ২৭। এক্ষণে চরণে সংলীনা ভ্রমরীর ন্যায় আমাকে করপল্লব দ্বারা নিপীড়ন করতঃ অমৃতপরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপদ্মে স্থাপন করুন। হে রাঘব! এই বলিয়া সেই ব্যাঘূর্ণিত-ভ্রমরনয়না এবং কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীসদৃশী কোমলাঙ্গী অপ্সরোরমণী শুক্রের বক্ষঃস্থলে নিপতিতা হইল। পরে দ্বিরেফ যেমন পদ্মিনীমধ্যে (পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে) ভ্রমণ করে, তদ্রূপ, সেই দম্পতা সেই সুরম্য বনস্থলীতে ইতস্ততো বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ২৮।৩০।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

———

অষ্টম সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের মন ঐরূপ মনঃকল্পিত প্রণয় রসের দ্বারা আপ্লুত ও সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলে, ১ তিনি সেই মন্দারমালাবিভূষিতা অমৃতপানমত্তা অপ্সরার সহিত কখন মত্তহংসসমাকুল হেমপঙ্কজশালী মন্দাকিনীতীরে বিহার, কখন পারিজাতকুঞ্জে রসায়ন পান, কখন বিদ্যাধরীগণ সহ মনোহর চৈত্ররথকাননাস্থিত লতামণ্ডপে দোলক্রীড়া, কখন শিবানুচর প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দর ভূধরের ন্যায় নন্দনকাননান্তর্গত সরোবর আড়োলন, কখন অজ্জিনীসঙ্কুল মেরুস্থলীতে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নব নব হেমলতাচ্ছন্ন তরঙ্গিণী সমূহে পরিভ্রমণ, কখন বা কৈলাসবনকুঞ্জ মধ্যে দেবগীতি শ্রবণ পূর্ব্বক হরচূড়াবস্থিত চন্দ্রাংশুধবলা শর্ব্বরী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই কনকাম্ভোজদ্বারা আপাদমণ্ডিতা অপ্সরা সেই কৃতহাস মহাতপা ভার্গবের সহিত গন্ধমাদনসানুতে এবং ক্রমে বিলাস ও বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্র মনোহর লোকালোক তট প্রান্তে ক্রীড়াকৌতুকাদির দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন ২।১০।

হে রাঘব! ঐরূপে শুক্র সেই কল্পিত অমর মন্দিরে মন্দারতটসমূহে হরিণশাবকগণের সহিত প্রোক্ত প্রকার সুখে ষষ্টি বৎসর বাস করিলেন ॥ ১১ ॥ শ্বেতদ্বীপীয় জনগণের সহিত ক্ষীরার্ণব তটে যুগার্দ্ধ অতিবাহিত করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরে ও তাহাদের উদ্যানে অশেষ প্রকার সুখলীলা বিরচনার দ্বারা অনন্ত জগৎস্রষ্টা কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন ১২।১৩। *

---

* কাল শব্দের অর্থ এস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা (তিনি স্বয়ং কল্পে কল্পে জগৎ রচনা করেন। শুক্রও স্বমনোরথ মাত্রে অসংখ্য ভোগ্য রচনা করিলেন, সুতরাং কালের সহিত শুক্রের ঐ অংশে তুলনা।

অনন্তর শুক্র সেই হরিণনয়নার সহিত সেই পুরন্দর পুরে পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশৎ যুগ পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন ১৪। পরে ক্রমিক ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি বিশীর্ণদেহ, উপভোগানন্দবিহীন ও চিন্তাপরবশ হইয়া যোদ্ধা যেমন প্রতিযোদ্ধা কর্ত্তৃক অবনীতলে পাতিত হয়, তেমনি, তিনিও সেই মানিনী রমণীর সহিত বিগলিতদেহ হইয়া অবনীমণ্ডলে নিপতিত হইল ১৫।১৬। দীর্ঘ চিন্তার সহিত ভূতলে নিপতিত শুক্রের ও সেই মহিলার শরীর শীলানিপতিত নির্ঝরের ন্যায় শতধা বিচূর্ণ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাবশেষিত হইয়া গেল ১৭। তখন তাঁহাদের চিত্ত আধারবিহীন হইয়া বিহগের ন্যায় আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ১৮। পরে সেই চিত্তদ্বয় হিমাংশুর রশ্মিজালে আবিষ্ট হওয়ায় শীঘ্রই হিমকণাত্ব প্রাপ্ত ও পৃথিবীতলে নিপতিত হইয়া পার্থিব রস যোগে ধান্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ১৯। তদনন্তর দশার্ণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ সেই ধান্য পাক করতঃ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর শুক্র ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্ররূপে (রেতঃ) পরিণত হইয়া তদীয় ভার্য্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন ২০। তথায় মুনিগণসংসর্গে উত্তম বুদ্ধি লাভ করতঃ মেরুগহনে গমন পূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর উক্ত স্থানে তাঁহার মৃগীতে এক নরাকৃতি পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এ বারও তিনি সেই পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন ২১।২২। কিরূপে আমার পুত্র ধনশালী, আয়ুষ্মান্ ও গুণবান্ হইবে, নিরন্তর সেই চিন্তায় নিরত হইয়া ধ্যানজ্ঞানাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন ২৩। পরে সেই ধর্ম্মচিন্তাপরিত্যাগী ও পুত্রের নিমিত্ত ভোগ চিন্তায় চিন্তিত শুক্র যথা সময়ে মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলেন ২৪। তিনি পূর্ব্বদেহে যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় ব্যাসক্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি মৃত্যুর পর মদ্রেশ্বরের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মদ্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনি মদ্রদেশে দীর্ঘকাল

নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়া জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং চারুতর রাজশরীর পরিত্যাগ করিলেন। হে রাঘব! শুক্র যখন মদ্ররাজশরীরে মদ্রদেশোচিত ও রাজোচিত ভোগ সমূহ অনুভব করেন, তখন তাহার তপোবাসনা সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি সেই তপোবাসনার সহিত রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া সমঙ্গানদীতীরে এক তপস্বীর সন্তান হইলেন এবং গতচিন্ত হইয়া তথায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ২৫।২৮।

হে রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করতঃ শরীরপরম্পরা অনুভব করিয়া এক্ষণে সমঙ্গা নদীতটে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিজনিত নিশ্চেষ্টতা বা শীতবাতাদিসহিষ্ণু অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন ২৯।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

—:ঃ—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র সমাধিমগ্ন পিতার সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়াই ঐরূপ মনোরাজ্য বিস্তার করতঃ বহুসম্বৎসরাত্মক কাল অতিক্রম করিলেন ১। দীর্ঘকাল পরে সেই সমঙ্গানদীতটে সুসমাহিত শুক্রের স্থূল শরীর শীতবাতাতপাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়ায় যথাকালে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ২। চঞ্চলস্বভাব তদীয় মন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিচিত্র দশায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সমঙ্গাসরিত্তটে বিশ্রান্তি লাভ করিল ৩।৪। তথা অনন্তবৃত্তান্তঘটিত মনোরাজ্যময়ী সেই সেই সংসার দশা শুক্রদেহ অর্থাৎ স্থূল দেহ নিরপেক্ষ হইয়া অনুভব করতঃ অবস্থিত থাকিল ৫। মন্দরশৈল-সানুস্থিত শুক্রদেহ তাপাদি দ্বারা সংশুষ্ক ও চর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল ৬। বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ুর শীৎকার যদ্রূপ, তদীয় দেহসঞ্চারী সমীরণের শীৎকার তদ্রূপ হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হইয়াছিল, যেন তাহা দেহচেষ্টাদুঃখের অবসান হওয়ায় আনন্দ গান করিতেছে ৭। তদীয় শুষ্কদেহস্থিত সুশুভ্র দন্তমালা দেখিলে বোধ হইত—যেন তাহা সংসারভূমিস্থ গর্ত্তে বিলুণ্ঠিত মনের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিতেছে ৮। তাঁহার মুখরূপ অরণ্যস্থ জীর্ণ কূপ সদৃশ চক্ষুঃ কর্ণনাসিকাদি স্থানের শূন্য কোটর সকল দেখিলে প্রতীতি হইত, তাহারা যেন বিবেকীদিগকে জগতের শূন্যতা অর্থাৎ স্বাভাবিক অসদ্রূপতা উপদেশ করিতেছে ৯। শুক্রের সেই আতপসংশুষ্ক শরীরে বর্ষাবারি নিপতিত হইয়া বাষ্পের সহিত বিনিঃসৃত হওয়াতে বোধ হইত —সেই শরীর যেন প্রাক্তন দেহ পরম্পরার অনুস্মরণে সোল্লাস বা সদুঃখ

হইয়া আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে ১০। সেই দেহ জলদাগমে প্রচণ্ডবায়ুদ্বারা বনভূমিতে বিলুণ্ঠিত, প্রবল বারিধারা পতনে বিগলিত ও গিরিনদীতটে পবনাহৃত পাংশুরাশিতে ভূষিত ও ধাতুরাগদ্বারা রঞ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল ১১।১২। যদ্রূপ সচ্ছিদ্র শুষ্ক কাষ্ঠ বায়ুর দ্বারা প্রপূরিত, আন্দোলিত ও নিস্বন (শব্দ) যুক্ত হয়, তদ্রূপ, সেও হইয়াছিল। দেখিলে বোধ হইত, বনমধ্যে যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যা তপোনুষ্ঠান করিতেছে। বক্রানুবক্র তদীয় শুষ্কান্ত্র সকল বায়ু বশে এরূপ ত্রাস জনক শব্দ করিত যে তদ্দর্শনে কবিগণ চর্ম্মময়োদরী অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের * শব্দের সহিত তুলনা করিতে বাধ্য হইতেন ১৩।১৪। ভৃগু প্রচণ্ডতপঃপ্রভাবে তদীয় পুণ্যাশ্রমস্থ জীবগণের রাগদ্বেষাদি রহিত বা প্রশমিত করিয়া ছিলেন, তাই মাংসাদ মৃগ ও পক্ষিগণ শুক্রের সেই দেহ ভক্ষণ করে নাই ১৫। ভৃগুতনয় শুক্র যমনিয়মাদির দ্বারা শুষ্কশরীর হইয়া ঐরূপে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, পরে তদীয় নীরস নীরক্ত দেহ সমঙ্গানদীতটে শিলোপরি ঐ প্রকারে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল ১৬।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অলক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা উক্ত প্রকারে কৃত হয়। অর্থাৎ তাহার উদর বৃহৎ, শুষ্কপ্রায় ও নাড়ী প্রভৃতি বর্জ্জিত। বলি শব্দের অর্থ পূজার দ্রব্য। হিন্দুরা কুৎসিত দ্রব্যে বাম হস্তে অলক্ষ্মীর পূজা করে। ঈদৃশী অলক্ষ্মীর গলধ্বনি কর্কশ। অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের শব্দ, এ কথার দ্বারা ঐ সকল পুরাণ বর্ণিত প্রসঙ্গ স্মরণ করান হইয়াছে।

দশম সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অন্তে ভগবান্ ভৃগুর পরমাত্মদর্শন সমাধি ভঙ্গ হইল ১। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি তাঁহার সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না ২। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল একটি মনুষ্যকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে। তাহা যেন দেহধারী অজ্ঞানের ও মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতার অনুরূপ শোচনীয় অবস্থাযুক্ত ৩। আরও দেখিলেন, সেই অস্থিময় কলেবরের ছিদ্র সমূহে আতপতাপতপ্ত তিত্তিরি পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তদীয় শুষ্ক নাড়ীসমূহের ছায়ায় ভেক সকল বাস করিতেছে ৪। নেত্রকোটরে কীটপুঞ্জ অণ্ড প্রসব করিতেছে ও পার্শ্বাস্থির অন্তরালে কোশকার কীট (মাকড়্সা) সকল বাস করিতেছে ৫। দেখিলে বোধ হয়, সেই নরকঙ্কাল বা শুষ্কাস্থি সকল যেন তদীয় প্রাক্তন ভোগবাসনাকে ইদানীং উপহাস করিতেছে ৬। তাহার শিরোঘট এত মসৃণ ও সুশুভ্র হইয়াছে যে, যেন কর্পূরের প্রভাকেও লজ্জিত করিতেছে ৭। উর্দ্ধগামী ঋজু শিরা সকল শুষ্ক হইয়া অস্থি মাত্র অবলম্বনে রহিয়াছে। তাহা দেখিলেও বোধ হয়, তাহারা যেন আত্মানুসন্ধানার্থ গ্রীবাদেশ দীর্ঘীকৃত করিতেছে ৮। তাহার বক্ত্র প্রদেশে যে নির্ম্মাংস নাসাস্থি রহিয়াছে, তাহা যেন মুখ মণ্ডলের মধ্যসীমা প্রদর্শনার্থ শঙ্কু (শঙ্কু=খোঁটা) স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে ৯। সেই কঙ্কালের কন্ধরদেশ উর্দ্ধীকৃত। দেখিলে বোধ হয় উৎক্রান্ত প্রাণ আকাশপথে কিরূপে গমন করে যেন তাহাই দেখিবার

জন্য ঐ শবকঙ্কাল উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে ১০। জঙ্ঘা জানু উরু বাহু এ সকল যেন দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন পথ পরিশ্রমে কাতর হইয়া পরস্পর পলায়নার্থ বিশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে ১১। ইহার বৃহৎ রিক্তোদর দেখিলে জ্ঞান হয়, তাহা যেন অজ্ঞ হৃদয়ের শূন্যতা বুঝাইয়া দিতেছে ১২। ভৃগু দুঃখরূপ হস্তীর বন্ধনস্তম্ভসম সম্মুখে তাদৃশ শুষ্ক কঙ্কাল দর্শন করিয়া তথ্য অনুসন্ধানার্থ উত্থিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ তর্ক বা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কি! এই কি আমার সেই পুত্র! সে কি নাই! উৎক্রান্তজীব হইয়াছে ১৩।১৪। বহুক্ষণ অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের বিষম চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় পুত্রই নিশ্চয় করিলেন এবং কালের প্রতি সহসা কোপে পরিপূর্ণ হইলেন ১৫। তাঁহার কোপের কারণ এই যে, কাল তাঁহার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। কাল কেন আমার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিল? এইরূপ বলিয়া ক্রোধপরবশ ভৃগু কালের প্রতি শাপ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন ১৬।

অনন্তর অমূর্ত্তস্বভাব হইলেও সর্ব্বভক্ষক কাল এক্ষণে খড়্গপাশধারী কুণ্ডলযুক্ত কবচান্বিত দ্বাদশভুজসম্পন্ন ষড়ানন এবম্বিধ আধিভৌতিক দেহ ধারণ করতঃ কিঙ্কর ও সেনাগণে পরিবৃত হইয়া কোপতপ্ত মহর্ষি ভৃগুর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন ১৭।১৮। তাঁহার শরীরসমুত্থিত জ্বালাজাল দ্বারা নভোমণ্ডল কুসুমিত কিংশুক শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ১৯। তাঁহার করতলস্থ ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে বিনিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা দিগঙ্গনাগণ যেন কনককুণ্ডল সমূহে অলঙ্কৃত হইল ২০। তদীয় প্রচণ্ড নিশ্বাস পবন প্রবাহে ভূধর সকল যেন ছিন্নশিখর হইয়া ইতস্ততঃ বিচলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল ২১। করস্থ করবাল তেজে সূর্য্যমণ্ডল যেন কল্পাগ্নিদগ্ধজগতের ধূমপটল দ্বারা শ্যামায়মান হইয়া গেল ২২।

হে মহাবাহো রাম! বর্ণিতপ্রকার মূর্ত্তিধারী কাল সেই ক্রুদ্ধ মহামুনির অভিমুখীন হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিঃস্বনে বলিতে লাগিলেন ২৩। হে মুনে! লোকমর্য্যাদাভিজ্ঞ পূর্ব্বাপরদর্শী সজ্জনগণ হেতুসত্ত্বেও বিমোহিত হন না; কিন্তু আপনি বিনা কারণেই মুগ্ধ হইতেছেন ২৪। অনন্ততপা এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আমরা সেই পূর্ণ পরমাত্মার নিয়ম পালনে নিযুক্ত আছি। আপনি প্রোক্ত কারণে আমাদের সকলেরই পূজ্য। অন্য কোন কারণে অর্থাৎ শাপাদির ভয়ে আমরা আপনাকে পূজা করি না ২৫। বোধ হয় আপনি বিমুগ্ধবুদ্ধি হইয়াছেন, সেই জন্য বলিতেছি, আপনি বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। প্রলয় মহাগ্নিও আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আপনি শাপদ্বারা আমার কি করিবেন ২৬? আমি শত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছি, কোটী কোটী রুদ্র উদারসাৎ করিয়াছি ও সহস্র সহস্র বিষ্ণু ভক্ষণ করিয়াছি। বল দেখি আমি কোন্ বিষয়ে অসমর্থ ২৭? হে ব্রহ্মন্! আমরা ভক্ষক এবং তোমরা আমার ভক্ষ্য। ইহাই নিয়তি অর্থাৎ স্বাভাবের মর্য্যাদা। সুতরাং ইহা স্থির জানিবেন যে, আমরা ইচ্ছার বা রাগদ্বেষাদির বশ্য হইয়া কোন কিছু করি না ২৮। হে ব্রহ্মন্! অগ্নি স্বয়ংই উর্দ্ধমূখে ধাবমান হয়, সলিল স্বয়ংই নিম্নগামী হয়, ভক্ষ্য স্বতঃই ভক্ষকের বশ্য হয় এবং অন্তক স্বতঃই জন্যপদার্থের অন্ত (বিনাশ) করেন ২৯। হে মুনে! আমি যে আমার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, ইহা পরমাত্মারই রূপ (কেননা, পরমাত্মা আপনিই আপনাতে উক্ত প্রকারে বিরাজ করিতেছেন ৩০। যাঁহারা নির্ম্মলজ্ঞানী, তাঁহারা দেখিতে পান, ইহ জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তা কেহ নাই এবং ভোক্তাও কেহ নাই। যাহাদের জ্ঞান রজস্তমে অভিভূত, তাহাদেরই দৃষ্টিতে কর্ত্তাও অনেক, এবং ভোক্তাও অনেক ৩১। ইহা অবধারিত জানিবেন যে, কর্ত্তৃতা ও ভোর্ত্তৃতা উভয়ই অজ্ঞানের কল্পিত। ঐ

সকল কল্পনা অতত্ত্বজ্ঞের, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের ঐ সকল কল্পনা তিরোহিত ৩২। পুষ্পনিকর তরুখণ্ডে ও ভূতগণ ভুবন মণ্ডলে স্বতঃ বা স্ব স্বভাবে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে ৩৩। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের প্রচলনে প্রচলিতপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং তাহা যেমন সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য, সেইরূপ, কালের সৃষ্টিও সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য ৩৪। যেমন সদোষ চক্ষুঃ রজ্জুতে সর্প সৃজন (দর্শন) করে, তেমনি, ভ্রমান্বিত মনঃই কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বাদি সৃজন করে ৩৫। এই যে আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, ইহাও তপস্বী দিগকে মান্য করিতে হয় বলিয়া, শাপ ভয়ে নহে। আমরা প্রতিভার বা অভিমানের বাধ্য নহি। আমরা কেবল নিয়মের বাধ্য ৩৬।৩৬। প্রাজ্ঞগণও নিয়তির বশ্য হইয়া সর্ব্ব প্রকার ব্যবহার ও চেষ্টা নির্ব্বাহ করেন, অভিমানের বশ্য হইয়া নহে। অভিমান মহাতমঃস্বরূপ ৩৮। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়ম পালনার্থ কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মুনিপ্রবর! তুমি সে নিয়ম, অজ্ঞান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নষ্ট অর্থাৎ ভঙ্গ করিও না ৩৯। তাদৃশী অজ্ঞান-ময়ী দৃষ্টিই বা কোথায়? এবং সাত্ত্বিক মহত্ত্ব ও ধীরত্বই কোথায়? ভাবিয়া দেখ, দেখিয়া প্রাজ্ঞজনোচিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধের ন্যায় মুগ্ধ হইও না ৪০। হে মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কর্ম্মবিপাক-জনিত অবস্থার বিচার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। বিচার না করিয়াই মূর্খের ন্যায় আমাকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ ৪১। হে মহর্ষে! এই জগতে সকল দেহীরই শরীর দ্বিবিধ। তাহা কি তুমি জান না? তন্মধ্যে এক শরীর মনোময় ৪২। উভয় দেহের মধ্যে এই যে জড় দেহ, ইহা সামান্য কারণে বিনষ্ট হয় এং মনোময় দেহ নিয়ত ক্রোধাদির দ্বারা পীড়িত ও কদর্য্য হইয়া থাকে ৪৩। হে সাধো! যেরূপ চতুর সারথির দ্বারা রথ পরিচালিত হয়, তদ্রূপ, মনঃদ্বারা এই দেহরথ

পরিচালিত হইতেছে ৪৪। শিশুগণ যেমন পঙ্কদ্বারা মিথ্যা পুরুষ (পুত্তলিকা) নির্ম্মাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আবার সেই পঙ্কে নিমগ্ন করে, পরে আবার অন্যবিধ দৃশ্য নির্ম্মাণ করে, মনঃও সেইরূপ, বিদ্যমান দেহ বিনাশ পূর্ব্বক দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, চিত্তই পুরুষ; অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা। তদ্দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহাই প্রকৃত কৃত। এই আমার স্থান, এই আমি আছি, এই আমার দেহ, এই আমার অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, এই আমার মস্তক, এ সমস্ত মনঃই বিধান ও অভিধান (প্রস্তুত ও উল্লেখ) করিয়া থাকে ৪৫।৪৭। একমাত্র মনঃই জীব হইতে জীবান্তর নাম প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবের অনুগামী হয়, পরে অহঙ্কারের বশ্য হইয়া অভিমান প্রযুক্ত স্বয়ং নানাত্ব প্রাপ্ত হয় ৪৮। চিত্ত দেহবাসনার দ্বারা আপনার পার্থিব শরীর অবলোকন করে; কিন্তু যখন সেই চিত্ত অসত্যময়ী শরীরভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য পরব্রহ্ম অবলোকন করে, তখন তাহার পরমা শান্তি জন্মে। তখন তাহার উক্ত প্রকার কল্পনা-সামর্থ্যের বিশ্রাম হইয়া থাকে ৪৯।৫০।

হে ব্রহ্মন্! তুমি সমাধিমগ্ন হইলে তোমার পুত্রের পুনঃ স্বীয় মনো-রথমার্গে বিচরণ করতঃ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিল ৫১। তোমার পুত্রের জীব প্রথমতঃ ঔশনস দেহ (যে শরীরে তিনি শুক্র নামে অভি-হিত হইতেন তাঁহার সেই স্থূল শরীর) ধ্যানের দ্বারা মন্দরপর্ব্বতকন্দরে পাতিত করিয়া নীড় হইতে সমুড্ডীন নভোবিহারী বিহগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়াছিল ৫২। তথায় তিনি বিশ্বাচী নাম্নী দেবসুন্দরীর সহিত মিলিত হইয়া কখন মনোহর মন্দারকুঞ্জে, কখন পারিজাত তলে, কখন নন্দনকাননে, কখন লোকপালকগণের মনোহর পুরে বিহার করতঃ দ্বাত্রিং-শৎ যুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন ৫৩।৫৪। পরে ঐরূপ ঐরূপ তীর ভোগ দ্বারা পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই অপ্সরার সহিত

নভোমণ্ডল হইতে কালপক্ক ফলের ন্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন ৫৫।৫৬। তিনি সেই দেবদেহ আকাশে পরিত্যাগ করতঃ ভূতাকাশে, তৎপরে বসুধাতলে আগমন করতঃ, ক্রমে দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশল দেশের রাজা, মহাটবীতে ধীবর, ত্রিপথগাতীরে হংস, সূর্য্যবংশে নৃপ, পুণ্ড্রদেশে মহীপতি, শৌরশাল্বে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে শ্রীমান্ বিদ্যাধর, বসুধা মণ্ডলে মুনিকুমার, মদ্রদেশে মহীপাল, সমঙ্গানদীতটে বাসুদেবাখ্য ব্রাহ্মণ, বিনশনে ভূপাল, কীকটদেশে কিরাত, সৌবীর দেশে সামন্তরাজা, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাতদেশে বংশগুল্ম, চীনদেশে হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ, তমালবৃক্ষে বনকুক্কুট প্রভৃতি বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন ৫৭।৬৩। ঐরূপে তোমার সেই পুত্র বিবিধ প্রদেশে বিবিধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি একজন সুবিজ্ঞ মন্ত্রবিদ্যাবিদগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যাধর-পুরপ্রদায়িনী বিদ্যার অর্চ্চনা করতঃ নভোমণ্ডলে বিদ্যাধর হইলেন। হার, কেয়ুর ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, নায়িকাগণের আনন্দ-বর্দ্ধক, কন্দর্পের ন্যায় রূপসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বপুরভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের দয়িত হইয়া পুরুষমনোহারিনী সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইতে লা।গলেন ৬৪।৬৬। ক্রমে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তদীয় সঙ্কল্পের সীমা পরি-সমাপ্ত হইলে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহার শরীর পাবকে শলভের ন্যায় সেই কল্পান্তকালীন দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ড কিরণে ভস্মীভূত হইল ৬৭। তদীয় বাসনা তখন নীড়বিহীনা বিহগীর ন্যায় সেই জগন্নির্ম্মাণরহিত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল ৬৮। তৎপরে ব্রহ্মার রজনী (কল্পকাল) অতিক্রান্ত হইলে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহ বিরচিত এবং নানা সংসার সৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই বাসনা সেই আদিযুগে বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল ৬৯।৭০।

হে মুনে! সম্প্রতি আপনার পুত্র পবিত্রতম বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি মতিমান্‌গণের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে মুনে! আপনার সেই পুত্র স্বীয় বিবিধ বাসনার অনুবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ খদির ও করঞ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের করালকোটর মধ্যে, বিবিধ প্রাণিগণের গর্ভসমূহে ও অশেষবিধ গহন কানন সমূহে ভ্রমণ ও স্বর্গে বিদ্যাধর দেহ ধারণ করতঃ আকল্প অবস্থান করিয়া এক্ষণে সমঙ্গানদীতটে তপস্যা করিতেছেন ৭১।৭৩।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ ।

কাল বলিলেন, অহে মুনিবর! আপনার পুত্র এক্ষণে জিতেন্দ্রিয়, জটাধারী ও অক্ষবলয়বিভূষিত হইয়া সেই তরঙ্গিণীর প্রবল কল্লোলধ্বনির দ্বারা শব্দায়মান ও সমীরণসম্পন্ন তীরে অবস্থান করতঃ অষ্টশত বর্ষ যাবৎ তপস্যা করিতেছেন। যদি আপনি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন, দেখিতে পাইবেন ১।৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সর্ব্বত্র সমব্যাপী সমদর্শী জগদীশ কাল ঐরূপ কহিলে, মুনিবর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া পুত্রের চেষ্টিত-পরম্পরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন৪। তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে তদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিদর্পণে স্বীয় পুত্রের বিবরণ সমস্ত প্রতিবিম্বিত হইল৫। পরে তিনি সমঙ্গাতট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই মন্দরসানুস্থিত স্বীয় কলেবরে প্রবিষ্ট হইলেন৬। অনন্তর তিনি সাতিশয় বিস্মিত ও পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া কালকে অবলোকন করতঃ কহিতে লাগিলেন৭, হে ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর! হে ভগবন্! আমাদের চিত্ত রাগাদিদ্বারা মলিন, সে জন্য আমরা অল্পজ্ঞ। হে দেব! ভবাদৃশ পুরুষগণের বুদ্ধি মলশূন্যা বলিয়া কালত্রয়দর্শিনী৮। এই জগৎস্থিতি অসত্যরূপিণী হই-লেও নানাকার বিকার ধারণ করতঃ সত্যরূপে ভাসমানা হইয়া পণ্ডিত-গণেরও পরমার্থ বস্তুতে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে৯। হে দেব! ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়ামোহবিধায়ক মনোবৃত্তির প্রকৃত রূপ আপনিই অবগত

আছেন। কেননা, সমস্তই আপনার অভ্যন্তরবর্ত্তী১০। হে ভগবন্! আমার পুত্রের মৃত্যু না থাকিলেও আমি উহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া "কাল আমার অক্ষীণ জীবিত পুত্রকে গ্রাস করিলেন" এইরূপ সম্ভ্রম সম্পন্ন হইয়াছিলাম। হে বিভো! এখন বুঝিলাম, কেবল নিয়তির প্রভাবেই আমার তাদৃশী ইচ্ছা সমুদিত হইয়াছিল১১।১২। আমরা সংসারগতির কিছুই অবগত নহি, সুতরাং বিপদে অমর্ষে ও সম্পদে হর্ষে অভিভূত হইয়া থাকি১৩। হে ভগবন্! অযুক্তকারীর প্রতি ক্রোধ ও যুক্তকারীর প্রতি প্রসন্নতাপ্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য, এ নিয়ম এতৎসংসারে চিরপ্ররূঢ় (অকাট্য নিয়মে স্থিত)১৪। হে জগদ্গুরো! যাবৎ জগদ্ভ্রম, তাবৎ উহা জীবের পক্ষে কার্য্য ও অপরিহার্য্য। ইহা কার্য্য তাহা অকার্য্য, ইহা ইষ্ট, তাহা অনিষ্ট, এ সকল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বটে; পরন্তু জগদ্ভ্রমান্তর্গত ইষ্টানিষ্টসাধন কার্য্যকলাপ হেয় বোধে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর১৫। হে ভগবন্! আমি অবিবেক বশতঃ নিয়তির বিচার না করিয়াই আপনার প্রতি ক্রোধ করাতে স্বীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছি ১৬। হে দেব। আপনি আজ আমার পুত্রের চেষ্টিত সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি আজ আমার পুত্রকে সমঙ্গা-নদীতটে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি১৭। এই ভূমণ্ডলে জীবগণের আতি-বাহিক ও আধিভৌতিক শরীর বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আতিবাহিক শরীর অর্থাৎ মনোময় শরীর সর্ব্বগামী এবং তাহাই এতৎ জগৎ দর্শন করিয়া থাকে১৮।

কাল বলিলেন, হে ব্রাহ্মন্। স্থূল শরীর শরীর নহে, মনঃই প্রকৃত শরীর, এ কথা যথার্থ। যদ্রূপ কুম্ভকার মানস কল্পনার পর ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনঃও সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে১৯। বালকগণ যেমন মোহ বশতঃ বেতাল দর্শন করে, তেমনি মনঃও সঙ্কল্প

দ্বারা অনাকারের আকার সৃজন করে, অবার সেই স্বসৃষ্ট বস্তুর বিনাশ কল্পনা করে২০। ভ্রম, স্বপ্ন, মিথ্যাজ্ঞান এবং সে সকলের বিষয়, ভাসমান রজ্জুসর্প ও গন্ধর্ব্বনগরাদি. সমস্তই মানসী শক্তির অন্তর্ভূত অর্থাৎ একমাত্র মনেরই কল্পনায় ঐ সকল রমণীয় ও অরমণীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে২১। হে মহামুনে! স্থূল দৃষ্টিতেই মনঃ ও শরীর এই দুই পৃথক বলিয়া প্রতীত ও অভিহিত হয়২২। কিন্তু হে মুনে! এই যে ত্রিজগৎ, ইহা কেবলমাত্র মনের মনন দ্বারা বিনির্ম্মিত। সুতরাং ইহা মনের মনন (মনোবৃত্তি) ভিন্ন অন্য কিছু নহে২৩। ভেদবাসনা সকল চিত্তদেহের অঙ্গীভূত। সুতরাং চিত্ত অজ্ঞানমূলক ভেদবাসনার দ্বারা (ভেদবাসনা= পূর্ব্বানুভূত বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক সংস্কার) উত্তেজিত হওয়ায় এই নানাত্বভ্রম দ্বিচন্দ্রাদি ভ্রমের রীতিতে উপস্থিত হইয়াছে২৪। মনঃই ভেদবাসনার আবেশে ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে২৫। মনঃই "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়" ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবনা করতঃ কল্পনাসমুত্থিত বিবিধ সংসার অবলম্বন করে২৬। হে সাধো! যাহা মনন, অর্থাৎ যাহা মনের বৃত্তি, তাহা কৃত্রিম, ইহা জানিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবে। করিলে যাহা অকৃত্রিম শান্ত ব্রহ্ম তাঁহার সারূপ্য লাভ করিবে২৭। কাল পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেমন অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও অন্যস্থানস্থিত জল জলত্বে সমান হইলেও সমুদ্রেই অসংখ্য তরঙ্গের ও কল্লোলাদির উদয় হয়, সেইরূপ, সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী মহামহিম পরমাত্মা-সমুদ্রে এই বিশ্বরূপ কল্পনা উদিত বা উত্থিত হইতেছে ২৮।২৯। সেই ব্রহ্মই স্বস্বভাবে হ্রস্ব ভাবনায় (হ্রস্ব=ক্ষুদ্র। ভাবনা=মনের কল্পনা) ভাবিত হইয়া হ্রস্বতরঙ্গাকারে প্রকটিত হইতেছেন। দীর্ঘভাবনায় ভাবিত হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন৩০।৩১। তিনি যেন রসাতল ভাবনায় ভাবিত ও পতন ভয়ে ভীত হইয়া তীরা-

ভিমুখে যাইতেছেন এবং যেন তিনি দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য জন্ম পাইয়াছি, এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া গিরিবপ্রের ন্যায় (বপ্র=প্রাচীরাকার ক্ষুদ্রপর্ব্বতশ্রেণী) রত্নাদিরশ্মিজালে পরিশোভিত হইতেছেন ৩২।৩৩। তিনিই চন্দ্র হইয়া আপনার শৈত্যাদি অনুভব করিতেছেন এবং দাবাগ্নি হইয়া আপনার জ্বালাময় শরীর অনুভব করিতেছেন৩৪। তিনিই মহাড়ম্বরযুক্ত রাজ্য কল্পনা ও তদভিমানে কৃতকৃত্য হইতেছেন। আবার তিনিই দেহের ছেদ ভেদ দাহ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া রোরুদ্যমান হইতেছেন। কিন্তু হে মহামুনে! সমুদ্রে যত প্রকার তরঙ্গ থাকুক, বা উঠুক, সমস্তই জলের অনতিরিক্ত ৩৫।৩৭। অপিচ, যে সকল রূপের (আকারের) বর্ণনা করিলাম, সে সকলের কিছুই সৎ নহে। সেই সেই পদার্থ ও সেই সেই হ্রস্বদীর্ঘাদি গুণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ স্বরূপে অবিদ্যমান৩৮। ঐ তরঙ্গাদি জলাদিরূপের বৈকল্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে৩৯। ইহা নষ্ট, তাহা অনষ্ট, ইহা জন্মিল, তাহা থাকিল, এ সকল, উক্তবিধ কল্লোলের পরস্পর মিলন (সমাবেশ) মাত্র অন্য কিছু নহে৪০। বস্তুতঃ ঐ সকল অম্বু অর্থাৎ জল ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। কাল বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তুমি সমুদ্রতরঙ্গের দৃষ্টান্তে ইহাই অবধারণ করিবে যে, অতি বিস্তৃত অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিরাময় স্ফাররূপ আদ্যন্তবর্জ্জিত ও সর্ব্বশক্তি চিদ্বপুঃ ব্রহ্মে এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের তিরোধান বশে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, পরন্তু ঐ সকলের কিছুই বাস্তব পৃথক নহে। সমস্তই ব্রহ্ম৪১।৪২। তাঁহার যে নিজশরীরস্থিত বিচিত্রাকার ও চঞ্চল-স্বভাব নানা শক্তি, সেই শক্তিই এই নানা ভাবোদয়ের কারণ৪৩। যেমন জলের তরঙ্গ জলেরই বৃংহণ, তেমনি, ব্রহ্মের বিশ্বাকার বিবর্ত্তন ব্রহ্মেরই বৃংহণ অর্থাৎ বিবর্ত্তবৃদ্ধিভাব। ব্রহ্মই স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কল্পিত রূপ দ্বারা স্বয়ং বিবর্ত্তিত হইতেছেন৪৪। অতএব, যাহা বলিলাম, তদ-

তিরিক্তা জগন্নাম্নী কল্পনা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে অল্প মাত্রও ভেদ বিদ্যমান নাই৪৫। শ্রুতিও বলিয়াছেন, এই দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম। এই যে জগৎ, ইহা কেবল ব্রহ্মই। কাল পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহাই পরিভাবিত করিবে যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। তুমি ব্রহ্মকেই চিন্তা কর, আর সব পরিত্যাগ কর৪৬। অর্থাৎ দৃশ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করা আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপা নিয়তি, তাহা ব্রহ্মরূপিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী মূল শক্তি নানারূপিনী হইয়া পদার্থসমূহে অবস্থান করিতেছে। আত্মস্বরূপভূত বাসনারূপিনী নিয়তি জড় ও অজড় উভয়কেই গ্রহণ করে, পরন্তু চিত্ত অবশেষে চিন্ময় পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়৪৭।৪৮।

হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! স্পন্দনশীল পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মের নানা রূপ প্রকাশমান রহিয়াছে৪৯। সেই পরমাত্মাই নানা আকার পরিগ্রহ করতঃ আপনার দ্বারা আপনাতে নানাপ্রকারে বিহার করিতেছেন। যেমন বিচিত্র বীচিমালা সলিলব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, এ সমস্ত কল্পনা সেই বিশ্বেশব্যতিরিক্ত নহে৫০।৫১। যেরূপ শাখা, পুষ্প, ফল, লতা ও কোরকাদি, সমস্তই একমাত্র বীজে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার শক্তি সেই পরব্রহ্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে৫২। যদ্রূপ উগ্র আতপে বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, সেই দেবেশে বিচিত্রা সদসন্ময়ী বিচিত্রা শক্তি বিদ্যমান দেখা যায়৫৩। যেরূপ পয়োদ হইতে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে শক্তি সমুদায় প্রকটিত হয়৫৪। যেমন উর্ণনাভ হইতে তন্তু ও পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ, সেই অজড় পরব্রহ্ম হইতে তদীয় ভাবনামূলক বিবিধ অজড় ও জড় বস্তুর আবির্ভাব হয়৫৫। হে ব্রহ্মন্! মঙ্গলময় পরমাত্মাই আত্মাজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত হইয়া কোশকার ক্রমির ন্যায় জগৎ কোশ বিস্তার করিয়াছেন৫৬।

পরন্তু, যদ্রূপ মত্ত হস্তী ত্বরায় আলান হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ণস্বরূপতা ভাবনার দ্বারা এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন৫৭।৫৮। আত্মা স্বয়ং যখন যে প্রকার ভাবনা করেন, তখনই তাঁহার তদুপযোগিনী মহতী শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপে প্রকটিত করে। যেমন প্রাবৃটকালের মহতী মিহিকা (কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি) সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি, তাঁহার ভাবনাও ক্ষণকাল মধ্যে ভাবনীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়৫৯।৬০। তাঁহার যখন যে শক্তি উদিত হয় তৎক্ষণাৎ তিনি তদ্রূপী হন৬১।

হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরের আবার মুক্তি কি? আত্মারই বা বন্ধন কি? আমি জানি না যে, লোকপ্রবাদসিদ্ধ বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! (অর্থাৎ বন্ধ মোক্ষ উভয়ই অজ্ঞপরিকল্পিত)৬২। বস্তুতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। আমি দেখিতেছি, সমস্তই তন্ময় (ব্রহ্মময়)। অহো! জগৎ কি অদ্ভুত মায়ায় বিরচিত। অহো কি ব্যতিক্রম! অনিত্য নিত্যকে সদা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। (অনিত্য = অবিদ্যা। তদ্দ্বারা নিত্য ব্রহ্মের গ্রাস অর্থাৎ আচ্ছাদন)৬৩। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, ব্রহ্ম যেক্ষণে চিত্তকল্পনা (মনের সৃষ্টি) করেন, সেই ক্ষণেই তিনি কোশকার কীটের ন্যায় চিত্ত কর্ত্তৃক কবলিত (আচ্ছাদিত) হন৬৪। তখন তাঁহা হইতে মনের শক্তিসমুদয় শরীর সম্পন্ন হইয়া কোটী কোটী রূপ ধারণ করে ৬৫। সেই সমুদয় কল্পিতরূপবতী শক্তি সেই ব্রহ্মে জাত ও সংস্থিত হইলেও চন্দ্রে মরীচির (মরীচি = জ্যোৎস্না) ন্যায় ও সমুদ্রে বীচিমালার ন্যায় পৃথক্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হয়৬৬। সেই চিদ্রূপজলপরিপূর্ণ অতিবিস্তৃত পরমাত্মরূপ সমুদ্রের সেই সমুদয় শক্তির কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ চন্দ্র, কেহ সূর্য্য, কেহ কুবের আকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন উক্ত

ব্রহ্মসমুদ্রের এক একটি ক্ষুদ্র লহরী। ব্রহ্মসমুৎপন্ন ক্ষুদ্র লহরীর মধ্যে অন্যান্য লহরী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সুর, অসুর, নর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, অহি, গো, অজ, মশক, অজগর প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কেহ হনন করিতেছে, কেহ অনুষ্ঠান রত আছে, এবং কেহ বা তুষ্ণীভাবে আছে। উহাদের চেষ্টাও অতি চপল। অপিচ, কেহ ঊর্দ্ধে উৎপতিত, কেহ অধঃ নিপতিত, কেহ পরিবাল্গিত (ধাবমান) হইতেছে দেখা যায়। কাহার আকার স্থির, কাহার আকার স্থায়ী এবং কেহ বা উৎপন্নপ্রধ্বংসী। সকলেই ব্রহ্মমহাসমুদ্রের বুদ্বুদ স্থানীয় ৬৭।৬৯। কোন কোন লহরী অতি চপল। তাহারা বানর, মৃগ, গৃধ্র ও জম্বুক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ৭০। অন্যান্য লহরীর মধ্যে কেহ কেহ এই সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে সুদীর্ঘ জীবিতা, কেহ অত্যল্পজীবিত্ব, কেহ বৃহদ্দেহিতা, কেহ ক্ষুদ্রশরীরত্ব এবং কেহ বা স্বীয় চিরজীবিত্ব বিধায়ক ভাবনাপরায়ণ। তদ্ভিন্ন কেহ দৃঢ় বিকল্পনার দ্বারা বিনাশশীল, কেহ জগতের স্থিরত্বকল্পনায় নিয়ত, কেহ দৈন্যাদি দোষ সমূহের বশীভূত এবং কেহ কেহ "আমি কৃশ, দুঃখী, আমি অল্পজীবী ও মূঢ়" এই-রূপ ভাবনার দ্বারা দুঃখপরম্পরার বশীভূত হইয়া প্রস্ফুরিত হইতেছে। কেহ কেহ স্থাবরত্ব ও কেহ কেহ জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভূতলে অনেক শত কল্প অবস্থান করিতেছে এবং কেহ কেহ বা ইন্দুর (চন্দ্রের) ন্যায় জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! মনন-নামধারিণী চিৎসম্বিদ্ এই প্রকারে সেই ব্রহ্মরূপ অর্ণব হইতে বিলোলা লহরীর অনুরূপে সমুদিত হইয়া প্রস্ফুরিত হয় ৭১।৭৫।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

———

দ্বাদশ সর্গ।

—(০)—

কাল বলিলেন, হে মুনিবর! সুর, অসুর ও নর, ইত্যাদি আকারের সম্বিদ ব্রহ্মসমুদ্রের সহিত অভিন্ন। যাহা সম্বিদের ভেদক তাহা মিথ্যা। অর্থাৎ প্রতীয়মান প্রপঞ্চ অসত্য, কেবল একমাত্র মূল প্রতীতিই সত্য ১। হে ব্রহ্মন্! জীবগণ শুদ্ধব্রহ্ম স্বভাব হইয়াও মিথ্যা বিভাবনের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা "আমরা ব্রহ্ম নহি" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করতঃ অধোগত হইতেছে ২। তাহারা ব্রহ্মার্ণবে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মব্যতিরিক্ততা চিন্তা করতঃ (অহং এই মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হইয়া) ভীষণ ভবভূমিতে বিমোহিত হইতেছে ৩। এই যে বিষয়োপলক্ষিত সংবিৎ (জ্ঞান), এ সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসংবিৎ-ই মননের (অহং দেহী, এইরূপ মনোবৃত্তির) দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া জীবকর্ম্ম সমূহের বীজ হইয়াছে। পরন্তু তাহা স্বভাবতঃ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতীত। অথবা নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় ৪। হে মুনিবর! এই যে, অন্তঃস্থ সঙ্কল্পের উদ্রেক, ইহাই কর্ম্মপ্রচয়রূপ করঞ্জের বীজ ৫। এই যে, প্রস্তরসদৃশ জড় শরীরশ্রেণী, এ সমুদায়ই চলন, বিচলন, সঞ্চলন, রোদন ও হাস্যাদিরূপ ক্রিয়ায় সমন্বিত। (তদুপলক্ষিত চেতন ব্রহ্ম ঐ সকল ক্রিয়ায় নির্লিপ্ত) ৬। পবন যেমন স্বসংস্পৃষ্ট পদার্থকে পরিচালিত করে, স্পন্দিত করে, সেইরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত তুচ্ছ শরীর পংক্তিকে উল্লাসিত, বিলাপিত, পরিম্লান ও বিহসিত করিতেছে ৭। ঐ সকল শরীরী দিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত

পরিশুদ্ধ। যেমন হরি হর প্রভৃতি। কেহ কেহ অল্প বিমোহিত। যেমন নর, নাগ ও অমরগণ ৮। কেহ কেহ অত্যন্ত বিমোহিত। যেমন তরু ও তৃণাদি। কেহ কেহ অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া কৃমিকীটাদি ভাব প্রাপ্ত ৮। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে তৃণবৎ উহ্যমান হইতেছে, তীর প্রাপ্ত হইতেছে না। যেমন উরগ ও নগ প্রভৃতি। কেহ কেহ শাস্ত্রাদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিতামাত্র জ্ঞাত হইয়া তদভিমুখীন হইতে না হইতেই কৃতান্ত ও বিঘ্নকারী দুরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাদিগের অবলম্বনীভূত যোগ ভূমিকার মূল নষ্ট (ছেদন) করিয়া দিতেছে ১০।১১ কেহ কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাম্বুধির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সশরীরে ব্রহ্মস্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা হরি হর ব্রহ্মাদি ১২। কেহ কেহ অল্পমোহপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের মধ্যে অপ্রাপ্তপার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে ১৩। কোন কোন ভূত (প্রাণী বা জীব) কোটী কোটি জন্ম উপভোগ করিয়াও পুনর্ব্বার জন্মৌঘসহস্র ভোগ করিবার নিমিত্ত রাগাদির দ্বারা অন্ধপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে ১৪। কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ বা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে, এবং কেহ বা অধঃ হইতে অধস্তন স্থানে (অতি নীচ যোনিতে) গমন করিতেছে। হে মহামুনে! সুখদুঃখের আকর স্বরূপ এবম্বিধ অক্ষয় সংসার বিষ কেবল স্বকীয় ব্রহ্ম ভাবের (অহং ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের) বিস্মরণপ্রযুক্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে বটে, পরন্তু এ বিষের ব্যাঘাত বা বিনাশ কেবলমাত্র এক গরুড়স্থানীয় পরব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় ১৫।১৬।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

——()০()——

কাল বলিলেন, মুনিবর! সাগরে উর্ম্মিমালার ন্যায় ও বসন্তকালে মাধবীলতায় পল্লবাদির ন্যায় অবস্থিত এই সমস্ত ভুতজাতির মধ্যে যাঁহারা মনোমোহ জয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন, অবশিষ্ট নর অজ্ঞতাবিধায় কাষ্ঠ কুড্যাদির সহিত সমান থাকেন। যাহাদের মোহ অল্পীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তাহারাই তত্ত্ব বিচারের অধীন হয়। (সাধন চতুষ্টয় = নিত্যানিত্য বিবেক, ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি গুণ ও মোক্ষেচ্ছা) বিচারশাস্ত্র কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতুল্য অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী, উভয়ের জন্য নহে ১।৩, অল্প অজ্ঞ দিগের জন্যই বিচার শাস্ত্রের উদয়। অজ্ঞ অবোধ দিগের উদ্ধারার্থ অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ আত্মজ্ঞজনগণ কর্ত্তৃক যে সকল শাস্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র অদ্যাপি ইহ জগতে প্রচার প্রাপ্ত রহিয়াছে ৪। যে সমস্ত জীবের আশয় (অন্তঃকরণ) পরিশুদ্ধ ও দুষ্কৃতসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাদেরই নির্ম্মল বুদ্ধি শাস্ত্রসমূহে প্রবর্ত্তিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় ৫। সূর্য্য যেমন নভোভ্রমণ দ্বারা তিমির বিনাশ করেন, তাহার ন্যায় শাস্ত্রও স্বপ্রচার দ্বারা জীবগণের মনোমোহ বিদূরিত করেন। যাহারা তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রাদির দ্বারা মনোমোহ তিরোহিত করিতে না পারে, তাহাদের মন ক্ষীণ হয় না, অধিকন্তু তাহাদের মন নীহারপটলীর দ্বারা দিগন্ত প্রচ্ছাদনের ন্যায় মোহে সমাচ্ছন্ন হয়, হইয়া বেতালের ন্যায়

নৃত্য করিতে থাকে ৬।৭। হে মুনে! মনঃই সমস্ত ভূতজাতির সুখদুঃখভোগী শরীর। এই যে, মাংসময় দেহ, ইহা সুখদুঃখাদিভোগের আধার নহে৮। সেইজন্য বলিতেছি, এই ভূতপঞ্চকের বিকার মাংসাস্থিসংঘাত স্থূল দেহকে তুমি মনের কল্পনা বলিয়া জানিবে ৯। হে মুনে! তোমার পুত্র মনোরূপ দেহ দ্বারা যাহা কল্পনা করিযাছে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে; সে বিষয়ে আমরা অল্পমাত্রও অপরাধী নহি ১০। যে স্বীয় প্রবল বাসনায় যাহা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; ইতর ব্যক্তির তাহাতে অল্পমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই ১১। বাসনামাত্র উপাদানে মনের দ্বারা অন্তরে যাহা কৃত হয়, এমন ভুবনেশ কে আছে যে, তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ ১২? নরকভোগ ও জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই মনের সৃষ্টি। মন অত্যল্প বিচলিত হইলেই দুঃখপ্রদ হয় ১৩।

হে ভগবন্! এক্ষণে আগমন করুন, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। আপনার তনয় যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই স্থানে গমন করি ১৪। আপনার পুত্র শুক্র প্রথমে চিত্তশরীরদ্বারা স্বর্গাদি উপভোগ করিয়া চন্দ্ররশ্মি যোগে ক্রমে এই ভূতলে মানব হইয়া, এক্ষণে সমঙ্গানদীতীরে তপস্যা করিতেছেন ১৫। অনন্তর ভগবান্ কাল হাস্য করিতে করিতে ঐরূপ কহিয়া ইন্দুসন্নিভ ভৃগুকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। ভগবান ভৃগুও "অহো! নিয়তির ব্যবস্থা অতি বিচিত্র" এইরূপ বলিতে বলিতে উদয়াচলে রবির ন্যায় উত্থিত হইলেন ১৬।১৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই তমালপরিশোভিত মন্দর পর্ব্বতে সেই তেজোনিধিদ্বয় যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া সজলদ অম্বরে যুগপৎ সমুদিত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ঐরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ সহস্রকিরণ যেন সায়ন্তন

কার্য্য সাধনার্থ-ই অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন করতঃ সায়ন্তন কার্য্য করণার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং নিশাবসানে পুনঃ সূর্য্যোদয় হইলে পুনর্ব্বার সেই সভায় সকলে সমবেত হইলেন ১৯। ২০।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—–০—–

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! অনন্তর মহাদ্যুতি কাল ও ভৃগু উভয়ে সেই মন্দরাচল হইতে সগঙ্গাতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শৈলতট হইতে অবরোহন করতঃ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাহার কোন স্থলে নভশ্চরগণ হেমলতাজালজড়িত কুঞ্জ মধ্যে নিদ্রিত রহিয়াছে ১। ২। কোন স্থলে তাহারা লতাবলয়দোলায় দোলক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের বিলোলনয়নের কটাক্ষনিক্ষেপ যেন নীলোৎপল বিকীরণের অনুকার করিতেছে ৩। কোন স্থলে ত্রিজগদ্দর্শন সমর্থ সিদ্ধগণ উত্তুঙ্গ শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহ সহকারে তপোঽনুষ্ঠান করিতেছেন ৪। কোন স্থলে বৃহৎকায় গজযুথপতিগণ অজস্রনিপতিত ধারাসারসদৃশ পুষ্পরাশিতে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব তালবৃক্ষসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডসমুদয় উত্তোলন করিতেছে ৫। কোথাও বা পুষ্পপরাগে অরুণবর্ণ হস্তিগণ মদোন্মত্ত ও নিদ্রাবিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে চঞ্চল চমরমৃগগণ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের চারু চামর হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অজস্রনিপতিত পুষ্পনিকর মধ্যে কিন্নরগণ অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অসংখ্য খর্জ্জুর তরু অসংখ্য ঋজু শাখা সকল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। উৎকট ভ্রমণকারী পাটলবর্ণ বিকৃতবদন বানরেরা ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি খর্জ্জুরাদি ফল নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাতে নিকটস্থ কীচক (কীচক = বাঁশ) শ্রেণীরাও যেন ফলধারী হইয়াছে ৬। ৯। কোন স্থলে দেখিলেন, অমরনারীগণ সিদ্ধ-

গণের (সিদ্ধ=দেবযোনি বিশেষ) সহিত কুসুম ক্রীড়া করিতেছে ১০। সেই হিমশৈলের কোন কোন তটপ্রদেশ এত নির্জ্জন যে সে সকল স্থানের সহিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মন তুলিত হইতে পারে। কোন কোন স্থানে সরিৎসমূহ যেন সাগররূপ কান্তসমীপ গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কুন্দমন্দার প্রভৃতি পুষ্পনিকররূপ রঞ্জিত বসন পরিধান ও বাসন্তীপুষ্প-রাজিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতেছে ১১। কোন স্থানে পুষ্পভার দ্বারা নম্রিতাঙ্গ ও পবনকম্পিত বৃক্ষগণ যেন বসন্ত সমাগমে মত্তপ্রায় হইয়া মধুকররূপ নয়ন সমুদয় বিঘূর্ণিত করিতেছে ১২।

হে রাঘব! তাঁহারা শৈলরাজ হিমালয়ের ঈদৃশী মনোহর শ্রী দর্শন করিতে করিতে শীঘ্রই পুরপত্তনমণ্ডিতা বসুমতীতে অবতীর্ণ হই-লেন এবং অবিলম্বে সেই লোলতরঙ্গিণী সর্ব্বপ্রকার পুষ্পপাদপে বিভূ-ষিতা সমঙ্গা নদীর তটপ্রদেশে উপনীত হইলেন ১৩।১৪। অনন্তর মহর্ষি ভৃগু সেই সমঙ্গাতটে উপনিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র দেহান্তর প্রাপ্ত, অন্য ভাবাক্রান্ত, অন্যরূপসম্পন্ন, শান্তেন্দ্রিয় ও সমাধিস্থ। কবিগণ ইহাকে দেখিলে বর্ণনা করিতে অর্থাৎ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিতে পারেন যে, তিনি যেন স্থিরচিত্তে অনাদিসংসারে দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এবং শ্রান্ত হইয়া অবশেষে শ্রম বিনাশের নিমিত্ত চির-বিশ্রান্তি লাভ করিতেছেন ১৫।১৬। চিরভুক্ত হর্ষশোকপ্রবাহযুক্ত সংসার-জলধি হইতে চিরনির্ম্মুক্ত হইয়া এক্ষণে তাহারই অনন্ত গতি চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল হইয়াছেন। অনাদি কাল হইতে অনন্ত জগ-দম্ভোনিধির আবর্ত্ত বিবর্ত্তনে পরিভ্রামিত হইয়া এক্ষণে তাহা হইতে চিরমুক্তি লাভ করতঃ শান্তিরূপ মহাশৈল অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায় পরম সুখে সেই নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ১৭। চক্র যেমন অতি

ভ্রমণের পর ভ্রমণরহিত ও নিশ্চল হয়, তিনিও যেন সংসার চক্রে অতি ভ্রমণের পর প্রশান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত হইয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে যেন লোকগতির প্রতি উপহাস প্রয়োগ করিতেছেন। অপিচ, তিনি যেন অখিল প্রবৃত্তি সমূহ পরিজ্ঞাত ও অশেষ ফলরাজির ভোক্তা হইয়া এক্ষণে কল্পনাজালবিবর্জ্জিত, পরমপদাশ্রিত, অনন্তর পরমাত্মায় বিশ্রান্ত, সুতরাং হেয়োপাদেয়সঙ্কল্পবিহীন, প্রবুদ্ধমতি ও সুধীর হইয়াছেন। ভৃগু আপনার পুত্রকে এক্ষণে উক্তবিধ দেখিলেন ২৩।

অনন্তর কাল ভৃগুকে তাদৃশ ভাবাপন্ন তদীয় পুত্রকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া অব্ধিগম্ভীর নিঃস্বনে কহিলেন, ঋষে! এই তোমার পুত্র ২৪। পরে ভগবন্ কাল "ইনি প্রবুদ্ধ হউন" এইরূপ কহিলে, সমাধিনিমগ্ন ভার্গব কালের সেই ঘনগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বর্ষাসমাগমে শিখণ্ডীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রবুদ্ধ হইলেন ২৫। এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মাত্র সম্মুখে যুগপৎ সমুদিত সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় সেই কাল ও ভৃগুকে দেখিতে পাইলেন ২৬।

অনন্তর ভার্গব সেই তীরভূমিস্থিত কদম্বতলপ্রদেশ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমকান্তি ও হরিহরের ন্যায় সমাগত বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন ২৭। পরে তাঁহারা পরস্পর সময়োচিত সমালাপ অন্তে মেরুপৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় তত্রস্থ কোন এক উচ্চ শিলাতলে উপবেশন করিলেন ২৮।

হে রামচন্দ্র! তৎপরে সেই দ্বিজ (শুক্র) সমঙ্গাতটে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাগত কাল ও ভৃগু উভয়কে অমৃতময় বাক্যে কহিলেন ৩৯। হে দেবদ্বয়! আমি একসঙ্গে সমাগত হিমাংশু ও উষ্ণকিরণের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অদ্য পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলাম ৩০।

আমার যে মোহ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা ও উপাসনার দ্বারা বিনষ্ট হয় নাই, সেই মোহ আজ আপনাদিগের দর্শনে সম্পূর্ণরূপে সংক্ষীণ হইল ৩১। মহৎগণের নির্ম্মল দৃষ্টি জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ যাদৃশ সুখোৎপাদন করে, নির্ম্মল অমৃতবৃষ্টিও তাদৃশ হর্ষোৎপাদনে সমর্থ হয় না ৩২। যেমন সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের বিচরণে নভোমণ্ডল পবিত্র হয়, তেমনি আজ আপনাদিগের চরণস্পর্শে এই প্রদেশ অতীব পবিত্র হইয়াছে। হে দেবদ্বয়! এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, পবিত্রকারী ও ভূরিতেজস্বী আপনারা কে ৩৩?

হে রঘুনাথ! ভার্গব ঐরূপ কহিলে, ভগবান্ ভৃগু সেই পূর্ব্বপুত্র-উশনাকে পুত্র সম্বোধনে বলিলেন, পুত্র! তুমি এখন অজ্ঞানী নহ, প্রবুদ্ধ হইয়াছ। অতএব আপনাকে স্মরণ কর ৩৪। আত্মস্মরণদ্বারা সমস্তই পরিজ্ঞাত হইবে। অনন্তর ভার্গব ভৃগুকর্ত্তৃক এরূপে প্রবোধিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য ধ্যানোন্মীলিতনেত্র হইলেন। অনন্তর তন্মুহূর্ত্তেই তিনি আপনার সমুদায় জন্মান্তরদশা স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি বিস্ময়প্রযুক্ত, ক্ষণকাল বিকশিত-বদন ও আনন্দমনা হইয়া পরে বিতর্কমন্থর-বাক্যে বক্ষ্যমাণ বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন ৩৫।৩৬।

"পরমাত্মব্যবস্থিত নিয়তির উদয় হউক। যাহার দ্বারা এই জগচ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং যাহার শক্তি, সামর্থ্য ও নিয়মাদি সর্ব্বথা সর্ব্বজনের অবিদিত, সেই নিয়তিরূপ ব্রহ্মের জয় হউক ৩৭। অহো! আমি অদ্য কল্পান্ত সৃজনের ন্যায় মদীয় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর ও দশাফল সকল বিদিত হইলাম ৩৮। অহো! ইতিপূর্ব্বে আমি কত শত কঠিন সংরম্ভ (ক্রোধ ও উদেযাগ প্রভৃতি) যুক্ত রাজা, রাজপুরুষ, ও উপার্জ্জনভ্রান্তি দর্শন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি লোকসম্পর্কশূন্য সুমেরুস্থ দেবভূমিতে বিহার করিয়াছি ৩৯। অহো। আমি পারি-

জাতপরিমলযুক্ত মন্দাকিনী জল পান করিয়াছি, তাহার কহ্লার পরিশোভিত তটে ক্রীড়া করিয়াছি, ৪০। মন্দরকুঞ্জে, সুমেরুশিখরে ও কল্পপাদপতলে পরিভ্রমণ করিয়াছি ৪১। অধিক কি বলিব, এমন কিছুই নাই, যাহা মৎকর্ত্তৃক ভুক্ত, কৃত বা দৃষ্ট হয় নাই ৪২। এক্ষণে আমি যাহা জ্ঞাতব্য তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দর্শন করিয়াছি, শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে চিরবিশ্রান্ত হইয়াছি। আমার সমুদায় ভ্রম বিগলিত হইয়াছে ৪৩। অতএব হে পিতঃ! এখন চলুন, আমরা সেই মন্দরাচলসংস্থিত মদীয় শুষ্কবনলতাসদৃশ পরিত্যক্ত দেহ দর্শন করিব ৪৪। আমার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত কিছুই নাই; তথাপি আমি নিয়তির রচনা পরম্পরা সন্দর্শনের নিমিত্ত বিহার এবং একাত্মবুদ্ধির দ্বারা শুভাবহ ও আর্য্যগণসেবিত বস্তুর অনুস্মরণ করিব। আর আমি পূর্ব্ববৎ মূঢ় থাকিব না, সুতরাং আমার পূর্ব্বতন মতি সম্যক্ সমাগত হইলেও তদ্দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না ৪৫।৪৬।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই তত্ত্বজ্ঞ ত্রয় উক্ত প্রকারে জগতের গতি বিচার করিতে করিতে সমঙ্গাতট হইতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ১ । ; নভোভাগ আক্রমণ করতঃ অম্বুদ মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া সিদ্ধগণের পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন ২। ঐরূপে আকাশ পথে গমন করতঃ অবিলম্বে সেই মন্দরাচল কন্দরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায় ভার্গবের সেই পূর্ব্বজন্মোদ্ভূত দেহ গলিত পর্ণের ন্যায় শুষ্ক ও খণ্ডীভূত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে ৩ ।

তখন ভার্গব তদীয় সেই পরিত্যক্ত দেহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে বলিতে লাগিলেন, হে তাত! আপনি যাহাকে বিবিধ-সুখসেব্য ভোগ্যের দ্বারা অতিযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন, দেখুন, এই সেই দেহ শুষ্ক ও সংক্ষীণ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে। ধাত্রী (যে সন্তান প্রতিপালন করে, সে ধাত্রী নামে অভিহিত হয়) স্নেহের বশীভূত হইয়া যাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গে (প্রত্যঙ্গ=হস্ত পদাদি) কর্পূর ও অগুরু চন্দনাদি অনুক্ষণ বিলেপন করিত, দেখুন, এই সেই দেহ বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে ৫। আপনি যাহার নিমিত্ত মন্দার কুসুম আহরণ করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণসঞ্চার ভূমিতে সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, দেখুন,

এই সেই দেহ ধরাতলে কি বিকৃত আকারে নিপতিত রহিয়াছে ৬। সুরসুন্দরীরা এই শরীরকেই যত্ন সহকারে লালন করিত। দেখুন, দেখুন, আমার এই সেই দেহ সরীসৃপগণ কর্ত্তৃক ছিদ্রীকৃত হইয়া ধরাতলে শায়িত রহিয়াছে। হে পিতঃ! যাহা অনুক্ষণ নন্দনোদ্যানে বিলাস করিত, এক্ষণে মদীয় সেই শরীর শুষ্ককঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে দৃষ্ট করুন ৭।৮। সুরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংসর্গার্থ যাহার অবয়বীভূত চিত্তসমুদ্রে উত্তুঙ্গ কামতরঙ্গ উচ্ছসিত হইত, মদীয় সেই দেহ অদ্য সমস্ত চিত্তবৃত্তি রহিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে ৯। হা শরীর! তুমি সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত দশা ও সেই সমস্ত ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া এ কি অভূতপূর্ব্ব প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছ? হা মদীয় দুর্ভাগ্যময় দেহ! তুমি এক্ষণে শবনামধারী শুষ্ক কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আমাকেও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ ১০।১১। হা ধিক্! আমি, যে দেহে অবস্থিত থাকিয়া নানা বিলাস পরম্পরায় বিহার করিয়াছি, সেই দেহ আজ কঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে দেখিতেও ভীত হইতেছি ১২। অহো! আমার যে দেহের বক্ষঃপ্রদেশে তারাজালসদৃশ মনোহর হারাবলী বিন্যস্ত থাকিত, সেই দেহকে আজ পিপীলিকাগণ বাসভূমি করিয়া লইয়াছে ১৩। বরাঙ্গনাগণ যাহার গলিতকাঞ্চনসদৃশ কান্তি দেখিয়া কাম-ভোগাভিলাষিণী হইত, সেই দেহ আজ ভীষণদর্শন কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে ১৪। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, বনস্থিত মৃগেরা আমার এই বিকট দর্শন, তাপসংশুষ্ক, বিকৃতবদন ও কঙ্কালময় দেহ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে ১৫। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, আমার শবকঙ্কাল দেহের উদরবিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ প্রকাশ দ্বারা কেমন শোভমান হই-তেছে। আহা! উহা যেন বিবেকের শোভা ১৬। অহো! আমার এই শুষ্ক তনু উত্তুঙ্গ শিলাতলে সংস্থিত থাকিয়া যেন সজ্জনদিগকে বৈরাগ্যো-

পদেশ করিতেছে ১৭। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করতঃই গিরি-তটে শুষ্ক হইতেছে ১৮। চিত্তরূপ পিশাচ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই যেন এখন এ, সুখে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এ দৈবোৎপাদিত বিপদ্ সমূহে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত নহে ১৯। অহো! চিত্ত-বেতাল সংশান্ত হওয়ায় মদীয় তনু যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও তদ্রূপ আনন্দ প্রদানে সমর্থ নহে ২০। হে তাত! দেখুন, আমার এই দেহ এখন বিগতসন্দেহ, গতকৌতুক ও কল্পনাজাল পরিত্যাগী হইয়া বনমধ্যে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে ২১। হে পিতঃ! চিত্তরূপ মর্কট কর্ত্তৃক শরীররূপ বৃক্ষ অনুক্ষণ আলোড়িত হইয়া সময়ে সময়ে এরূপ বেগে বিচলিত হয় যে তদ্দ্বারা উহা ছিন্ন মূল হইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্তই শরীরকে বিবেকাদির অনধিকারী করিয়া তত্রস্থ জীবকে স্থাবরাদি যোনিতে সম্পাতিত করে ২২। হে পিতঃ! আরও দেখুন, আমার দেহ এক্ষণে চিত্তরূপ অনর্থ হইতে বিমুক্ত হওয়ায় এই ভীষণ পর্ব্বতে সিংহের, জলদের ও গজাদির ভীষণ গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না অধিকন্তু যেন পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান করি-তেছে ২৩। হে তাত! আমি দেখিতেছি, জন্তুদিগের সম্বন্ধে অচিত্ততা রূপ শরদাগমন ব্যতীত সর্ব্বদিক্ব্যাপিনী মোহরূপা মিহিকার উপশমের অন্য উপায় নাই ২৪। অচিত্ততাই শ্রেয়ঃ, অন্য শ্রেয় নাই। যে সমস্ত জন-গণ শান্তধী ও বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই স্ব স্ব মহা বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখ সম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব, হে তাত! আমি আজ। সৌভাগ্য বশতঃই অদ্য এই বনে মদীয় মনোরহিত, সর্ব্বদুঃখদশা হইতে বিমুক্ত সুতরাং বিগতজ্বর দেহকে দেখিতে পাইলাম ২৫।২৬।

রাম বলিলেন, ভগবন্! ভার্গব ভৃগুজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অপিচ, ভৃগুর উৎপাদিত শরীর বহু পূর্ব্বে পরিত্যক্ত সুতরাং বিস্মৃতির অধিকারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু বহু কাল পরে আজ পুনঃ সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শরীর দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার অতিশয়িত স্নেহ ও তদর্থে পরিবেদনা উৎপন্ন হইল, ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ২৭।২৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্রজীবের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুদায় তদীয় উৎক্রমণ কালে ভৃগূৎপন্ন শরীরাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তৎক্রমে এই ঔশনস দেহ জন্মে যে ক্রমে বা প্রকারে এই শুক্রদেহ সংঘটিত হইয়াছিস তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়ে ইনি পরম পদে (মায়া সম্বলিত ঈশ্বরে বিলীন) অবস্থিত ছিলেন, পরে কল্পান্ত কাল আগতে আকাশাদি ভাবে ক্রমিক অবস্থান এবং তৎপরে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে শস্যাদি গত হইয়া ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ ও রেতোভাব প্রাপ্ত হইয়া তদ্ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করতঃ এই শুক্রশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ২৯।৩১। * সেই শরীর ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া কালক্রমে শুষ্ককঙ্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। শত শত শরীর পরিগ্রহ করিলেও শুক্র এই শরীরকে প্রবল প্রাক্তনের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই কারণে এই শরীরের প্রতি শুক্রের মমতাধিক্য আবির্ভূত হইয়াছিল ৩২।৩৩। যদিও শুক্র শরীর-ধারণে অনিচ্ছুক ও বীতরাগী, তথাপি, স্বীয় প্রবল প্রাক্তনের বাধ্য হইয়া প্রাক্তন শরীরের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন। কারণ এই যে,

---

* যে ক্রমে শুক্রশরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে কারণে শুক্র ভৃগূৎপন্ন শরীরের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন, সে ক্রম ও সে কারণ অতঃপরই টীকার আকারে বর্ণন করিব।

কেহই প্রাক্তন অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে ৩৪। * দেহ ধারণের স্বভাব এই যে, যত দিন ভোগ থাকে, তত দিন কেহই তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পারে না। জ্ঞানীর দেহই হউক, আর অজ্ঞানীর দেহই হউক, তাহা ব্যবহারী অংশে সমান। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর দেহ অনাসক্তি পূর্ব্বক এবং অজ্ঞানীর দেহ আসক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয় ৩৫। সেইজন্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ইহারা লৌকিক ব্যবহারে সমান বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ের মধ্যে দেহের ব্যবহার সমান বটে; পরন্তু উক্ত উভয়ের বাসনা সমান নহে। বাসনা সমান নহে বলিয়াই বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থা স্থির থাকে। মূর্খদিগের বাসনা থাকে, সেইজন্য তাহারা বদ্ধ, এবং পণ্ডিতেরা বাসনা বিহীন হয়, সেই কারণে

---

* এক্ষণে যাহাকে শুক্র বলা হইল, এই জীব পূর্ব্ব কল্পে যে সকল সৎকর্ম্ম (উপাসনাদি) করিয়াছিলেন, সে সকল সৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রহপদ প্রাপ্তি। সেইজন্য শুক্র সব গ্রহের মধ্যে অন্যতম। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্র, পূর্ব্বকল্পে যে শরীরে গ্রহাধিকার প্রাপক তপস্যাদি করিয়াছিলেন, সে শরীর নাশের সময় অর্থাৎ মরণ কালে সেই সকল তপস্যা জনিত শুভাদৃষ্ট বাসনাকারে তদীয় কর্ম্মাশয়ে আবিষ্ট হইয়াছিল, পরন্তু তাহারই অব্যবহিত পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়ায় ঐ কর্ম্মাশয় কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। পরে পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভ হইলে ঐ জীব ক্রমিক আকাশাদি ভাব প্রাপ্তির পর পৃথিবীতে শস্য ভাব, তৎপরে ভৃগুর খাদ্য হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ, তৎপরে তাহার রেতঃ হইয়া তদীয় ভার্য্যার উদরে প্রবেশ করতঃ ঐ শরীর লাভ করেন। শুক্র শরীর লাভ করিয়া কতিপয় কর্ম্ম ভোগ করিলেন বটে; পরন্তু মধ্যে কর্ম্মান্তরের ফল ভোগ হওয়ায় (অর্থাৎ অপ্সরালাভাদি ফলের কাল উপস্থিত হওয়ায়) গ্রহাধিপত্যজনক কর্ম্মের ফল অবরুদ্ধ থাকিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই প্রাক্তন-বাসনারব্ধ শরীর সন্দর্শনে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগার্থে শুক্রের তৎ শরীরের প্রতি স্নেহের উদয় হইল। শুক্র যদি ঐ শরীরের জন্য পরিবেদনা না করিতেন তাহা হইলে গ্রহাধিকার ভোগের নিয়তি ব্যর্থ হইত। নিয়তির নিয়ম অব্যর্থ বিধায় এবং আধিকারিক ফল অপরিহার্য্য বলিয়া শুক্রের প্রাক্তন শরীরের প্রতি পুনঃ মমতা উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহারা মুক্ত ৩৬।৩৭। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ ধীর ব্যক্তিরাও অপ্রবুদ্ধের ন্যায় আপনাদিগকে দুঃখে দুঃখীর এবং সুখে সুখীর ন্যায় অন্যের জ্ঞানগম্য করান ৩৮। মহাত্মারা দৃশ্য ব্যবহার বিষয়ে ঐরূপ, পরন্তু তত্ত্ব বিষয়ে ঐরূপ নহেন। অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা স্থির, অজ্ঞদিগের ন্যায় অস্থির নহেন৩৯। যেমন সূর্য্য স্বতঃ স্থির; পরন্ত তাহার প্রতিবিম্ব অস্থির, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞ জীব স্বতঃ স্থির; পরন্ত ব্যবহার বিষয়ে অস্থির ৪০। জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বস্তুতঃ স্বস্থস্বভাব (অচঞ্চল) হইলেও অস্বস্থের (চঞ্চলের) ন্যায় দৃষ্ট হন। সেইরূপ ব্যবহারকারী জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর ন্যায় দৃষ্ট হন ৪১। ফলত, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত থাকিলেও বদ্ধ ৪২। প্রকাশে তেজের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েই সুখ, দুঃখ, মোক্ষ ও বন্ধাদি বিদ্যমান আছে ৪৩। অতএব, হে মহাবাহো! তুমি অন্তরে নিষ্ক্রিয়, বাসনাবিহীন ও শান্ত থাকিয়া বহিঃস্থিত লোকাচারে অবস্থান করিবে ৪৪। দেহ থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? তুমি সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) বর্জ্জন করিয়া নির্ম্মলা বুদ্ধি অবলম্বনে বাহ্যিক কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন কর ৪৫। বিবিধ আধিব্যাধি রূপ আবর্ত্তযুক্ত সংসারহ্রদে ও মমতারূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হইও না ৪৬। হে কমললোচন! তুমি দৃশ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিও না এবং দৃশ্য বস্তুও যেন তোমাতে অবস্থিতি না করে। তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ বোধ উদিত করিয়া সুস্থির হও এবং সেই অমলস্বভাব সর্ব্বাত্মা পরম শান্ত অজ বিশ্বপতিকে ভাবনা করতঃ সুখী হও ৪৭।৪৮।

মহাত্মন্! যদি তুমি মোহান্ধকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুভবদ্বারা সকল বাসনার নিবর্ত্তক অবিদ্যাশূন্য অমলপদ প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা হইলেই আমাদিগের বন্দনীয় হইবে ৪৯।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

—◦—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! অনন্তর ভগবান্ কাল একচিত্ত হইয়া শুক্রের সেই সমস্ত আক্ষেপ যুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গম্ভীরনিঃস্বনে কহিলেন, ভার্গব! তুমি সমঙ্গাতীরস্থিত এই তাপসী তনু (দেহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্থিবের নগর প্রবেশের ন্যায় তোমার পরিত্যক্ত এই তনুতে প্রবৃষ্ট হও ১।২। এবং এই শরীরে তপশ্চরণ করতঃ যথাকালে অসুরগণের গুরুত্ব কার্য করিবে ৩। পরে যখন মহাকল্পান্তকাল সমাগত হইবে তখন তুমি এই ভার্গবী তনু পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে আর তোমার শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না ৪। তুমি এই প্রাক্তন শরীরেই জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করতঃ মহাসুরেন্দ্রগণের গুরুত্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। হে মহামতে! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমরা অভিমত প্রদেশে গমন করি। অর্থাৎ আমরা পরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবাবস্থায় গমন করি ৫।৬।

ভগবান্ কাল ঐরূপ কহিয়া তেজের সহিত সূর্য্যের অস্তাচলে অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় সাশ্রুলোচন ভৃগু ও ভার্গবের সাক্ষাতে অন্তর্হিত হইলেন ৭। অতঃপর মহামতি শুক্র নিয়তি (কালনির্ব্বন্ধ) পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সংশুষ্ক তনুতে প্রবেশ করিলেন। শুষ্ক তরুকে পুষ্পিত করিবার জন্য বসন্ত ঋতুর বন প্রবেশের ন্যায় শুক্র সেই বহুকাল পরিশুষ্ক প্রাক্তন যুবা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন ৮।৯। তৎক্ষণাৎ সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসু-

দেবনামধারী ব্রাহ্মণ শরীর বিবর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ১০। মহামুনি ভৃগু মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কমণ্ডলুজল দ্বারা সেই প্রবিষ্টজীব পুত্র শরীরের শান্তিবিধান করিলে, উহাতে নাড়ী সকল সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন বর্ষার আগমনে নদীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলে পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ, জীবের প্রবেশে সেই শুষ্ক শরীর পরিপুষ্ট হইল। যেমন জলাশয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তদঙ্গে শৈবালাদি অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ সেই শুষ্ক শরীরে তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি নখ ও কেশাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এবং অচিরাৎ সেই শরীর সর্ব্বাঙ্গীন শোভায় বিরাজিত হইল ১১।১৩। এতক্ষণ পরে তাঁহার শরীরে যথাযথ প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিতে লাগিল (শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল।) অতঃপর তিনি গাত্র উত্থাপিত করিলেন এবং পবিত্রাকৃতি পিতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ১৪।১৫। তাঁহার পিতাও জলদ যেমন অদ্রিতটকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ, স্নেহভরে শুক্রের সেই শরীর আলিঙ্গন করিলেন ১৬। মহামতি ভৃগু শুক্রের সেই প্রাক্তন শরীর তাদৃশ সুষমান্বিত দর্শন করিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন, এই শরীর আমা হইতেই জাত হইয়াছিল ১৭। অতঃপর সূর্য্য যেমন নিশাবসানে পদ্মাকর সহ শোভমান হন, সেইরূপ, সেই এই পিতাপুত্রদ্বয় পরস্পর শোভা পাইতে লাগিলেন। ভৃগু "এই আমার পুত্র" এবং শুক্র "ইনি আমার পিতা" এই ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পর সুখী হইলেন ১৮।১৯। যেমন চক্রবাক দম্পতি দীর্ঘকাল বিরহের পর সম্মীলিত হইয়া আনন্দিত হয়, ময়ূর দম্পতি যেমন বর্ষাগমে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ এই পিতা পুত্র উভয়ে পরস্পর স্নেহপ্রণয়াদিভরে আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন ২০। অনন্তর তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করতঃ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসু-

দেবাখ্য দ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরে সেই মহামতিদ্বয় কিছুকাল কাননে ভ্রমণ করিয়া আকাশে শশিভাস্করের ন্যায় তথায় অবস্থিতি করতঃ স্থিরপ্রকৃতি ও জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে শুক্র অসুরগুরুপদে ও গ্রহত্ব পদে অভিষিক্ত হইলেন ২১।২৬।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভৃগুপুত্রের (শুক্রের) এই অনুভূতির আভাস অর্থাৎ মনোরাজ্য যেরূপ সফল হইয়াছিল, অন্য কোন ব্যক্তির আভাস (চিন্তা বা মনোরাজ্য) সেরূপ সফল হয় না কেন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! শুক্রের চরমজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপাসনাদি দ্বারা তদীয় পূর্ব্বকল্পের সমস্ত দোষের ক্ষয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান কল্পে তাঁহার সেই দেহ পরমাত্মা হইতে প্রথম সমুৎপন্ন হওয়াতে জন্মান্তরের অর্থাৎ অন্য জন্মের কলঙ্ক অপনীত সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছিল ১। ২। সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) উপশম প্রাপ্ত হইলে যে কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ততা বিদ্যমান থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তদুপলক্ষিত চৈতন্যকে নির্ম্মলা চিৎ নামে উল্লেখ করেন ৩। তৎকালের নির্ম্মলসত্ত্বময় মন যখন যাহা ভাবনা করেন তখনই তাঁহার সম্বন্ধে তাহা আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন জলের আবর্ত্ত। জলই আবর্ত্তরূপে সমুদিত হইয়া থাকে ৪। * শুক্রের ঐ সমস্ত বিভ্রমজাল যেমন স্বয়ং

---

* এ অনুবাদে রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর বিস্পষ্ট হয় নাই। শ্লোকস্থ শব্দ বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিলে প্রায়ই অবিস্পষ্ট হয়, সে জন্য নীচে এক একটি তাৎপর্য্যবোধক নোট বিন্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আবশ্যক বিধায় রাম প্রশ্নের ও বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য টীকানুযায়ী কথার সঙ্কলন করা গেল। রামপ্রশ্নের অভিপ্রেতার্থ এই যে যেমন শুক্রের মনোরাজ্য সফল হইয়াছিল, অন্যের মনোরাজ্য (মনোরথ) সেরূপ সফল না হয় কেন? বশিষ্ঠপ্রত্যুত্তরের

প্রোত্থিত (উদয়প্রাপ্ত) হইয়াছিল, প্রত্যেক জীবেরই ঐরূপ বিভ্রম, পূর্ব্ব-সংস্কারপ্রবাহে উৎপন্ন হইয়া থাকে ৫। যেমন বীজে অঙ্কুর ও পত্রাদি স্বতঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ভূতগণে দ্বৈতভ্রম স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে ৬। কথিত প্রকারে সমুদিত এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও মিথ্যা। ইহা বাস্তবতঃ উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। মায়িক ব্যামোহের ন্যায় ইহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণে প্রতিভাত হইতেছে ৭। ৮। হে মহামতে! যেমন এক জীবের সম্বন্ধে এই সংসারখণ্ড প্রতিভাসিত হইতেছে, অন্যান্য জীবের পক্ষেও এইরূপ; বহু সহস্র অলীক সংসার প্রতিভাসিত হইয়া থাকে ৯। যেমন একের স্বপ্ন ও একের সঙ্কল্প অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, একের সংসারভ্রম অন্যের অনুভূতিগম্য হয় না। তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানবিহীনতা। জ্ঞানবিহীনতা কারণে আকাশে সঙ্কল্পনগর সমূহের ন্যায় এই সমস্ত মিথ্যা নগর দৃষ্টিগোচর হইতেছে ১০। ১১। এই

তাৎপর্য্য এই যে, মানসী চিন্তা সফল হওয়ার দুই প্রকার কারণ আছে। অর্থাৎ দুইপ্রকার কারণে জীবের সঙ্কল্প সফল হইয়া থাকে। এক সত্য সঙ্কল্পতাজনক চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয়—মরণ কালে প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে ভাবী ভোগপ্রদ ধর্ম্মাধর্ম্মের উদ্বোধ বা উদয়। প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ মনোবৃত্তি দৃঢ়তর রূপে উদয় হইবে, প্রাণ বিয়োগের পর সেইরূপ দেহাদি ও ভোগাদি হইবে, ইহা নিয়তির অব্যভিচরিত নিয়ম। এই দুই কারণের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণে শুক্রের মনোরথ সফল হইয়াছিল। অর্থাৎ শুক্র সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছিল। পূর্ব্বকল্পে শুক্রের যে চরম জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্মে তিনি প্রভূত তপস্যাদি করিয়া চিত্তদোষ ক্ষয় করিয়াছিলেন। এতজ্জন্মেও তিনি অধিকারিক হইয়া বিধাতার সঙ্কল্পে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেন। অপিচ তাঁহার উক্ত শরীর ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি বশতঃ তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা নাম্নী সিদ্ধি সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার উক্তবিধ মনোরথ সফল যইয়াছিল। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী হন, তাঁহারাও রাগাদি দোষ বর্জ্জিত হওয়ায় সত্যসঙ্কল্প হন। যাঁহাদের চিত্ত উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয় না, রাগাদি দোষে কলুষিত থাকে, তাঁহারা সত্যসঙ্কল্পতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

সংসারে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি যে কিছু প্রাণী—সমস্তই স্ব স্ব সঙ্কল্পে সুখদুঃখময় দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছে ১২। হে রঘুনাথ! আমরাও সঙ্কল্পাত্মক মিথ্যা দেহ ধারণ করিতেছি। এবং মিথ্যার সত্যতা ভাবনা করিয়া থাকি। অন্যের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ। রস যেমন বসন্তকাল আগতে গুল্মাদিরূপে সমুদিত হয়, তেমনি- সংসার প্রবাহ ও তদন্তঃস্থ বিশ্বনিচয় সমস্তই ঐ প্রকারে সমুদিত হয় সুতরাং মিথ্যা ১৩। ১৫। ব্রহ্মাই এই সমুদায় জীব-জগতের আকারে উদিত করিয়াছেন। প্রথম মায়িক সঙ্কল্পই যে, জগতের আকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ পায় ১৬। আপনারই স্বভাব অর্থাৎ অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের উদরবর্ত্তী চিত্তই জগৎ ভাবে ভাবিত হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছে ও অধোগামী হইতেছে ১৭। প্রতিভাস কারণেই জগতের অস্তিতা, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে ইহার নাস্তিতাই স্থিরীকৃত হয়। এই দীর্ঘস্বপ্নরূপ জগজ্জাল চিত্তরূপ দন্তীর আলান (বন্ধন স্থান) ১৮। বস্তুতঃ চিৎসত্তাই জগৎসত্তা এবং জগৎসত্তাই চিত্ত। উভয়ের মধ্যে সত্যবিচার দ্বারা একের অভাব প্রকটিত হইলে উভয়েরই অভাব খাঁটী হয় পরন্তু তৎকালে সত্যই বিরাজিত থাকে ১৯। যেমন পরিমার্জ্জন দ্বারা মণির শুদ্ধতা জন্মে, তেমনি সৎশাস্ত্র ও উপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্ত সংশোধিত হয়। চিত্ত সংশোধিত হইলে তাহাতে সত্যেরই প্রতিভা প্রতিফলিত হয় ২০। চিত্ত দীর্ঘকাল একাগ্রাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই শুদ্ধ চিত্তের সঙ্কল্পে সত্যপ্রতিভাই উদিত হয় ২১। যেমন মলিন বস্ত্রে শোভন বর্ণ স্থিতি লাভ করে না, তেমনি, মলিন আত্মায় অর্থাৎ চিত্তে অদ্বৈত জ্ঞান স্থিতি লাভ করে না ২২।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শুক্রচিত্তস্থ জগৎ প্রতিভাসাত্মক অর্থাৎ কেবল কল্পনাময়। কিরূপে তাহাতে কাল, ক্রিয়া ও তাহার ক্রম, এ

সকলের উদয়াস্ত সত্যস্বরূপে উদিত হইয়াছিল ? * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ ! শুক্র ঐহিক ও পরলৌকিক বিষয়ে পিতার নিকট যেরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তজ্জনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল ভ্রমজ্ঞান উপার্জ্জন ও তদীয় বাক্য শ্রবণের দ্বারা যে সকল অনুভব বা মানসী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাদৃশ উৎপত্তি বিনাশাদি ক্রম সমন্বিত সেই সেই বিষয় শাস্ত্রতঃ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের অবস্থিতির ন্যায় সে সকল সংস্কাররূপে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল সংস্কার তদীয় স্বভাবকোশে অর্থাৎ চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যায় আবদ্ধ ছিল, পরে সেই সকল সংস্কার ক্রমে বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প, ফল প্রভৃতির ন্যায় সমুদিত হইয়াছিল ২৩।২৫। জীব যে প্রকার বাসনায় বাসিত (আবদ্ধ) হয়, অন্তরে সেই সেই রূপই সন্দর্শন করে। এ বিষয়ে স্বপ্রকল্পিত স্বাপ্ন শরীরই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, শুক্রের ঐ সংসার স্বপ্ন নহে; প্রত্যুত সত্য; তদুত্তর এই যে, কেবল শুক্রের জগৎ কেন? এই দৃশ্যমান সমুদায় জগৎই দীর্ঘস্বপ্ন ২৬। হে রামচন্দ্র ! যেমন নরগণ দিবসে সৈন্যবাসনাবিশিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে স্বপ্নে সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শন করে, সেইরূপ, প্রত্যেক জীব আপনাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার দ্বারা এই সমস্ত সংসার সন্দর্শন করিতেছে ২৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো ! বুঝিলাম, সংসার মনঃকল্পনাসমুত্থ; কিন্তু

---

* রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য এই যে, জগৎভ্রম বাসনানুযায়ী। বাসনা ও সংস্কার সমান কথা। শুক্রের স্বর্গ ও অপ্সরাদি সম্ভোগের বাসনা বা সংস্কার কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্ম লাভ করিল? তিনি ত পূর্ব্বে কখন ঐ সকল ভোগ বা অনুভব করেন নাই?

বুঝিতে পারিতেছি না যে, সংসার পরম্পরার মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে কি নাই। অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার সংবাদীতা বা মিল আছে কি নাই। এক্ষণে এই বিষয়টী আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়া মদীয় সন্দেহ অপনয়ন করুন ২৮। * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অর্থকোবিদ! মলিন মন কখন শুদ্ধ মনের সহিত সংমিলিত হইতে পারে না। কেননা, মলিন মন অবীর্য্য বা শক্তিহীন অর্থাৎ শুদ্ধ মনের সহিত মিলিতে অসমর্থ। পরন্তু সেই মন যদি সমাধিজ্ঞানাভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা হইলে তখন সন্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত সন্তপ্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধচিত্তের সহিত মিলিত হয়। যেমন একরূপ জল একরূপ জলে অর্থাৎ পরিস্কৃত জল পরিস্কৃত জলে মিশ্রিত বা একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধচিত্তে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তির শুদ্ধি কি? বাসনা শূন্যতাই তাহার শুদ্ধি এবং অভূতসম্বেদনই তাহার একত্ব। (অভূতসম্বেদন=ভৌতিক জ্ঞানের পরিমার্জ্জন বশতঃ চৈতন্যগত ঐক্য অর্থাৎ যেমন ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত

---

* অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেমন সৈন্যস্থ মনুষ্যেরা দিবসে সৈন্য বাসনা বিশিষ্ট হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় সকলেই স্ব স্ব বাসনা কল্পিত নানা সৈন্য দর্শন করে ও সকলেই এক বা অভিন্ন মনে করে। এই কথায় রামের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য স্বপ্নদ্রষ্টাই দেখে অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, দৃশ্য সমূহ যদি স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় তাহা হইলে, গুরুদিগের শিষ্য উদ্ধারের প্রবৃত্তি ও শাস্ত্র প্রণয়নাদি, এ সকল স্বপ্নকৃত পরোপকারের ন্যায় মিথ্যা বা বিফল বলিতে হয়। সুতরাং উপদেশ সকল শিষ্যে অনুক্রান্ত না হওয়ায় তাহার মোক্ষের আশা সুদূর পরাহত। গুরুও স্বগুরুর উপদেশ উক্ত কারণে লাভ করেন নাই বলিতে হয়। সুতরাং কথিত প্রকার কল্পনা অন্ধপরম্পরার ন্যায় স্থূল ও মূলবিনাশক।

আকাশ এক হয় তাহার ন্যায়)। জনগণ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হন, হইয়া অবিলম্বে পরমাত্মসম্পন্ন হন ২৯।৩১। *

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ইহার দ্বারা রাম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল যে, শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুদিগের চিত্ত সবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন; এবং শিষ্যদিগের চিত্ত অবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিহীন। গুরুদিগের চিত্ত পরিমার্জ্জিত ও শিষ্যদিগের চিত্ত অমার্জ্জিত। যেমন কোন দেবতা স্বকীয় বীর্য্যবান্ চিত্তের দ্বারা পরকীয় স্বপ্নে প্রবেশ করতঃ বা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বর দানাদির দ্বারা অনুগৃহীত করেন তাহার ন্যায় গুরুরাও স্বকীয় বীর্য্যে (ক্ষমতায়) শিষ্য-মনঃকল্পিত জগতের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

অষ্টাদশ সর্গ।

—:০:—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শ্রবণ কর। সকল জীবেরই স্ব স্ব কল্পিত সংসার পরস্পর পৃথক প্রায়। তন্মধ্যে যে সকল প্রভেদ উক্ত হইল সে সমস্তই স্থুল জীবের (দেহধারী জীবের) মূল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে ১। প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া। কারণ এই যে, প্রত্যেক জীবেরই সুষুপ্তির পর যে দ্বৈত ব্যবহারের প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নে ও জাগ্রতে যে বন নদ্যাদি দৃষ্টি বিষয়ের প্রবৃত্তি অথবা সে সকল হইতে নিবৃত্তি, সে সমস্তই সেই চিদেকরস সর্ব্বব্যাপিনী পরমা সত্তার অধীন। যে সকল জীব প্রবৃত্তিভাগী তাহারা সকলেই চিৎশক্তি অবলম্বনে অর্থদর্শী, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। এই প্রত্যক্ষ (অনুভব) প্রমাণে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, স্ব স্ব সাক্ষিচৈতন্যের উপাধির সম্মিলনে অথবা ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই * পরস্পর পরস্পরের কল্পিত সৃষ্টি সন্দর্শন করে ২।৩। (সার কথা—একই ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনোরূপ উপাধির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রকটিত হয়। সুতরাং সে সকল অবাস্তব। অবাস্তব হইলেও শুদ্ধচিত্তে সে সকল প্রতিফলিত হয়। আরও বিশদ কথা—জীব যখন সাধন বলে সর্ব্বজ্ঞ হয় তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ

* সাক্ষিচৈতন্যের, উপাধি অন্তঃকরণ। তাহার সম্মিলন অর্থাৎ শুদ্ধির সমানতা। ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ চিত্ত সংশোধন দ্বারা চিত্তোপহিত চৈতন্যের আবরণ (অজ্ঞান) বিনাশ।

ব্যক্তিই সকল সৃষ্টি দেখে, অন্যে নহে)। সৃষ্টিরূপা নদী বহু হইলেও সে সকলের দ্রষ্টা এক। সেজন্য সকল চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি সকলেরই নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ৪। এক একটী ব্রহ্মাণ্ড যেন এক একটী গুঞ্জা, (গুঞ্জা=কুচফল) সে সকলের মধ্যে কোনটী পৃথক্ সংস্থিত হইয়া পৃথক্ ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং কোনটি বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় বা চিরস্থায়ীর ন্যায় অবস্থিতি করে ৫। কাহার সহিত কাহার সংশ্রব নাই এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুঞ্জা যাহা প্রস্ফুরিত হইতেছে, সে সমস্তই মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের বিহার কানন ৬। পরস্পরের ব্যবহার ও সম্বাদাদির দ্বারা নিবিড় হইলেও সকল জগৎ সকলের দর্শন যোগ্য হয় না। যাহা যাহার কর্ম্মফল ভোগের অনুকূল, সে তাহাই দেখিয়া কাল কর্ত্তন করে। প্রত্যেক সৃষ্টি উক্ত নিয়মের অধীন বলিয়া জীব সকল নিয়মিত রূপেই সৃষ্টি সন্দর্শন করে, তাহার অন্যথা হয় না। অর্থাৎ দেশান্তরীয় ও লোকান্তরীয় ভাব বা সৃষ্টি (অর্থাৎ যে যে দেশে ও যে কালে বিদ্যমান থাকে সে সেই দেশের ও কালের সৃষ্টি ব্যতীত অন্য দেশের ও কালের সৃষ্টি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না')। মনোরূপ উপাধি এক নহে, প্রত্যুত বিভিন্ন। সেজন্য জীবও বিভিন্ন, অর্থাৎ বহু। মনঃ বিভিন্ন বলিয়াই এক মনের মনোরাজ্য (কল্পনা) অন্য মনের ভোগ্য বা অনুভাব্য হয় না। একের মনোরাজ্য অন্যের অনুপভোগ্য, এই সর্ব্বানুভাব্য প্রমাণ মনোভেদ ও তদনুসারে জীবভেদ বুঝাইতে সমর্থ ৮। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্যই সর্গ বা সৃষ্টি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা একের সহিত অপরের যদি সমান হয় এবং সে সকল যদি এক সময়েই ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ব্যষ্টিই বল, আর সমষ্টিই বল, সকল জীবেরই স্থূল দেহের সত্তা তখন দৃঢ় হইয়া যায়। অর্থাৎ সকলেই

সমান রূপে আপনাদিগকে অহং দেহী ইত্যাকারে সন্দর্শন করে। অতএব, কর্ম্মবাসনাদি সমুপস্থাপিত মনোরাজ্যের দৃঢ়তাতেই দেহের অস্তিতা এবং তাহার বিস্মরণেই দেহের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে ৯। স্থূল দেহ ঘটিত মনোভাব নিরূঢ় হইলেই আত্মবিস্মৃতি ও কাল্পনিকী সংসারস্থিতি সংঘটিত হয়। চিৎ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যকে সুবর্ণস্থানীয় এবং সংসারকে বলয়াদি অলঙ্কার স্থানীয় বিবেচনা করিবে ১০। যেমন যোগী-দিগের যোগপরিশুদ্ধ প্রাণবায়ু অন্য শরীরে প্রবেশ করতঃ তদীয় প্রাণকে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়কে স্ববশীভূত করিয়া তদ্গত বেদ্য অর্থাৎ তাহা-দের অন্তরস্থ মনোরাজ্য জানিতে পারে তেমনি পরিশুদ্ধ মনঃও অন্যান্য সৃষ্টি বা অন্যান্য মনোরাজ্য জানিতে সমর্থ হয় ১১। জীববৃন্দ অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আশ্রয় করতঃ স্থিত আছে। অবস্থাত্রয়াবলম্বন জীবেরই স্বভাব, দেহের স্বভাব নহে ১২। যাহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা জানেন, যেমন জলে লহরী উঠে, আবার লহ-রীর অবসানে জল হয়, তেমনি, জীবও জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়, পুনঃ তদবসানে তুর্য্যপদে (তুর্য্যপদ=ব্রহ্ম) অবশেষিত হয়। অপিচ, দেহ ও জীবের অবস্থা প্রভেদ, সুতরাং তাহাও অবস্তু। তত্ত্বজ্ঞগণ আপ-নাকে জ্ঞান দ্বারা অবস্থাত্রয়াতীত জানিয়া জীবভাব হইতে মুক্ত হন এবং অতত্ত্ববিৎগণ সুষুপ্তির অন্তে পুনঃ দেহাদি ও পৃথিব্যাদি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয় ১৩।১৪। জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর সুষুপ্তির প্রভেদ নাই। সুষুপ্তি উভয় ব্যক্তির তুল্য, পরন্ত ফলের প্রভেদ আছে। অজ্ঞ জীব দেহপ্রেমিক, সেজন্য তাহার সুষুপ্তি পুনঃ সৃষ্টির বীজ (পুনঃ অহং দেহী অহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানের কারণ) পরন্তু জ্ঞানী জীব দেহপ্রেমিক না হওয়ায় তাহাদের সুষুপ্তি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না ১৫। চিদ্বস্তু সর্ব্বগ্রামী অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। সেজন্য একের সৃষ্টি (কল্পনা)

অন্যের অন্তরে কখন কখন প্রতিফলিত হইয়া থাকে ১৬। সৃষ্টি সকল কদলী দল কোষের (কদলী=কলাগাছ। কোষ=তাহার বল্কল) এবং ব্রহ্ম কদলীদল মণ্ডপের (আধারের) অনুরূপ। বিবরণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবশীতল ও সর্ব্বদা একরূপ, পরন্তু সৃষ্টি বিভিন্নাকার ও বহুস্তরযুক্ত। কদলী বৃক্ষ বহুপত্রযুক্ত হইলেও কদলীদল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তদ্রূপ শত শত বাহ্য ও অভ্যন্তর সৃষ্টি সৃজিত হইলেও সে সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে ১৭।১৮। বীজ জলসংযোগে প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার বীজভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও মনোরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ প্রবোধ দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বীজ রসকারণ দ্বারা ফল-রূপে প্রকাশিত হয়, জীবও ব্রহ্মকারণ দ্বারা জগৎস্বরূপে প্রকাশমান হন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, যেমন রসের কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন অনুপ-যুক্ত, তদ্রূপ, ব্রহ্মের কারণ কি, এ প্রশ্নও অনুপযুক্ত। অনাদি নির্ব্বিকার ব্রহ্মে নিমিত্তীভূত বস্তুর বিদ্যমানতার সম্ভাবনা নাই ১৯।২২। অতএব, অসার বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া সার মাত্রের গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অসার বিচারণায় কিছু মাত্র উপকার নাই। সার বিচারেই পুরুষার্থ লাভ ২৩। ভাবিয়া দেখ, বীজ নিজ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্কুরাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপে স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া জগৎ স্বরূপে অবলোকিত হন। এই উপদেশ শিষ্যের বুদ্ধিসংশোধক মাত্র; প্রকৃত উপদেশ বা প্রকৃত দৃষ্টান্ত নহে। বস্তুতঃই বীজ আকৃতিসম্পন্ন বলিয়া আকারবিহীন পরম পদের সহিত তুলিত হইতে পারে না ২৪।২৫। তবে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই জাত হন, তদ্ভিন্ন আর কিছু জাত হয় না। অতএব, হে রাঘব! তুমি এই মিথ্যা জগৎকে অজাত ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ২৬। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টা আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কোন্ প্রপঞ্চদর্শীর জ্ঞান নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার

ব্যবস্থিতি জানিতে পারে? জলভ্রান্তি জন্মিলে তাহার সে জ্ঞানের সত্যতা কোথায়? জ্ঞান যদি সত্যগ্রাহী থাকে তাহা হইলে কি আর মরীচিকায় জলভ্রান্তি জন্মে? ২৭।২৮। চক্ষুঃ সব দেখে, কিন্তু আপনাকে দেখে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দ্রষ্টা পদার্থ আকাশ-অপেক্ষা নির্ম্মল হইয়াও স্বীয় স্বরূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয় না ২৯। যেমন বিনিবৃত্তভ্রম মুক্তাত্মা দ্বৈত দর্শন করে না, সেইরূপ, ভ্রান্ত জীব আকাশের ন্যায় বিশদ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে পরিস্ফুটরূপে দেখে না। অর্থাৎ আপনার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারে না ৩০। হে রাঘব! বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বিশদ সত্য; এবং শত শত জীব তাঁহাকে দেখিবার জন্য যত্ন করে সত্য; পরন্তু তাহা তাহাদের ঘটে না। হেতু এই যে, তিনি দৃশ্য, তাঁহাকে দেখা যাইবে, এ ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে ৩১। যে ভাবে ঘটাদি বস্তু দেখা যায়, সে ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে। কারণ এই যে. সে ভাবের দর্শকেরা ব্রহ্মের বিশুদ্ধচিন্মাত্রতা অবধারণ করিতে পারে না ৩২। হে রামচন্দ্র! তাহারা দৃশ্যই দেখে, দ্রষ্টাকে দেখে না। কারণ এই যে, তাহারা জানে না যে, দৃশ্য নাই, একমাত্র দ্রষ্টাই আছে। সর্ব্বাত্মক দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে অবস্থিত হইলে তখন আর দ্রষ্টৃতার সম্ভাবনা কি? ৩৩।৩৪। যেমন বসন্তকালে রস সংযোগে বনখণ্ড লতা পুষ্প ও ফল দ্বারা সমুন্নত হয়, তদ্রূপ, চিদাত্মা যখন যে ভাবে যে মনোবৃত্তির সংযোগে অনুরূপিত হন তখন তিনি সেই ভাবেই উদয় প্রাপ্ত (দৃষ্ট) হন ৩৫। যেমন বসন্তকালীন রস বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ফলপুষ্পাদিতে পরিণত হয়, সেইরূপ, চিদাত্মার বিকাশবিশেষ জীবও দেহিরূপে উৎপন্ন হয় ৩৬। আত্মা যে কোন প্রকারে উদিত (দৃশ্য) হউন, চিন্মাত্রতা পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্ব্বিকারস্বভাব হইলেও নিজ মহিমায় নিজে দৃশ্য, নিজে দর্শন, এবং নিজে দ্রষ্টা হন এবং এই জগৎ নামক স্বপ্ন দেখেন ৩৭।

যেমন একই পার্থিব রস নানা খণ্ডাধারে (খণ্ড=শর্করা বা চিনি) অর্থাৎ সেই সেই আধারে (ইক্ষু প্রভৃতিতে) বিভিন্নাস্বাদের খণ্ড সৃজন করে, সেইরূপ, পার্থিবরসস্থানীয় অহন্তাদি পরমাত্মায় বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে ৩৮। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগরসও অনন্ত। অর্থাৎ যেমন ভূমি-রস এক হইলেও ইক্ষুতে এক প্রকার রস আস্বাদ অর্পণ করে, খর্জ্জুরে অন্য প্রকার, সেইরূপ। এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন একটী বন, বিভিন্ন ভাবের চিৎ-প্রকাশ (জীববৃন্দ) বৃক্ষ, শত শত দৃশ্য তাহার শত শত শাখা, প্রত্যেকের রস (ভোগ) অনন্ত বা বিচিত্র, পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত চিৎ তাহার আস্বাদক। জীবশক্তি (সংস্কারাপন্ন আত্মা) যেখানে যখন যেরূপে উদিত বা উদ্বোধিত হয়, তখন তাহার সেই ভাবেরই সংসার, ইহা বিদিত হও ৩৯।৪১। কোন কোন জীবের সংসার পরস্পর একরূপ হয় ৪২। কোন কোন জীব দীর্ঘকাল সংসার বিহারের পর সূক্ষ্ম দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করতঃ সংসারাতীত হয় ৪৩। হে রাম! তুমি জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্তার করিয়া দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক পরমাণুর (মনের) মধ্যে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। যেমন তিল মধ্য হইতে তৈল অলক্ষ্যরূপে বাস করে সেইরূপ চিত্তমধ্যেও লক্ষ লক্ষ সংসার তাহাদের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করে। পরন্তু যখন চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় তখন তাহা চিন্মাত্রে পর্য্য-বসিত হয় ৪৪।৪৫। চিৎপদার্থ সর্ব্বগত, তাহা সামান্য কীট হইতে পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিরাজিত,—তন্মধ্যে যে সংসার দর্শন—তাহা স্ব স্ব কল্পনা বা বাসনানুসারে ব্যবস্থিত জানিবে ৪৬। এই যে জগ-দ্দর্শন—ইহা সুদীর্ঘ মহাস্বপ্নের অনুরূপ। ইহা স্ব স্ব অন্তর হইতেই সমুত্থিত। যেমন যেমন বাসনায় বাসিত হয়, চিৎ পদার্থও তেমনি তেমনি দৃঢ়তায় ও সত্যতায় ব্যবস্থিত হয়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-কালে সত্য, অন্যকালে মিথ্যা, সেইরূপ, জগদ্দর্শনও সংসারকালে সত্য,

মোক্ষকালে মিথ্যা। সত্য মিথ্যা এই দুই অনুভব সূক্ষ্মতম চিৎপদার্থেই স্থিতি লাভ করিতেছে ৪৭।৪৯। অতএব; চিৎ ও জগৎ, পৃথক কি অপৃথক তাহা বিচার্য্য নহে। দ্বৈত কি অদ্বৈত তাহা চিন্তা করিও না। এই মাত্র চিন্তা বা অবধারণ করিবে যে, উক্ত উভয় যেন আকাশে আকাশ লীন থাকার ন্যায় রহিয়াছে ৫০। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, এ সমস্তই স্বাত্মভূত চিদংশ। তদ্‌ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে। কারণ এই যে, চিৎ ব্যতীত অন্য কোন বাস্তব বস্তু থাকা অসম্ভব অর্থাৎ যুক্তি-বহির্ভূত। চিৎ ব্যতীত আর আর পদার্থ সকল ভ্রম-বাসনারই অবস্থা প্রভেদ, ইহাই সুসম্ভব অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ ৫১। চিৎপদার্থ পূর্ণ অর্থাৎ মহান্ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছন্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অন্তঃকরণ সামান্য কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিদ্যমান ও বিভিন্ন। তাহাদের সকলেরই জগদ্দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ। সুতরাং সে সকল অনির্ব্বাচ্য ও মায়িক। যে হেতু মায়িক, সেইহেতু তাহা মিথ্যা। রহস্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তি আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয় সেইরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন চিৎ অর্থাৎ জীববর্গ স্বাত্মভ্রান্তিবশতঃ স্বাত্মভূত দ্বৈত অনুভব করিতে প্রবৃত্ত থাকে ৫২।৫৩। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করিতেছে, আবার বাহিরে ঘটাদির আকার দর্শন করিতেছে। যে কিছু দৃশ্যের কথা বলিবে, সে সকলের বীজ চিৎ। কোন কোন জীব বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব দর্শন না করিয়া সে সকলের অন্তঃস্থতা (অন্তরে থাকা) অনুভব করে। (যেমন বৌদ্ধেরা, বৌদ্ধেরা বলে, বাহিরে যাহা দেখে, তাহা বস্তুতঃ বাহিরে নহে, সমস্তই অন্তরে বা মনোমধ্যে) যেমন। জীব দৈনন্দীন ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-রূপ দীর্ঘস্বপ্ন দর্শন করে। খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্ব্বত চূড়া হইতে স্খলিত

হইয়া ভূতলে বিলুঠিত হয়, সেইরূপ অনেক জীব স্বাত্মবিচ্যুত হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ত্তে লুঠিত হইতেছে ৫৪।৫৭। কেহ অপরের সহিত সমান সংসারী, কেহ ভ্রান্তিবর্জ্জিত, কেহবা আত্মজ্ঞান পথে বিরাজিত। এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সমস্তই অন্তঃস্থ সংবিদে স্বপ্নের ন্যায় স্ফুরিত বা উদিত হইতেছে ৫৮।৫৯। আত্মবস্তু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্বরূপ। সেই কারণে যে কিছু দৃশ্য সমস্তই তিনি ৬০। সমষ্টি জীবের অন্তঃস্থ প্রতিভাস (অজ্ঞানকৃত কল্পনা) বশতঃ ব্যষ্টি সমুদায় জীবের উদয় এবং তাহাদেরও অন্তঃস্থ প্রতিভাসে (কাল্পনিক দর্শনে) জীবান্তরের ও পদার্থান্তরের উদয় হইয়া থাকে ৬১। জীবের অন্তরে জীবের জন্ম, তাহার অন্তরেও জীবান্তরের জন্ম হইতেছে ৬২। বুদ্ধি যদি দৃশ্য দর্শন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ (আত্মা) অভিমুখী হয় তাহা হইলে তখন প্রত্যক্-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উদয় এবং তদ্‌বলে দৃশ্য দর্শনের ও দৃশ্যের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে ৬৩। আমি কি? এ সমস্ত কি? এ বিমর্শ (বিচার) যাহার অন্তরে না উঠে সে বিমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, জীবভ্রান্তিরূপ দীর্ঘজ্বরভোগ করিয়া ক্রমেই জীর্ণ ও জীর্ণতম হইতে থাকে ৬৪। সোঽহং এবং কিমিদং এই দুই রহস্যের বিচার তাহারই সফল হয়—যে ভোগ লিপ্সু নহে। অর্থাৎ যে বৈরাগ্যযুক্ত। বৈরাগ্যপূর্ব্বক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগলালসা দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে এবং যাহা পরম বিজ্ঞেয় —তাহা বিজ্ঞাত হয় ৬৫। যেমন উপযুক্ত ঔষধের উপযোগে (সেবনে) দেহ আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিলে বৈরাগ্যও ফল প্রসব করে ৬৬। যাহার বাক্যে বিবেক, পরন্তু চিত্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য পরিত্যাগ কেবল দুঃখেরই কারণ হয় ৬৭। "বায়ু আছে, বহিতেছে" এইরূপ কথায় বায়ু থাকা সিদ্ধ হয় না। তাহার স্পর্শ হওয়া আবশ্যক। যদি স্পর্শ হয় তবেই বায়ু থাকা সিদ্ধ

হইবে, নচেৎ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যদি ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইতে দেখা যায় তবেই বিবেক বা বৈরাগ্য হওয়া স্থির হইবে ৬৮। চিত্রিত অমৃত অমৃত নহে, চিত্রলিখিত বহ্নি বহ্নি নহে, চিত্রলিখিত নারী নারীর কার্য্য করে না, সেইরূপ, বাচিক বিবেকও প্রবোধ ফল প্রসব করে না ৬৯। প্রথমতঃ বিবেক দ্বারা বিষয়াসক্তির অর্থাৎ ভোগলালসার ক্ষীণতা জন্মে, পরে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি ও পরিহার বিষয়িণী প্রবৃত্তি প্রক্ষীণা হয়, তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা জন্মে। অতএব, একমাত্র বিবেকই পরম পাবন ৭০।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

———

উনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! জীবের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন। সেইজন্য জীবপূর্ণ জগতে বহুপ্রকার জীবের অবস্থিতি দৃষ্ট হয় ১। জীবসমূহ চিদ্‌ঘন বা কেবলা চিৎ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কদলীদলে কীটের ন্যায় এই ধরার উদরে অবস্থিতি করিতেছে ২। যেরূপ গ্রীষ্মকালে স্বেদ (দোষদুষ্ট, পচা, ঘর্ম্ম, ইত্যাদি) হইতে কৃমি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, শুদ্ধচিৎ আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে যেরূপ দৃশ্যের অবস্থিতি তথায় তদ্‌ভোগার্থ আপনা হইতেই তদনুরূপ জীবের উৎপত্তি হয় ৩। সেই সকল জীবেরা যেখানে যে অভিপ্রায়ে যেরূপ যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনা ক্রমাদির দ্বারা তথায় সেইরূপই হইয়া থাকে। সেইজন্য যাহারা দেবযাজী তাহারা দেবযোনি, যাহারা যক্ষপূজক তাহারা যক্ষ জন্ম এবং যাহারা ব্রহ্মধ্যায়ী তাহারা ব্রহ্ম লাভ করতঃ সঙ্কল্পের সাফল্য অনুভব করে। হে রাঘব! ঐ কারণে উপদেশ—যাহা অতুচ্ছ, তাহারই আশ্রয় লওয়া জীবের কর্ত্তব্য ৪।৫। ভৃগুপুত্র শুক্র, প্রথমে অপ্সরোরূপ দৃশ্য দর্শনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে আত্মসংবিদের নৈর্ম্মল্যে (দৃশ্যত্যাগে) মুক্ত হইয়াছিলেন ৬। অতএব, বালা সংবিৎকে (বালা সংবিৎ=প্রথম বয়সের জ্ঞান) যেরূপে ব্যুৎপাদিত করিবে সেই রূপেই সে অবনামিত হইবেক, ইহা বিদিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ব্যুৎপাদিত করা বিধেয়, বৃথা জীবাদি ভাবে পরিভাবিত করা বিধেয় নহে ৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার প্রভেদ কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহাও তৎ-কালে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং জাগ্রৎ কালে যাহা দেখা যায় তাহাও জাগ্রৎ কালে সত্য বলিয়া বোধ হয়। তবে কেন বলেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ভ্রম এবং জাগ্রৎজ্ঞান সত্য ?৮ * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা তাহা জাগ্রৎ এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা না থাকে তাহা স্বপ্ন ৯। স্বপ্নও যদি কালান্তরে অবস্থিতি করতঃ প্রত্য-ক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে তাহাও জাগ্রৎ বিশেষ এবং জাগ্রৎ যদি ক্ষণকালের জন্য স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় তাহা হইলে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন ১০। অতএব, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার ভেদ—স্থির ও অস্থির ঘটিত। পরিষ্কার কথা এই যে, প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান দীর্ঘস্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অপরিস্ফুট প্রতীয়মান ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন। আরও বিশদ কথা—জাগ্রদ্বুদ্ধির সমান স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং স্বপ্নবুদ্ধির সমান জাগ্রৎও স্বপ্ন বলিয়া গণ্য ১১।১৩। এই শরীরের অভ্যন্তরে এমন এক পদার্থ আছে যাহা জীবিত থাকার প্রধান কারণ। জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া সে পদার্থকে আমরা জীবধাতু বলি। এই জীবধাতুর অন্য নাম তেজ ও বীর্য্য। এতদ্ভিন্ন আরও নাম আছে ১৪।১৫। ব্যবহার যোগ্য এই শরীর যখন ব্যবহারী (ব্যবহার প্রবৃত্ত) হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য করিতে ইচ্ছুক হয়, কায়িক বাচিক মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উন্মুখ হয়, ঐ জীবধাতু তখন বায়ু প্রবর্ত্তিত হইয়া সরোবরস্থ জল যেমন কুল্যা দ্বারা ইতস্ততঃ প্রসৃত হয়

---

* অনুভব কালে সত্য বোধ উভয় অবস্থাতেই হয়। পরন্তু প্রাত্যহিক প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ সেই বস্তু এই, এইরূপ স্থিরত্ব কল্পনা জাগ্রৎ ব্যতীত স্বপ্ন সংবিদে থাকে না।

তাহার ন্যায় সেই সেই কুল্যা স্থানীয় ইন্দ্রিয় পথে ও তৎসংযুক্ত নাড়ী পথে প্রসর্পিত হইয়া থাকে ১৬। জীবধাতু উক্ত প্রকারে সমস্ত অঙ্গের নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্বিদের উদয় হইয়া থাকে। সেই সমস্ত সম্বিদের উদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার অনুরূপী। অন্তরে যে চিত্ত নামক জগৎভ্রম বা জগদ্‌ভ্রমের বীজ চিত্ত নামক পদার্থ রহিয়াছে, জীবধাতু প্রসর্পিত হইয়া তৎসংযুক্ত হইলেই দৃষ্টানুসারী অর্থাৎ বাসনানুসারী সংবিদের অনুকারী হয়। এই বাসনাময়ী সংবিৎ স্বপ্ন নামের নামী ১৭। যখন ঐ জীবসংবিৎ নেত্রাদির দ্বারা বহিঃ প্রসৃত হইয়া বাস্তবস্তুময়ী জ্ঞানের উদয়কারী হয়, তখন সেই বাহ্যদৃষ্টিময়ী সংবিৎ জাগ্রৎ আখ্যা ধারণ করে। এই দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির বা স্থায়ী বলিয়াই নাম জাগ্রৎ ১৮।১৯। *

সুষুপ্ত্যাদির ক্রম এই যে, মন যখন নিজের দ্বারা ও শারীরক অথবা বাচিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দেহকে বিক্ষোভিত না করে, যখন সেই জীবধাতু এই শরীরে শান্তাত্মা ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করে, তখন ঐ জীবধাতু নির্ব্বাত সদনে দীপের ন্যায় হৃদম্বরে বিক্ষোভিত না হওয়ায় এবং নাড়ী প্রভৃতি অঙ্গান্তরে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুতরাং সম্বিৎ কোন কিছুর দ্বারা বিক্ষোভিত না হওয়ায়, চক্ষুরাদি রন্ধ্র দ্বারা বাহ্যে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুষুপ্তি আখ্যায় অবস্থান করিতে থাকে। সম্বিদ তখন তিলে তৈলসম্বিদের ন্যায়, হিমে শীতসম্বিদের ন্যায় ও ঘৃতে স্নেহসম্বিদের ন্যায় জীবে জীবভাবাপন্ন হইয়া প্রস্ফুরিত হয় এবং সেই জীবরূপিণী

---

* সংবিদের আবার বালকত্ব প্রৌঢ়ত্ব কি তাহা বুঝিবার জন্য রাম জাগ্রদাদি অবস্থা বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংবিদের অর্থাৎ চিৎ পদার্থের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (ঔপাধিক অবস্থা) প্রতিবোধিত হইবে।

অংশরূপা চিৎ উপাধিকালুষ্যরহিত ও স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মাত্মায় শান্তবাতা দীপশিখার ন্যায় বিচেতনপ্রায় সৌষুপ্তদশা প্রাপ্ত হয়। হে অঙ্গ! যোগিগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ প্রভৃতির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া একাগ্রতা সাধন ও বিচার দ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনঅবস্থায় সমভাবে বিচরণ করতঃ সমাধিস্থ হন, ও ক্রমে স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করতঃ তুর্য্যব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা) হন ২০।২৫। বৎস রাম! প্রাগ্বর্ণিত সুষুপ্তি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনঃ প্রাণ কর্ত্তৃক উক্ত জীবধাতু ও সংবিৎ পুনর্ব্বার প্রাক্তন সংস্কারের অনুরূপে চিত্তে উদ্বোধিত বা উদিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আপনার অন্তঃরস্থ জগৎকে (সংস্কারীভূত জগৎকে) আপনার (চিত্তের) অন্তরে দেখিয়া হৃষ্ট পুষ্ট অথবা ক্লিষ্ট হইতে থাকে। যোগীরা যেমন বীজস্থ বৃক্ষ দেখিতে পান সেইরূপ ২৬।২৭। সুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ সৌসুপ্ত জীব যখন বায়ুধাতু কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ সংক্ষুব্ধ হন তখন তিনি "অহমস্মি" ইত্যাকার অনুভব করেন। এবং ঐ অনুভব অহঙ্কারের উদয় বা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি অধিক বিবেচিত হয় তাহা হইলে সে আপনার আকাশ-গমনাদি অনুভব করে ২৮। সুষুপ্তি ভোগের পর যদি উক্ত জীব জলধাতু কর্ত্তৃক প্লাবিত হয় তাহা হইলে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় ভ্রান্তি (স্বপ্ন) দর্শন করে পরন্ত সে সমস্তই চিত্তের অভ্যন্তরে, অন্যত্র নহে ২৯। পিত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে গ্রীষ্মাদি স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, পরন্ত তাহাও অন্তরে বাহিরে নহে ৩০। নাড়ী প্রবাহিত রুধিরে আপ্লাবিত বা আচ্ছন্ন হইলে রক্তবর্ণ দেশ, স্থান, কাল (সন্ধ্যা ও উষা সময়) সন্দর্শন করে পরন্ত সে সকল স্বীয় অন্তরে, বাহিরে নহে। বাহিরে না থাকিলেও বাহিরে থাকার ন্যায় দৃষ্ট হয় ৩১। অপিচ, নিদ্রিত জীব যে বাসনায় আবিষ্ট থাকে সেই বাসনাই পুষ্ট হইয়া স্বপ্নাকারে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারে

অর্থাৎ চক্ষুরাদি স্থানে জীবের অধিষ্ঠান রুদ্ধ হইলেই স্বপ্ন এবং অধিষ্ঠান অনবরুদ্ধ হইলেই জাগ্রৎ, ইহাই স্বপ্নের ও জাগ্রতের প্রভেদ বর্ণনার সংক্ষেপ ৩২।৩৩। হে মহাবাহো! তুমি এই সমস্ত বিদিত হইয়া এই অসৎ জগতের প্রতি সত্য দৃষ্টি (সত্যতাবোধ) পরিত্যাগ কর। জগৎ-সত্যতা বোধই মরণাদি ক্লেশের কারণ ৩৫।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ নিরূপণার্থ যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই তোমার জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, অন্য হেতু নহে ১। যেমন অনল সংযোগে লৌহপিণ্ডাদি অনলত্ব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, দৃঢ় নিশ্চয়বান্ চিত্ত যাহা ভাবনা করে তাহার আকারে আকারবান্ হয় ২। ভাব অভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গাদি অর্থাৎ ত্যাগাদি, মনের কল্পনা ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে। সুতরাং সে সকল সত্যও নহে, অসত্যও নহে অর্থাৎ সে সকল অনির্ব্বাচ্য। মনের যে চপলতা তাহাই এ সকলের কর্ত্তা। যে হেতু মনঃ বিশ্বরূপী, সেই হেতু বলিতে হয়, মনঃই এই সমস্ত বিস্তার করিয়াছে ৩।৪। বৎস রাম! তুমি মনকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে এবং মনোরূপ পুরুষকে শুভ বিষয়ে নিযুক্ত করিবে। জগতে যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) আছে সে সমস্তই মনোজয়সাধ্য ৫। শরীর যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে মহামতি শুক্র জন্মান্তরশত ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। অতএব চিত্তই পুরুষ, শরীর তাহার চেত্য (চিত্তের দ্বারা নিষ্পাদ্য)। চিত্ত যন্ময় হইবে, চেত্যও সেই ভাবে নিষ্পন্ন হইবে ৬।৭। অতএব রাঘব! যাহা অতুচ্ছ, অনায়াস, অনুপাধি ও ভ্রমের অতীত, তুমি যত্ন পূর্ব্বক তাহারই অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তুমি তাহাই প্রাপ্ত হইবে ৮। মনেরই অভিলষিত বিষয় শরীরের অভিমুখে আগমন করে, শরীরের চাপল্য (স্পন্দন) মনের অভিমুখীন হয় না। হে সুন্দর! তোমার মনঃ অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অভিমুখী হউক ৯।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

৬

একবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় রহিয়াছে—যাহা আমার হৃদয় সাগরে কল্লোলের ন্যায় উদ্বেল হইতেছে। তাহা এই যে, একমাত্র নিত্য নিরাময় দিক্‌কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন পরম বস্তু—তিনি মনোনাম্নী ম্লানসম্বিৎ প্রাপ্ত হইলেন—তাহা কিরূপে ও কোথা হইতে আগত বা উৎপন্ন হইল ১।২? যখন তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং সে বস্তু যখন নিত্য নিরঞ্জন, স্বস্থ বা নির্ম্মল, তখন যে তাহাতে মনোরূপ কলঙ্কের বিদ্যমানতা, ইহা অবশ্যই সংশয়ের কারণ ৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধু রামচন্দ্র! অধুনা তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মনে হইতেছে, তোমার মতি মোক্ষভাগিনী হইয়াছে ৪। শঙ্কর প্রভৃতি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি অচিরাৎ সেই মতি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ৫। কিন্তু হে অনঘ! এখনও তোমার ঐ প্রশ্নের উপযুক্ত সময় হয় নাই। যখন উক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গ হইবে তখনই তুমি ঐ প্রশ্ন করিও, করিলে তাহার সিদ্ধান্ত অবাধে বুঝিয়া গতসংশয় হইতে পারিবে ৬। সেই সিদ্ধান্ত কালে, তোমার এই প্রশ্ন বর্ষাকালে কেকোক্তির (কেকা=ময়ূরের রব) ও শরৎকালে হংস রবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইবে ৭।৮। যেমন বর্ষাকালের অবসানে নভোমণ্ডলে সহজ নীলিমা বিরাজিত হয়, কিন্তু বর্ষা বিদ্যমান থাকিতে কেবল পয়োদ-

পটলীই সমুত্থিত থাকে, তখন সহজ নীলিমা দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তোমার প্রশ্নও উপযুক্ত কালে স্বতঃই প্রব্যক্ত হইবে, এখন হইবে না ৯। হে সুব্রত! এক্ষণে যাহা হইতে জনগণের উৎপত্তি হইয়াছে সেই মনের নির্ণয়রূপ প্রকৃত বিষয় বর্ণন করা যাউক, ইহাই মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ১০। মুমুক্ষু জনগণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এইরূপ নির্ণয় করেন যে, অজ্ঞানমালিন্য অজ্ঞগণেরও অনুভব সিদ্ধ। তদুপহিত চিদ্বস্তু ব্যাক্রিয়া কালে অর্থাৎ যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টন্মুখী হন সেই সময়ে মননধর্ম্মের আবির্ভাবে মন, দর্শন শক্তির উদয়ে চক্ষুঃ, শ্রবণকারণে শ্রোত্র, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ভাবাপত্তিতে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি) ইত্যাদি আকারে প্রথিত হন ১১! ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃগণ আপন আপন বুদ্ধি ও মত অনুসারে ও বিচিত্র শাস্ত্র দর্শনে সেই একই পদার্থের বিচিত্র নাম, রূপ ও আকার বর্ণন করিয়া থাকেন ১২। সেরূপ ঘটনা ভেদের কারণ এই যে, মনন-চঞ্চল মন যে যে ভাবের মনন করে সেই সেই ভাবেই পরিণামিত হয়। বায়ু যেমন গন্ধবিশেষের সংসর্গে গন্ধবিশেষের আকারে ও নামে প্রবাহিত হয় সেইরূপ ১৩। প্রথমতঃ বাসনানুযায়ী মননের (বৃত্তির বা কল্পনার) উদয়, তৎপরে যুক্তির দ্বারা তাহারই অবধারণ, তৎপরে অন্তস্থঃ রঞ্জনা (স্বকল্পিত বিষয়ে স্বীয়তা ও সত্যতা বোধ) এবং পরে তদ্দ্বারা স্বীয় অহঙ্কৃতিকে রঞ্জিত অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন করণ, এবং ক্রমে তাহারই আস্বাদন করিতে থাকে। বিষয়ীদিগের বিষয়াস্বাদ পক্ষেও এই রীতি জানিবে। মন যন্ময়, দেহধারণ ও বুদ্ধাদি, সমস্তই তন্ময়। হে রামচন্দ্র! গন্ধের অন্তঃপ্রবিষ্ট পবন যেমন গন্ধভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়, মন যে ভাবে ভাবিত হয়, তন্ময় দেহ তাহারই বশীভূত হয় ১৪।১৬। মনোভাব অনুসারে বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল বল্গিত হইলে, চঞ্চল অনিলে রজোরাশির ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদনুসারে বল্গিত হইতে থাকে ১৭। কর্ম্মে-

ন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে কর্ম্মসকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নিষ্পন্ন হয়। অতএব বুঝা উচিত যে সমস্তই মনের এবং মনঃই কর্ম্মবীজ। যেমন কুসুম ও গন্ধ উভয়ের সত্তা অভিন্ন, তদ্রূপ, কর্ম্ম ও মন, এ দুএরও সত্তাও অভিন্ন ১৮।১৯। দৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তদপুরূপ দেহস্পন্দ এবং তাহার কর্ম্মনামক শাখা যথাবৎরূপে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং সমাদর সহকারে অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল নিষ্পাদন করতঃ আশু তাহার ফলাস্বাদ (অনুভব) করিয়া সুখাভিমানী বা দুঃখাভিমানী হয়। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সে, সে সমুদয়কে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে ও শ্রেয়স্কর বলিয়াও নিশ্চয় করে ২০।২২। মন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারের জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করে। মনঃ অসংখ্য আকারে অবস্থিত এবং সে সকল আকারও অত্যন্ত দৃঢ় ও পরস্পর বিভিন্ন। সেই সকল দৃঢ় নিশ্চয় অনুসারে এবং স্ব স্ব প্রতিপত্তি (বোধশক্তি) অনুসারে সকলেই স্ব স্ব কল্পিত বিষয়ের পক্ষপাতী হয় ২৩। কপিল প্রভৃতির মন আপনার প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) নির্ম্মলতা স্থাপিত ও বিস্তারিত করিয়া সাংখ্য নামক দর্শন কল্পনা করিয়াছে ২৪। কাপিল মনের নিশ্চয় এই যে, আমাদের অভিহিত উপায় ব্যতীত অন্য উপায়ে মোক্ষ হইবে না। যে হেতু তাহাদের চিত্তনিশ্চয় ঐরূপ, সেই হেতু তাহারা আপন আপন জ্ঞান গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া শিষ্যসংসারে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অভিপ্রায়—যেন কেহ মোক্ষ বিষয়ে অন্যমতি না হয়। পরন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের ঐ নিয়ম জড়কল্পিত অর্থাৎ মাত্র মনঃ কল্পিত সুতরাং ভ্রান্ত ২৫। ঐরূপ, বৈদান্তিক মনঃও স্বকল্পিত বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করতঃ মুক্তির প্রতি শমদমাদি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে ২৬। মুক্তিতে কিছু প্রাপ্তি নাই এবং নূতন কিছু হয় না। যাহা স্বরূপ, তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই

নির্ণয় তাহারা স্বকল্পিত ভ্রান্ত নিয়মের (শাস্ত্রের) দ্বারা বিস্তৃত করে ২৭। * বিজ্ঞানবাদী দিগের মন স্বকীয় বুদ্ধি শক্তির দ্বারা কল্পনা করিয়া বলে—সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্তিই মুক্তি এবং তাহার উপায় শমদমাদি সাধন। (সংবৃত্তিক উপপ্লব উপাশান্ত হওয়ার নাম শম এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংবরণ করার নাম দম) ২৮। ইহাদের মতেও মুক্তিতে কোন কিছু নূতন হয় না; স্বাভাবিক নিরুপপ্লব বুদ্ধিধারারূপ আত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকে। বৌদ্ধেরা এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদের কল্পনা বা ভ্রান্ত নিয়মাদি শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করে ২৯। ঐরূপ আর্হতেরাও অর্থাৎ জৈনেরাও আপন আপন কল্পনায় আপন আপন মতের শাস্ত্র দর্শন প্রচারিত করিয়াছে এবং আরও অনেকে অনেক প্রকার বিচিত্র কল্পনার দ্বারা স্ব স্ব মতের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছে ৩০। অতএব, এ বিষয়ে এইরূপ অবধারণ করিবে যে, সাগর যেমন রত্ন সমূহের আকর, মনও সেইরূপ নানা আকারসম্পন্ন রীতির, নীতির, আকৃতির ও সংস্থানাদির আকর। সমুদ্র থাকিলেই তাহাতে নিষ্কারণে (অতর্কিত কারণে) বুদ্বুদাদি উত্থিত হয়। তাহার ন্যায় মন থাকিলেই তাহাতে নানা আকারের আকৃতি কল্পনাকারে জন্মলাভ করে। নিম্ব তিক্ত, ইক্ষু মধুর, এ সকল এবং ইহা শীতল, তাহা উষ্ণ, ইহা অগ্নি, তাহা তীক্ষ্ণ, ইহা মৃদু, তাহা অম্ল, এ সকলও উক্তস্বভাব মনের সৃষ্ট। মন যে প্রকার দৃঢ় অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় সেই প্রকারই উপলম্ভ লাভ করে ৩১।৩৩। অতএব, যাহা অকৃত্রিম ও নির্ম্মল আনন্দ বা স্বাত্মসুখ, মনুষ্যের কর্ত্তব্য—নিয়মাদি তৎপর হইয়া মনকে তন্ময়ীভাবে ভাবিত করা। মনকে তন্ময়ীভাবে

* বেদান্তী দিগের মতে উপেয় তত্ত্ব সত্য, পরন্তু উপায় প্রক্রিয়া কল্পিত। কল্পিত উপায়ে অকল্পিত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা বৈদান্তিকদিগের মুখ্য মত।

(আনন্দ ব্রহ্ম ভাবে) অভ্যস্ত করিলে মন তাহাই পাইবে এবং তাহাই দেখিবে ৩৪। দৃশ্যজাল পরিত্যাগ করিলে, তখন আর মন দৃশ্যজালজন্য সুখ দুঃখে আচ্ছন্ন হইবে না ৩৫। অতএব হে অনঘ! এই দৃশ্য বিশ্ব অপবিত্র, অসদ্রূপ, মোহজনক ও ভয়ের কারণ ও বন্ধনের রজ্জু, এইরূপ ভাবিয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর ৩৬। এই যে দৃশ্য দর্শন, ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই ভয়াবহ ভাবনা। সম্বিদের যে এতন্ময়তা, অর্থাৎ বিশ্বময়তা, পণ্ডিতগণ তাহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন ৩৭। সংবিৎ যে, দৃশ্যের সহিত একলোল হইয়া আছে, তাহাকেই তুমি মোহ কলুষিত মন বলিয়া বিদিত হও এবং কর্দ্দমসদৃশ মিথ্যা দৃষ্টিকে তুমি মার্জ্জন কর ৩৮। এই যে দৃশ্যতন্ময়তা, ইহাকেই তুমি সংসার মদ ও অবিদ্যা বলিয়া জান ৩৯। অন্ধ যেমন প্রচণ্ডতপনালোক দর্শনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, এই অবিদ্যায় উপহত ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না ৪০। সঙ্কল্প দ্বারা উৎপাদিত এই দৃশ্যতন্ময়তা আকাশ বৃক্ষের সমান। হে মহামতে! যদি ক্রমিক যত্নে অল্পে অল্পে সংকল্প পরিত্যাগ অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে দৃশ্যভাবনা ক্ষীণা ও ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসঙ্কল্প ভাব অভ্যস্ত হইলে তখন বিচার (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক) জন্মে, ক্রমে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন জন্মে, ক্রমে সমাধি অভ্যাস দৃঢ় হয়, তখন দৃশ্যের সহিত আত্মাসম্বন্ধের উচ্ছেদ ঘটনা হয় ও সত্য দর্শনে স্থিরতা জন্মে ৪১।৪২। যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসন্না ও অসত্য দৃষ্টি ক্ষীণা হইয়াছে, তাহাকেই আমরা নির্ম্মলাত্মা ও বিশুদ্ধ চিৎ বলি ৪৩। যাহার সত্তা অসত্তা, সুখ ও দুঃখ নাই, যাহার অন্তরে কেবল পরমাত্মভাব বিদ্যমান, যাঁহার অন্তর অনর্থ ভাবনায় (দেহাদির চিন্তায়) সমাকুলিত হয় না, তিনিই সেই আত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানি। আকাশ যেমন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহার ন্যায় যাহার আত্মা অসংখ্য

বাসনা জালে আবৃত এবং রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় যে আপনাতে দেহাদি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি আপনিই আপনার বন্ধন কর্ত্তা ৪৪।৪৬। চিদাকাশ (আত্ম) অবদ্ধস্বভাব, সুতরাং তাঁহার বন্ধনভাব কল্পিত। তিনি নিজেরই কল্পনায় নিজে বদ্ধের ন্যায় হন। তিনি আপনাকে অন্যথা কল্পনা করেন, তৎকারণে তিনি বদ্ধের ন্যায় হন। কিন্তু যখন তিনি কল্পনাজলে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বা পরমপুরুষার্থ সুখে (মোক্ষে) অবশেষিত হন। কুসুলে (ধান্যাধারে) সিংহ ভয় না থাকিলেও, আছে বলিয়া ব্যাকুল হওয়া যেরূপ, শরীরের মধ্যে আত্মা, ও তিনি বদ্ধ, এ ভাব বাস্তব না হইলেও, আমি বদ্ধ, এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া সেইরূপ। সিংহভীত ব্যক্তি কুসুল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়। কেননা কুসুলে সিংহ পাওয়া যায় না। তাহার ন্যায় কে বদ্ধ? কাহার বন্ধন? অনুসন্ধান করিলে অবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা পর্য্যবেক্ষণে আত্মার বন্ধন দৃষ্ট হয় না ৪৭।৫০। যাহা অতুচ্ছ অনায়াস নিরুপাধি ও কল্পনাতীত ও ভ্রান্তি রহিত, তাহাই পরম সুখের স্বরূপ ও উপাদান। এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাকারের ভ্রম বালকগণের সন্ধ্যাকালে বেতালছায়াদর্শনের ন্যায় অলীক। জীবগণের ভাব, অভাব ও সুখদুঃখাদি, সমস্তই কল্পনামূলক ৫১।৫২। কল্পনামূলক বলিয়াই ঐ সমস্ত ক্ষণমধ্যে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে ৫৩। মাতাকে গৃহিণীভাবে দেখিলে মাতাও গৃহিণীর কার্য্য এবং গৃহিণীকে মাতৃভাবে দেখিলে গৃহিণীও মাতার কার্য্য সম্পন্ন করে। গৃহিণীভাব উদ্বেলিত হইলে মন্মথের উদয় এবং মাতৃভাব দৃঢ় হইলে মন্মথের বিস্মরণ হইতে দেখা যায়। অপিচ, ফলাফল সকল ভাবানুযায়ী। তাহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোনও পদার্থের একরূপতা স্বীকার করেন না। চিত্ত দৃঢ়রূপে যে যে ভাব ভাবনা করে ৫৪।৫৬, সেই ভাব, সেই আকার ও

সেই ফল সে অবাধে দেখিতে পায়। এমন কিছু নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছু নাই যাহা মিথ্যা নহে ৫৭। এ বিষয়ে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে, বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকার নির্ণয় করে সে সেই প্রকারই দেখে। তাহার দৃষ্টান্ত—আকাশে হস্তী ভাবনা করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশে হস্তিদর্শন হয়। (আকাশে হস্তিদর্শন মেঘের সংস্থান বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন ভ্রান্তিবিশেষ) ৫৮। অতএব, হে রাঘব! ইহাই অবধারণ কর যে, মানবসঙ্কল্পই সর্ব্বভাবাত্মক ৫৯। উহা অবধারণ করিয়া তুমি সুষুপ্তের ন্যায় স্বাত্মভাবে অবস্থান কর। চিত্তকে তুমি স্ফটিকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে নিরুদ্ধ কর, তাহা হইলে তাহাতে আর এই জগদ্দ্বৈতের প্রতিবিম্বনা হইবে না। যদি কখন দৈবাৎ চিত্ত জাগরিত হয়, আর তাহাতে এই জগজ্জাল প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই প্রতিবিম্বনাকে অবস্তু, মিথ্যা অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাহার অনুরঞ্জন পরিহার পূর্ব্বক আত্মাকে অনাদি অনন্ত বিবেচনা করিবে। তোমার চিত্তপ্রতিবিম্বিত সেই সমস্ত অসত্য ভাব যেন তোমাকে রঞ্জিত করিতে না পারে ৬০।৬৩। জীবের মন স্ফটিক রত্নের সদৃশ। মনন করিলেই মন মন্তব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেই করিবে। পরন্তু মনন পরিত্যাগ (মন নিরুদ্ধ) করিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিম্বনা হইবে না ৬৪।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। যে জীব তত্ত্ববিবেকী ও বিচার-পরায়ণ, যাহার চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যে মনন পরিত্যাগ করিয়াছে, যে আত্মভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছে, যে হেয়দৃশ্য পরিত্যাগী ও উপাদেয় আত্মব্রহ্মগ্রাহী, যে আত্মাভিন্ন বস্তু দেখে না, যে দ্রষ্টাকেও দৃশ্য বলিয়া জানে, যে বিজ্ঞাতব্য পরমতত্ত্বে অবস্থিত ও তদনুধ্যানে রত, যে মোহময় নিবিড় সংসারবর্ত্মে সুপ্তপ্রায় এবং যে অত্যন্তবৈরাগ্যপ্রযুক্ত ভোগ সমূহে বিরক্ত ও আশাবিহীন, সেই ব্যক্তিরই অজ্ঞানতা আতপে হিমকণার ন্যায় বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিই আত্মৈকত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয় ১।৫। যেমন বর্ষা বিগমে বিলোলকল্লোলশালিনী তরঙ্গরঙ্গিণী নদী সমূহ শান্তভাব ধারণ করে, তদ্রূপ, তৃষ্ণার (অর্থাৎ বিষয় লালসার) অপগমে তাঁহারা পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন ৬। বাসনাজাল মূষিকত্রোটিত পক্ষিবন্ধন জালের ন্যায় ত্রোটিত হইলে এবং হৃদ্গ্রন্থি বৈরাগ্যের তেজে শ্লথ হইলে, জল যেমন কতক ফল (নির্ম্মলীফল) দ্বারা প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়, তাহার ন্যায় তখন বিজ্ঞান প্রবর্ত্তনে স্বভাব (মন) সুপ্রসন্ন (নিরাবিল) হইয়া থাকে ৭।৮। তখন সে পুরুষ নীরাগ, দোষশূন্য, আসক্তিবর্জিত, একল ও উপাশ্রয়বিহীন (ভোগস্থানত্যাগী) হইয়া পিঞ্জর হইতে বিহগের ন্যায় মোহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয় ৯। তাহার তাদৃশ চিত্ত তখন শান্ত, সন্দেহহীন, দৌরাত্মবিহীন, কৌতুকাদিবিভ্রম রহিত ও পূর্ণ হইয়া পূর্ণ-

শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত হয় এবং শান্তবাত অর্ণবের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাব ও সমদৃষ্টিতা ধারণ করে ১০।১১। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারময়ী নিশার অপক্ষয় হয়, সেইরূপ, সে সময়ে তাহার সংসার বাসনার অপক্ষয় হইয়া থাকে ১২। পদ্মিনী যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দর্শনে বিকাসমানা হয় তাহার ন্যায় প্রজ্ঞাও তখন চিদ্রূপ ভাস্কর দর্শনে বিকাসিত ও নির্ম্মল-দ্যুতিসম্পন্না হয় ১৩। সেই ভুবনানন্দদায়িনী হৃদয়হারিণী সত্ত্বগুণশালিনী প্রজ্ঞা তখন শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ১৪। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল জ্ঞাতজ্ঞেয় মহামতিরা আকাশকোশের ন্যায় উদয় ও অস্ত উভয় বিকারের অতীত হন ১৫। বিচার দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিকে কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ১৬। যাহার অন্তরে আত্মরূপের প্রাকট্য বিস্তৃত হইয়াছে, যাহার চিত্ত হইতে অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোনও বিকল্প তাহাকে স্বপরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে না ১৭। তরঙ্গ যেমন জল হইতে আইসে (উঠে) ও জলেই যায় (লয় প্রাপ্ত হয়), সেইরূপ, এই সমস্ত লোক চিত্ত হইতেই আইসে (জন্মে) ও চিত্তেই যায় (লয়প্রাপ্ত হয়)। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই এই চিত্তজাত লোকের (ভোগ্যের) ক্রোড়ীকৃত হয়, পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা উহার অধীন হয় না! অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণ প্রবন্ধ নাই ১৮। আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা সংসারেরই ক্রম. উক্ত ক্রমে যাহারা রমমাণ তাহারাই বদ্ধ ১৯। যেমন ঘটই ভাঙ্গে, তাহাতে ঘটাকাশের ক্ষতি হয় না, তেমনি, দেহই নষ্ট ও তুষ্ট হয়, তাহাতে আত্মার কিছুই হয় না। যাহারা এই রহস্য বিদিত, সেই সকল আত্মজ্ঞগণ দেহ ভূষিতই হউক বা দূষিতই হউক, কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। অতিশীতল বিবেকচন্দ্র সমুদিত হইলে, তখন আর ভ্রমরূপ মরুভূমিতে বাসনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উদিত হয় না ২০।২১। "আমি কে?

এ সকলই বা কি?” যাবৎ না ঐ দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসারাড়ম্বর বিদ্যমান থাকে ২২। মিথ্যা ভ্রমের প্রভাবে উদ্ভূত এই শরীররূপ পাদপ (বৃক্ষ), যে ব্যক্তি ইহাকে আত্ম-ভাবে না দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দ্রষ্টা বা দর্শক ২৩। এই দেহে দেশ ও কালাদি উপলক্ষে শত শত সুখ দুঃখ আশ্রয় করিতেছে। যে ব্যক্তি সে সকলকে “আমার” মনে না করে, সেই অভ্রান্ত ব্যক্তিই যথার্থ দর্শক ২৪। এই যে অপার নভোমণ্ডল, এই যে দিক্‌কালাদি এবং এই যে বিচিত্র ক্রিয়া বিক্রিয়া সমন্বিত বিশ্ব, এ সমস্তই আমি এবং সর্ব্বত্রই আমি, যে এইরূপ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ বা দ্রষ্টা ২৫। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগের এক ভাগের কোটি কোটি অংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথচ সর্ব্বব্যাপী, যে আপনাকে এইরূপে দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দেখে ২৬। যে পুরুষ আপনাকে ও ইতরকে (শরীরাদি বাহ্য বস্তু সমুদায়কে) নিত্য অভেদ জ্ঞানের বিষয় করিয়া এবম্প্রকার অবধারণ করে যে “এ সমস্তই চিজ্জ্যোতিঃ, বস্ত্বন্তর নহে” সেই পুরুষই জ্ঞানী বা দ্রষ্টা ২৭। যে মহাত্মা সর্ব্বান্তর সর্ব্বশক্তি অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিৎবস্তুকে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ২৮। যে প্রাজ্ঞ আপনাকে আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ ও জন্মাদিশালী দেহী, ইত্যাকারে দর্শন না করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ২৯। যিনি সর্ব্বদা ও অসন্দেহে অবলোকন করেন যে, আমার মহিমা তির্য্যক্, (আড়ভাবে) ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং আমার দ্বিতীয় নাই, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ৩০। সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত (মালা) থাকে তাহার ন্যায় আমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত আছে। এবং আমি চিত্ত নহি, ইহা যে ব্যক্তি জানে সেই ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী ৩১। অহং নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বা কোন বস্তু নাই, কেবল নিরাময় ব্রহ্ম বিদ্যমান, যিনি সৎ অসৎ উভয়ের মধ্যে ঐ

প্রকার দেখেন, তিনিই যাথার্থ দেখেন ৩২। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, এই ত্রৈলোক্য আমার অন্তর্ভূত, যিনি অন্তরে এই-রূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ৩৩। যিনি এইরূপ দর্শন করেন যে এই ক্ষুদ্রা ত্রিলোকী মৃতপ্রায় বলিয়া শোকার্হা এবং আপনারই সত্তার দ্বারা ভগিনীর ন্যায় পালনীয়া, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ৩৪। আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব, মত্ত্ব, (আমি তুমি, আত্মপর, ইত্যাদ) এ সকল যাহার দেহাদি সাংসারিক বস্তু হইতে উপরত হইয়াছে অর্থাৎ বিবেক দ্বারা বাধিত (মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত) হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ও যথার্থদর্শী ৩৫। যিনি দেখেন যে, দৃশ্যসম্বলনরহিত, অব্যাহত-স্ফূর্তি চিন্মাত্রে এই জগজ্জাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তিনিই যথার্থ দেখেন ৩৬। সুখ দুঃখ, হেয় ও উপাদেয় ও অন্যান্য দৈহিক ভাব (গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিত্যানিত্য বিবেকাদি) সমস্ত আমিই, যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কদাপি হীন হন না ৩৭; যার পর নাই আনন্দ-ঘন আত্মসত্তার দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগৎ অপূরিত, যে আনন্দের কণামাত্র স্পর্শে মিথ্যাভূত জগতে আনন্দের অস্তিতা অনুভূত হয়, আমিই যখন সেই ব্রহ্মানন্দরূপ আত্মা, তখন আর আমার হেয়ই বা কি! উপাদেয়ই বা কি! যাহার দৃষ্টি ঐরূপ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুদৃক্ ৩৮। যে বস্তু তর্কের অতীত ও চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের সাক্ষী, এ সমস্তই সেই বস্তু (ব্রহ্ম), এইরূপ বোধ যাহার হেয়োপাদের বোধ বিনষ্ট করিয়াছে সেই মহান্ পুরুষই যথার্থ পুরুষ ৩৯। যে আকাশের ন্যায় একাত্মা হইয়াছে অথবা সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ কোনও ভাবে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা ও মহেশ্বর ৪০। যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন, মৃত্যুরও আত্মা হইয়াছেন, স্বস্থ ও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে আমি

নমস্কার করি ৪১। যিনি এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় বৃত্তিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেছেন সেই ব্রহ্মৈকমতি পরম বোধবান্ সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি ৪২।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে উত্তমপদাবলম্বী (জীবন্মুক্ত) পুরুষ এই শরীর-নগরীতে নির্লিপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে পারেন, এই উপবনোপমা শরীর নগরী সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই ভোগ, মক্ষ ও সুখপ্রদ হয়। এমন কি তিনি কখনই এই শরীরমহাপুরীতে কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন না ১।২।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! শরীর কি প্রকারে নগরী হইল? ইহাতে নগরীর কি লক্ষণ আছে? আপনি বলিলেন, শরীর নগরীর অধিবাসী যোগী মুরুষ রাজ্যসুখভাগী, সে কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন ৩। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! ইহা আত্মজ্যোতিঃরূপ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত ৪। আত্মা ইহার সূর্য্য, নেত্র ইহার বাতায়ন, ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ ঐ বাতায়ন দিয়া নিরন্তর ভুবনান্তর প্রকাশ করিতেছে। করদ্বয় ইহার (শরীর নগরীর) পথ; এই পথ বিস্তৃত হইয়া (লম্বা হইয়া) পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে ৫! রোম সকল উক্ত উপবনের লতা, কেশগুচ্ছ গুল্ম, চর্ম্মগত শিরাজাল জালক (গুল্মের মূল), ঐ জালক পাদগুল্ফ রর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, জঙ্ঘা অবধি উরু পর্য্যন্ত তাহার স্তম্ভ স্থানীয় ৬। রেখাবিভক্ত পাদাগ্রদ্বয় (পায়ের চেটো বা তালু) আধার প্রস্তর, চর্ম্ম ও মর্ম্মস্থান সকল সীমাবিশেষ*

---

* শরীর শাস্ত্রে মর্ম্মস্থানের নির্ণয় আছে। সেই সেই স্থানে অল্প আঘাত লাগিলে মৃত্যু হয়। সীমা=যেমন গ্রামের সীমা—গ্রামের শেষ প্রান্তর। স্তন হইতে দুগ্ধস্রাব হয়, সেজন্য তাহা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যকায়=ধড়।

এবং সন্ধিস্থান গুলিও সীমা বিশেষ৭। তৎপ্রযুক্ত দেখিতে ইহা অতীব সুন্দর। স্তনদ্বয়ে ও উরু দ্বয়ের মধ্যে অথবা মধ্যকায়ের সন্ধি স্থানে যে উপস্থেন্দ্রিয় আছে, তাহাই প্রণালী, এই প্রণালী (জলপ্রণালী) অত্রত্য উপবনের কৃত্রিমা নদী। কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সুদৃশ্য ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) দ্বারা সুশোভিত শিরা প্রদেশ সকল এই উপবনের ক্রীড়া শৈল ৮। ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠাদির দ্বারা সুশোভিত রমণীর বদনোদ্যান পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার বিহার স্থল কপোল, (কপোল দেখিলে মন তথায় ক্রীড়া করে অর্থাৎ তৃপ্ত হয়।) তাহা কটাক্ষরূপ উৎপলে আকীর্ণ। বক্ষঃস্থল সরোবর, তাহা স্তনরূপ পঙ্কজ দ্বারা শোভিত। গুচ্ছায়মান রোম সমূহে সমাচ্ছাদিত স্কন্ধদেশ এই সরোবরের তীর ভূমি ৯।১০। উদর এই নগরীর কোষাগার। এই আগার সর্ব্বদা অন্নরূপ ধনে পরিপূর্ণ। উদান বায়ু যখন উদররূপ কোষাগারের কণ্ঠরূপ কবাট উদ্ঘাটিত করে তখন তাহা হইতে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হয় ১২। হৃদয় এই মহাপুরীস্থ বিপণী, বুদ্ধিশক্তি তত্রস্থ রত্ন-পরীক্ষক (ভাল মন্দ বলিয়া দেয়), ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক ঐ বিপণীতে নানাবিধ অর্থ (বস্তু) নীত হয়, এবং দৃশ্যবাসনা (দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার) সমূহ সে সকলের পণ্য রূপে গৃহীত হয়। ইহার দ্বার নয়টী, তদ্দ্বারা প্রাণরূপ নগরবাসী অনারত গমনাগমন করে ১২। মুখবিবর সিংহদ্বার, দন্ত তাহার গজদন্তনির্ম্মিত কীল কাষ্ঠ, জীহ্বা এই নগরের চণ্ডী (দেবী), ইনি প্রতিদিন চতুর্ব্বিধ অন্নের স্বাদ গ্রহণ করেন ১৩। রোম সকল এই নগরের শষ্প, এবং কর্ণ কোটর ইহার কূপ। পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর ১৪। নগরে কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র থাকে, এবং সে স্থান (যন্ত্র স্থান) সর্ব্বদা কর্দ্দমিত থাকে। এই দেহ নগরেও তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। পায়ু ও মূত্রদণ্ড যন্ত্র, মূত্র জল, ও পায়ুমল (বিষ্ঠা) কর্দ্দম। চিত্ত উদ্যান, আত্মচিন্তা উদ্যান-

স্বামিনী (উদ্যানের অধিপতি) ১৫। এই নগরে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কট সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বদন ইহার বহি-রুদ্যান। এ উদ্যানের পুষ্প হাস্য ১৬। এই সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী শরীরনগরী তত্ত্ববিৎগণের সুখের বৈ দুঃখের স্থান নহে এবং হিতের বৈ অহিতের উপকরণ নহে ১৭। কিন্তু হে রামচন্দ্র! এই দেহনগরী অজ্ঞগণের অনন্ত দুঃখের আগার এবং প্রাজ্ঞগণের অনন্তসুখরত্নের খনি ১৮। ইহা বিনষ্ট হইলে প্রাজ্ঞগণের মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্ত থাকিলে সমস্তই থাকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ হয়)। অতএব, ইহা প্রাজ্ঞগণেরই সুখ-দায়িনী ১৯। জ্ঞানিগণ ইহাতে আরোহণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করেন ও অশেষ ভোগ মোক্ষ অর্জ্জন করেন বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানিরথ ২০। তাঁহারা ইহারই দ্বারা শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির জ্ঞান, বন্ধু এবং শ্রীলাভ করেন বলিয়া ইহা লাভদা নামে কথিত হয় ২১। সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়া, এই রথের দ্বারা বাহিত হয় বলিয়া ইহা সর্ব্ববাহী শব্দের অভিহিত হয় ২২। প্রাজ্ঞগণ এই শরীরপুরীতে ঐরূপে রাজত্ব করেন এবং বাসব যেমন স্বীয় পুরীতে স্থিতি করেন তাহার ন্যায় বিগতজ্বর ও অব্যগ্র হইয়া অবস্থিতি করেন ২৩। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই মনোরূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমকে কামসন্নিধানে প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্যাকে অধর্ম্মে সমর্পণ অথবা অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র বা তাহার রন্ধ্র অন্বেষণ করেন না। তিনি সর্ব্বদা সাবধানতা সহকারে প্রজ্ঞারাজ্যে সংসাররূপ অরিভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহকে ছেদন করিয়া বিরাজ করেন ২৪।২৫। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন প্রলোভনে এই সুখ দুঃখপরিদেবনাদিসঙ্কুল কামসম্ভোগাদি ভীষণ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ সংসাররূপ অসার বা মিথ্যা নদীতে নিমগ্ন হন না ২৬। তিনি বাহিরে ও অন্তরে সদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনপ্রযুক্ত মনোগত সাগরসঙ্গম তীর্থে অবিরত যথেষ্ট স্নান করিয়া থাকেন ২৭। ইন্দ্রিয়দৃষ্ট সুখে পরাঙ্মুখ ও ব্রহ্মধ্যানরূপ

সুখে নিমগ্ন থাকেন ২৮। অতএব, বিদিতাত্মাদিগের এই নগরী অতীব সুখাবহা এবং শক্রের অমরাবতীর ন্যায় বিহারস্থলী ও ভোগমোক্ষ-প্রদায়িনী ২৯। ইহা স্থিত থাকিলে তাঁহাদের সর্ব্বসুখ থাকে পরন্তু ইহা বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের কিছুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং ইহাকে সুখাবহ বলায় দোষ হয় না ৩০। যেরূপ কুম্ভ বিনষ্ট হইলে কুম্ভস্থিত আকাশ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ, এই দেহনগর বিনষ্ট হইলে তাহার অন্তরস্থ বস্তুর (আত্মার) কিছুই বিনষ্ট হয় না। সর্ব্বগত হইলেও এই দেহনগরাধিষ্ঠাতা পুরুষ (আত্মা) প্রারব্ধভোগ করতঃ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ৩১।৩৩। অপিচ, অসঙ্গভাবে ক্রিয়োন্মুখ হইয়া কখন কখন ব্যবহার দৃষ্টি সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং কখন বা পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। অপিচ, কখন প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং কখন বা মনের সহিত লীলাসহকারে বিমানতুল্য হৃৎপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করতঃ লীলা বা বিলাস করিতে থাকেন। কখন সর্ব্বলোকসুন্দরী ও অতিশীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা পরমা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন ৩৪।৩৬। ইহার দুই পার্শ্বে দুই কান্তা। এক সত্যতা, অপর একতা। এই দুই কান্তার দ্বারা ইনি বিশাখা দ্বয়ের (তন্নামক নক্ষত্র দ্বয়ের) মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভ-মানা ৩৭। এ অবস্থায়, সূর্য্য যেমন অতি উচ্চ নভোভাগে থাকিয়া পৃথিবী দেখেন তাহার ন্যায় ইনিও দেখেন—অজ্ঞ লোক সকল লতাজড়িত বনের ন্যায় বিবিধ দুঃখজড়িত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে ৩৮। ইঁহার আশা এখন চিরকালের নিমিত্ত প্রপূরিত, সুতরাং এখন সমুদায় ঐশ্বর্য্যশ্রী ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেজন্য এখন ইনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজিত আছেন ৩৯। ভোগ সমূহ এখন ইঁহাকে সেবা করিলেও পুনর্জ্জন্মাদি দুঃখ প্রদানে সমর্থ নহে। কালকূট বিষ শিবের অল্পমাত্রও ক্লেশপ্রদ হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহার কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

তাহার ন্যায় স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগসজ্ঝ এই জ্ঞানীর আত্মার শোভা-বৃদ্ধিরই কারণ হয়, অন্য কিছুর (সংসার পতনের) হেতু হয় না ৪০। ভোগ্য বা ভোগ সকল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সন্তোষের বৈ অসন্তোষের কারণ হয় না। চৌর বন্ধুভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়, কদাপি শত্রু হয় না ৪১। জ্ঞানী লোক ভোগসম্পদ্‌কে দূরগামী যাত্রোৎসবযুক্ত নর নারীর অনুরূপ বিবেচনা করেন, করিয়া পরিতুষ্ট হন। (উৎসবলিপ্ত নহে, এরূপ উদাসীন ব্যক্তি দূর হইতে উৎসব কোলাহলকে যেরূপ ভাবে দেখে, জ্ঞানীরা ভোগ সম্পদকে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন) ৪২। পথিকেরা যেমন পথমধ্যস্থ গ্রাম প্রাপ্তে অশঙ্কিত ভাবে তদ্‌গ্রামের ভাব দেখিতে থাকে, জ্ঞানীরাও তেমনি সংসারের ব্যবহারময়ী ক্রিয়া অশঙ্কিত ভাবে দর্শন করিতে থাকেন ৪৩। চক্ষু যেমন অযত্নপূর্ব্বক যাদৃচ্ছিক দৃশ্যে নীরাগভাবে নিপতিত হয়, সেইরূপ, ধীরগণের বুদ্ধিও নীরাগভাবে ব্যবহার কার্য্যে নিপতিত হইয়া থাকে ৪৪। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানীত পদার্থ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অহংমমাভিমানী হন না। তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান, সুতরাং তাঁহারা পূর্ণস্বভাবে বিরাজ করেন ৪৫। (অর্থাৎ অভাব বোধ রহিত হইয়া থাকেন) পিচ্ছাঘাত যেমন সুমেরু শৈলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ, অপ্রাপ্তচিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্তিচিন্তায় উপেক্ষা এই দুই কারণে অনুতাপাদি বিষয় দোষ তাদৃশ জ্ঞানীকে ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচলিত করিতে পারে না ৪৬। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই শরীর-নগরীতে সন্দেহ বিগলিত কৌতুকী ও কল্পনাপরিত্যাগী হইয়া সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করেন ৪৭। যদি অজ্ঞ দৃষ্টি অনুসারে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত অবস্থা স্বর্গরাজ্যের (স্বর্গের রাজত্ব) সহিত তুলিত হইতে পারে। পরন্তু তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে ঐ অবস্থা অতুলনীয়। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায়

আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত এবং আপনাতেই আপনার বিজৃম্ভণ (বিলাস) প্রকট করেন ৪৮। যেমন অনুন্মত্ত ব্যক্তি উন্মত্ত পুরুষ দেখিয়া অবহাস করে, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞেরা ভোগলম্পট অতৃপ্তেন্দ্রিয় জনগণকে দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকেন ৪৯। একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে সে যেমন অবহাসের পাত্র হয়, সেইরূপ, ভোগেচ্ছু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীর হাস্যাস্পদ হয় ৫০। নাগেন্দ্র যেমন অঙ্কুশে বশীভূত হয়, তেমনি, বিষয়-বিক্রুত মন বিচার দ্বারা বশীভূত হয় ৫১। তৃষ্ণাই মনোবৃত্তিকে ভোগে নিয়োজিত করে, সুতরাং অগ্রে তাহাকেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য ৫২। কোন্ ব্যক্তি তাড়িত হইয়া পশ্চাৎ সম্মানিত হইলে সে সম্মানকে বহু বলিয়া মনে করে? (অভিপ্রায় এই যে, মন পুনঃ পুনঃ নিগ্রহপীড়িত হইলে ক্রমে হতাশ্বাস হইয়া ভোগস্পৃহা ত্যাগী হইবে)। প্রাবৃট্ যেমন পূর্ণ সরিতের পূর্ণতা বা অপূর্ণ অবস্থার অপূর্ণতা অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ, আর্ত্ত না হইলে সম্মান বহুমান বুঝিতে পারে না ৫৩।৫৪। অর্ণব যেমন জগৎপূরণযোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও অন্য সলিল গ্রহণ করে, সেইরূপ, আত্মা স্বতঃ পূর্ণস্বভাব হইলেও অন্য বস্তুর বাঞ্ছা করে, তাহাতে তাহার দোষ হয় না। শত্রুবদ্ধ ভূপাল অনুগ্রহদ্বারা মুক্তি লাভ করতঃ একখানি মাত্র গ্রাম পাইলে তাহাতেই তাহার পরম সন্তোষ জন্মে, কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক অনাক্রান্ত আবদ্ধ ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও বহু বলিয়া বোধ করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃও প্রথমে দৃঢ় নিগৃহীত ও ভোগসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চাৎ যৎসামান্য বিষয় সুখ প্রাপ্ত হইলে সেই স্বল্প বৈষয়িক সুখকেই সে সমধিক বলিয়া অনুভব করে ৫৫।৫৭। মল্লযোদ্ধারা যেমন হস্ত দ্বারা শত্রুহস্ত নিপীড়ন দন্ত দ্বারা পরদন্ত নিষ্পেষণ ও স্বদেহ দ্বারা রিপুদেহ আক্রমণ করিয়া জয়ী হয়, প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপে হৃদয়শত্রু ইন্দ্রিয় দিগকে জয়

করা অতীব কর্ত্তব্য ৫৮।৫৯। যাঁহারা আপন চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন, এই ধরণীতলে সেই সমস্ত পুরুষই সচেতন, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। হৃদয়গর্ত্তনিবাসী মনোরূপ ঊর্দ্ধমুখ ভুজগ যাহার সম্বন্ধে শান্তভাব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যথাহীন মহাপুরুষকে আমরা নমস্কার করি ৬০।৬১।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

—০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহানরক সাম্রাজ্য, তাহাতে দুষ্কৃতিরূপ মত্ত মাতঙ্গ, আশারূপ শর, ও ইন্দ্রিয়গণ মহাশত্রু। এই শত্রু নিতান্ত দুর্জ্জয় ১। আপনার মুখ্য আশ্রয় দেহকে যাহারা বিনষ্ট করে, সেই সকল নর কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নের নিকট কুকার্য্যের কোষ স্বরূপ ইন্দ্রিয়শত্রুগণ পরম দুর্জ্জয় ২। হে রামচন্দ্র! ইন্দ্রিয়গণ গৃধ্রস্বরূপ। কার্য্য ও অকার্য্য তাহাদের পক্ষ (ডানা)। তাহারা এই কলেবররূপ নীড়ে থাকিয়া বিষয়রূপ আমিষের লোভে বর্দ্ধিত হয় ৩। যে মহাপুরুষ বিবেকরূপ জালে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট গৃধ্র দিগকে বদ্ধ করিতে পারে, ঐ শঠ পক্ষিগণ কদাচ তাঁহার শান্ত্যাদি বিনাশ করিতে পারে না ৪। যাঁহারা আপাতরমণীয় এই কলেবররূপ কুপত্তনে (কুগ্রামে) বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করতঃ বিহায় করেন, তাঁহারা এতদন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় শত্রুর দ্বারা অভিভূত হন না এবং এই মৃণ্ময় উগ্র শরীরের অধিপতিত্বে সুখ বোধ করেন না। অর্থাৎ শারীর সুখের অভিমানী হন না ৫। যাহারা এই শরীর পুরীর ঈশ্বর হইয়া ইন্দ্রিয় ভৃত্যের বশ্য না হয়, মনোরূপ শত্রুর অধীন না হয়, সেই সকল শুদ্ধবুদ্ধি নরেরা বসন্তকালে পত্র পুষ্পাদির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ইন্দ্রিয় শত্রু জয় করিয়াছে, যাহাদের চিত্তের দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ভোগবাসনা হিম কালে পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া যায়। মন যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা বিজিত হয়, তাবৎ

হৃদয়াকাশে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অবস্থান করে ও বাসনারূপ বেতাল নৃত্য করিতে থাকে। আমি মনে করি, বিবেকিগণের মনঃই তাহাদের অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্য সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া সামন্ত, এবং লালনকারী বলিয়া ললনা, পালনকারী হেতু পিতা ও উত্তম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুহৃৎ ৬।১১। মন শাস্ত্র দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে দর্শন ও বোধ শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ অনুভব করতঃ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। সুতরাং মনঃই প্রবুদ্ধ দিগের পরম পিতা। এই মনোরূপ সুদৃঢ় ও উত্তম মহামণি সুদৃষ্ট, সুমার্জ্জিত, সুপ্রবোধিত ও সদ্‌গুণে গ্রথিত হইয়া বিবেকী দিগের হৃদয় পরম শোভা বিস্তার করে। এই মনোরূপ মহামন্ত্রীই জন্মরূপ বৃক্ষের ছেদনকারী কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া বিবেকী দিগের হস্তে অর্পণ ও উত্তরকালীন সুফলের নিরতিশয় আনন্দপ্রদান প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! তুমি পরমা সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত এই বহু পঙ্ক কলঙ্কিত মনোমণিকে বিবেকবারির দ্বারা প্রক্ষালন কর এবং ইহারই দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ করতঃ জ্ঞানা-লোক প্রাপ্ত হও। আত্মহারা প্রাকৃত লোকের ন্যায় এই উৎপাতপরিপূর্ণ ভীষণ ভবভূমিতে নিপতিত থাকিও না। বিবেকযুক্ত ও সর্ব্বপ্রকার-কল্পনারহিত হইয়া সুখে অবস্থান কর। তুমি সংসারমায়াসম্ভাবিত নানা অনর্থসঙ্কুল মহামোহ মিহিকায় (কুয়াশায়) সমাচ্ছাদিত থাকিও না। স্বকীয় নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা সত্য বস্তু দর্শন, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ ও ইন্দ্রিয়শত্রু দিগকে পরাভূত করতঃ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও। এই অসত্য শরীরে সুখদুঃখাদি সমস্তই অসৎ। সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বলি, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থা না হয়। তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং বিশোক হইয়া

অবস্থান কর ১২।২০। হে মহামতে! তুমি স্বকীয় উত্তমা সুবুদ্ধির দ্বারা "এই জগৎ ও এই আমি" এই বৃথা জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে পান ভোজনাদি কার্য্য কর। তাহা হইলে জীবন্মুক্ত, অমনস্ক ও অমর হইবে ২১।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

—;(০)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ইহলোকে এরূপে বিহার করিবে, যে, যাহাতে তুমি জনগণের সুখের ও বিশ্রামের স্থান হইতে পার। তুমি ধীমান্, সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন কর ও আপনাতে শমদমাদি গুণ প্রকটিত কর। হে রঘুকুলপাবন রাম! তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয়; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত ও বিশোক হইয়া অবস্থান কর ১।২।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন যে, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয় এবং তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোক হও। হে পাপতাপহারিন্! হে প্রভো! আপনার ঐ উদার বাক্য কিরূপ অর্থের প্রকাশক তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমাকে প্রবোধ প্রদান করুন ৩।৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট দাম, ব্যাল ও কথের অবস্থা ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণান্তে যেরূপ ইচ্ছা হয় কর ৬। হে মহামতে! আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ অতিমনোরম পাতালপুরে মায়ারূপ মণির অর্ণবস্বরূপ শম্বর নামে এক দৈত্যেন্দ্র বাস করিতেন ৭। তিনি মায়াবলে আকাশে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে রমণীয় উদ্যান ও তন্মধ্যে মনোহর সুরমন্দির সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই দানবেন্দ্র সর্ব্বদা মায়াবিরচিত শশিভাস্করভূষিত ও আত্মীয়-

মণ্ডলে পরিবৃত থাকিতেন ৮। তদীয় গৃহে অঙ্গনারত্ন সমূহের গীতির দ্বারা অমরবধূগণের ধ্বনি পরাজিত হইত, এবং তদীয় গৃহ সকল পদ্ম-রাগ প্রভৃতি মহার্হ মণির দ্বারা বিনির্ম্মিত হওয়ায় অমরাচলের শোভা তিরস্কার করিয়াছিল। উক্ত দানব অনন্ত বৈভবে উক্তরূপে সর্ব্বদা পরিপুষ্ট এবং তদীর উপবনস্থ ক্রীড়া পাদপ সকল সর্ব্বদা চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত থাকিত ৯।১০। তদীয় ক্রীড়া গৃহগুলি অনুক্ষণ প্রফুল্লনীলোৎপল ভূষিত থাকিলেও সাধারণ কামিজনের ভয়াবহ ছিল এবং তত্রস্থ হেমপদ্মপরিব্যাপ্ত সরোবরে রত্নহংসগণ অনুক্ষণ ধ্বনিসহকারে সারসগণকে আহ্বান করিত ১১। উদ্যানস্থিত হেমপাদপের অগ্রভাগে বহু অম্ভোরুহ মুকুলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিত। তত্রস্থ করঞ্জকুঞ্জ সমূহও মন্দারপুষ্পের পতনে শোভমান হইত ১২। তিনি যন্ত্রধারা অসংখ্য উগ্র দৈত্যসেনায় পরিবৃত হইয়া বাসবকে এবং তদীয় কুসুমোদ্যান নন্দনোদ্যানকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। এবং তিনি মায়াবলে সসর্পচন্দনতরুপরিপূর্ণ মলয়াচল নির্ম্মাণও করিয়াছিলেন ১৩।১৪! তদীয় অন্তঃপুরস্থা সুন্দরীদিগের রূপলাবণ্যে হেমশ্রীও পরাজিত হইত এবং নানাবিধ পুষ্প সম্ভার দ্বারা তদীয় প্রাঙ্গণ ভূমি সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত। তদীয় গৃহান্তরালে যে রত্নসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বোধ হইত—তদীয় পুরান্তর্গত আকাশ অনুক্ষণ তারকিত রহিয়াছে। তিনি যে ক্রীড়ার্থ মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন তাহা চক্রগদাধর বিষ্ণুকেও পরাজিত করণে সমর্থ ১৫।১৬। সেই পাতাল কুহরের নভোভাগ অমাবস্যা দিবসেও শত শত পূর্ণশশধর দ্বারা সুশোভিত থাকিত। তদ্ভিন্ন, তৎকৃত শালভঞ্জিকারাও (শালভঞ্জিকা= প্রতিমূর্ত্তি, ষ্ট্যাচিউ) যেন তদীয় যুদ্ধোৎসাহে সমুৎসাহিত হইত ১৭। তদীয় মায়াকৃত ঐরাবত গজ কর্ত্তৃক অমরবারণও ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইত। বলা বাহুল্য যে তদীয় অন্তঃপুর ত্রিলোকের যাবতীয় বিভবে সদা পরিপূর্ণ

থাকিত ১৮। সেই সর্ব্বসম্পত্তিশালী সুভগ দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে সুসেবিত ও সমঙ্গ দৈত্যসামন্তে পরিবন্দিত হইয়া উগ্র শাসন সহকারে দৈত্যগণকে পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তদীয় মহাভূজ বৃক্ষের বিস্তৃত ছায়ায় অসুরগণ নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিত। তিনি সর্ব্ববুদ্ধির আকর ও সর্ব্বরত্নে বিমণ্ডিত ছিলেন ১৯।২০। এই দেবোৎসাদনকারী ভীষণাকৃতি দৈতেন্দ্র শম্বরের বিপুল সুরনাশন অসুর সৈন্য ছিল ২১। মায়াবলে একদা শম্বর দেশান্তরগত ও তথায় প্রসুপ্ত হইলে অমরগণ ছিদ্র (অবসর) পাইয়া সহসা তদীয় সৈন্যদল আক্রমণ করতঃ হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ২২। পরে দৈত্যরাজ শম্বর তাহা অবগত হইয়া মুণ্ডি (এক শ্রেণীর অসুর), ক্রোধ ও ক্রমাদি সামন্ত দিগকে স্বীয়সেনা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন ২৩। শ্যেনপক্ষী যেমন কলবিঙ্ক বিনাশ করে, তাহার ন্যায় দেবতারা ছিদ্র পাইয়া ঐ সকল অসুর বল বিনাশ করিতে লাগিলেন ২৪। দেবগণ কর্ত্তৃক ঐরূপে আসুর সামন্ত সকল পরাজিত হইলে অসুরসত্তম শম্বর পুনর্ব্বার সাগরতরঙ্গের ন্যায় মহারবসম্পন্ন অন্য সেনা ও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন ২৫। দেবগণ সেই সমস্ত সেনা ও সেনাপতি দিগকেও শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে দানবরাজ শম্বর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অমর বিনাশার্থ অমরপরিপূর্ণ স্বর্গপুর গমন করিলেন ২৬। মায়াযোধী শম্বর অমরাবাস স্বর্গ অক্রমণ করিলে দেবগণ ভীত হইয়া সিংহ দর্শনে মৃগগণের ন্যায় পলায়নপর হইলেন ২৭। পরে সেই দৈত্যেন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই কল্পক্ষীণ জগতের ন্যায় সেই স্বর্গপুরী শূন্যময় অবলোকন করিলেন ২৮। যখন তিনি দেখিলেন, স্বর্গপুরী নির্দ্দেব হইয়াছে তখন তিনি স্বর্গপুরীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ রত্নাদি সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তত্রস্থ গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন ২৯। এই কার্য্য করার পর দেবদানবের পরস্পর বিদ্বেষভাব

দূরীভূত হইল। অতঃপর দেবতারা ও দৈত্যেরা স্বর্গপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন ৩০। বলা বাহুল্য যে, শম্বর দৈত্য ঐ সময়ে যাহাকে যাহাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেবতারা যত্নসহকারে পরোক্ষে থাকিয়া তাহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছিলেন ৩১। তাহাতে সে যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও কোপে তৃণাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল ৩২। দেবতারা কোথায় থাকিয়া অনিষ্টাচরণ করে, লোকত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও শম্বর তাহা জানিতে পারিলেন না ৩৩। তখন কোপে অধীর হইয়া স্ববলরক্ষার্থ মায়ার দ্বারা মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় অতিঘোর অসুরত্রয় সৃজন করিলেন ৩৪। সেই মায়াপ্রভব অসুরত্রয় যখন আবির্ভূত হইল, তখন বোধ হইল, যেন পক্ষবান্ পর্ব্বতত্রয় আকাশ গমনে উদ্যোগ করিতেছে ৩৫। এই তিন্ অসুর যথাক্রমে দাম, ব্যাল ও কট, এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত। ইহারা কোন প্রাক্তন জীব নহে এবং ইহাদের কোন স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম না থাকায় কোনরূপ বাসনাও ছিল না। কেবল চিন্মাত্রের সন্নিধানপ্রযুক্ত (শম্বর চৈতন্যের দ্বারা) ইহাদের দেহ পরিস্পন্দনস্বভাবে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইহাদের ভয় শঙ্কা পলায়নাদি কোনও বিকল্প বুদ্ধি ছিল না ৩৬।৩৭। ইহারা কর্ম্মজীব শম্বরের অংশ ও কর্ম্মকৌশলে নিষ্পন্ন, এবং অন্তর্যামি-চিচ্ছক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। সেই জন্য ইহারা অপুষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাদির দ্বারা অপুষ্ট। কৃত্রিম অর্থাৎ মায়াকল্পনার সদৃশ। ভোগপ্রযত্নবর্জ্জিত অর্থাৎ শম্বরাসুরের এক মাত্র মনোবৃত্তি অবলম্বনে (শত্রুপরাজয়রূপ মনোবৃত্তি অবলম্বনে) আবির্ভূত। সমুদায় কথার মিলিতার্থ—ঐন্দ্রজালিক সৃষ্ট মানব বিশেষের সদৃশ এবং তাহারা যে কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট সেই মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত ৩৮। অন্ধপরম্পরার ন্যায় অথবা কাকতালীয় ক্রমের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ইহারা কেবল মাত্র প্রকৃত কার্য্যের অনুগামী হইয়াছিল। ইহারা বাসনাবিহীন হইয়া

কার্য্য করিত। যেমন অৰ্দ্ধসুপ্ত শিশুরা অঙ্গ পরিচালন করে তাহার ন্যায় ইহারা বাসনা ও অভিমান বিহীন হইয়া শরীরচেষ্টা করিত ৩৯।৪০। ইহারা পতন, উৎপতন ও পলায়ন, কিছুই অবগত ছিল না। ইহাদিগের জীবন মরণ এবং যুদ্ধে জয় অথবা পরাজয় এ সকল জ্ঞান ছিল না। ইহারা কেবল "শত্রুগণকে প্রহার করা কর্ত্তব্য" শম্বরাসুরের এতদ্রূপ সঙ্কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহারা সম্মুখে সৈনিক বা সৈন্য দেখিলেই সংহার করিতে উদ্যত হইত ৪১।৪২।

অনন্তর শম্বর পরিতুষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, এবার মদীয় সেনানিচয় এই তিন্ মায়াসুর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অবশ্যই জয় লাভ করিবে। সুমেরুর হেমশৃঙ্গ যেমন দিগ্‌গজগণের দন্তবিঘট্টনেও সুস্থির থাকে; দাম, ব্যাল ও কট দ্বারা পরিপালিত মদীয় মহাবল সেনা সকল তদ্রূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ৪৩।৪৪।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———

ষড়বিংশ সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দৈত্যপতি শম্বর ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দাম ব্যাল ও কট এই তিন অসুরে সমন্বিত দেবনাশিনী সেনা ভূতলে প্রেরণ করিলেন ১। দৈত্যগণ তখন আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সাগরতটস্থ কুঞ্জ ও পর্ব্বতগহ্বর হইতে ভীষণ রবে সপক্ষপর্ব্বতের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল ২। তাহারা হস্ত প্রহারে ভাস্করকেও তেজোবিহীন ও রোদসী কোটর (পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরিক্ষ) পরিপূরিত করিল ৩। দৈত্যগণের উদ্যোগ দেখিয়া অতিভীষণ অক্ষুব্ধ দেবসেনা-সকল নিকুঞ্জ, কন্দর ও সুরাচল হইতে বিনির্গত হইয়া ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিল ৪। পরে অকালে মহাপ্রলয়ের ন্যায় অতিভীম সেই দেবাসুর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল ৫। তখন কুণ্ডলযুক্ত তেজোময় মস্তক সকল দিক্ সকল বিতিমির করতঃ প্রলয়বিপর্য্যস্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে দেখা গেল ৬। যেমন পর্ব্বত সকল মহাপ্রলয় সময়ে প্রচণ্ডপবনাহত হইয়া ঘোর শব্দে বিঘূর্ণিত হয় সেইরূপ আজ মহাকায় দেববীর ও দানববীর সকল সিংহনাদ সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল ৭। তাহাদিগের আঘাতে হিমালয়াদির বপ্র সকল ভগ্ন ও ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং তত্রস্থ সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু সকল ভয়ে পলায়নপর হইল ৮। হেতিসমুদয়ের পরস্পর আঘাতে যে সকল অনলকণা সমুত্থিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল, সে সকল দূরস্থ দর্শকের তারকারাজি ভ্রম জন্মাইতে লাগিল ৯। সেই রক্তমাংসময় মহার্ণব তুল্য মহাসমরে তদনুরূপ

বেতাল সকল করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল ১০। কুণ্ডলোদ্যোত শত শত সুরাসুরমুণ্ড অস্ত্রাঘাতে কর্ত্তিত হইয়া রুধির বিকীরণ করতঃ আকাশ প্রদেশ হইতে নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন ভাস্কর শত খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছেন ১১। এই সময়ে দেখা গেল, ভাস্করতুল্য তেজস্বী দৈত্যেরা প্রহারার্থ কল্প বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করতঃ উদ্যত হস্তে দিক্ বিদিক্ সমস্তই সমাচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্ব্বতরাজি যেমন কল্পাগ্নির প্রভাবে কণীভূত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় যোধগণের অসি নিপাতনে কুলাচল সমূহের বপ্র প্রদেশ কণীভূত হইতে লাগিল ১২।১৩। অতঃপর দেখা গেল, বায়ু যেমন জলদমণ্ডল আক্রমণ করে, মার্জ্জার যেমন স্বদ্ধ মুষিক আক্রমণ করে, তদ্রূপ, দেবগণ ভ্রষ্টাস্ত্র অসুরগণকে আক্রমণ করিতেছেন ১৪। এবং অসুরগণও প্রমত্ত হইয়া ভল্লকের বৃক্ষ আক্রমণের ন্যায় সেই সমস্ত দেবগণকে আক্রমণ করিতেছেন ১৫। এই সময়ে ভুজরূপ বৃক্ষে শস্ত্ররূপ পল্লব ও হেতিরূপ কুসুম সমুদায় বিরাজিত থাকায় অসুর ও অমরগণ প্রফুল্লকুসুমসুশোভিত বিচরমান দ্রুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ১৬। যেমন সুমেরু পর্ব্বতের বন বাতবিক্ষিপ্ত কুসুমে প্রপূরিত হয় সেইরূপ উভয় দলের অস্ত্র শস্ত্র নিপাতনে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ১৭। যেমন উড়ুম্বর মধ্যস্থ আকাশে মশকগণের তুমুল সংগ্রাম হয় সেইরূপ আকাশাবকাশে দেবদানব সেনার ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ১৮। অনন্তর মহাবলশালী ভীমকায় লোকপাল-দিগের হস্তিগণের ভীষণ গর্জ্জনে সেই সমরকোলাহল কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত দারুণ হইয়া উঠিল ১৯। সেই সেই অসংখ্য সৈন্য নিতান্ত নিবিড় হওয়ায় কোথাও স্তূপীভূত ভূভাগের ন্যায়, কোথাও জলভারমন্থর জলদের ন্যায়, কোথাও বা চলদ্দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ২০। রথের নিষ্পেষণে ও শস্ত্রের প্রহারে অনেক দুর্ব্বল

সেনা প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং বাণ বিদীর্ণহৃদয় সেনাগণের ক্রন্দনের ভীষণ ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ২১। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে অগ্নি বায়ু প্রভৃতির যেরূপ আচরণ হয়, এই সমর কোলাহল আজ সেইরূপ আচরণযুক্ত হইল। অথবা প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্যের তেজে কাঞ্চন পর্ব্বত দ্রবীভূত হইতে আরব্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দযুক্ত হইল ২২। কোন মহাস্রোতঃ প্রবল জলপ্রবাহ) প্রবল বেগে যাইতে যাইতে বাধা প্রাপ্তে পরাবৃত্ত হইলে যেরূপ গম্ভীর জল-গর্জ্জন সমুত্থিত হয়, এই সমরগর্জ্জনকে আজ তাহার অনুরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না ২৩। পক্ষবান্ পর্ব্বত বায়ুভরে সবেগে ধাবিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, এ শব্দ তাহারও অনুরূপ। যদি পর্ব্বতেন্দ্র বিদীর্ণ হয় তাহা হইলে যে শব্দ উত্থিত হয়, এ শব্দ তাহারও অনুরূপ ২৪। সমুদ্র মন্থন কালে মন্দরাচলের আলোড়ন যেরূপ শ্রোত্রপীড়াকর শব্দ জন্মাইয়াছিল, এ শব্দ তাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে। অমৃত উৎপত্তি হইলে সহসা যে প্রকার জীবগণের হর্ষারাব জন্মিয়াছিল এবং তাহার সহিত তাহাদের ভুজাস্ফোট মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর নিবিড়িত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, উপস্থিত মহাসমরে সেরূপ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল ২৫।

হে রামচন্দ্র! রণস্থলে ঐ প্রকার ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইলে, সেই বিক্ষুব্ধ সেনাগণের সংগ্রাম ক্রমে অতিভীষণ হইয়া উঠিল। বলোন্মত্ত দৈত্যদানবগণের দ্বারা নগর, গ্রাম, গিরি, কানন ও নিকটবর্ত্তী মানবগণ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল ২৬। শত শত মহাস্ত্রের দ্বারা ছিন্নভিন্ন দানবীয় মহাবলে দিক্‌সমূহ পরিপূরিত ও উভয় পক্ষীয় বিঘূর্ণিত হেতি সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল ২৭। ভুশুণ্ডী অস্ত্রের আস্ফোটে মেরুশৃঙ্গ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল ও নিক্ষিপ্ত শর নিকরে বিকর্ত্তিত দেবদানবগণের মস্তক ইতস্ততো নিপতিত হইতে লাগিল ২৮।

এই সমরসাগরে চক্ররূপ আবর্ত্ত, তাহাতে গতপ্রাণ দেবদানবরূপ তৃণ, সেনাগণের প্রহার শব্দ কল্লোল স্থানীয় হইয়াছিল ২৯। আয়ুধ নিপাতনপ্রভব উগ্র বায়ুর দ্বারা বৈমানিক ব্রজ নিপতিত, বারুণাস্ত্র প্রয়োগ জনিত সলিলে ব্যোমপত্তন প্লাবিত, তদুপরি হেতি, যান, শূল, অসি ও শক্তি প্রভৃতি মহাস্ত্র সমুদয় প্রবাহিত হইতে দেখা গেল। পক্ষযুক্তশৈলসম ভটগণের আস্ফোটে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ কম্পিত, দৈত্যগণের পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপাল-গণের পত্তন (স্থান বা পুরী) নিষ্পিষ্ট, এবং নারীগণের ভয় জনিত হলহলা রবে পুরমন্দির সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ৩১।৩২। কেহ চিৎকার ধ্বনি করিয়া সমর পরিত্যাগ করিতেছে, কেহ রক্তে ধৌতসর্ব্বাঙ্গ হইতেছে, কেহ রক্তকর্দ্দম ম্রক্ষিত হইয়া সমরাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে ৩৩। ভ্রমর যেমন পদ্মিনীবৃন্দে ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় যমরাজ আজ যেন প্রাণ হরণের নিমিত্ত লোকপালগণের সেনামধ্যে কখন লুক্কায়িত ও কখন বা যুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণাকার দানবগণের গমনাগমন সমুত্থিত শব্ শব্ ধ্বনিতে ও ভয়ঙ্কর ভাঙ্কার শব্দে রণস্থল নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল ৩৪।৩৫। যেমন বৃহৎ বিদীর্ণ পর্ব্বত হইতে নির্ঝর নিপতিত হয়, সেইরূপ, আয়ুধবিদীর্ণ পর্ব্বতাকার দৈত্য দেহ হইতে রক্তস্রোতঃ নির্গত হইতে লাগিল। বীরদেহ-বিনির্গত রক্তে পর্ব্বত, অর্ণব ও বসুধা অরুণিত হইয়া পড়িল ৩৬। রাষ্ট্র, নগর, বিপিন ও গ্রাম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। মৃত অসুর, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অসংখ্য শব রাশীকৃত হইয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ৩৭। নারাচরাজির দ্বারা বারণগণ সুশোভিত ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা উন্মত্ত ঐরাবতের স্কন্ধদেশ বিনিষ্পিষ্ট হইল ৩৮।

এই ভীষণ দেবদানবসংগ্রামে প্রলয়পয়োধরের জলধারা বর্ষণের ন্যায় অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হইল। তদ্দ্বারা পর্ব্বতসমুদয় বিগলিত ও মহাশনিনিষ্পেষণে

কুলাচলতটও নিষ্পিষ্ট হইল ৩৯। হুতাশন যেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্জলিত শিখা বিস্তার করিয়া দাবানলের ন্যায় দানবদল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিভীষণমূর্ত্তি দানবগণ অনলোৎসাদনার্থ অঞ্জলিপুটে সমুদ্র-জল আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবহুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ তদ্দ্বারা সেই অতিভীষণ অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল। অতঃপর দেবগণ শিলাগ্নি নির্ব্বাণার্থ বনব্যূহতুল্য বহুল ইন্ধনানল প্রস্তুত করিলে সেই অগ্নির তেজে দানবকৃত শিলাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সলিলপ্রায় হইয়া গেল ৪০।৪১। দেবতারা দানবকৃত হুতাশন উক্ত প্রকারে নির্ব্বাপিত করিয়া অস্ত্রযোগে কালরাত্রি-সম দুর্ব্বার ও ভয়ঙ্কর তমঃপটল আবির্ভূত করিলেন, এবং দৈত্যগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াসূর্য্য উদ্ভাসিত করতঃ তদ্দ্বারা সেই তমঃপটল উৎসাদিত করিলেন ৪২। ইহার পরে দেবদানব সংগ্রাম আরও অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল। উভয়ের সৈন্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহাস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিল, মায়ামেঘ আবির্ভূত হইয়া মায়াগ্নিবৃষ্টি পান করিল, অগ্নিবমনকারী অস্ত্রসমূহ সীৎকার সহকারে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল ৪৩, শিলা বর্ষণে অসংখ্য যোদ্ধা নিষ্পিষ্ট হইল, বজ্রবর্ষী ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া শিলাবর্ষী অস্ত্ররাজি নির্দ্ধূত করিল, নিদ্রাস্ত্র সমূহ আবির্ভূত হইয়া সৈন্যদিগকে নিদ্রায় অভিভূত করিল, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা প্রবোধাস্ত্র প্রয়োগে তাহার অবহার করিল ৪৪। এই সংগ্রামসমুদ্র এখন সংঘর্ষরূপ জলজন্তুগণের পরমাশ্রয় হইয়া উঠিল। আকাশ এখন আয়ুধ সম্পাতে নীরন্ধ্র, শিলাস্ত্র বর্ষণে খিলীভূত (ফাঁক রহিত) ও আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণে ভাস্বর। পক্ষে বৃক্ষাস্ত্র প্রয়োজিত হইলে প্রতিপক্ষ হইতে ক্রকচাস্ত্র, বারুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত, ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োজিত হইলে বৈষ্ণবাস্ত্র বা শৈবাস্ত্র প্রয়োজিত হইতে লাগিল ৪৫।৪৬। এই

৮

সময়ে দর্শকেরা দূর হইতে দেখিল, অত্যুচ্চ রথধ্বজের পতাকারাজি যেন চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং বীরগণ ঘোর হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ মুহুর্মুহু যেন উদয়াচল ও অস্তাচল উল্লঙ্ঘন করিতেছে ৪৭। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবিরত বজ্রপ্রহারে মহাসুরগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনর্ব্বার শুক্রের মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার প্রভাবে জীবিত হইতে লাগিল ৪৮। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবগণ প্রচণ্ড অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগৎ এখন রুধিরে আপ্লুত। পরক্ষণেই দেখা গেল, পর্ব্বতপ্রতিম অসংখ্য শবীভূত দেহের দ্বারা সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইতেছে। এই সময় আরও দেখা গেল, অত্যুচ্চ তরুশিখরে মহাশব (বৃহৎ বৃহৎ মৃত দেহ) সকল লম্বমান হইতেছে এবং তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসমূহে নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নাচিতে নাচিতে শত শত কবন্ধ সমরপ্রাঙ্গণে সঞ্চরণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রেণীভূত রুধিরাক্ত বীরদেহ সকল ফুল্লকিংশুক বনের সাদৃশ্য বিস্তার করিতেছে ৪৯।৫৩, তাহাদের চঞ্চল বিশাল বাহু দ্বারা আকাশস্থ অম্ভোদ, বিমান, সুর এবং তারকা সকল নিপাতিত হইতেছে। শর, শক্তি, গদা, প্রাস এবং পট্টিশাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ে পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘ গর্জ্জন করে তাহার ন্যায় ভীষণ দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দিগ্‌গজ সকল প্রতিগর্জ্জন করিতে ত্রুটী করিতেছে না। অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর এবং চারণগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে এখন অনারত ঝঞ্ঝাবাত ও অশনিনিপাত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারাও প্রাণিগণের অঙ্গসমুদয় খণ্ডিত ও শিলাসমুদয় বিদলিত হইতে লাগিল ৫৪।৫৮।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভয়জনক ঈদৃশ দারুণ সংগ্রাম সময়ে দেবতাদের ও অসুরদিগের শরীর ব্রণীকৃত হইলে তাহাদিগের সেই শরীরগর্ত্ত হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় রুধিরস্রোতঃ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে অসুরসেনাপতি দাম দেবতাদিগকে বেষ্টন করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল, ব্যাল তাহাদিগকে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং তাহাদিগের আলয় সকল করদ্বারা নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল, তথা কট তাহাদিগের নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিল ১।৩। দেবরাজের বাহন ঐরাবত এখন আর গর্জ্জন করে না, সে পলায়মান, এবং দানবগণ এখন মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও জয়তেজে তেজীয়ান্ ৪। তাহাদিগকে দেখিয়া তখন অগত্যা পতিতাঙ্গ, ব্যথার্ত্ত, রুধিরাক্তকলেবর দেবসেনাগণ ভগ্নসেতু সলিলের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ৫। পাবক যেমন ইন্ধনের অনুগামী হয়, তদ্রূপ দাম, ব্যাল, কট, এই অসুরত্রয় সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কিন্তু যত্ন সহকারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শও করিতে পারিল না। দৈত্যগণ দেবগণের অনুসন্ধান না পাইয়া আপনাদিগের জয়লাভ বিবেচনা করতঃ প্রফুল্ল হইয়া পাতালতলস্থ প্রভুর নিকট গমন করিল ৬।৮।

এ দিকে, দেবগণ সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ জয় লাভের উপায় মন্ত্রণার্থ অমিততেজা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ৯।

চন্দ্রমা সায়ংকালে রক্তসমুদ্রে উদিত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ব্রহ্মা রক্তাক্ত কলেবর ও রক্তানন দেবতাবৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ দৃশ্যের অনুকার করিলেন ১০। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শম্বরের চেষ্টা ও তৎসৃষ্ট দাম, ব্যাল ও কট এই তিন দানবের পরাক্রমের বিষয় নিবেদন করিলেন ১১। বিচারজ্ঞ ব্রহ্মা ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ ও মনে মনে বিচার করতঃ পশ্চাৎ তাঁহদিগকে এইরূপ আশ্বাস-বাক্য বলিলেন, যে, হে সুরগণ! সহস্র বর্ষের পর ঐ সকল অসুর হরির হস্তে বিনষ্ট হইবে। অতএব তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। ১২।১৩। হে সুরগণ! তোমরা ঐ দানব ত্রয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ মায়াযুদ্ধ কর ও পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাস বশতঃ উহাদের অন্তরে বাসনাবীজ (অহমিকা) অঙ্কুরিত হইলে তখন উহারা জালবদ্ধ বিহগের ন্যায় পরাজিত হইবে। মুখবিম্ব মুকুরে অর্পিত হইলেই মুকুর তৎপ্রতিবিম্ব-গ্রাহী হয়। সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিজয়ে উহাদের আশয়ে (অন্তঃ-করণে) অবশ্যই অহঙ্কার উদ্রিক্ত হইবে। অহঙ্কারের উদয়ে অবশ্যই বাসনা (আমরা বিজয়ী, ইত্যাদিবিধ অভিমান) জন্ম লাভ করিবে। অহং-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মই বাসনার কারণ, ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে। ১৪।১৬। হে দেবগণ! ইহারা বাসনাবিহীন ও সুখদুঃখবিবর্জ্জিত হওয়াতেই ধৈর্য্যগুণে শত্রুবিনাশ করতঃ দুর্জ্জয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ১৭। যাহারা বাসনাসূত্রে বদ্ধ ও আশার বশীভূত, তাহারাই রজ্জুবদ্ধ বিহগের ন্যায় বদ্ধ ও বশীভূত হয় ১৮। কিন্তু যাহারা বাসনাবিহীন ও সর্ব্বত্র অসংসক্তবুদ্ধি; তাহারা কিছুতেই হৃষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না। সেই কারণে তাঁহারা সর্ব্বত্র দুর্জ্জেয় হয়। ঐরূপ বীর-ই মহাবীর। যাহার অন্তঃস্থ বাসনায় শরীরের গ্রন্থি পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহৎ হইলেও জনৈক বালক কর্তৃক পরাজিত হয় ১৯।২০। এই আমি, ইহা আমার, এরূপ

কল্পনাকারী পুরুষ মহা আপদের ভাজন হয় ২১। সর্ব্বপ্রকার বাসনার মধ্যে, দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই মহৎ অনর্থের কারণ। যে তাদৃশ বাসনাবিশিষ্ট, সে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বত্র হীনতাপ্রাপ্ত হয় ২২। অসদ্বস্তুতে (মিথ্যা পদার্থে) যে আস্থা, তাহা অনন্ত দুঃখের, এবং অসদ্বস্তুতে যে অনাস্থা, তাহা অনন্ত সুখের আকর। অপরিচ্ছিন্ন ও অপ্রমেয় আত্মবস্তুকে যে ইয়ত্তার অধীন করে (এই আমি, ইত্যাকার অবধারণ করে), সে আপনারই ছায়ায় আপনি ভীত ও ভ্রান্ত হয়। ত্রিজগৎ মধ্যে যে কিছুকে আত্মাতিরিক্ত ভাবিবে তাহারই দ্বারা বাসনা ও তদ্দ্বারা বদ্ধ হইতে হইবেই হইবে ২৩।২৫। হে সুরগণ! দাম, ব্যাল, কট যাবৎ এই সংসারে অনাস্থা প্রদর্শন করতঃ অবস্থিতি করিবে, তাবৎ তোমরা মশক যেমন অনল জয় করিতে পারে না, তাহার ন্যায় তোমরা কদাচ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না ২৬। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, জন্তুগণ অহম্ভাবগ্রাহিণী অন্তর্ব্বাসনার দ্বারাই কাতরতা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা অমরাচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবেই অবস্থিতি করে ২৭। যাহাতে বাসনা জন্মে, বাসনা তাহাতেই দিন দিন বৃদ্ধি পায়, ইহা অবধারিত আছে। অতএব হে শক্র! দামাদি শত্রুগণ যাহাতে "এই আমি, ইহা আমার" ইত্যাদিরূপ বাসনাযুক্ত হয়, তোমরা তাহারই উপায় বিধান কর ২৮।২৯। যে কোন বিপদ্ এবং যে কিছু অবস্থা, সমস্তই তৃষ্ণারূপ করঞ্জবল্লীর মঞ্জরী ৩০। যে ব্যক্তি বাসনাতন্তুবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই বাসনাই তাহার দুঃখের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ ও সুখের নিমিত্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৩১। সিংহও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি কুলজাত, সকলেই তৃষ্ণার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন ৩২। তৃষ্ণা কি? তৃষ্ণা দেহান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদয়রূপনীড়স্থিত চিত্তরূপ বিহগের বাগুরা স্থানীয় ৩৩। যেমন বালকেরা পাশবদ্ধ বিবশাঙ্গ

শ্বাসপ্রবাহযুক্ত বিহঙ্গমগণকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় জনগণ বাসনা-বদ্ধ হইয়া কৃতান্তকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে ৩৪। অতএব, হে শক্র! তোমাদিগের এক্ষণে আর বৃথা আয়ুধ ভার বহনের ও রণপরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। উহাদের যাহাতে অভিমান সমুদিত হয়, তোমরা যত্ন-তৎপর হইয়া সেই বিষয়েরই যুক্তি কর। হে অমরপতে! যাবৎ শত্রু-গণের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুব্ধ থাকিবে তাবৎ কি শস্ত্র, কি অস্ত্র, কি শাস্ত্র, কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তোমা-দের সেই দামব্যালকটাদি উন্মত্ত রিপুগণ তোমাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে অবশ্যই তাহারা অহঙ্কারময়ী বাস-নাকে গ্রহণ করিবে। যখন দেখিবে যে, শম্বরসৃষ্ট অজ্ঞ অসুরেরা বাস-নার আশ্রয়ীভূত হইয়াছে, তখনই তোমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ৩৫।৩৮। অতএব, হে অমরগণ! যাবৎ সেই অসুর শত্রুরা বাসনাবলিত না হয়, তাবৎ তোমরা যুক্তিযুদ্ধদ্বারা তাহা-দিগকে ব্যবহার পদে জাগরূক কর। তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ বাসনাকবলিত হইয়া তোমাদিগের বশীভূত হইবে, এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না। ইহ লোকে কেহই এককালে বিষয়তৃষ্ণাবিহীন নহে। বিলোল সমুদ্রলহরীর ন্যায় এই জগৎপ্রবাহ বাসনারই অন্তরে নিত্য নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। অতএব তোমরা অগ্রে তাহাদিগের বাসনা সমুত্তেজিত কর, পশ্চাৎ তাহাদিগের পরাজয় বিষয়ে উদ্যোগ করিও ৩৯।৪১।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ দেবতাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন তটে শব্দ করিয়া সমুদ্রে পুনঃ অন্তর্ধান করে, তাহার ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন ১। পরে অনিল যেমন কমলের সুরভি গ্রহণ করতঃ বনবীথিতে গমন করে, তাহার ন্যায় দেবগণ পিতামহপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। পরে পদ্মশ্রেণীতে দ্বিরেফের ন্যায় স্ব স্ব মন্দিরে গিয়া কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করতঃ পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলেন ২।৩।

তাঁহারা যথাযথ যুদ্ধোদ্‌যোগ করিয়া ভীষণ দেবদুন্দুভি ধ্বনিত করিলে, কল্পান্ত জলদ নাদের ন্যায় সেই দুন্দুভি-নিনাদ অসুরগণের শ্রবণকোটরে প্রবিষ্ট হইল ৪। তখন তাহারা রোষভরে অবিলম্বে পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডলে সমাগত হইল। এবং পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত কালক্ষেপকর সংগ্রাম আরম্ভ করিল ৫। ক্রোধভরে অসি, শর, শক্তি, মূষল, মুদ্‌গর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল ৬। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে যেন শত শত ঘনঘোষবতী নদী প্রবাহিত হইল। অসংখ্য মায়িকাস্ত্র এই নদীর জল, সে সকলের বেগ প্রবাহ, তাহা লক্ষ লক্ষ পাষাণ ও বৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা বিক্ষুব্ধ সুতরাং শব্দকারিণী ৭। ইহার মধ্যপ্রবাহ উল্মুক, শূল, শৈল, প্রাস,

অসি, কুন্ত, শর ও তোমর মুদ্গরাদি বহন করতঃ অমরমন্দির বেষ্টন-পূর্ব্বক প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বিবুধালয় সুমেরু প্রভৃতির বপ্রদেশ গঙ্গাবলিত হিমালয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ৮। কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই পুনঃ পুনঃ বিবিধ মায়া উদ্ভাবিত ও পুনঃ পুনঃ প্রশমিত হইতে লাগিল। এই মায়াযুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, কখন পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন জলময়ী এবং কখন বা বায়ুময়ী মায়া প্রকটিত হইতে লাগিল। যখন পৃথিবী মায়া বিস্তৃত হয় তখন সামরিক দিগের জ্ঞান হয়—পৃথিবী যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে ও পাতালস্থ জলে মগ্ন হইতেছে। আগ্নেয়ী মায়া প্রকটিত হইলে বোধ হয়—পৃথিবী যেন এখনই ভস্মীভূত হইবে। জলময়ী মায়ার প্রাদুর্ভাব কালে তাহারা বোধ করে—জগৎ যেন অচিরাৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইবে। ঐরূপ, বায়বীয় মায়াকালে বোধ হয়—পৃথিবী যেন পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে ইত্যাদি ৯। এবংক্রমের সমর তুমুল হইয়া উঠিলে শৈলোপম আয়ুধ-সম্পাতে নিকটস্থ ভূধরসমূহ বিঘট্টিত ও বিচূর্ণিত হইল, শোণিতসলিলে সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইল, তদুপরি প্লবমান দেবদানবগণের মৃতদেহোপরি কুন্তাস্ত্রপংক্তি সকল শৈলোপরি তালতরুরাজির শোভা বিতরণ করিতে লাগিল ১০। এই মহাসমরে অপর এক দৃশ্য দেখা গেল—যাহার সহিত শিল্পিনির্ম্মিত জীবন্ত লৌহসিংহ তুলিত হইতে পারে। যেন শত শত লৌহসিংহ সজীব হইয়া কুন্ত, শর, শক্তি, অসি, চক্র ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র উদ্গীরণ করিতেছে এবং অবলীলাক্রমে লক্ষ লক্ষ দেবদানবদেহরূপ পর্ব্বত নিগীরণ করিতেছে। সুশাণিত ক্রকচ সমূহ যেন এই মহাসিংহের নখর ও দন্ত, তৎপ্রহারেও শত শত দেবদানব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ১১। তৎপরক্ষণে দেখা গেল, অতিভীষণ মায়াসর্পসকল

প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অসংখ্য দৃষ্টিবিধ বিষধর স্পষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে অব্ধি-তরঙ্গের ন্যায় উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সমুজ্জ্বল নেত্র হইতে যেন বিষাগ্নিশিখা নির্গত হইয়া যুগান্ত-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ১২। এই মায়িক সর্পাস্ত্র প্রতিসংহৃত হইলে অতিবিষম মায়াসমুদ্র আবির্ভূত হইতে দেখা গেল। বজ্র প্রভৃতি আয়ুধরূপ মকরাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ মায়া-মহার্ণবের প্রবল তরঙ্গ অতিবেগে জগন্মণ্ডল নিপীড়িত করিতে লাগিল এবং হেতিরূপ মহানদীসমূহ অচলেন্দ্র বেষ্টন করিয়া মহাবেগে ঐ সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল ১৩। এইরূপে উভয় পক্ষ হইতে শৈলাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র ও অচলাস্ত্র আবির্ভূত হইতে লাগিল। সুরাসুরগণ এই সময়ে যুদ্ধপ্রাঙ্গণস্থ অন্তরীক্ষে কখন মায়াসমুদ্র, কখন মায়াময় অগ্নিরাশি, কখন দিনকরনিকর ও কখন বা প্রগাঢ় অন্ধকারপটল সমুৎপন্ন করতঃ দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ১৪। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, জগৎ মায়া-সম্ভূত গরুড়গণের গুড় গুড় ধ্বনিতে ও অস্ত্ররূপ আগ্নেয় পর্ব্বতের উপদ্রবে কল্পান্ত কালের ন্যায় অসহনীয় হইয়াছে। এই সময়ে আরও দেখা গেল সমুদায় দেবনিবাস ও প্রাণিগণের আবাস যেন দগ্ধ হইতেছে ১৫। পক্ষিগণ যেমন কলহ কালে কেহ উৎপতিত, কেহ আপতিত, কেহ বা নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় অসুরগণ কখন বসুধাতল হইতে গগনে উৎপতিত কখন বা দেবগণ উর্দ্ধদেশ হইতে ভূতলে আপতিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সে ভাবের তিরোভাব হইতে দেখা গেল এবং তৎপরক্ষণেই দেখা গেল—অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত সুরাসুরগণ যেন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া কল্পাগ্নিজ্বালাজ্বলিত হইয়াছেন। পুনরপি তন্মুহূর্ত্তে দেখা গেল, তাঁহারা যেন কল্পানিল কর্ত্তৃক আন্দোলিত পর্ব্বত সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন ১৬।১৭। এই সময়ে সুরাসুরসৈন্যরূপ পর্ব্বত-

শ্রেণী হইতে অসংখ্য শোণিতনদী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতাদৃশ সমরক্ষেত্রে কখন গিরি বর্ষণ, কখন অম্বু বর্ষণ, কখন উগ্র আয়ুধ বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ ও অগ্নি বর্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমরনীতিজ্ঞ বীরগণ গিরীন্দ্র ভিত্তি বিদলিত করতঃ সে সকল উৎসববিশেষে জনগণ যেমন করিমস্তকে গন্ধচন্দনাদি নিক্ষেপ করে তাহার ন্যায় বীরগণের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ১৮।২০। কি দেব, কি অসুর, সকলেই উৎসাহ সহকারে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ দলনার্থ ব্যগ্র হইয়া ঐরাবতসন্ততিসদৃশ পুষ্টকলেবর বীরগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করতঃ আকাশমণ্ডলে অনুপম শোভা বিস্তার ও হেতি হস্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ২১। ছিন্নশির, ছিন্নকর, ও ছিন্ন উরু সুরাসুরগণ ভ্রাম্যমান হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন অমঙ্গল্য শলভকুল চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্ সমুহ ও শৈলরাজি অবরুদ্ধ বা আচ্ছন্ন করিতেছে ২২। যেন উগ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা জগজ্জঠর আচ্ছন্ন হইয়াছে, ভটগণের বাহ্বাস্ফোটনে ও বিনিক্ষিপ্ত শিলাপর্ব্বতাদির দ্বারা ধরিত্রী যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছেন ২৩। সুমেরুতুল্য কঠিনাঙ্গ বীরগণের শরীরসংঘর্ষ শব্দে, তথা পরস্পরনিক্ষিপ্ত আয়ুধ, শিলা, অচল এবং বৃক্ষের উগ্র শব্দে এই সংগ্রাম যেন কল্পক্ষয়কালের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে ২৪। সুর ও অসুর এই দলদ্বয় যেন প্রলয়কালীন বিক্ষুব্ধ জল, অনল ও অনিলের তুল্য হইয়াছেন ২৫। এই ভীষণ সংগ্রামে সর্ব্বদিক্ হইতে হেতি-আহত বীরগণের অতিকঠোর ভ্রমণশব্দ ও নিপীড়িত ব্যক্তিগণের শ্রবণকর্কশ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল ২৬। নভোমণ্ডলের অন্তর্ভাগ মায়ানদীর জলরাশি, অগ্নি, বৃক্ষ, সুরাসুরগণের শবসমূহ, অচল, শিলাসমূহ ও পরিভ্রমণশীল শর, অসি, শক্তি, গদা, অস্ত্র ও শস্ত্র, তথা সুমেরুর প্রত্যন্ত পর্ব্বত সদৃশ দুর্ব্বার করিগণের ভীম দেহ, তথা নিপ-

তিত ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ২৭।২৮। রণদুন্দুভির ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ, রুধিরধারায় ভূধর ও ধরা প্রক্ষালিত এবং রুধিরহ্রদভক্ষক যক্ষরক্ষঃপিশাচগণের ঘনঘোর আরাব, এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন আকুলিত হইয়া উঠিল। অহো! কি ভীষণ সংগ্রাম! এই দেবাসুর সংগ্রাম ক্রমে অবিদ্যাদি দুঃসংস্কারের ন্যায় দুস্তর ও নির্ব্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যে জগদ্বিকার আবির্ভাবের ন্যায় দুরভিগম্য হইয়া উঠিল ২৯।৩০।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশৎ সর্গ।

—০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অসুরেরা বর্ণিতপ্রকারে ভীষণ যুদ্ধাড়ম্বর করিয়া উক্ত প্রকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল ১। তাহারা কখন মায়াযুদ্ধ, কখন বাকৃযুক্ত, কখন সন্ধি, কখন বিগ্রহ, কখন পলায়ন, কখন ধৈর্য্য-সহকারে স্বজনরক্ষা, কখন কার্পণ্য, কখন অস্ত্রযুদ্ধ ও কখন অন্তর্ধান দ্বারা দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের প্রথম যুদ্ধ ত্রিংশৎ বর্ষ ব্যাপী, দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস ও দশ দিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশ দিন। এই তিন যুদ্ধেই উভয় পক্ষ হইতেই বৃক্ষ, অগ্নি, বজ্র ও পর্ব্বত অনবরত অভিবৃষ্ট হইয়াছিল ২।৪। দামাদি অসুরেরা ঐ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিমগ্ন থাকায় অল্পে অল্পে তাহাদের অহংবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া আইসে। ক্রমে তাহাদের চিত্ত অহংগ্রস্ত হওয়ায় তাহারা অহঙ্কারের উপরেই আস্থা করিতে লাগিল ৫। নিকটস্থ বস্তু যেমন দর্পণে অপ্রতি-বন্ধকে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অভ্যাসের আতিশয্য হইতেই তাহারা অহঙ্কারগ্রস্ত হইয়াছিল ৬। আদর্শে দূরস্থ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় না। তাহার ন্যায় অভ্যাস বর্জ্জিতের পদার্থবাসনা জন্মে না ৭। যখন সেই দামাদি অসুরেরা অহঙ্কারময়ী বাসনায় আবিষ্ট হইল, তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ, ইত্যাদিবিধ ভাবনায় যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ৮। পরে তাহারা মোহাক্রান্ত হইয়া ভববাসনাগ্রস্ত ও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পরম কার্পণ্য (কাতরতা)

প্রাপ্ত হইয়াছিল ৯। যেমন দৃষ্টির দোষে রজ্জুতে সর্পের কল্পনা জন্মে, তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরাও মোহের বশে মমত্বের কল্পনা করিয়াছিল। তাহাতেই তাহারা "মম—আমার" এই মিথ্যা জ্ঞানে অভিভূত হইয়াছিল। তখন তাহারা কিসে আমার এই আপাদ মস্তক দেহ চিরস্থায়ী অথবা অবিনাশী হইবে, ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিল ১০।১১। আমার শরীর খুব হৃষ্ট পুষ্ট ও দৃঢ় হউক, আমার ধনাদি সুখহেতু হউক, এই সকল ভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইলে তাহাদের ধৈর্য্য অন্তর্ধান করিল ১২। শরীরবাসনা প্রবল হওয়ায় তাহারা অল্পসত্ত্ব হইয়া পড়িল। সে কারণ তাহাদের আর প্রহারপরতা থাকিল না ১৩। তখন তাহাদের এইরূপ ইচ্ছা বলবতী হইল যে কি উপায়ে আমরা ইহ জগতে অমর হইব। ঐ চিন্তাতেই তাহারা অল্পে অল্পে বিবশাঙ্গ হইয়া সলিলবিহীন পদ্মের ন্যায় দীনতা ও হীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ১৫। যোষিৎ, অন্ন ও পানাদি উপভোগ তাহাদের অহঙ্কৃতির অনুসারিণী হইল সুতরাং তাহাদের রতি বিষয়নিষ্ঠ ও যার পর নাই কুৎসিত হইয়া আসিল ১৫। অনন্তর তাহারা কুপিত বন্যহস্তী দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সংগ্রামভীরু হইয়া জীবনে নিরাস হইতে লাগিল ১৬। তাহাদের আশয় "পাছে আমরা মরি" এই চিন্তায় হত অর্থাৎ বিনষ্ট (কলুষিত) হওয়ায় তাহারা সমরস্থলে প্রথম প্রথম কুপিত ঐরাবতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়াছিল সত্য ; পরন্তু অবশেষে তাহারা ইন্ধন ক্ষয়ে অনল যেমন হবির্দাহ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, সম্মুখাগত ভটগণকে হনন করিতে সমর্থ হয় নাই ১৭।১৯। অধিকন্তু আপনারাই বিবুধগণের সহিত সংগ্রামে অশক্ত হইয়া সামান্য যোদ্ধার ন্যায় ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়াছিল ২০। অধিক কি বলিব, দৈত্যগণ অবশেষে মরণে ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল ২১। সেই প্রসিদ্ধ দামব্যালকট নামক অসুরত্রয় ভয়ে

দেবালয়ে পলায়ন করিয়াছিল। দামাদির পলায়নে তাহাদের সৈন্যগণ কল্পান্তকালীন পবনোদ্ধত তারাজালের ন্যায় আকাশমণ্ডল হইতে ইতস্ততঃ নিপতিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত পর্ব্বতাকার সুরারিগণ স্ফুটিতাঙ্গ ও ছিন্নকরবাহু হইয়া অমরাচলকুঞ্জে, তদীয় শিখরাগ্রভাগে, সমুদ্রতটে, পয়োদ-পটলে, সাগরাবর্ত্তমধ্যে, শ্বভ্রে, সরিৎসমূহে, জঙ্গলে, দিগন্তে, প্রজ্বলিত বিপিনমধ্যে, বিবিধ গ্রামে, নগরে, অটবীতে, মরুভূমিতে, দাবাগ্নিমধ্যে, লোকালোক পর্ব্বত প্রান্তে, পর্ব্বতসমূহে, হ্রদসমূহে, এবং অন্ধ্র, দ্রবিড়, কাশ্মীর ও পারসীক পুর মধ্যে, নানাসাগরতরঙ্গমধ্যে, গঙ্গাসলিলরাশিতে, দ্বীপান্তরে, বিস্তৃত মৎস্যবেধনজালে, জম্বুখণ্ডে ও লতানিকরে লুক্কায়িত হইয়াছিল ২২।২৯। যে সকল অসুর পলায়ন কালে দেবসেনাগণ কর্ত্তৃক মারিত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদরনিষ্কাশিত অন্ত্র (নাড়ী) বৃক্ষশাখায় বিলগ্ন, ভূমে রক্তচ্ছটা, মস্তক বিপর্য্যস্ত এবং তাহাদের আয়ুধসমুদয় ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখা গিয়াছিল। অনেক অসুরকে ভীত ও পর্ব্বতের অগ্রভাগস্থ শিলায় লম্বমান হইতে দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি অসুর শাল্মলীর অগ্রভাগে নিপতিত হওয়ায় কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মহাসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছিল। শিলাফলকের আস্ফালনে অনেকের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়াছিল। যেমন বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইলে পাংশুরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ তৃতীয় যুদ্ধের প্রারম্ভ মাত্রেই ঐরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ৩০।৩৪।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ ।

—)(০)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দানবগণ বিনষ্ট হইলে, দাম, ব্যাল ও কট অত্যন্ত দু:খিত ও ভয়বিহ্বল হইল ১। শম্বর তদ্বার্ত্তা শ্রবণে দাম ব্যাল কটের প্রতি কোপ বশতঃ কল্পান্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া নিকটস্থ দানবদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দাম ব্যাল কট কোথায় ২ ? এদিকে দাম ব্যাল কট শম্বরভয়ে ভীত হইয়া নিজমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল ৩। শম্বরের কথা দূরে থাকুক, এখানে যম হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যুসম নরকপালক যমকিঙ্কর সকল কুতুহলে বাস করে ৪। তাহারা এই শরণাগত অসুরত্রয়কে অভয় প্রদান করিল এবং প্রত্যেককে মূর্ত্তিমতী দুশ্চিন্তাসদৃশী এক একটী কন্যা সম্প্রদান করিল ৫। দাম ব্যাল কট ঐরূপে কন্যাত্রয় সহ অভয় লাভ করিয়া ক্রমে দশ হাজার বৎসর সেই সপ্তম পাতালে অতিবাহিত করিল ৬। তাহারা কু বাসনার বশীভূত হইয়া "এই আমার কামিনী", "এই আমার কন্যা" ইত্যাদিবিধ সুদৃঢ় মমতা-পাশে বদ্ধ থাকিয়া কাল কর্ত্তন করিতে লাগিল ৭। একদা ধর্ম্মরাজ মহানরককার্য্য পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ৮। দামাদি অসুরত্রয় তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া অবগত ছিল না, সুতরাং তিনি তথায় সমাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে সামান্য যম-কিঙ্কর মনে করিয়া প্রণাম করিল না। ধর্ম্মরাজ তাহাদের উক্ত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূস্পন্দন করিবামাত্র তদীয় অনুচরবর্গ সেই সপরিবার অসুরত্রয়কে প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল ৯।১০। দামাদি অসুরত্রয় বলপূর্ব্বক প্রজ্বলিত ভূমিতে সংস্থাপিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে দাবানল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভস্মসাৎ করে তাহার

ন্যায় সেই প্রজলিত হুতাশন তাহাদিগকে স্বজনবর্গের সহিত দগ্ধ করিল ১১। সেই দাম, ব্যাল ও কট উক্ত প্রকারে অসুরদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ক্রুর বাসনার প্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে লাগিল। তাহারা বন্ধনাদি ক্রূর কার্য্যকারী যমকিঙ্করগণের সহবাসে থাকিয়া তৎসদৃশী বাসনায় বাসিতাশয় হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ বন্ধন ও বধ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মকারী কিরাতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ কিরাত রাজের কিঙ্কর হইল ১২। পরে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়স জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ত্ত সমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মের অবসানে গৃধ্রজন্ম এবং গৃধ্রজন্মের পর শুকপক্ষিকুলে উৎপন্ন হইল ১৩। অতঃপর তাহারা ত্রিগর্ত্তদেশে শূকর এবং পর্ব্বতে পার্ব্বতীয় মেষ হইল। তদনন্তর মগধ দেশে কীটজন্ম পরিগ্রহ করিল ১৪। এই কীটজন্ম তাহাদের দুস্তর দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

হে রামচন্দ্র! সেই কুবুদ্ধিশালী অসুরত্রয় ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র জন্মপরম্পরা অনুভব করতঃ এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় অরণ্যে এক কুৎসিত পল্বলে মৎস্যশরীরে অবস্থান করিতেছে ১৫। তাহারা সে স্থানে দাবাগ্নিক্কথিত (প্রতপ্ত) কর্দ্দমাক্ত জল পান করে ও কষ্টে না মরে না বাঁচে এরূপ জর্জ্জরিত অবস্থায় বাস করে ১৬। সেই মূঢ়মতি অসুরত্রয় আপন আপন বাসনার অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনিজন্ম অনুভব করতঃ জললহরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভব ও বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইতেছে ১৭। ঐরূপে তাহারা বাসনা তন্তুতে অনুবিদ্ধ হইয়া অপার ভব-সাগরে পতিত ও তাহাতে দেহরূপ তরঙ্গের দ্বারা তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ উহ্যমান হইতেছে। হে রাঘব! অদ্যাপি তাহারা উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আলোচনা কর—বাসনার প্রভাব কিরূপ নিদারুণ ১৮।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! উপরোক্ত কারণে এবং তোমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার নিকট দাম ব্যাল কটের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। আমি যে তোমার প্রবোধের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম—"তোমার যেন দাম ব্যাল কটের ন্যায় অবস্থান না হয়" তাহার মর্ম্ম এখন বুঝিলে ১। চিত্ত অবিবেকের অনুগামী হইলে দুঃখভোগের নিমিত্তই ঐরূপ আপদ্ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে ২। অহো! দাম ব্যাল কটের সেই সেনাপতিত্বই বা কোথায়? আর তাপতপ্ত পঙ্কমধ্যে জর্জ্জরিতদেহ জলজন্তুত্বই বা কোথায়? তাহাদের অমরবিদ্রাবণ মহৎ ধৈর্য্যই বা কোথায়, আর কিরাতরাজের ক্ষুদ্রকিঙ্করত্বরূপত্বই বা কোথায়? এবং নিরহঙ্কার চিৎসত্তার উদয়জনিত ধীরতাই বা কোথায়? আর মিথ্যাবাসনার বশ্য অহঙ্কারের কুকল্পনাই বা কোথায় ৩।৪? একমাত্র অহঙ্কার হইতেই ঐরূপ ও অন্যরূপ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন দুঃসহ সংসারবিষবল্লী (লতা) বিস্তৃত হইয়া থাকে ৬। অতএব হে রাম! তোমার চিত্ত হইতে অহঙ্কার অচিরাৎ পরিত্যক্ত হউক। তুমি "নাহং—আমি নহি" এইরূপ ভাবনার দ্বারা সুখী হও ৭। অমৃতময় অর্থাৎ তাপত্রয়রহিত, রসায়ন অর্থাৎ আনন্দৈকরস, এমন যে পরমার্থরূপ চন্দ্রমণ্ডল, তাহা অহঙ্কাররূপ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য হইয়াই থাকে ৮। বর্ণিত দাম ব্যাল কট নামক অসুরত্রয় মায়িক সুতরাং অসত্য হইয়াও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আবেশে

সত্যের ন্যায় সত্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ৯। ইহারা মায়াময় ও অসৎ হইলেও একমাত্র অহঙ্কারের গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় শৈবাল ভক্ষণ লালসায় অদ্যাপি সত্যের ন্যায় (সত্যবৎ) কাশ্মীরবনখণ্ডস্থ পল্বলে মৎস্যরূপে অবস্থান করিতেছে ১০।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! অসতের সদ্ভাব ও সতের অসদ্ভাব হয় না। তবে কিরূপে অসৎ দাম, ব্যাল, কটাদি, সভাব প্রাপ্ত হইল তাহা আমাকে উপদেশ করুন ১১। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! অসৎ সৎ হয় না অর্থাৎ যাহা মূলতঃ নাই তাহা কখন হয় না বা জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্তু যাহা সৎ (যাহা আছে) তাহা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম হইতে পারে (আবির্ভাব অবস্থা দৃষ্টে বৃহৎ ও উৎপত্তি এবং তিরোভাব অবস্থা দৃষ্টে সূক্ষ্ম বা বিনাশ)। যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ তুমি কি ভাবে সৎ অসৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রশ্ন করিতেছ তাহা তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল। বলিলে আমি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তদ্বিষয়ে তোমার বোধ উৎপাদন করিব ১২।১৩। রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা আছি, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং আমরাই সৎ। পরন্তু দাম ব্যাল কট মায়িক, সেজন্য তাহারা অসৎ অর্থাৎ তাহারা মূলতঃ নাই। তাই বলিতেছি, তাহারা কি প্রকারে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইল ১৪?

বশিষ্ঠ বলিলেন, দামাদি অসুরেরা যদ্রূপ মায়াময়, আমরাও তদ্রূপ মায়াময়। মৃগতৃষ্ণিকা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরা অসত্য হইয়াও সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইয়াছিল। আমরা অসত্য, তথাপি আমরা সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইতেছি। অর্থাৎ গমনাগমন ও অবস্থানাদি করিতেছি ১৫।১৬। স্বপ্নে স্বমরণপ্রত্যয় যদ্রূপ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়,—তুমি, আমি, তিনি, এ সকল প্রতীতিও তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ তুমি, আমি, এ সকল ভাব

স্বপ্নে স্বমরণ দর্শনের ন্যায় অলীক ও অসৎ ১৭। যেমন স্বপ্নে কোন বন্ধুর মরণ অনুভূত হইলেও তাহা অসন্ময় অর্থাৎ মিথ্যা, "এই ব্যক্তি মৃত" এরূপ জ্ঞানও তদ্রূপ অসন্ময় অর্থাৎ মিথ্যা। এই জগৎপ্রত্যয়ও তদ্রূপ ১৮। বলা বাহুল্য যে, এই অলীক জগতের সত্তাবধারণ করিতে যাওয়া মূঢ়েরই কার্য্য। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও উক্তি শোভা পায় না। ফলিতার্থে দেখা যায়—বিচারাভ্যাস ব্যতীত ঐ অনুভূতি বিলোপ প্রাপ্ত হয় না ১৯। অন্তরে যাহার যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ়প্ররূঢ়, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার সে নিশ্চয় কদাচ বিনষ্ট হয় না ২০। জগৎ অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য, এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে, তাহারা মূঢ় অর্থাৎ তাহারা সারদর্শী নহে। সুতরাং তাহাদের সে উপহাস উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ ২১। মদমত্ত ও বিমদ, অন্ধকার ও সূর্য্য, ছায়া ও আতপ, পরস্পর যেমন এক বা একরূপ হইতে পারে না, তাহার ন্যায় বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উভয়ের একত্ব কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ২২। শব (মৃতদেহ) যেমন শত নিয়োগেও পদোত্তোলন করে না, তাহার ন্যায় বহু যত্নে বুঝাইলেও অজ্ঞলোক অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে দ্বৈতভাব নিরূঢ় তাহারা অদ্বৈত ব্রহ্ম বুঝিবে না ২৩। সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম, এ কথা অজ্ঞদিগের মুখে আসিবে না। মুখে আসিলেও অন্তরে থাকিবে না। অথবা অজ্ঞদিগের প্রতি ঐ উপদেশ ফল প্রদ নহে। কারণ এই যে, তাহারা তপোবিদ্যাদি অনুভবের বাহিরে থাকিয়া চিরকাল কেবল সংসারভাবই সন্দর্শন করিতেছে ২৪। যাহারা অল্পপ্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিবেকাদিবিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতি "অহং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, এ সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপদেশ সফল হইয়া থাকে ২৫। সুধীগণ অনুভব করেন—এ সমস্তই শান্ত ব্রহ্ম। তাঁহাদের সে অনুভব কেহই বিলোপ করিতে পারে,

না ২৬। যেমন সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত অহন্তাদি নাই ২৭। কিন্তু মূঢ়গণের বুদ্ধিতে অঙ্গুরীয় হেমের অতিরিক্ত এবং ভূতভৌতিও আত্মার অতিরিক্ত ২৮। মূঢ়গণ সর্ব্বত্রই মিথ্যা অহ-স্তাবময় এবং সুধীগণ সত্য পরমাত্মময় অবলোকন করেন। যাহার যে স্বভাব, তাহার তাহা সহসা অপগত হয় না। যে যন্ময় হইয়াছে, তাহা তাহার অপগত হইবার কি যুক্তিযোগ আছে? "অমি ঘট" এ বাক্য যেমন উন্মত্তপ্রলাপ সেইরূপ আমি মনুষ্য, এ বাক্যও অজ্ঞ-প্রলাপ ২৯।৩০। অতএব, আমরা ও দামাদি অসুর বস্তুতঃ সমান অসত্য। সুতরাং তাহাদের ও আমাদের সত্যতা ও উদ্ভব সর্ব্বথা অসম্ভব ৩১। হে রাঘব! একমাত্র সত্য, সম্বেদনরূপ, সর্ব্বগত, শান্ত, নিঃশূন্য, অকিঞ্চিদ্রূপে অবস্থিত, উদয়াস্তরহিভ ও নিরঞ্জন চিদাকাশকেই তুমি সত্য বলিয়া জানিবে ৩২।৩৩। এই সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা সেই নির্ম্মল আকাশে প্রতিভাসরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন দোষকলুষিত চক্ষুঃ কেশোণ্ডক দর্শন করে, সেইরূপ, উক্ত পরমাত্মাকাশে পরিকল্পিত আভাস (ভ্রান্তি) সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে ৩৪। সত্যাত্মা আপনিই আপনাকে যেখানে যখন যে ভাবে দর্শন করেন বা পরিভাবিত করেন, সেস্থানে তিনি তখন সেই ভাবেই প্রকটিত হন ৩৫। উক্ত চিদ্ব্যোম ভিন্নরূপ ধারণে অসত্যরূপী হইলেও আত্মভাবনার দ্বারা সত্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব, সত্যাসত্যের কোন পারমার্থিক নির্দ্ধারণ নাই। সত্যই বল, অসত্যই বল, সমস্তই কল্পনাময় বা আত্মভাবনামূলক। অতএব, দামাদি অসুরেরা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাও তদ্রূপে উৎপন্ন। সুতরাং ইহা সুস্থির জানিবে যে, উৎপত্তি দৃষ্ট হইল বলিয়া তাহার সত্যাসত্য চিন্তা নিরর্থক। যখন কোন কিছুর উদ্ভব দেখিলে বাস্তব উৎপত্তি নাই তখন আর তদ্দর্শনের সত্যাসত্য চিন্তা কেন? ৩৬।৩৭। এইমাত্র চিন্তা

করিবে যে, সেই নিরাকৃতি চিদাকাশের চিৎ যখন যেরূপে প্রতিভাত হয় তখন তিনি স্বয়ং সেইরূপে প্রস্ফুরিত হন। সম্বিদ যখন অস্মদাদি বা দামাদিরূপে সমুদ্রিক্ত (প্রকটিত) হয়, তখন তিনিই তদ্রূপতা প্রাপ্ত হন ৩৮।৪০। যেমন সৌর কিরণই মৃগতৃষ্ণিকা, তেমনি, চিদ্বপু পরমাত্মার স্বরূপ প্রচ্ছাদনই জগৎ। চিদাকাশ যখন প্রবুদ্ধ, তখনই দৃশ্যদর্শন ঘটনা হয় কিন্তু তিনি যখন সুষুপ্ত, তখন তাঁহার মোক্ষ বলিয়া কল্পনা করা হয়। ফলতঃ ঐ সকল পরিভাষা মাত্র, বস্তুতঃ চিদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। অতএব, হে রামচন্দ্র! তুমি এই স্বর্গশ্রীকে ও মোক্ষকে চিদ্ব্যোমেরই রূপ বিশেষ বলিয়া জানিবে। ঐ সম্বন্ধে শব্দভেদ ব্যতীত পদার্থভেদ নাই ৪১।৪৪। কলুষিত চক্ষুঃ যে কেশোণ্ড্রক দেখে, বস্তুতঃ তাহা কেশোণ্ড্রক নহে। এই জগদ্দর্শনকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন কেশোণ্ড্রক দর্শন কালে দৃষ্টি যাহা তাহাই থাকে অর্থাৎ চৈতন্যের অন্যথা হয় না, সেইরূপ, জগদ্দর্শন কালে পরমাত্মা যাহা তাহাই থাকেন, কোনও বিকারস্পৃষ্ট হন না ৪৫।৪৬। হে প্রাজ্ঞ! যাহা আছে, তাহা অনুভূতিরই স্বরূপ (অনুভূতি=সাক্ষীচৈতন্য) এবং যাহা অনুভূতি ব্যতিরিক্ত তাহা নাই। তুমি সেই সদ্রূপ শান্ত ব্রহ্মকে অনুভূতিতে মিশাইয়া শোকভয়াদি ভেদ পরম্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় মহাচিতের অন্তরে দৃশ্যমান জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস, অন্য কিছু নহে। যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় সমস্তই সেই মহাচিৎ। বুঝিতে হইবে, সেই মহাচিৎ-ই তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই মহারহস্যে বিশ্বাস স্থাপন কর, করিলে সুখী হইবে ৪৭।৪৮।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—:০:—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিলাম, ভূত প্রেত পিশাচাদি বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ। তাহার ন্যায় দাম ব্যাল কটাদি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ এবং অজ্ঞ দৃষ্টিতে সৎ। পরন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি—কোন্ উপায়ে কত কালে ও কি প্রকারে তাহাদের দুঃখের অন্ত অর্থাৎ মোক্ষ হইবে ১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! দাম ব্যাল কটের কুটুম্ব যমকিঙ্করগণ যমরাজের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিলে যম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর। যম বলিয়াছিলেম, "যে দিন ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজিজ্ঞাসু হইবে সেই দিনই ইহারা মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই ২।৩।" রাম বলিলেন, হে মহামুনে! তাহারা আত্মবিবরণ কিরূপে ও কোথায় শুনিবে এবং কাহার নিকট অবগত হইবে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন ৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, উহারা কাশ্মীর দেশে মহাপদ্মসরোবরের তীর সন্নিহিত এক পল্বলে পুনঃ পুনঃ মৎস্যযোনি পরম্পরা ভোগ করিবে। পরে তাহারা মৎস্যযোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উক্ত সরোবরে সারস জন্ম পরিগ্রহ করিবে ৫।৬। সরোভূষণ সারস জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাহারা সেই মহাপদ্মসরোবরে কখন বিকসিত কহ্লারমালা মধ্যে, কখন প্রফুল্ল সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবলিত বনবীথিতে, কখন বিলোল তরঙ্গ-

পংক্তিতে, কখন বাতবিচলিত কুসুমসমূহে, কখন নীলোৎপলরাজিতে, কখন সুশীতল সীকয়নিকরে ও কখন বা শীতস্পর্শ সলিলাবর্ত্তশ্রেণীতে বিহার করতঃ সরোবরসুখ সম্ভোগ করিবে। বহুদিবস ঐরূপ ভোগের পর তাহারা বুদ্ধিশুদ্ধি লাভ করিবে ৭।৯। যেমন সত্বরজস্তমো গুণ বিবেচনা সহকারে পর্য্যালোচিত হইলে বিবেকোদয়ের কারণ হয়, তাহার ন্যায় উক্ত অসুরত্রয় যাদৃচ্ছিকরূপে বিচারবুদ্ধি প্রাপ্তে পরস্পর বিচ্ছিন্ন (একল) হইবে ১০।১১। তৎপরে যাহা হইবে শ্রবণ কর। কিছু কাল পরে তাহারা উক্ত কাশ্মীরমণ্ডলে শ্রীসম্পন্ন ও বৃক্ষপর্ব্বতাদি পরিশোভিত অধিষ্ঠান নামে এক নগর, তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রদ্যুম্নশেখর নামে এক পর্ব্বত, তন্মধ্যভূমে এক বিপুলোচ্চ শৃঙ্গ, যাহা পদ্মমধ্যে কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিত, তাহার উপরিভাগে এক অভ্রভেদী গৃহরাজ পর্ব্বতোপরি অত্যুচ্চমহাশালসমসাদৃশ্যে বিরাজিত থাকিবে ১২।১৩। সেই গৃহের ভিত্তির শিরোভাগে ঈশান কোণে একটি ছিদ্র থাকিবে, দানব ব্যাল প্রথমতঃ সারস দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই অবিশ্রান্তগতিবাতবিধুত তৃণরহিত ছিদ্রের মধ্যস্থিত কোন এক কলবিঙ্ক নীড়ে কলবিঙ্ক (চটক পক্ষী) দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বাস করিবে ও শ্রুতশাস্ত্র দ্বিজের ন্যায় অর্থরহিত বীচী কুরী ধ্বনি করতঃ অবস্থান করিবে ১৪।১৫।

ঐ সময় সেই গৃহে যশস্করদেব নামে এক রাজা বাস করিবেন ১৬। দানব দাম সারস দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই নৃপতির গৃহস্থিত এক বৃহৎ স্তম্ভের পৃষ্ঠে মশক হইয়া অবস্থান করিবে ও সদা ঘুন্ ঘুন্ ইত্যাকার অকঠোর ধ্বনি করিবে ১৭। উক্ত অধিষ্ঠান নামা নগরের মধ্যভাগে রত্নাবলীবিহার নামে এক ক্রীড়াগৃহ ও তাহাতে উক্ত ভূপালের বন্ধমোক্ষদর্শী নরসিংহ নামে এক মন্ত্রী বাস করিবে ১৮।১৯। কট সারস দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুকপক্ষিদেহ পরিগ্রহ করতঃ উক্ত রাজমন্ত্রিবরের

ক্রীড়া সাধন হইয়া রজতপিঞ্জরে অবস্থিতি করিবে ২০। উক্ত মন্ত্রিরাজ, শ্লোকগ্রথিত দাম ব্যাল কট প্রভৃতি দানবগণের ইতিহাস পাঠ করিবেন এবং সেই শুকরূপী কটাসুর তাহা শ্রবণ করিবে। শুনিতে শুনিতে সে আত্মবিবরণ অবগত হইবে ও আত্মস্মৃতি লাভ করতঃ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইবে ২১।২২। প্রদ্যুম্নশিখরবাসী চটকরূপী ব্যাল তত্রস্থ লোকের মুখে গানাকারে গ্রথিত স্ববিবরণ কথা শ্রবণ করতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ নির্ব্বাণাধিকার প্রাপ্ত হইবে ২৩। রাজমন্দিরস্তম্ভান্তর্গত ব্রণমধ্যবাসী মশকরূপী দামও লোক মুখে প্রসঙ্গক্রমে আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের অনন্তর শান্তি লাভ করিবে ২৪। এইরূপে প্রদ্যুম্ন শৃঙ্গ হইতে চটক, রাজমন্দির হইতে মশক, এবং ক্রীড়াগৃহ হইতে ক্রকর অর্থাৎ শুক যোনি প্রাপ্ত দানব মোক্ষভাগী হইবে ২৫।

দামব্যালাদির কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—তাহা বলিলাম। মায়াকাণ্ড ঐরূপই জানিবে। এই যে সংসার—ইহাও ঐরূপ। সংসার দামাদি অসুরের ন্যায় মায়িক অর্থাৎ মিথ্যাভূত হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অপক্কজ্ঞান জনগণকে বৃথা ভ্রমিত করে। জনগণ দাম-ব্যাল-কটের ন্যায় মূঢ়তা প্রযুক্ত মহৎ পদ হইতে অধঃপতিত হয়। অহো! যাহাদিগের ভ্রূক্ষেপে মেরুমন্দরও বিনিষ্পিষ্ট হইত তাহাদের তাদৃশী বলবিক্রমসম্পন্না আসুরী দশাই বা কোথায়! আর রাজগৃহস্তম্ভে মশকত্বই বা কোথায়! যাহাদের চপেটাঘাতে সূর্য্য চন্দ্রও পাতিত হইত, তাহাদের তাদৃশী দেবশাসনী দশাই বা কোথায়! আর প্রদ্যুম্নগিরিগৃহভিত্তির অন্তর্গত ব্রণে বিহঙ্গমী দশাই বা কোথায়! যাহাদের বাহু মেরুশৈলকে পুষ্পমালার ন্যায় অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিতে সমর্থ ছিল, তাহাদের তাদৃশ প্রবল বিক্রমই বা কোথায়! আর জনৈক মন্ত্রিসিংহের গৃহে রজতপিঞ্জরবদ্ধ ক্রকর পক্ষীত্বই বা কোথায়! অহো!

চিদাকাশ যে অহং ইত্যাকার রঙি রঞ্জিত হইলে কি কি বিরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হন তাহা অবধারণ করা যায় না। এতদ্বিষয়ে সংক্ষেপ কথা এই যে, তিনি ঐরূপেই স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার বিরূপতা অনুভব করিয়া থাকেন। জন্তুগণ আপনারই অসত্য বাসনায় তদ্‌বিজৃম্ভিত মিথ্যা বুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আপনিই আপনার বন্ধন দুঃখ অনুভব করে। যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে "দৃশ্য অসৎ" এইরূপ অনুভব করতঃ নির্ব্বাণে সংস্থিত, তাহারাই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ। যাহারা দুঃখবিকারস্বরূপ শুষ্ক তর্কের আশ্রয়ী, তাহারাই পরমার্থ লাভ বিনাশ করে এবং জল যেমন নীচগামী হয় তাহার ন্যায় তাহারাও অধোগামী হয়। যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ দিগের প্রদর্শিত পথে শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে বিচরণ করে তাহারা অবিনাশী হয় ও পরমা গতি লাভ করে। হে মতিমন্! "ইহা আমার তাহা আমার" এরূপ বুদ্ধি দুর্ভাগ্য ও দৈন্য আনয়ন পূর্ব্বক পুরুষার্থকে ভস্মসমাচ্ছাদিতের ন্যায় করিয়া রাখে। যে উদারাত্মা ত্রৈলোক্যকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, আপদ সমস্ত তাঁহাকে সর্পের জীর্ণত্বক পরিত্যাগের ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যাঁহারা অন্তরে নিত্যসত্যচমৎকৃতির দ্বারা প্রস্ফুরিত, দেবগণ তাঁহাকে যত্ন সহকারে নিরন্তর পালন করেন ২৬।৩৯। হে রাঘব! দুরন্ত আপদ্ আক্রম করিলেও বুদ্ধিমান্ পুরুষের অপথে বা অসৎ পথে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, রাহু অসৎ পথে গমন করতঃ অমৃত পান করিয়াছিল, তাই অমর হইতে পারে নাই; অধিকন্তু শিরশ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ রূপ প্রভাকরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কোনও কালে মোহান্ধকারের বশীভূত হয় না ৪০। যাহা নিতান্ত অবাধ্য—তাহাও তাহাদের বাধ্য (বশীভূত) হয় এবং যে কোন আপদ্—সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ৪১। যে সকল পুরুষসিংহ বৈরাগ্য

ও শমদমাদি গুণে বিখ্যাত—যে সকল মহাপুরুষ ঐ সকল গুণে পরিতৃপ্ত—তথা অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণে তদভ্যাসে অনুরক্ত—তথা সত্য বাক্যে ও সত্য ব্রহ্মে ব্যসনী—সেই সকল মহাপুরুষেরাই যথার্থ নর এবং তাহাদেরই জন্ম ও জীবন সার্থক। অবশিষ্ট নর নহে, তাহারা পশুবিশেষ। যাহাদের হৃদয়সরোবর সুযশোরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত (প্রকাশিত), তাহারা ক্ষীরসমুদ্রের সমান এবং তাহাদেরই মূর্তিতে ভগবান্ হরি সদা শয়ান থাকেন। যাহাদের প্রারব্ধ ভোগ শেষ হইয়াছে, দ্রষ্টব্যও দৃষ্ট হইয়াছে ৪২।৪৪, তাহাদের আবার ভোগলুব্ধতা কি? কেন তাহারা ভাবিজন্মপরম্পরা দ্বারা আত্মবিনাশক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথাস্থিতি * অবলম্বন করতঃ ভোগসমুদয়কে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মুক্ত হও। সাধুজনগণ তোমার গগনপ্রসারিত অনন্ত সদ্‌গুণ ও সুকীর্ত্তি গান করুন এবং হৃষ্ট হইয়া ভূয়ো ভূয়ো সাধুবাদ প্রয়োগ করুন ৪৫।৪৬। ঐ সকল সদ্‌গুণ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করে, ভোগ তাহা করে না। সিদ্ধসুন্দরীরা যাহাদের চন্দ্রসদৃশনির্ম্মল যশোগাথা গান করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে চিরজীবিত, অবশিষ্ট মনুষ্য মৃত। উৎকৃষ্ট পুরুষকার, যত্ন উদ্যম অবলম্বন করিয়া ও উদ্বেগরহিত হইয়া যথাশাস্ত্র সাধনতৎপর হইলে কোন্ ব্যক্তি না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়? শাস্ত্রপরতন্ত্র ও সদ্‌ব্যবহারপরায়ণ ব্যক্তিরাই ফললাভ করিয়া থাকেন ৪৭।৪৯। সিদ্ধি পরিপক্ক হইলে তখন তাহার ফলও পরিপুষ্ট (স্পষ্ট) হয়। হে রামচন্দ্র! তুমি শোক, ভয়, আয়াস, গর্ব্ব ও যন্ত্রণা, এ সকল বর্জ্জন করতঃ যথাশাস্ত্র ব্যবহার কর; যেন তোমার জীব

---

* যথাক্রম অর্থাৎ অধিকারের অনুরূপ। যথাশাস্ত্র অর্থাৎ অধিকারানুরূপ চিত্ত শোধক বিধি ব্যবস্থা। যথাচার অর্থাৎ গুরু ও সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত শিষ্টত্বাদি। যথাস্থিতি অর্থাৎ পর পর উচ্চ ভূমিকায় অবস্থান বা আরোহণ।

উদ্দাম ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্ধকূপস্বরূপ ভবে নাশ প্রাপ্ত না হয় ৫০।৫১। তুমি অতঃপর যেন অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধোগামী হইও না। তুমি এই অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ শস্ত্র অনুশীলন কর; এই মহাশস্ত্রই আপদ্ সমূহের নিবারক ও ইন্দ্রিয় শত্রু জয়ের প্রধান সহায়। ইহারই দ্বারা ইন্দ্রিয় শত্রু সকল উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ৫২।৫৩। এই পঙ্কসদৃশ সংসারে জীবিতাশা নিতান্তই ভ্রান্তি। অতএব হে আর্য্য! তুমি হৃদয় হইতে সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সৎশাস্ত্র সন্দর্শন কর। পরামাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত বুদ্ধির দ্বারা "এ সমস্তহ আত্মপ্রতিবিম্বমাত্র" এইরূপ সত্য অবলম্বন ও বিচারপরায়ণ হও। দুর্ভাগ্যদায়িনী দীনা অশিবা হীনবিচারণারূপিণী মহানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। পল্বল মধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সুপ্ত হইয়া অবস্থান করিও না। জরামরণশান্তি বিধানের নিমিত্ত সত্বর উত্থিত হও ৫৪।৫৭। অর্থসম্পত্তিকে অনর্থ, ভোগ-পরম্পরাকে রোগদায়ক, আপদ্‌কে সর্ব্বসম্পদ ও অনাদরকে বিজয়স্বরূপ বলিয়া জান। লোকতন্ত্রের অনুসরণ, সদ্‌ব্যবহারিগণের বিচার ও শাস্ত্রা-চারের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা সৎফল লাভে উদ্‌যুক্ত হও। যিনি সুচারুরূপে সদাচারে বিচরণ করেন, যাঁহার বুদ্ধি বিবেকযুক্ত হইয়াছে ও যিনি সংসারের কোন দশার অভিলাষী নহেন, অনন্ত আয়ুঃ, যশ, সদ্‌গুণ প্রভৃতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বিকসিত মাধবীলতার ন্যায় সৎফল প্রদানের নিমিত্ত উল্লসিত হয় ৫৮।৬০।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়ত্রিংশ সর্গ।

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধনের যথোচিত উৎকর্ষে সাধ্যসিদ্ধি হয়, এই নিয়ম স্মরণ করতঃ স্থির করিতে হইবে যে, সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য নাই। যেহেতু সাধনের (কার্য্যোদ্যোগের) অসাধ্য কিছুই নাই, সেই হেতু তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমুদ্যোগ পরিত্যাগ করিও না ১। মিত্র ও স্বজনগণের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী সরোবর তীরে ঈশানের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছিলেন ২। *

---

* কোন সময়ে শিলাদ নামক কোন মুনি সর্ব্বজ্ঞতম পুত্রকামনায় ভগবান রুদ্রদেবের আরাধনা করিলে তিনি তাঁহার সেই সুদীর্ঘ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনে! আমা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ লোকত্রয়ে দৃষ্ট হয় না। অতএব আমিই অংশরূপে ত্বদীয় পুত্র হইয়া জন্মিব; কিন্তু আমার অংশজ তোমার সেই পুত্র ষোড়শবর্ষীয় হইলে কালকবলে নিপতিত হইবে। তখন শিলাদ শিববাক্য অন্যথা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তদীয় পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল। শিলাদ পত্নীর গর্ভাবস্থা দর্শন করিয়াও আনন্দ অনুভব করিলেন না। কারণ, তদীয় অন্তঃকরণ পুত্রমরণোৎকণ্ঠায় নিরন্তর উৎকণ্ঠিত থাকিত। কালক্রমে শিলাদপত্নী একটি পূর্ণচন্দ্রপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র শশিকলার ন্যায় দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিলাদ, পুত্রের "নন্দি" এই নাম রাখিলেন। কিছুদিন পরে নন্দি পিতৃমুখে স্বীয় অবশ্যম্ভাবী মরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বালয় হইতে বহির্গত হইয়া রুদ্রদেবের আরাধনার্থ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক সরোবরতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি একান্তচিত্তে স্বীয় মৃত্যু

বলি প্রভৃতি দানব উৎকৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া হস্তিগণের পদ্মবন মর্দ্দনের ন্যায় দেবতাদিগকেও বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন ৩। মহর্ষি সম্বর্ত্ত, মরুত্তযজ্ঞে ব্রহ্মার ন্যায় মানস সুরাসুর সৃজন করিয়াছিলেন। * মহাতপা বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ উৎকট সাধনা প্রয়োগ করিয়া দুর্লভ তপোমার্জ্জিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ৪।৫। যে উপমন্যু এক সময়ে (শৈশবে) ভাগ্যহীনতা প্রযুক্ত বহু রোদনের পর অতিকষ্টে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টাম্বু পান করিয়া অমৃত পান জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই উপমন্যু তপঃপ্রভাবে ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৬। যে কালের (কাল=সর্ব্বভূত সংহারী যম) নিকট অতিবল বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তৃণবৎ, সেই কাল শ্বেত নামক কোন মুনির তপোবলে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন ৭। রাজকন্যা সাবিত্রী ভর্ত্তৃপ্রাণের অনুগমন, যমদেবতার স্তুতি ও তাঁহার প্রীতিজনক বাক্য বিন্যাস প্রভৃতি উপায়ে যমকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় ভর্ত্তা সত্যবান্‌কে পরলোক হইতে

বিজয় কামনায় সরোবরতীরে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন; ক্রমে তথায় তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম সমুপস্থিত হইল। তখন সর্ব্বজনবিনাশন মৃত্যু প্রকৃত সময় অবগত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় পাশ হস্তে অবিলম্বে সেই সরোবরতীরে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিলেন। এ দিকে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ব-কালদর্শী ঈশান স্বীয় অংশভূত নন্দির সমুপস্থিত বিপদ্ অবগত হইয়া অবিলম্বে সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং বাম পদের অগ্রভাগ প্রহারে মৃত্যুকে বিতাড়িত ও সেই দারুণ পাশ ছেদন করিয়া নন্দিকে জরামরণবিমুক্ত করিলেন। এই উপাখ্যান লিঙ্গপুরাণে প্রসিদ্ধ।

* মহাভারতের মতেও মহর্ষি সম্বর্ত্ত মরুত্তযজ্ঞের বিঘ্নকারী। তিনি মহেন্দ্রকে সসৈন্যে সংকল্পের দ্বারা পরাভূত করিয়াছিলেন। এখানে যে দেবতান্তর সৃজনের কথা বলা হইল, ইহা কল্পভেদ অনুসারে মীমাংস্য।

প্রত্যানীত করিয়াছিলেন ৮। হে রাঘব! বহু উদাহরণে প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, এমন কোন অতিশয়ের অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উদ্যোগের আতিশয্য নাই যাহার ফল দৃষ্ট হয় না। তাই তোমাকে বলিতেছি, যিনি অন্তরে ফল লাভের তারতম্য বা যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া উৎকট রূপে উদ্যোগ পরায়ণ হন, তিনি অবশ্যই ফল লাভ অন্তে কৃতার্থ হন ৯। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ফল লাভের প্রত্যাশায় গুরুতর উদ্যোগে তৎপর হওয়া সঙ্গত নহে। যাহা অশেষ সুখদুঃখদশা ও ভ্রান্তিদৃষ্টি প্রভৃতির মূলচ্ছেদকর; সেই আত্মজ্ঞান ফল লাভের নিমিত্ত যথোচিত অতিশয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় যত্ন বা উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ১০। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভোগানুরক্তি বিদূরিত করা বিধেয়। কেননা, ভোগদৃষ্টিই সর্ব্ব অনর্থের মূল। অনর্থদায়িনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে হইলে অগ্রে তাহার দোষ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিষয়ের বা তদ্‌ভোগের দোষ অন্বেষণ করিতে হইলে ভোগদৃষ্টিবিনাশীর যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ স্বীকার করিতে হয়। কেনই না তাহা না করিবে? দুঃখ স্বীকার ব্যতীত সুখ লাভ হয় না ১১। যদি অসম অর্থাৎ চিদাত্মাই পরব্রহ্ম বটেন এবং শম ও পরম পদ ও বটেন, অর্থাৎ সমূল সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থরূপী বটেন, তথাপি, তুমি প্রথমে তাঁহাকে শঙ্কর অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দদাতা বলিয়া জানিবে ১২। তুমি অভিমান পরিহার পূর্ব্বক শাশ্বত কৈবল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মোক্ষ যোগ্য জন্মাদি লাভের উদ্দেশে সজ্জনসেবায় নিয়ত রত থাকিবে ১৩। যদি সজ্জনসেবা না কর, তাহা হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থ, কি দান, কি শাস্ত্র, কোন কিছুর দ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই ১৪। যাঁহারা সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে ও শাস্ত্রানুসারে আহার বিহারাদি স্বকর্ম্মে রত থাকা যায়,

তাঁহাকেই তুমি সজ্জন বলিয়া স্থির করিবে ১৫। পরে সেই সকল আত্মবিদ্‌গণের সংসর্গে এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব ক্রমেই জ্ঞানারূঢ় হইতে থাকিবেক। যখন দৃশ্যের অত্যন্তাভাব অবধারিত হইবে তখন কেবল মাত্র এক পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকিবেন। যখন কেবল এক পরম বস্তু অবধারিত হইবে, অন্য কিছু থাকিবেক না, (অন্য কিছু জ্ঞানারূঢ় হইবেক না,) জীবও তখন সেই পরমে লয় প্রাপ্ত হইবেক। অর্থাৎ তখন আমি জীব, এ বোধ উদিত থাকিবেক না ১৭।১৭। দৃশ্য মণ্ডল উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, এবং বর্ত্তমানেও নাই ১৮। পূর্ব্বে এ বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি দর্শিত হইয়াছে এবং বিদ্বান্ মাত্রেই উহা অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি পুনর্ব্বার উক্ত বিষয়ে যুক্তি কথা বলি, প্রণিহিত হও ১৯! এই যে ত্রিজগৎ, ইহা ত্রিজগৎ নহে। ইহা কেবল সংবিৎ এবং সংবিৎই পরম তত্ত্ব। পাওয়া যায় ও পাওয়া যায় না এরূপ অতত্ত্বভূত মায়ার বিস্তৃতিরূপ আকাশাদি বাস্তবতঃ নাই ২০। চিৎশক্তির চমৎকারিত্বই জগৎরূপে অনুভূত হইতেছে, সুতরাং ইহা পদার্থান্তর নহে ২১। এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই সেই চিৎসূর্য্যের প্রকিরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন অংশুমালীর সহিত অংশুর পদার্থগত ভেদ নাই, সেইরূপ, চিৎব্রহ্মের সহিত তদংশুভূত অনুভূতিরও ভিন্নতা নাই। যখন কল্পনা মাত্রেই মিথ্যা, তখন, শত বা লক্ষ ত্রৈলোক্য অনুভূত হউক না কেন, অনুভূতিস্বভাব চিদ্ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পস্বভাব বলিতে হইবেই হইবে ২২। নির্ব্বিকল্প চিৎ-ই মায়িক প্রতিবিম্বনে সবিকল্প হন। অর্থাৎ চিদাভাসই (জীবই) সবিকল্প (নানা প্রভেদ যুক্ত), ব্রহ্মচিৎ সবিকল্প নহে। তাহা একরূপ, একরস ও একাকার। সবিকল্প চিতের অর্থাৎ চিদাভাসের যে উন্মেষ, তাহাই জগৎ অনুভবের উদয় এবং তাহার যে নিমেষ, তাহাই জগৎ

অনুভবের অন্ত (অবসান)। অথবা উক্ত নির্ব্বিকল্পক চিৎ-তত্ত্বের অপরমত্ব সাক্ষাৎকারের উন্মেষকে জগৎ অনুভবের উদয় এবং তাহার পরমত্ব সাক্ষাৎকাররূপ নিমেষকে জগৎ অনুভবের অন্ত বলিয়া জানিবে ২৩। যাবৎ অহং আমি, এই কথার ও বোধের প্রকৃত অর্থ (মর্ম্ম) অপরিজ্ঞাত থাকে, তাবৎ পরমার্থাকাশ মলিন থাকে, কিন্তু উহা পরিজ্ঞাত হইলে উক্ত অহংতত্ত্ব তখন পরমার্থরূপেই প্রকাশ পায় ২৪। অহংতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন অনহন্তাবও থাকে না। জল যেমন জলের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ, অহংও তখন চিদাকাশের সহিত অভিন্ন হইয়া যায় ২৫। অহং প্রভৃতি দৃশ্য জগৎ বাস্তবতঃ নাই। অহংভাবকে বিচার পূর্ব্বক দেখিতে গেলে অবশ্যই উহা চিদাকাশে পর্য্যবসিত হইবে ২৬। যেমন শিশুদের অপিশাচে পিশাচবোধ বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যে তিরোহিত হয়, সেইরূপ, বিচারনিষ্পন্ন বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যেও অনাত্মবুদ্ধি বিলোপিত হয় ২৭। চিজ্জ্যোতিঃ বা চিৎ-জ্যোৎস্না যাবৎ অহঙ্কার মেঘে আবৃত থাকে, তাবৎ পরমার্থরূপ কুমুদ্বতী বিকশিত হয় না ২৮। চিদাত্মা যদি অহঙ্কারবর্জ্জিত হন তাহা হইলে তখন কি আর স্বর্গ, নরক বা মোক্ষাদি কল্পনা থাকে ২৯? তাহা থাকে না। হৃদয়াকাশে যাবৎ অহঙ্কাররূপ মেঘ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ কেবল তৃষ্ণারূপ কুটজমঞ্জরীই বিকশিত হইতে থাকে ৩০। অহঙ্কার মেঘ চৈতন্যসূর্য্যকে আক্রম করিয়া অবস্থান করিলে জড়তা ব্যতীত প্রকাশতার উদয় হয় না ৩১। এই অসত্য অহঙ্কার কেবল দুঃখের নিমিত্তই পরিকল্পিত হইয়াছে ৩২। বৃথা পরিকল্পিত এই অহঙ্কার কেবল দামাদি অসুরের ন্যায় মোহকেই সৃজন করে, এবং তৎসৃষ্ট মোহ যাহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, হইবেও না, তাদৃশ অনর্থ শত ও প্রবলতম তমঃ আবির্ভূত করায় ৩৩।৩৪। সেই তমঃ "এই আমি" ইত্যাকার বিস্পষ্ট মোহান্তর ও অনর্থশতসংকুল সংসার বিস্তার করিতে

থাকে। সংসারে যে কিছু সুখদুঃখাদি, সমস্তই অহঙ্কার হইতে বিজৃম্ভিত ৩৫। যিনি বিচারপরিমার্জ্জিত মনোরূপ হল দ্বারা অহঙ্কারাঙ্কুর উন্মূলিত করিয়াছেন, সংস্থতিবিনাশন জ্ঞানবৃক্ষ তাঁহারই আত্মক্ষেত্রে সহস্রশাখ ও দুশ্চেদ্য হইয়া ফল প্রদান করে ৩৬। দুশ্চেদ্য জন্মবৃক্ষসমূহের অঙ্কুরস্বরূপ অহংভাব "মম ইদং" ইহা আমার ইত্যাকারে বিস্তীর্ণ ও সহস্রশাখান্বিত হইলেও নিঃসার ৩৭। জন্মরূপ বৃক্ষের ধনবাসনাদিরূপ ফল শাল্মলী ফলের ন্যায় ঈষৎ পাতনে স্ফোটিত এবং তরঙ্গপংক্তির ন্যায় ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে ৩৮। আত্মা তুমি, আমি, ইত্যাদিভাব বিবর্জ্জিত; পরন্তু অহম্ভাব থাকাতেই তিনি আত্মপ্রাকট্য বর্জ্জিত হইয়া এই সংসারচক্রের বাহক ভাবে প্রতিভাত হইতেছেন ৩৯। যাবৎ জন্মারণ্যে অহম্ভাবরূপ তমোজাল বিস্তৃত থাকিবে তাবৎ চিন্তারূপিণী পিশাচী সবেগে বিচরণ করিবেই করিবে ৪০। যে নরাধম অহঙ্কারপিশাচ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কিছুতেই তাহার সে পিশাচভাব নিবৃত্ত হইবে না ৪১।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, আপনি তাহা আমার সংসারভয় নিবারণার্থ কীর্ত্তন করুন ৪২। বশিষ্ঠ বলিলেন, নির্ম্মল দর্পণ সদৃশ চিদাত্মায় চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্বদা অনুসন্ধান (স্মরণ) করিলে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না ৪৩। এ সমস্তই ইন্দ্রজালতুল্য মিথ্যা, (ভেল্কী) সুতরাং ইহার প্রতি আমার হেয় জ্ঞানের বা অনুরাগের প্রয়োজন নাই, অন্তরে এই ভাবের অনুসন্ধান থাকিলে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় না ৪৪। যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আত্মায় অহং নাই এবং এই দৃশ্যশ্রীও নাই, সেই ব্যক্তিই অহঙ্কার শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহারই অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না ৪৫। অন্তরে অহং, বাহিরে জগৎ, এই দুই ভাব হেয় ও উপাদেয় ব্যবহারের কারণ। পরন্ত যাহার উক্ত উভয় দৃষ্টিই

পরিক্ষীণ হয় তাহারও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না ৪৬। আমি চিন্মাত্র, আমারই অন্তরে জগৎ, এই ভাব স্থির ও হেয় উপাদেয় ভাব ক্ষীণ হইলে সমতা সমুদিত হয় এবং সমতার সমুদয়ে অহম্ভাব পরিক্ষীণ হয় ৪৭।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অহঙ্কার কিরূপ আকারসম্পন্ন? উহা সশরীর কি অশরীর? উহা কিরূপে পরিত্যক্ত হয়? এবং পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয়? তাহা কীর্ত্তন করুন ৪৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগত্রয়ে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দুই প্রকার উপাদেয় ও এক প্রকার হেয় অর্থাৎ পরিত্যজ্য। আমি তোমার নিকট সেই তিন প্রকার অহঙ্কারের বর্ণনা করি, শ্রবণ কর।

আমিই এই সমস্ত বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমি ছাড়া কিছুই নাই, এই উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রথমা অহঙ্কৃতি কহে ৪৯।৫০। এই অহঙ্কার বন্ধকারণ নহে, প্রত্যুত মোক্ষকারণ। ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান থাকে পুরুষান্তরে নহে। আমি এ সমুদায় হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র ও পরম সূক্ষ্ম, এই ভাবের যে সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাকে দ্বিতীয়া অহঙ্কৃতি বলা যায়। ইহাও বন্ধনকর নহে, প্রত্যুত মোক্ষকর। ইহাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যমান ৫১।৫২। আমি হস্তপদাদিমান দেহী, আমি মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ নিশ্চয় মিথ্যাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মিথ্যাভিমানাত্মক কল্পিত অহঙ্কার তৃতীয়। ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং লৌকিক পুরুষে (অশাস্ত্রবিৎ=মনুষ্যে) বিরাজ করে। এই অহঙ্কারই পরম শত্রু ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ৫৩।৫৪। বিবিধ আধিপ্রদ এই বলবান্ রিপু কর্তৃক জন্তুগণ একবার অভিহিত হইলে পুনঃ আর সে অপরিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হইতে পারে না ৫৫। এই দুরহঙ্কৃতির দ্বারা জনগণ নিপীড়িতচিত্ত হইয়া বিবিধ সঙ্কটে নিপতিত হয় ৫৬।

যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কার প্রাপ্ত হন, সেই সৌভাগ্যশালী জীব লৌকিক অহঙ্কার ও সর্ব্বপ্রাকর রাগাদি দোষ দূরে পরিহার পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি "আমি দেহী নহি" এইরূপ নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ লৌকিক দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করেন; পরে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কৃতিকে অন্তরে আবদ্ধ করতঃ সুখে বিচরণ করেন ৫৭।৫৮। যাহাকে তৃতীয় ও লৌকিক বলা হইল সেই অহঙ্কার অত্যন্ত দুঃখপ্রদ এবং ঐ তৃতীয় অহঙ্কারের দ্বারাই দাম ব্যাল ও কট প্রভৃতি অসুরেরা সেই সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয় অহঙ্কারের উল্লেখও দুঃখপ্রদ ৫৯।৬০।

রামচন্দ্র বলিলেন, বুঝিলাম, লৌকিক তৃতীয়া অহঙ্কৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দুঃখদায়ী তৃতীয় অহঙ্কার বর্জ্জন করতঃ সাধুগণ যে প্রকারে অবস্থান করেন ও পরমাত্মা প্রাপ্ত হন, সে প্রকার অর্থাৎ তাহার প্রণালী আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ যাঁহারা তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা কিরূপ তাহাও অতঃপর বর্ণন করুন ৬১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শেষোক্ত অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পুরুষ ঐ দুঃখদায়িনী দুরহঙ্কৃতিকে যতই পরিত্যাগ করিবে ততই পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে ৬২। যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শুভা অহঙ্কৃতি অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হন ৬৩। তিনি ক্রমে সর্ব্বাহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া উচ্চতর পদে অধিরোহন পূর্ব্বক শান্তধী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। পরমানন্দ বোধ লাভার্থ যত্নসহকারে মালিন্যময়ী লৌকিকী দুরহঙ্কৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ৬৪।৬৫। শরীরের প্রতি জীবের যে অহং মম ইত্যাদি প্রকারের আস্থা আছে, ঐ আস্থাই পাপময় দুরহঙ্কার। ঐ দুরহঙ্কারের বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ ও পরম পদ লাভের উপায় ৬৬। বিচার দ্বারা ঐ স্থূল

লৌকিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান বা ব্যবহার করিলে অধোগামী হইতে হয় না ৬৭। যেমন সুতৃপ্ত ব্যক্তি বিষমিশ্রিত সুরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হয়, সেইরূপ, যিনি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ভোগাস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা করেন না। ভোগাস্বাদ পরিত্যাগ করিলেই শ্রেয়ঃ তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হয় ৬৮। অহঙ্কার অন্ধকারময় কূপ স্থানীয়, তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলে তখন আর শ্রেয়োলাভের বাধা হইবে কেন ৬৯? হে মহাবাহো! উৎকৃষ্ট পুরুষকায় প্রয়োগে অহঙ্কার বিনাশ করিতে পারিলেই ভবসাগরের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আমি অন্য কিছু নহি, আমারই সমস্ত ও আমিই সমস্ত" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই বিশুদ্ধ আত্মসম্বিদ্ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৭০;৭১।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। দামাদি অসুর বিনষ্ট (অদর্শনগত অর্থাৎ পলায়নপর) ও আসুর সৈন্য সকল শরন্মেঘের ন্যায় বিচ্ছিন্ন, বিভ্রষ্ট ও কালকবলে নিপতিত হইলে শম্বরের সুমেরু সদৃশ নগরে যেরূপ ব্যবহার (ঘটনা) হইয়াছিল তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিব ১।২।

হে মহাবাহো! অসুরেন্দ্র শম্বর দেবগণকর্তৃক নির্জ্জিতসৈন্য ও নিরুৎসাহ হইয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মায়াবলে যে অসুরত্রয় সৃজন করিয়াছিলাম, তাহারা মূঢ়তাপ্রযুক্ত যুদ্ধে বৃথা দুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহাদের দ্বারা বিফল মনোরথ হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার আমি অন্য অসুর সৃজন করি। এবার আমি মায়াবলে যাহাদিগকে সৃজন করিব, তাহাদিগকে অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ ও বিবেকযুক্ত করিয়া সৃজন করিব, যাহাতে তাহারা আর অহঙ্কৃতিপ্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং সুরগণকে অনায়াসে জয় করিতে পারিবে ৩।৬।

দানবেন্দ্র শম্বর মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া বারিধির বুদ্বুদ সৃজনের ন্যায় মায়াবলে তাদৃশ অসুরত্রয় সৃজন এবং তাহাদিগতে ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামত্রয় প্রদান করিলেন ৭। ভীম, ভাস ও দৃঢ়, এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত। সেই তিন্ অসুর সর্ব্বজ, বেদ্যবেত্তা, বীতরাগ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যক্ষম ও পবিত্রাশয়। এতাদৃশ অসুরত্রয় সৃষ্ট হইয়া এই লোকত্রয়কে ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল ৮।৯। যেমন প্রাবৃট্ সমাগমে বিদ্যুন্মালিত জলদজাল নভোমণ্ডল প্রচ্ছাদন করে, সেইরূপ, ঐ তিন্ অসুর শম্বরের অভিপ্রায় ও অনুমতি

অনুসারে অসংখ্য সৈন্য সহ ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভূবন আক্রমণ করিল। তাহারা উর্দ্ধে গমন করতঃ নভোমণ্ডল অস্ত্রধারারূপ বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করতঃ দেবগণের সহিত বহুবর্ষ যুদ্ধ করিল। পরন্তু বহুবর্ষ যুদ্ধ করিয়াও বিবেক বশতঃ অহঙ্কার প্রাপ্ত হইল না ১০।১১। তাহাদিগের মনে কদাচিৎ "আমার বা আমি" ইত্যাকার বাসনা সমুদিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনে "আমি কে, এই বা কে" ইত্যাকার আত্মবিচার সমুদিত হইত তাহাতে উক্ত প্রকার বাসনা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইত ১২। "ভীমাদি অসুরের আমি কে, এই বা কি, এই শরীর অসৎ" এইরূপ বিচার সমুদিত হওয়াতে দেবগণ তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ভীত করিতে পারিত না ১৩।

অনন্তর সেই নিরহঙ্কার জরামরণভয়রহিত যথোপস্থিতকর্ম্মকারী বীর অসুরত্রয় "এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আমাতে বিদ্যমান, আমাতে অহঙ্কার বা অন্য পদার্থ নাই" অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া উপস্থিত মতে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। সুতরাং তাহারা বাসনাবিনির্ম্মুক্ত ও অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া অবিনাশী রূপে শত্রুদল বিনাশ করিতে লাগিল এবং কার্য্যে অনাসক্ত থাকিলেও তাহারা "প্রভুর কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ১৪।১৭। তাহাতে বীতরাগ, দ্বেষরহিত সর্ব্বদা সমদর্শী ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত সেই দানবত্রয় দেবসেনাদিগকে বিনা ক্লেশে হত, আহত, শুষ্ক, ক্ষত, বিক্ষত, দগ্ধ ও লয় প্রাপ্ত করিতে লাগিল। তখন উক্ত প্রবল পরাক্রান্ত অসুরত্রয় কর্ত্তৃক দেববাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয়বিচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর উক্ত মহাবল অসুরত্রয়ের প্রতাপে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত দেবসেনাসকল বাতবিদলিত মেঘমালার শৈলাশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ক্ষীরার্ণবশায়ী

ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল ১৮।২০। ভর্ত্তা যেমন ভুজঙ্গবেষ্টিতা ভয়বিহ্বলা রমণীকে অভয় প্রদান করে, তাহার ন্যায় সেই ভয়হারী হরি শক্রপরিবৃতা ভয়ার্ত্তা দেববাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিন্তু যাবৎ তিনি সুরারি বধার্থ ক্ষিরোদকুহর হইতে সমরে সমাগত না হইলেন, তাবৎ অসুরভয়ার্ত্তাসুরবাহিনী সেই ক্ষীরোদসমুদ্রগর্ভেই অবস্থান করিতে লাগিল ২১।২২।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু সুরভয়হরণার্থ ক্ষীরোদকুহর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন। তখন অসুরেন্দ্র শম্বরের সহিত তাঁহার ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। সেই অকালকল্পান্তসদৃশ দারুণ যুদ্ধে কুলাচল সকল বিধূনিত হইয়া সমুড্ডীন হইতে লাগিল ২৩। অসুরগণ ভয়বিহ্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য অসুর আর্ত্তনাদ সহকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দৈত্যরাজ শম্বর বলবাহনের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণ হস্তে বিনষ্ট হওয়ায় শম্বর বিষ্ণুলোক লাভ করিল ২৪। ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহারাও সেই বিষম সমরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইল। বায়ু যেমন দীপ নির্ব্বাপিত করে, তাহার ন্যায় ভগবান্ হরি ঐ সকল অসুরকে নির্ব্বাপিত করিলেন ২৫।

সেই বাসনাবিহীন অসুরত্রয় উক্ত প্রকারে দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইলে তাহারা আর সংসারগতির কিছুই অবগত হয় নাই ২৬। অতএব, মনঃ যে বাসনাদ্বারা বদ্ধ হয় ও বাসনাশূন্য হইলে মুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইতেছে। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিলম্বে বিবেকদ্বারা নির্ব্বাসন ভাব গ্রহণ কর ২৭। বাসনা সম্যক্ বিচারের প্রভাবে বিলীন হইয়া যায় এবং বাসনাবিলয়ে চিত্তও প্রদীপের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হয় ২৮। সম্যক্ বিচার বা সম্যক্‌দর্শন (সত্যদৃষ্টি) কি? তাহা

সংক্ষেপে বলিতেছি। এ সকল মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, পূর্ণ ও সৎস্বরূপ, এইরূপ দৃঢ় ভাবনার নাম সম্যক্ দর্শন। সম্যক্‌দর্শন (দৃষ্টি বা জ্ঞান) অবিচাল্য হওয়া আবশ্যক ২৯। এই জগৎ আত্মারই অন্য প্রকার প্রস্ফুরণ। সুতরাং ভাব্য ভাবক ভাবনা ও ভাবনার আধার, সমস্তই আত্মা, আত্মাতিরিক্ত পৃথক ভাব্যভাবনাদি নাই। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম সম্যক্‌দর্শন ৩০। শব্দ (অর্থসমন্বিত নাম), বাসনা ও চিত্ত এ সকল নাম মাত্র। ঐ নাম মাত্রে অবস্থিত পদার্থভাব সত্য অবলোকনে (ব্রহ্ম বিলোকনে) বিলীন হইয়া গেলে যাহা থাকে তাহাই পরম পদ ৩১। চিত্ত বাসনা সমাক্রান্ত হইয়াই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং উহা বাসনাবিমুক্ত হইলে বিদেহ মুক্তি জন্মিবে ৩২। চিত্ত ঘট পটাদি নানা আকারে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছে। তাহার সেই নানাকারতা প্রশান্ত হইলে তখন আর তাহার উপশম হইতে অবশেষ থাকে না। চিত্তের উপশমই ব্রহ্মাত্মলাভ। শম্বরের চিত্তই দাম ব্যাল কটাকারে ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়াকারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে ধীমান্ ও প্রিয়শিষ্যবোধে যাহা যাহা বলিলাম, পূর্ব্বে এ সমস্তই পিতা কমলযোনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, তুমি যেন দাম ব্যাল কটের ন্যায় না হও, কিন্তু ভীম ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় হও ৩৩।৩৭। *

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহারা বাসনাবর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানী ছিল বলিয়া দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি বা বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে, জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়, মনঃ, এ সমস্তই দেহের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। সেজন্য আর যোনিজন্ম হয় না। সুতরাং নির্ব্বাণ নামক পরম মোক্ষ হয়।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা অবিদ্যামন্থর ও বিষয়োন্মুখ মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু, শূর ও যথার্থ বিজয়ী ১। এই সংসার সর্ব্বোপদ্রব দায়ী ও দুঃখময়। তাহার নিবারণের একমাত্র উপায় মনোজয় ২। রামচন্দ্র! যাহা জ্ঞানের সার বা সর্ব্বস্ব তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণের পর তাহা অবধারণ করিবে অর্থাৎ মনন দ্বারা দৃঢ় করিবে। ভোগের ইচ্ছাই বন্ধ এবং তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ ৩। তোমার শাস্ত্র সন্দর্ভে কার্য্য বা প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাই অভ্যস্ত করিবে যে, যাহা যাহা স্বাদু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতোষজনক তাহা তাহাই বিষের ও বহ্নির ন্যায় পরিত্যাজ্য ৪। বিষয় ভোগ অতিবিষম, তুমি ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার ও সুস্থির করতঃ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখের অধিকারী হও ৫। কণ্টকবীজসমাকীর্ণা ভূমি কণ্টক বৃক্ষই প্রসব করে। তদ্রূপ বাসনাক্রান্ত বুদ্ধিও দোষরাশি প্রসব করিয়া থাকে ৬। যে বুদ্ধি বাসনা জালে জড়িত নহে, যে বুদ্ধি রাগদ্বেষাদি রিপুকুল কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয় না, সেই সুস্থিরা বুদ্ধিই কালে পরমা শান্তি লাভের কারণ হয় ৭। তাদৃশী শুভা মতিই শ্রেষ্ঠবীজবতী ভূমির ন্যায় শান্তিফলপ্রদা হয় ও সদ্‌গুণযুক্ত অঙ্কুর সমুদয় প্রসব করিয়া থাকে ৮। মনঃ ফলানুসন্ধান হইতে বিচ্যুত ও প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইলে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘ প্রশান্ত হইলে, সৌজন্য তখন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রবুদ্ধ হইতে থাকে। যেমন

নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যকিরণের প্রসর হয়, সেইরূপ, অন্তরে বিবেক প্রসর হইলে তখন বেণুমধ্যে মুক্তাফলের ন্যায় হৃদয়ে ধৈর্য্যের অবস্থিতি হয়। অন্তঃকরণ আত্মসুখলাভে কৃতার্থ হইলে শান্তিরূপ শীতলছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষরূপ গুরু প্রভৃতি ও সাধুসঙ্গ সকল মোক্ষ ফলের জনক হয়। সমাধিরূপ সরল বৃক্ষে আনন্দরূপ সুস্বাদু রস প্রস্তুত হইলে মনঃ তখন নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম ও নিরুপদ্রব হয়। চাপল্য, শোক, মোহ, ভয় ও পাপ প্রভৃতি অনর্থপরম্পরা প্রশান্ত বা প্রশমিত হইয়া যায় ৯।১৩। আরও দেখা যায়' তখন শাস্ত্রার্থসন্দেহ প্রক্ষীণ, কৌতুক সকল নিঃশেষ ও কল্পনাজাল বিগলিত হইয়া যায় ১৪। মনঃ তখন মোহবিমুক্ত, নিরীহ; অক্রোশন, নিরপেক্ষ ও নিরাধি হইয়া থাকে। তখন সেই অনাসক্ত মনের শোকরূপ নীহার প্রশান্ত, ও ভববন্ধনগ্রন্থি শিথিল হইয়া থাকে ১৫। তখন সেই নির্ম্মল মনঃ নিজ সম্মুখস্থ সন্দেহরূপ কুপুত্রকে ও তৃষ্ণারূপিণী স্ত্রীকে বিনাশ করিয়া জীবন্মুক্তিরূপ পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয় ১৬। মনঃ প্রথমতঃ আত্মপীবরতার কারণ বিকল্পজাল পরিত্যাগ করে, করিয়া ক্ষীণ হয়, পরে সে আপনার ক্ষীণ দেহকে অনায়াসে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ১৭।

পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহাই দেখা যায় যে, মনের অভ্যুদয়ই বিনাশ এবং মনের বিনাশই মহোদয়। প্রাজ্ঞগণের নিকট মনঃ বিনাশপ্রাপ্ত ও অজ্ঞগণের নিকট তাহা বর্দ্ধনশীল ১৮। এই জগচ্চক্র, ঐ পর্ব্বতমণ্ডল, ঐ ব্যোমমণ্ডল, প্রভৃতি, সমস্তই মনঃ। মনঃই জনগণের মহাশত্রু ও মনঃই জনগণের পরম মিত্র ১৯। অঙ্গ! বিকল্পকলুষিত চিত্তে আত্মবিস্মৃতির অন্য নাম সংসারকল্পনাশীলা বাসনা ও মনঃ ২০। চিদাশ্রিত ও চেত্যানুপাতী চিত্ত জীব শব্দে কথিত হইয়া থাকে। (চেত্য=রূপরসাদি বিষয়)। কেননা, তাহারই সংযোগে চিত্তের বিষয়াকার ও চিতের পরিচ্ছেদ ঘটনা হয়

সুতরাং বিষয় সকল চেত্য) পরমার্থ পক্ষে আত্মা, সংসারী পুরুষ অর্থাৎ জীব, শরীর অথবা শোণিত, এই তিনের অতিরিক্ত ২১।২২। যাহা দেহীর দেহ, তাহার সঙ্গা নাই অর্থাৎ তাহা জড়, কিন্তু যে দেহী সে স্বয়ং, চেতন, নির্লেপ ও আকাশস্বরূপ ২৩। কদলীস্তম্ভ খণ্ড খণ্ড কর, বল্কল ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া যাইবে না। দেহকেও শত খণ্ড করিলে রুধিরাদি ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে না ২৪। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি মনকেই জীব ও নর বলিয়া জানিবে। মনোরূপ জীব আপনার কল্পনায় আপনাকে শরীরাদিবিশিষ্ট দর্শন করে ২৫। ঐ মনোরূপ জীব আপনারই কল্পনায় কোশকার কীটের ন্যায় আপনিই আপনার বন্ধনের নিমিত্ত বিবিধ বিকল্পজাল বিস্তার করে ২৬। অঙ্কুর যেমন দেশ ও কালক্রমে পল্লবত্ব প্রাপ্ত হয়' তাহার ন্যায় নরেরাও এক দেহভ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশান্তরে ও কালান্তরে অন্য দেহভ্রম প্রাপ্ত হয় ২৭। মনের বাসনা যদ্রূপ, মনঃ তদ্রূপভাব প্রাপ্ত হয় ও তাহাই দেখিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—চিত্ত যে ভাবনায় আবিষ্ট হইয়া শয়ন করে, নিদ্রাগমে তাহাই দর্শন করে (স্বপ্ন দেখে) ২৮। মধুর রস পরিভাবিত হইলে অম্লবীজও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া মধুর ফল প্রসব করে এবং মধুর বীজও কটু রসে পরিভাবিত হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ কটু ফল প্রদান করে ২৯। চিত্ত উৎকট শুভবাসনার দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র নামক ব্রাহ্মণের মনোরাজ্য জনিত ইন্দ্রত্ব ৩০। চিত্ত ক্ষুদ্র বাসনার দ্বারা ক্ষুদ্রই হয়, মহৎ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত—পিশাচভ্রমসম্পন্ন ব্যক্তির স্বপ্নকালেও পিশাচ দর্শন হয় ৩১। স্বচ্ছ জলের সরোবরে কালুষ্য স্থিতি লাভ করে না। এবং কালুষ্যপূর্ণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে নৈর্ম্মল্যও স্থিতি প্রাপ্ত হয় না ৩২। এতদ্‌দৃষ্টান্তে বুঝিবে যে, কলুষিত মনে নির্ম্মলত্ব ও নির্ম্মল মনে কালুষ্য অবস্থান করে না ৩৩।

উত্তম পুরুষ দরিদ্রতার ও দেশোপপ্লবাদির দ্বারা আক্রান্ত হইলেও চিত্ত-নৈর্ম্মল্যকারক শান্তি ও সমাধি প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন না ৩৪। তত্ত্বজ্ঞান একবার আবির্ভূত হইলে তখন আর সহস্র উপদ্রবেও কালুষ্যের আগমন হইবে না। তাহার কারণ—আত্মার মোক্ষ, বন্ধ বা বন্ধতা, কিছুই নাই। ঐ সমস্ত ইন্দ্রজাললতার ন্যায় মিথ্যা সমুত্থিত, সুতরাং মায়ামাত্র ৩৫। একত্ববিরোধী দ্বৈতবিভ্রমকে তুমি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, মৃগ-তৃষ্ণানদীর ন্যায়, দ্বিচন্দ্রভ্রমের ন্যায় মিথ্যা প্রতিভাত বলিয়া জানিবে ৩৬। সংসার প্রস্ফুরিত হইতেছে সত্য; পরন্তু ইহা অত্যন্ত নিঃসার ও অসন্ময় ৩৭। একমাত্র ব্রাহ্মী সত্তাই অজ্ঞানের কুহকে এতদাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছে। স্বাত্ম-অজ্ঞানের কুহকেই "আমি অনন্ত নহি, আমি অতিক্ষুদ্র, আমি দুঃখী," এইরূপ দুর্নিশ্চয় উদিত হইয়াছে; পরন্তু ঐ দুর্নিশ্চয় "আমি অনন্ত. আমি সর্ব্বব্যাপী. আমি সর্ব্বময় ও সর্ব্বশক্তি," এইরূপ সুনিশ্চয় দ্বারা বিলীন হইয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ স্বচ্ছ পরমাত্মায় যে "অহং" ইত্যাকার কল্পিত ভাবনা; সেই ভাবনাই বন্ধন। যাহাই হউক, বন্ধ, মোক্ষ, দ্বিত্ব ও একত্ব, সমস্তই এক ব্রাহ্মী সত্তা। অধিক কি, এ সমস্তই ব্রাহ্মী সত্তা. এইরূপ দৃষ্টি (জ্ঞান) পরমার্থ ৩৮।৪০। চিত্তনৈর্ম্মল্যের আতিশয্যে, যাহার বিনাশ নিকটবর্ত্তী এবং যে অমনস্তাপন্ন, তাদৃশ মনঃ এতৎ শরীরেই ব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হয় ৪১। মনঃ যদি শুভসংস্কাররূপ নির্ম্মল জলে-ধৌত হয়, তাহা হইলে সেই মনঃই ব্রহ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারক হইবে। সুশুভ্র বস্ত্রই রঞ্জিত হয়, মলিন বস্ত্র রঞ্জিত হয় না। ৪২। হে অনঘ! সমস্তই আমার আত্মা, অথবা আমার আত্মাই সমস্ত, এইরূপ ভাবনার দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর, করিয়া বন্ধমোক্ষ হইতে উত্তীর্ণ হও ৪৩। মনঃ যদি প্রথমে শরীরের দ্বারা অর্থাৎ অধিকারিত্ব সম্পাদন দ্বারা, তৎপরে শাস্ত্র ও সৎসঙ্গাদির দ্বারা, তৎপরে বৈরাগ্য

বুদ্ধির দ্বারা স্ফটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ (মার্জ্জিত) হয়, তাহা হইলে তখন তাহাতে এই জগতের রহস্য প্রতিফলিত হইবে। তৎপূর্ব্বে হইবে না ৪৪। মনঃ যে বহিঃ পদার্থে একতান হইতেছে, আত্মায় একতান হইতেছে না, তাহাকেই তুমি ক্ষণবিনাশিনী অসত্য-জ্ঞানদৃষ্টি বলিয়া জানিবে ৪৫। মনঃ যখন কি বাহিরের কি অন্তরের দৃশ্য দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদে লীন হইবে, তখন তুমি জানিবে, তৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে ৪৬। তুমি অসন্ময়ী দৃশ্য দৃষ্টিকে মনের অন্যতম রূপ বলিয়া জানিবে। বস্তুতঃই বাহ্যপদার্থ সকল মনের রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৪৭। যাহা আদৌ ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎকাল প্রতীয়মান হয় মাত্র, নিশ্চয়ই তাহা অসৎ। যাহারা-মনের এই রহস্য বিদিত নহে, তাহারা অনন্ত দুঃখ অর্জ্জন করে ৪৮। ইহা জগৎ নহে, ইহা কেবল আত্মা, এই ভাব উদিত না থাকাতেই এই অসন্ময়ী দৃশ্যশ্রী দুঃখপ্রদা হইতেছে। কিন্তু যদি ইহাকে পরমার্থরূপে দর্শন করা যায় তাহা হইলে তখন এই দৃশ্যশ্রী ভোগ (সুখানুভব) ও মোক্ষ উভয় ফল প্রদান করিবে ৪৯। যেমন জলে তরঙ্গের কল্পনা, তাহার ন্যায় আত্মায় এই দৃশ্যজালের কল্পনা। পরন্তু যে জানে, জল পৃথক্ ও তরঙ্গ পৃথক্, সে, সে বিষয়ে (তরঙ্গতত্ত্বে বা জলতত্ত্বে) অজ্ঞ। কিন্তু যে জানে, জলই তরঙ্গ, সে জলতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ৫০। যাহা হেয় অথবা উপাদেয় রূপে উপস্থিত হয় তাহা অসৎ ও দুঃখপ্রদ। যাহা হেয় ও উপাদেয় পরিশূন্য, তাহা অনন্ত বা অসীম পরমার্থ ৫১। মনঃও দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত সুতরাং তাহাও সঙ্কল্পকল্পিত, সেজন্য মনঃও অসন্ময়। হে রাঘব! বল দেখি, যাহা অসন্ময় তাহার বিনাশে শোক কি ৫২? তুমি স্নেহরহিত বন্ধুর ন্যায় রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত বুদ্ধি অবলম্বনে পৃথিব্যাদি ভূতের ও আত্মার তত্ত্ব অবলম্বন কর ৫৩। যেমন নিঃস্নেহ বন্ধু স্বীয়

বন্ধুর সুখদুঃখে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ, যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিও ভৌতিক সুখদুঃখে লিপ্ত হন না ৫৪। যাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অন্তরালে অবস্থিত তাহাই শিব ও নিরতিশয়ানন্দরূপ ব্রহ্ম ৫৫। মনোরূপ বায়ু প্রশমিত হইলে তখন আর দেহরূপ পাংশু (ধূলি) উড্ডীন হয় না। এই সংসার নগরে তখন আর অজ্ঞান নীহার দৃষ্ট হয় না ৫৬। বাসনারূপ প্রাবৃট্ পরিক্ষীণ হইলে, মনঃ আত্মস্বরূপে রমমাণ হইলে, হৃৎকম্পজনক জড়ত্বরূপ পঙ্ক পরিশুষ্ক হইলে, ভীষণ হৃদয়কাননে তৃষ্ণারূপ বটবৃক্ষ শুষ্ক ও ক্ষীণফল হইলে' ইন্দ্রিয়সমূহরূপ কদম্ব বৃক্ষ মিথ্যাজ্ঞানবনে সংক্ষীণ হইলে এবং প্রভাত কালে শর্ব্বরীর ন্যায় মোহমিহিকা বিনষ্ট হইলে, জড়তা মন্ত্রহত সর্পবিষের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় ৫৭।৫৯। তখন দেহরূপ পর্ব্বতে ভয়রূপ ক্ষুদ্র নদী সমূহ প্রসারিত হয় না, অসৎপক্ষসম্পন্ন সঙ্কল্পরূপ ময়ূরও নৃত্য করে না ৬০। তখন সম্বিদাকাশ যার পর নাই নির্ম্মল হয়। জীবরূপ আদিত্য তখন অজ্ঞানরূপ মেঘাবলি হইতে নির্ম্মুক্ত ও মহোদয় প্রাপ্ত হইয়া বিরাজিত হয়। তখন রজোগুণরূপ রজোরাজিবর্জ্জিত, মোহরূপ মেঘজাল বিনির্ম্মুক্ত জ্ঞানসূর্য্য সমুজ্জল ও পরম বিবিক্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন চন্দ্রিকাসম্পন্ন শরদ্ব্যোমের ন্যায় বিমল চিত্তাকাশমঞ্জরী দিক্‌চক্র সুশীতল করিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে ৬১।৬৩। সুবিবিক্তা বিবেকভূমি তখন সর্ব্বসম্পত্তি প্রকাশ ও পরমানন্দ প্রদান করতঃ অতিশয় সফলতা প্রাপ্ত হয় ৬৪। বনপর্ব্বত-সঙ্কুল ভোগবিভবপরিপূর্ণ ভুবনান্তর তখন পরমালোকদ্বারা আলোকিত হইয়া যার পর নাই সুশীতল হয় ৬৫। সুনির্ম্মল স্ফটিকাকৃতি মনোরূপ সরোবর তখন সু প্রফুল্ল ও সুসুন্দর হৃৎপদ্ম বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা নিজেও অভূতপূর্ব্ব পরমা শোভা ধারণ করে। তখন অহঙ্কাররূপ রজোমলিন মধুব্রতগণ হৃদয়কমলের রজোহীনত্ব দর্শনে চঞ্চল হইয়া সেই মনোরূপ সরোবর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করে তাহা বুঝা যায় না অর্থাৎ বিলীন হইয়া যায়

৬৬।৬৭। দেহনগরের ঈশ্বর সর্ব্বনায়ক সর্ব্বগ আত্মা তখন বিক্ষেপরহিত নির্ব্বাসন ও শান্তমনা হইয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন ৬৮।

রামচন্দ্র! যে প্রশান্তধী বিচারদ্বারা মনঃকে বিগলিত করিয়া আপনার স্বরূপ বুঝিয়াছেন অথবা তত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই বিগতজ্বর হইয়া এই দেহনগরে বিরাজ করিয়া থাকেন, অন্যে নহে ৬৯।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ।

—)(০)(—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! বর্ণিত প্রকারের বিশ্ব বিশ্বাতীত চিদাত্মায় যে প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে তাহা আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার বর্ণন করুন ১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন ভবিষ্যৎ তরঙ্গ সকল জলে অনভিব্যক্তরূপে অবস্থিতি করে, ব্যক্তাকারে অবস্থিতি করে না, সেইরূপ, সৃষ্টিপরম্পরাও কখন ব্যক্তাকারে কখন বা অব্যক্তভাবে চিত্তত্ত্বে অবস্থান করে ২। আকাশ সর্ব্বগত হইলেও সূক্ষ্মতা বশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য হয় না। তাহার ন্যায় সর্ব্বগত চিৎতত্ত্বও জনসাধারণের লক্ষ্য হয় না ৩। মণি আবৃত থাকুক আর অনাবৃত থাকুক, অর্থাৎ দেখিতে পাও বা না পাও, তাহাতে বা তাহার প্রতিবিম্ব আছেই। অপিচ, প্রতিবিম্ব পদার্থ সত্যও নহে, অসত্যও নহে। সুতরাং অনির্ব্বাচ্য। পরমাত্মার সৃষ্টির উদয়কে ও তাহার অস্তিতাকে তুমি উক্ত নিদর্শনের অনুরূপ জানিবে ৪। মেঘ গগনেই থাকে, অথচ গগনে স্পৃষ্ট বা লিপ্ত হয় না। তাহার ন্যায় সৃষ্টিও চিদাত্মায় স্পৃষ্ট বা লিপ্ত হয় না ৫। সূর্য্যকিরণ জলাদি উপাধিতে দৃষ্ট হয়। তাহার ন্যায় চিদাত্মাও এই শরীর রূপ উপাধিতে উপলব্ধিগোচর হন ৬। চিৎ পদার্থ সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প রহিত, সর্ব্বপ্রকার সংজ্ঞাবিবর্জ্জিত ও অবিনাশী। যে কিছু চেত্য, সমস্তই সেই চিৎ পদার্থের প্রকার ও নাম বিশেষ। তাহা আকাশের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথচ সংসাররূপিণী ৭।৮। সলিল যেমন তরঙ্গবুদ্বুদাদি না.না আকারে প্রতীয়মান হয়, এবং সে সকল যেমন

সলিল হইতে পৃথক্ নহে, তাহার ন্যায় ত্বদ্ভাব ও মদ্ভাব (তুমি আমি) প্রভৃতি নানারূপ প্রতীয়মান হইলেও ঐ সমস্ত চিৎ হইতে ভিন্ন নহে ৯।১০। চিৎ চেত্য উপমিত (প্রকাশিত) করে, এরূপ মনে না করিয়া, আপনাকেই আপনি প্রকাশিত করে, এইরূপ মনে করিবে। তাহা হইলে উক্ত নিশ্চয়ের পরিপাকে স্থির হইবে যে, চিতেরও স্বরূপ আত্মার সহিত অভিন্ন। অজ্ঞের চিন্তায় সৃষ্টি চিতের অতিরিক্ত বটে; পরন্তু তাহাও তাহাদের কল্পনা। সুতরাং চিদতিরিক্ত মাত্রই কল্পনা। ফলিতার্থ— চিৎস্বরূপকেই চিদ্ব্যতিরিক্ত ও অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া মনে করে ১১। এই চিৎ অজ্ঞগণের নিকট অসদ্ভাবাপন্ন হইয়া ঘোর সংসার বিস্তার করে এবং যে জানে তাহার নিকট ব্রহ্মাত্মিকা হইয়া প্রকাশিত ও বিরাজিত হয় ১২। এই চিদ্বস্তুর অন্য নাম অনুভূতি। সুতরাং তাহারই প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশমান হইতেছে। (অনুভূতির দ্বারাই উহাদের অস্তিতা সিদ্ধি হইতেছে, সুতরাং উহারা অনুভূতি ছাড়া নহে) এবং উক্ত চিদ্বস্তুই জীবের জন্মাদির প্রতি প্রধানের কারণ ১৩। উদয়, অস্ত, উত্থান, স্থিতি, গতি, এ সকল তাঁহাতে নাই। তিনি এই জগতে আছেনও বটে, এবং নাইও বটে। তিনি আপনিই আপনাতে অবাস্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! তিনিই এই প্রপঞ্চাকারে বিবর্তিত ও জগৎ নামে প্রকাশমান ও অভিহিত হইতেছেন ১৪।১৫। যেরূপ তেজের দ্বারা তেজ, ও সলিল দ্বারা সলিল স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ সৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে (অর্থাৎ জীবের গোচরীভূত হইতেছেন) ১৬। অবস্থাভেদে ইহার দ্বৈরূপ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমার্থ-দশায় প্রকাশ ও শুদ্ধ চিৎ, এবং ব্যবহার-দশায় আমি আমাকে জানি না, ইত্যাকারে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ (মলিন) ও অসর্ব্বগ ১৭। তিনি যখন অবিদ্যার উদয়ে আপনার পরমত্ব হইতে বিচ্যুত হন তখন তাঁহাতে "অহমস্মি"

এইরূপ ভাবের আবেশ হয় ও তৎক্রমে ক্রমশঃ অজ্ঞপদ প্রাপ্তি হয় ১৮। অহম্ভাব আবিষ্ট হওয়ার পর সংসার। তাহাতে বৃথা নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনিই ইহা আছে, ইহা নাই, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, ইহা অত্যাজ্য, ইহা ইষ্ট এবং ইহা অনিষ্ট, এইরূপ ভেদ-ভাব ও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকটিত করিতে থাকেন। তিনি বস্তুতঃ কিছু না করিলেও দেহস্পন্দ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন তিনিই বিহিত-নিষিদ্ধ শত শত কার্য্য করিতেছেন। এবং কখন উন্নত এবং কখন বা অধোগত হইতেছেন ১৯।২০। আকাশের অবকাশ, বায়ুর স্পন্দন, জলের রস-ভাব, পৃথিবীর কাঠিন্য, তেজের রূপ, বিশ্বের স্থিতি, কালের অস্তিতা, এ সমস্তই চিৎস্বভাবের অনতিরিক্ত ২১।২২। তিনি পুষ্পকেশরসঞ্চিত গন্ধ, মৃৎকোটরস্থিত রস ও ভূতলে স্থাণুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই পদার্থই পুষ্পপল্লবরাশির বসন্ত, তাপশক্তির নিদাঘ, জলরাশির প্রাবৃট্, ধান্যাদি শস্যের শরৎ, হিমাচ্ছাদনের হেমন্ত ও শীতলানিলের শিশির। অজ্ঞ লোক যাহাকে সম্বৎসর ও যুগাদি কাল নামে উল্লেখ করে তাহাও চিৎস্বভাবের অন্তর্ভূত। একমাত্র চিৎই তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলার ন্যায় সৃষ্টি-লীলা বিস্তার করিতেছেন ২৩।২৪। তাঁহারই দ্বারা নিয়তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে ধরা (বিশ্ব) ধারণ করিয়া থাকে, তাঁহারই দ্বারা ভূতগণের জন্ম-মরণ-প্রবাহ পুনঃ পুনঃ জাত ও বিলীন হইতেছে এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকোটির অন্তর্গত কৃতান্তের বশবর্ত্তী মূঢ় প্রাণিগণ উন্মত্তের ন্যায় ইহ জগতে কখন আগত, কখন বা গত হইতেছে ; কখন বা ইহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, কখন ধর্ম্মরূপ স্বার্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এবং কখন বা জন্মনাশদ্বারা ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে ৩০।৩৩।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

—:o:—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে বর্ণিত প্রকারের স্থিরতরাকার সংসার-ধারা পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হইতেছে। ইহা সেই ব্রহ্মস্বভাবজাত, তদ্দ্বারা বিনষ্ট ও তাহাতেই বিলীন হইতেছে ১।২। যেমন অগাধজল জলাশয়ের অভ্যন্তরে জলশূন্য স্থান না থাকায় স্পন্দস্বভাব জল অস্পন্দাকার (স্থিরভাব) ধারণ করে, তেমনি, এই অসত্য বিশ্বও কদাচিৎ সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হয় ৩। নিদাঘ কালে (নিদাঘ=গ্রীষ্ম) নিরাকার আকাশে নদী দর্শন হইয়া থাকে (সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি)। তাহার ন্যায় সৃষ্টি-পরম্পরা ব্রহ্মাকাশেই পরিদৃষ্ট হইতেছে ৪। আপনি এক প্রকার, পরন্ত মত্ত ব্যক্তি মত্ততা বশতঃ আপনাকে অন্য প্রকার দর্শন করে। তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও চিত্তাবেশ বশতঃ অন্যাকারে পরিদৃষ্ট হয় ৫। রামচন্দ্র! এ সকল সৎ, অসৎ, ব্রহ্মস্থ, ব্রহ্মস্থ নহে, ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত, কিছুই বলিবার যোগ্য নহে ৬। যাহার দ্বারা তুমি শব্দ, রস, রূপ ও গন্ধ জানিতেছ তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে। সেই আত্মাই পরব্রহ্ম এবং সেই পদার্থ ই সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি অতীত, তিনি সর্ব্বগামী, তাঁহার দ্বিতীয় বা অংশ নাই। একত্ব বা নানাত্ব,-সমস্তই তাঁহাতে ও তৎকর্ত্তৃক কল্পিত ৭।৮। ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ, এ সকল মায়িক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৯। যে-হেতু সৃষ্টি আত্মারই রূপভেদ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টি আত্মাতিরিক্ত নহে। এ বিষয়ে আরও বিবেচ্য এই যে, যদি আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাদি থাকাও সপ্রমাণ

হইত। যখন তাহা নাই অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণ বহির্ভূত। অপিচ, তাঁহার ইচ্ছাদি সদ্ভাবও প্রমাণ-বহির্ভূত। অতএব, হে রাঘব! যখন কিছুমাত্র আত্মা হইতে ভিন্ন নহে তখন সেই আত্মা কি ইচ্ছা করিয়া কি কার্য্য করিবেন? এবং কি-ই বা লাভ করিবেন ২০? ইহা বাঞ্ছনীয়, ইহা অবাঞ্ছনীয়, এ সকল ভাব তাঁহাকে স্পর্শও করে না, ইহা অবধারণ করিবে। যে-হেতু তিনি নিরিচ্ছ, সেই হেতু তিনি কিছুই করেন না। কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, এ সকল প্রভেদ মিথ্যা, একাত্মতাই সত্য। ইহা আধার, তাহা আধেয়, এ সকল কল্পনাও তাঁহাতে অস্পৃষ্ট। অধিক কি বলিব, দ্বিতীয়কল্পনাও তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে। ইচ্ছা না থাকায় তিনি কোন অভিপ্রেত কার্য্য করেন না ১১। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট যে প্রকার আত্মস্থিতি বর্ণনা করিলাম, তুমি ঐ প্রকার অবস্থিতিকে ব্রহ্মস্থিতি বলিয়া জানিবে। এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বপ্রকার চিন্তা-বিবর্জ্জিত হইয়া কার্য্যসমুদায়ের কর্ত্তা হইবে ১২। আমি করিতেছি, এরূপ অভিমান ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে তুমি দেহের উপচয় অপচয় ব্যতীত অন্য কি সুফল প্রাপ্ত হইবে? তাই বলিতেছি, হে রাঘব! তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হউক, অকর্ত্তৃত্ব ভাবে আস্থা হউক, শ্রুতি ও গুরুবাক্য দ্বারা আত্মপ্রবোধ লাভ করতঃ তুমি স্বস্থ, স্বচ্ছ, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বাত সমুদ্রের ন্যায় নিষ্প্রকম্প হও ১৩।

যাহাতে পূর্ণতা লাভ হইবে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ হইবে তাহা বহু যত্নে ও সুদূরে ভ্রমণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা স্থির করিয়া তুমি বাহ্য পদার্থের অন্বেষণে ক্ষান্ত হও। তুমি চিদাত্মা, সুতরাং তুমিই পরম ১৪।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—:○:—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞদিগের যে কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ লোকে দেখে বটে, তাঁহারা আহরণ-বিহরণাদি কার্য্য করিতেছেন; তথা তপস্যাদিও করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের সে কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব নহে। অজ্ঞদিগের কর্ত্তৃত্বই কর্ত্তৃত্ব ১। কর্ত্তৃত্ব কি ? বা কর্ত্তৃত্ব কাহাকে বলে ? তাহা বিবেচনা কর। অন্তরস্থ মনোবৃত্তির যে নিশ্চয় অথবা কার্য্যের পূর্ব্বে ও পরে ইহা হেয় বা উপাদেয় ইত্যাকার মনোবৃত্তি, তাহাই কর্ত্তৃত্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ। তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব হইতে বাসনা (সঙ্কল্পবিশেষ) জন্মে এবং বাসনানুরূপ ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল বা তাহা পুরুষগণ কার্য্যের পরে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, কর্ত্তৃত্ব হইতেই ফল-ভোক্তৃত্বের উদয়, ইহাই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ২।৩। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের উক্তি আছে যে, "পুরুষ করুন বা না করুন, বাসনা জন্মিলে তদনুরূপ ফল স্বর্গে অথবা নরকে অনুভব করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না ৪।" অতএব অজ্ঞাততত্ত্ব জনগণেরই কর্ত্তৃত্ব, প্রাজ্ঞগণের বাসনা-হীনতা প্রযুক্ত অকর্ত্তৃত্ব ৪। জ্ঞাততত্ত্বগণ গলিতবাসন, সেজন্য কার্য্য করিলেও তাহার ফল তাঁহাদের ভোগ হয় না। তাঁহারা কেবলমাত্র দেহস্পন্দন করেন, মন তাঁহাদের অনাসক্ত থাকে। যদিও অজ্ঞাতসারে কোনরূপ কার্য্যফল উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সে ফলকে "এ সমস্তই পরমাত্মা" এইরূপ অনুভব করেন। ভোগাসক্ত অজ্ঞগণ বাহিরে কোন কিছু না করিলেও ফলপ্রসবকারী কর্ম্ম তাহাদের অন্তরে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা মনঃকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় তাহাই প্রকৃত কৃত এবং মনঃ-

কর্ত্তৃক যাহা কৃত না হয়, তাহা বস্তুতঃ অকৃত। অতএব হে রাঘব! মনঃই কর্ত্তা, দেহ কর্ত্তা নহে ৫।৭। চিত্ত হইতেই সংসার সমাগত সুতরাং তাহা চিত্তময় ও চিত্তে অবস্থিত। এ তত্ত্ব বিচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রূপ-রসাদি বিষয় ও তদাকারা মনোবৃত্তি উপশান্ত বা বিনষ্ট হইলে তখন সে সমুদায়ের বাসনা বা সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। জীব সেই সংস্কার-বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে ৮। কিন্তু আত্মজ্ঞগণের বর্ণিত প্রকারের বাসনা জলদাগমে মৃগতৃষ্ণা সলিলের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা তুর্য্য পদে অবস্থিতি করেন। সেই তুর্য্য পদ না আনন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির। অর্থাৎ বর্ণনাতীত বা বাক্‌পথের অতীত ৯।১০। জ্ঞানীদিগের মন স্পন্দময় বাসনায় নিমগ্ন হয় না। তাঁহারা দেখেন, অজ্ঞদিগেরই মন নিরবচ্ছিন্ন ভোগস্থান। এ সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক মনুষ্য গর্ত্তে নিপতিত হয় নাই, শয্যায় শয়ান কিম্বা আসনে উপবিষ্ট আছে, অথচ সে গর্ত্তপতনে সংস্কারের প্রাবল্যে গর্ত্তপতন-দুঃখ অনুভব করে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, গর্ত্তে নিপতিত হইয়াছে অথচ সে তজ্জনিত দুঃখ অনুভব না করিয়া শয্যাশয়ন-সুখ অনুভব করিতেছে। এতদ্দৃষ্টান্তে অপর এক সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, পুরুষ চিত্তময়। চিত্ত যখন যেরূপ তখন সে সেইরূপ ১১।১২। অতএব, তত্ত্বজ্ঞ কোন কিছু করুন বা না করুন তাঁহাদের চিত্ত সদা অসংসক্ত থাকে। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন, আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। থাকিলে অবশ্য সংসক্তি সম্ভাবনা থাকিত বা করিতে পারিত। না থাকায় তাহা পারা যায় না। জগৎ বা জগদন্তর্গত যে কিছু—সমস্তই আভাস ১৩। সেইজন্য, তাদৃশ জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষের আত্মা সর্ব্ববিদিত ও সুখ-দুঃখের অতীত। আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত, এই জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় নিশ্চয়ে নিবদ্ধ থাকে তাহাদের ইহা

আধার তাহা আধেয় এ সকল দৃষ্টি থাকে না। যাহাদের জ্ঞান ঐরূপ অবধারণে নিমগ্ন থাকে, তাহারা প্রথম সোপানে এইরূপ জানে যে, আমি কর্ত্তা ভোক্তা সর্ব্বপদার্থব্যতিরিক্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্মতম জীব। অবশেষে স্থির হয় যে, যে কিছু—সমস্তই আমি, আমা ছাড়া কিছু নাই। আমিই সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বব্যাপী। এইরূপ সর্ব্বব্যাপিতা-নিশ্চয় সুদৃঢ় হইলে তৎপরিপাকদশায় স্থির হয়—আমি সুখ-দুঃখে অস্পৃষ্ট। তখন তাহাদের লোকব্যবহার, লীলাব্যবহারের সদৃশ হইয়া দাঁড়ায় ১৪। সঙ্কট অবস্থা আসুক আর হর্ষাবস্থা আসুক, তত্ত্বজ্ঞ মন সর্ব্বদা জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভমান থাকে। চিত্ত মৃতকল্প থাকায় তাঁহারা করিলেও কর্ত্তা হন না, নির্লিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা অঙ্গপরিচালনানিষ্পন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলাফলও অনুভব করেন না ১৫।

হে রামচন্দ্র! মন অভিহিত প্রকারে সর্ব্বকর্ম্মের, সর্ব্বচেষ্টিতের, সর্ব্বভাবের, সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বগতির বীজ। মনঃ পরিহৃত হইলে সমস্ত কর্ম্ম পরিহৃত, সর্ব্ব দুঃখ ক্ষীণ ও সর্ব্বকর্ম্ম বিলয়প্রাপ্ত হয়। মনঃ যেরূপ কর্ম্ম করুক না কেন, প্রাজ্ঞ তাহাতে আসক্ত বা বিবশীকৃত অথবা তাহার অনুরঞ্জনা প্রাপ্ত হন না। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন—আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই ১৬। মনঃ বালকের ন্যায় নগর নির্ম্মাণাদি করুক, জ্ঞানী দেখিবেন, তিনি কিছুই করেন না। তত্ত্বজ্ঞগণের সম্বন্ধে মোক্ষকথাও নাই। সমস্তই অজ্ঞগণের জন্য। এ বিষয়ের উপসংহার এই যে, আত্মা অকর্ত্তা ও অভোক্তা। কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত মাত্র ১৭।১৮। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবিত জীবের সম্বন্ধে অনিবার্য্য বটে; পরন্তু সে সমস্তই জ্ঞানমালিন্যমূলক। জ্ঞানের মালিন্য বিচারে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃতাদির নাস্তিত্বই অবধারিত হয়। যাহাদের দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে, তাহাদেরই দ্বেষাভিলাষাদি আবির্ভূত হয়, অন্যের নহে ১৯।

যাহাদের চিত্ত অনাসক্তস্বভাব, তাহাদের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। অর্থাৎ তাহারা নিত্যমুক্ত। বন্ধনব্যবহার ও মোক্ষের উপদেশ সমস্তই বিষয়াসক্তচিত্ত জীবদিগের জন্য। তাহাদের বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই বিদ্যমান ২০। জ্ঞানিগণের নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই উল্লসিত হয়। একত্ব, দ্বিত্ব, এ সকল তাহাদের ব্যবহার মাত্রে প্রতিভাসিত ২১। প্রকৃত পক্ষে বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, অবন্ধ ও অমোক্ষ, দু-এর কিছুই নাই। এই যে সংসারদুঃখ, ইহা অপ্রবোধমূলক, প্রবোধ জন্মিলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। মোক্ষ ও বন্ধন বৃথা এবং ঐ দুই কথাও বুদ্ধিকল্পিত। হে রামচন্দ্র! তুমি ঐরূপ মতি (আমি বদ্ধ আছি, কিসে মুক্ত হইব? এতদ্রূপ বুদ্ধি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহঙ্কাররহিত, আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া ব্যবহার কর ২২।২৬। *

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* এই সর্গে মনের স্বরূপ উপদেশার্থ কোথায় আত্মবিস্মৃতির নাম মন, এইরূপ বলা হইয়াছে। মনঃই জগদাকার হইতেছে, এইরূপ বলা হইয়াছে। কোথায় চিত্ত বিষয়াকার হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। এ সকল দৃষ্টে এমন বুঝিতে হইবে না যে, মন ও চিত্ত পদার্থতঃ পৃথক্। মন ও চিত্ত একই বস্তু; তাহার বৃত্তি উদয়ের পার্থক্য-দৃষ্টে ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ

—(০)—

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে এই বিচিত্ররূপা সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? কিছু নাই অথচ সৃষ্টি, এ কথা ভিত্তি নাই অথচ চিত্র প্রস্তুত হইল? এই কথার অনুরূপ। অতএব, হে মহাত্মন্! আপনি বলুন, সৃষ্টির প্রকার কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র! শ্রবণ কর। এই সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অনতিরিক্ত। তিনি সর্ব্বশক্তি। যে-হেতু সর্ব্বশক্তি সেই হেতু সমুদায় শক্তি ব্রহ্মেই লক্ষিত হয়। স্বত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, সাদিত্ব, অনাদিত্ব, সমস্তই সমুদ্র হইতে সলিলরাশির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তিনি স্বীয় উল্লাসে নানা আকারে প্রকাশিত ১।৪। চিদঘন (ব্রহ্ম) হইতে চিত্ত (চিত্তোপাধিক জীব)। আবার চিত্ত হইতে কর্ম্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি বর্দ্ধিত, দৃষ্ট, ধৃত, জাত এবং বিক্ষিপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় জীবের ও সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে ৫।৬।

রঘুকুলপাবন রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার এ বাক্যও অতিগহন, অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য। আমি ইহার অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। কোথায় মনঃপ্রভৃতির অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব? আর কোথায় ক্ষণভঙ্গুর পদার্থশ্রী? যাহাই হউক, সৃষ্টি যদি ব্রহ্ম হইতেই আপতিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ব্রহ্মাকার হওয়া উচিত ছিল। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তদ্রূপাকারই হইয়া থাকে। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শস্য হইতে শস্য

জন্ম লাভ করিয়া থাকে ৭।১১। যে নির্ব্বিকার হইতে যাহার আগমন (উৎপত্তি) হয়, তাহার তদ্রূপ নির্ব্বিকার হওয়াই উচিত ১২। অতএব, আপনার সিদ্ধান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও পরমেশ্বর চিদাত্মায় কলঙ্কারোপ করিতেছে।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাঘবের ঐরূপ আপত্তিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এখনও এ সমস্ত ব্রহ্ম। এ তাঁহার কলঙ্ক অর্থাৎ বিকার নহে। সমুদ্রে জলতরঙ্গই জন্মে, ধূলি জন্মে না ১৩।১৪। যেরূপ অগ্নিতে উষ্ণতা ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ স্থিতি লাভ করে না ১৫। রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত, কিন্তু তদুৎপন্ন এই বিশ্ব সদ্বন্দ্ব ও অনন্তদুঃখপরিপূর্ণ। তাই আমি আপনার তাদৃশী অস্পষ্টার্থ বাক্যের অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না ১৬।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা রাম ঐরূপ কহিলে মুনি-শার্দ্দুল বশিষ্ঠ রাঘবকে উপদেশ প্রদানার্থ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ১৭। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, রামচন্দ্রের বুদ্ধি এখনও যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয় নাই। কেবল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগে অল্প পরিমাণে নির্ম্মল হইয়াছে ১৮। যাহার মন সম্যক্ নির্ম্মল, যে জ্ঞেয়তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত জগতের জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিদেকরসভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোক্ষকথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। সেই ব্যক্তিই বিবেকী ও বুদ্ধিমান্ ১৯। তাদৃশ ধীমান্গণের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কোনও প্রকার বিরোধ প্রতিভাত হয় না। সুতরাং এই রাঘব যাবৎ না সম্যক্ উপদেশ লাভ করিবেন তাবৎ ইহার বিশ্রান্তি লাভ হইবে না। অর্থাৎ সংশয়াদি নিরাস হইবে-না ২০। যে ব্যক্তি অর্দ্ধ ব্যুৎপন্ন, "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এ উপদেশ তাহার

প্রতি কার্য্যকারী নহে। কেননা, তাহারা তখনও দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তৎকারণে তাহাদের মতি তত্ত্ববোধভ্রষ্ট হয় ২১। যাহাদের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত, যাহাদের ভোগেচ্ছা বিনিবৃত্ত, "এ সকল ব্রহ্ম" এ-সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগেরই পক্ষে উপযুক্ত ২২। শিষ্য প্রবোধনের রীতি এই যে, গুরু প্রথমতঃ গুণসম্পন্ন শিষ্যকে শমদমাদি সদ্‌গুণ শিক্ষা দিয়া বিশোধিত করিবেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকে "এ সকল ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য উপদেশ করিবেন ২৩। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাদিগকে "ব্রহ্মই সমস্ত" এ উপদেশ করিলে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মহানরকেই নিয়োজিত করা হয় ২৪। যাঁহাদের ভোগেচ্ছা ক্ষীণ, বুদ্ধি বিকসিত, প্রার্থনা তিরোহিত, সেই সকল মহাত্মাদিগকে "ব্রহ্ম নির্ম্মল, অবিদ্যাকলঙ্ক মিথ্যা বা ভ্রান্তি বিশেষ," এ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য ২৫। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমোহবশতঃ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ করে, সে শিষ্যপ্রতারক বৈ গুরু নহে। সুতরাং সে আকল্প নরক ভোগ করিতে বাধ্য ২৬।

মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মে কলঙ্ক ঘটনা হয় কি না, তাহা আমি উপযুক্ত সময়ে বলিব এবং তখন তাহা সহজে বা স্বয়ং অবগত হইতে পারিবে ২৭।২৮। তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিস্থ কর যে, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত এবং তিনিই আবার অহং-বুদ্ধির অবগাহ্য। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ার দ্বারা বিচিত্র কার্য্য করে, সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও স্বাশ্রিত মায়ার দ্বারা মায়াময়ী দৃশ্যশ্রী প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই এই সকলের আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা ঘটকে পট ও পটকে ঘট করে, প্রস্তরে লতা ও লতায় প্রস্তর জন্মায়, কল্পবৃক্ষে রত্নস্তবক ও আকাশে বন-নগরাদি

দেখায়, গন্ধর্ব্ব নগরীর রাজগৃহে বরাঙ্গনা সঞ্চার ও ভূতলে আকাশ ও আকাশে ভূতল প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় তিনিও চিদাকাশে স্বমায়ায় এই সকল পদার্থ রচনা করিয়া থাকেন ২৯।৩৩। বস্তুতঃই একাদ্বয় অব্যক্তরূপ ঈশ্বরই বিচিত্ররূপ ধারণ করতঃ প্রতীয়মান হইতেছেন ৩৪। যখন তিনি সর্ব্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তখন যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেই একই বস্তু বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি ৩৫। সে বিষয়ে হর্ষ, অমর্ষ ও বিস্ময় প্রভৃতির অবসর কোথায়? ধৃতিমান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করতঃ বিস্ময়, হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি বিকার পরিত্যাগ করেন ৩৬।৩৭। যাবৎ না সমদৃষ্টি স্থিতি লাভ করে তাবৎ জগতের বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম মনুষ্যাদির ন্যায় যত্নপূর্ব্বক বিশ্ব রচনা করেন না, উৎপন্নের বিনাশও করেন না। সাগর যেমন যত্নপূর্ব্বক স্ববক্ষে তরঙ্গ উৎপাদন করে না, উৎপন্ন তরঙ্গের বিনাশও করে না, তাহার ন্যায় তিনিও উৎপাদন ও বিনাশ করেন না ৩৮।৩৯। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, মৃত্তিকায় ঘট, তন্তুতে বস্ত্র, বীজে বৃক্ষ অবস্থান করে তাহার ন্যায় পরমাত্মায় সমুদায় সৃষ্টিশক্তি বিরাজ করে। সে সকল শক্তির যখন যে শক্তি প্রাকট্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার উৎপত্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। বস্তুতঃ কেহ কর্ত্তা বা ভোক্তা নাই এবং কোন কিছু বিনষ্টও হয় না। সর্ব্বসাক্ষী, নিরাময়, এক ও চিন্ময় আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান থাকাতেই এ সকল সম্পন্ন হয়। যেমন দীপ থাকিলেই আলোক, সূর্য্য থাকিলেই দিবস, পুষ্প থাকিলেই গন্ধ, বিনা-প্রযত্নে জন্মে, তাহার ন্যায় কেবল আত্মতত্ত্বের বিদ্যমানতায় এই জগৎ জন্মগ্রহণ করিতেছে ৪০।৪৩। যেমন সমীরণের স্পন্দনই দৃশ্য, তেমনি, ব্রহ্মেরই আভাস জগৎ। ইহা না সৎ না অসৎ। যে বস্তু আত্মার বা আত্মভূত (স্বরূপান্তর্গত) নহে, তাহা কদাচ জাত বা বিনষ্ট হয় না ৪৪।৪৬। সুতরাং বোদ্ধব্য এই যে, একমাত্র আত্মা হইতেই সমুদয় সমুদিত

হইয়াছে এবং সে সকলের উদয়কালে অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞান তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করে নাই, অজ্ঞানতাই দৃঢ় হইয়াছিল। পরে তাহা হইতে সংসার নামে এক বৃহৎ বৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছে। এই বৃক্ষ শতসহস্র স্কন্ধশাখাদিসম্পন্ন, শুভাশুভ বিচিত্র ফলপ্রদ, আশারূপ মঞ্জরীবিশিষ্ট, দুঃখাদি দারুণ ভোগপরম্পরারূপ পল্লবশালী, জরামরণাদিরূপ কুসুমনিকরে শোভিত ও তৃষ্ণালতাদির দ্বারা বিজড়িত হইতেছে। হে অনঘ! তুমি বারণপতির স্তম্ভ উন্মথনের ন্যায় ঐ সকল লতাদি উন্মথন এবং বিবেকরূপ অসির দ্বারা ঐ বহুল দুঃখপ্রদ সংসারবৃক্ষকে ছেদন করতঃ মুক্ত হইয়া বিহার কর ৪৭।৫১।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চত্বারিংশ সর্গ।

—:০:—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ব্রহ্মপদ হইতে কিরূপে জীব-সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে? তাহাদের সংখ্যা ও স্বভাবাদি কত ও কিরূপ? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন১। বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে যেরূপে ভূতসংঘের উৎপত্তি হয়, যেরূপে তাহারা নাশপ্রাপ্ত হয় এবং যেরূপে তাহারা মুক্ত, পরিবর্দ্ধিত, স্থিত ও অন্তর্হিত হয়, আমি তোমার নিকট তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ২।৩।

সর্ব্বশক্তিমতী নির্ম্মলা ব্রাহ্মী চিৎশক্তি স্বয়ং (আপনা আপনি) যদৃচ্ছা-ক্রমে কলনাত্মক চেত্য হন৪।* চেত্য কলনার পর তাহা ঘনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা হইতে অহংভাবের স্ফুরণ হয়। সেই স্ফূর্ত্তিমৎ অহঙ্কারই মনঃ এবং জীবের উপাধি। জীবের উপাধি অর্থাৎ জীব জগন্ময় হইবার উপকরণ। পশ্চাৎ উপরি উক্ত মনঃ যাহা যাহা সঙ্কল্প করে তাহা তাহাই তাঁহার দৃশ্যাকারে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫। মনঃ ক্ষণমধ্যে সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ব্বপুরবৎ এই অসত্য দৃশ্য বিস্তার করেন ৬। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও স্ব-প্রকাশ, তিনি প্রথমতঃ স্বকর্ত্তৃক স্বাতিরিক্ত শূন্যাকারে দৃষ্ট বা অবভাসিত হন। এই অবস্থাটী সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ আকাশ ৭। এই আকাশরূপ আধারে চতুর্ম্মুখাদির ও ভুবন সমূহের কল্পনা। তাহার ক্রম বা প্রকার পরিপাটী

---

* কলনাত্মক চেত্য, এ কথার অর্থ—প্রাক্তন বাসনার উদ্বোধ বা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভবিষ্যৎ দেহাদি আকারের স্বপ্নবৎ স্ফুরণ বা উদয়।

এইরূপ—আকাশ কল্পনার পর তিনি পদ্মজ-সঙ্কল্পে (পদ্মজ=ব্রহ্মা বা হিরণ্য-গর্ভ) আপনাকে পদ্মজরূপে দর্শন করেন, তদনন্তর তিনি দক্ষাদি প্রজাপতির সহিত বিবিধ বহুভূতসমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগতের সৃষ্টি করেন। হে রামচন্দ্র! সৃষ্টি এই প্রকারে সেই চিতের স্বভাব চিত্ত হইতে সমাগত হইয়াছে, সেজন্য ইহা চিত্তময়ী ও শূন্যা, সুতরাং ব্যোম-শরীরা ও সঙ্কল্পনগরীর সদৃশী। ইহার বিদ্যমানতা ভ্রান্তির অন্যতম প্রকার ৮।১০। এই অসৎ জগতে কতিপয় ভূতজাতি মহামোহদ্বারা সমাক্রান্ত, কতক (সনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও কতক মোক্ষ-লাভার্থ যত্নশীল। যত্নশীল হইলেও দৃঢ় বৈরাগ্যের অভাবে পুনঃ পুনঃ বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতেছে না ১১। সমুদায় ভূত-জাতির মধ্যে ভারতখণ্ডবাসী নরজাতিরাই শাস্ত্রাধিকারী ও অধিক পরিমাণে বৈরাগ্য সম্পন্ন। সেই জন্য ইহারাই উপদেশের উত্তম পাত্র ১২।

হে রামচন্দ্র! বহুল-আধি-ব্যাধি-ভয়-মোহ-দুঃখাদির দ্বারা নিপীড়িত ও সংসারমগ্ন হইলেও যে সকল নরজাতি উপদেশ গ্রহণে সমর্থ, সেই সকল রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতির কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ১৩। স্থিরজল সিন্ধুর তরঙ্গচাঞ্চল্য প্রাপ্তির ন্যায় সেই অমৃত সর্ব্বব্যাপী নিরাময় অনাদি অনন্ত বিগতভ্রম অনন্তাখ্য নিস্পন্দবপু ব্রহ্মের একদেশে তদীয় স্পন্দন-সত্তান্বিত চিৎ ঘনতাপ্রাপ্ত হয় ১৪।১৫।

অবসরপ্রাপ্তে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, অনন্ত আত্মতত্ত্বের আবার একদেশ কি? কি নিমিত্ত তিনি বিকারিতা প্রাপ্ত হন? এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাকে অদ্বিতীয়বিক্রম বলে? বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন—রাম! "তৎকর্ত্তৃক ও তাহা হইতে জাত" ইত্যাদিবিধ বচন-রচনা কেবল শাস্ত্রব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ তাহাও নহে ১৬।১৭। বিকারিত্ব, সাবয়বত্ব, দিক্‌সত্তা ও প্রদেশত্ব প্রভৃতি প্রতীত

হইলেও ঈশ্বরে ঐ সকল সম্ভাবিত হয় না। অর্থাৎ সপ্রমাণ করা যায় না। যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কল্পনা সম্ভবে না, তখন পূর্ব্বাপর ক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। ঐ সকল শব্দ, মাত্র ব্যবহার কারণে জন্মলাভ করিয়াছে ১৮।১৯। ইহাও বলা বাহুল্য যে, শব্দ, অর্থ, বাক্য সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরময় ২০। যেমন বহ্নি হইতে বহ্নি জন্মে, ময়ুর হইতে ময়ূর, সেইরূপ তাঁহা হইতে যাহা হয়, সমস্তই তিনি। ইহা জন্য, ইহা জনক, এ সকল ভেদ কেবল কল্পনাপ্রসূত। ইহা ইহা হইতে সমুৎপন্ন, ইত্যাদি ইত্যাদি জগৎ স্থিতি, অর্থাৎ ভেদ-ব্যবহার কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তির আতিশয্যমূলক। "ইহা অন্য ইহা অন্য" এইরূপ শব্দ ও অর্থ উভয়ই উক্তিমাত্রে অবস্থিতি করিতেছে। পরম দেব পরমাত্মায় নহে ২১।২৩। সেই পরম দেব-সম্ভূত বর্ণিত প্রকারের মনঃশক্তি হইতেই সংজ্ঞা, অর্থাৎ নাম সকল বা বস্তুজ্ঞান সকল স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তাহা হইতে অভীষ্ট অর্থ লব্ধ হয়২৪। এ সকল মাত্র ব্যবহার-রহস্য ; বস্তুকল্পে জন্যজনকাদি ক্রম উক্তিবৈচিত্র্য মাত্র ২৫। তিনি যখন একমাত্র অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি কোথায় কি উৎপন্ন করিবেন? সুতরাং তাঁহাতে জন্যজন-কাদি ক্রম অসম্ভব বলিয়া অবধারিত হয়২৬। উক্তিরও স্বভাব এই যে, সে আপনার উদয়ের পর স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী, ভেদ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত বা সম্বন্ধ হয়।* পরমার্থে তাহার যোগ হয় না ২৭। পরমার্থে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অব্ধিতে উর্ম্মির ন্যায়, সেজন্য

---

* স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী অর্থাৎ মিলিত বা সংযুক্ত হওয়া ; যেমন গুড় একটি শব্দ, তন্নামক দ্রব্য বিশেষ তাহার অর্থ, পরন্তু গুড় এই কথাটী গুড় দ্রব্যে সংযুক্ত, মিলিত এক বা অভিন্ন হয় না। হইলে উচ্চারণ মাত্রে গুড় কথার অর্থ জিহ্বাস্বাদ্য হইত। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ কথা কল্পিত সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

পণ্ডিতগণ সে সকলকেও ব্রহ্ম বলেন ২৮। যিনি ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চিৎও ব্রহ্ম, মনঃও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানও ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দও ব্রহ্ম, অর্থ ও তদুভয়ের যোগও ব্রহ্ম, ধাতুও ব্রহ্ম, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত বস্তুও ব্রহ্ম। তাঁহারা জানেন, জগৎ কেন। ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই ২৯।৩০। এই অমুক, তাহা অমুক, এ সকল বিভাগ মিথ্যা জ্ঞানের বিকল্পনা। বাক্যের আবার সত্যতা কি ৩১? বহ্নিই শিখার আকারে জন্মে, সুতরাং শিখা শব্দ শব্দমাত্র ও মনঃকল্পনার নাম মাত্র। বিকল্প মাত্রেই চাঞ্চল্যমূলক; সেজন্য সে সকলের বস্তুতা অসিদ্ধ ৩২। বিকল্প সকল অসত্য। যাহা সত্য তাহা হইতে তাদৃশ বিকল্প প্রসূত হয়। বিকল্পের প্রসূতি অর্থাৎ জন্মলাভ দ্বিচন্দ্র দর্শনের অনুরূপ ৩৩। সর্ব্বগামী ও অনন্ত ব্রহ্ম হইতে পদার্থান্তর জন্মের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা যাহা তজ্জাত তাহা তাহাই ব্রহ্ম। ইহজগতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্তা উপপন্ন হয় না এবং "এ সকল ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যর্থই পরমার্থ ৩৪।৩৫।

হে প্রাজ্ঞ! তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রায় এইরূপ হইবে। যখন তাহা হইবে, অর্থাৎ যখন সিদ্ধান্তোপদেশ-যোগ্য কাল বা অবস্থা আসিবে, তখন সিদ্ধান্ত-কথা বহুযুক্তি ও উদাহরণ সহ বলিব ৩৬। তোমার অজ্ঞান সম্যক্ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমি "ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন কল্পনা নাই", ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে ৩৭। যেমন অবস্তু সংক্ষীণ হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ, কুদৃষ্টিদৃষ্ট বিশ্ব প্রশান্ত হইলে তুমি নির্ম্মল-প্রভা-বিস্তৃত পরমপদে স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ৩৮।৩৯।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———

একচত্বারিংশ সর্গ

—):০:(—

রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! যেমন শরৎকালের দিবস কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার ন্যায় আমি ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত নির্ম্মল শশাঙ্ক সদৃশ সুশীতল ও বিচিত্রার্থসম্পন্ন ভবদীয় উপদেশ দ্বারা কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন ও কখন বা জ্ঞানালোকদ্বারা প্রকাশিত হইতেছি ১।২। হে মুনিপুঙ্গব মহর্ষে! অনন্ত অপ্রমেয় একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমার্থে কি প্রকারে কল্পনা সমুদিত হইতে ও থাকিতে পারে ৩?

বশিষ্ঠ বলিলেন, তোমার উক্ত প্রকার ব্যামোহ আমার বাক্যদোষে নহে। কেন না, আমার উক্তিসকল যোগ্যার্থসম্পন্ন। উহাতে অসঙ্গত, বিরুদ্ধার্থ বা পূর্ব্বাপরাবিরোধ কিছুমাত্র নাই। তুমি বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, তাই তোমার ব্যামোহ বা সন্দেহ হইতেছে। তোমার জ্ঞানচক্ষুঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও প্রবোধ-সূর্য্য সম্যক্ সমুদিত হইলে তখন আমার বাক্যের বলাবল যথাবৎ অবগত হইতে পারিবে ৪।৫। আপাততঃ "ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই" এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিয়া রাখ। উপদেশ্য (উপদেশযোগ্য শিষ্য) দিগের উপদেশ করিবার জন্য শব্দার্থসমান্বিত' বাক্য রচিত হইয়া আছে, সে সকল কল্পিত হইলেও তদ্দ্বারা সত্য প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব, বাক্য-সকল ভ্রমান্তর্গত বিবেচনায় ভ্রমমগ্ন হইও না ৬। যে দিন তুমি জানিবে, অর্থাৎ মদীয় উপদেশের মর্ম্মার্থ তোমার প্রত্যক্ষবৎ গোচর হইবে,

সে দিন তোমার, তাহা বাচ্য ইহা বাচক, এ সকল ভেদ পরিত্যক্ত হইবে। যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও পরম সত্য, তাহাই মদীয় বাক্যের অর্থ ৭। * বাক্যপ্রপঞ্চ উপদেশের নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্য বুঝাইবার নিমিত্ত (শাস্ত্রার্থ শিষ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য কল্পিত বা বিরচিত), সুতরাং সে সকল অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য; জ্ঞানীর পক্ষে অসত্য। † কলনা, মালিন্য, মোহ, এ সকল আত্মায় অবস্থিত নহে। আত্মা নীরাগ, নির্লেপ, পরম ও ব্রহ্ম। এবং তাহাই এই জগৎ ৮।১০। হে অনঘ! আমি এই বিষয়টী পুনর্ব্বার বিবিধ যুক্তিসহকারে বলিব ১১। বাক্‌প্রপঞ্চ ব্যতীত নিবিড়ান্ধকারতুল্য দুর্ভেদ্য অজ্ঞান দূরীভূত করিতে পারা যায় না ১২। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশির দ্বারা পরিশোধিত অন্তঃকরণাকার অবিদ্যা আপনার বিনাশ কামনায় আত্মদোষনাশিনী বিদ্যার উদয় প্রার্থনা করিতে থাকে। (যেমন পতিব্রতা কামিনী পতিহিতার্থে আপনার মরণ লক্ষ্য করে না, তাহার ন্যায় অবিদ্যাও আত্মহিতার্থে স্বমরণ অঙ্গীকার করে।) ১৩। হে

---

* রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর উভয় অংশের সার সংকলন এইরূপ—রামের আশঙ্কা—"এ সমস্তই ব্রহ্ম", "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নাই" এ সকল কথা "মম মাতা বন্ধ্যা" "আমার জিহ্বা নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ, সুতরাং অসঙ্গত বা ব্যামোহজনক। বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—যেমন মলিন দর্পণে উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে না, তাহার ন্যায় বুদ্ধির অত্যন্ত নৈর্ম্মল্য ব্যতীত মোক্ষবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ হয় না।

† বাক্যপ্রপঞ্চ অসত্য হইলেও সত্যার্থ বোধ উদ্বোধিত করিতে সমর্থ। যেমন অসত্য স্বপ্নাদি সত্য বস্তুর বোধ জন্মায় তাহার ন্যায় অসত্য বাক্যও সত্য বস্তুর বোধ জন্মায়। সেইজন্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে বাক্‌প্রপঞ্চ কেন, জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। কিন্তু যত দিন না জ্ঞানোদয় হয় তত দিন উহা চক্ষুরাদি প্রমাণের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

রাঘব! অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র, মলদ্বারা মল, বিষদ্বারা বিষ ও রিপুর দ্বারা রিপু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অবিদ্যা অবিদ্যার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা নাম্নী মায়া স্বাত্মবিনাশে কাতরা নহে, প্রত্যুত অকাতরা। ইহার অপর স্বভাব এই যে, একবার দৃষ্ট (পূর্ণরূপে চৈতন্য ব্যাপ্ত) হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ১৪।১৫। মায়া অদৃশ্য ভাবে বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া জগদ্বিস্তার করে, পরন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, জগৎ যাহার দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে, তাহা সে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। অথচ সে নিজে অলক্ষিতভাবে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যদি কদাচিৎ কাহার দৃষ্টিগোচরে পড়ে তবে সে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট বা অস্তগত হয় ১৬।১৭। অহো! কি আশ্চর্য্য! ঈদৃশী সংসার-বন্ধনী মায়া নিতান্ত অসত্য হইয়াও পরম পদে অত্যন্ত সত্য স্বরূপে বিস্তৃত হইতেছে ১৮। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যে পদ অতিনির্ভেদ, সে পদে সে, ভেদ বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পরমার্থ পক্ষ— পরম পদে অবিদ্যা নাই। রাম! পরম পদে অবিদ্যা নাই, তুমি এইরূপ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত ও প্রাজ্ঞ হইবে তখন আমার এই সদুক্তির সাফল্য অবগত হইতে পারিবে ১৯।২০। কিন্তু যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবে, তাবৎ তুমি মদীয় বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক "আত্মায় অবিদ্যা নাই" এইরূপ দৃঢ় ভাবনা অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হইও না ২১। মনের যে সকল মনন দৃশ্যাকারে নিবিড়িত হইয়াছে সে সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। কারণ, মনঃই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিজৃম্ভিত হইতেছে ২২। যে উক্ত রহস্য অবগত হইয়াছে এবং যাহার অন্তরে একাদ্বয় ব্রহ্মভাব সুদৃঢ়রূপে সংস্থিত, সেই মহাপুরুষ পরমমোক্ষভাগী। যে কিছু চল অচল আকৃতি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সে সমস্তই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। প্রাণিগণের বন্ধন রজ্জুরূপ জগৎকে যিনি স্বপ্নভূমির ন্যায় দেখেন, সেই

অনাসক্তচিত্ত ব্রহ্ম ব্যক্তি কোনও কালে দুঃখে নিপতিত হন না। মিথ্যাভূত ইন্দ্রিয়দেহাদিরূপ দ্বৈতে যাহাদের অহংবুদ্ধি বিদ্যমান, তাহারা বহু দুঃখপ্রদায়িনী অবিদ্যা-সরিতে নিমজ্জিত হয়। কেননা, বিকারিতা প্রভৃতি দোষ আত্মায় অবিদ্যমান। পরমাত্মায় ঐ সকল দোষ সলিলে পাংশুর ন্যায় জানিবে। তত্ত্বজ্ঞগণ জগদন্তর্গত নামের ও নামীর ব্যবহার করেন বটে ; পরন্তু সে সকল তাঁহাদের অনুরঞ্জনা নাই ২৩।-৭।

যাহা যাহা ব্যবহার প্রয়োজনে আত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল আত্মার অব্যতিরিক্ত। যেমন বিনা তন্তুতে পটের স্থিতি অসম্ভব। রঘুনাথ! অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মা উপলব্ধিগোচর হন না। তৎকারণে সকলেরই অবিদ্যা-নাশক আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব, বিনা আত্মজ্ঞানে দুস্তরা অবিদ্যা-নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার আত্মজ্ঞানও বিনা শাস্ত্রচর্চ্চায় লাভ করা যায় না। ঐরূপ বিনা আত্মলাভে অক্ষয় পদ পাওয়া যায় না। অবিদ্যা যাহা হইতেই হউক, অবিদ্যা জান্মলে তাহা আত্মাকে মলিন করিবে ২৮।৩১। আত্মজ্ঞানের অভাব কালে যে মলদায়িনী অবিদ্যা স্থিতিলাভ করে, তাহা সেই ব্রহ্মপদ অবলম্বনে, (ব্রহ্মপদ=আত্মা), তুমি এইমাত্র বিদিত হইবে। কোথা হইতে কি প্রকারে জন্মিল সে বিচার অনাবশ্যক ৩২। উহাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ কর। বিচারে, অর্থাৎ উপায়-বিশেষে অবিদ্যা ক্ষীণ ও অস্ত-গত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, অবিদ্যা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিসে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে এবং কিরূপে বিনষ্ট হইল। উহা কোন বস্তু নহে। প্রকাশিত হয় না, দৃষ্টও হয় না ৩৩।৩৪। যেরূপে এই বিস্তৃতাকৃতি অবিদ্যা জাত ও প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তুমি মনের দ্বারা বলপূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট করিলেই বুঝিতে পারিবে। অন্যথা, কে কবে কোথায় অসতের রূপ জানিতে পারিয়াছে। অতিশূর হউন

বা অতিপ্রাজ্ঞ হউন, অবিদ্যাবশীভূত না হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি নাই ৩৫।৩৬। অতএব, যাহাতে রোগরূপিণী অবিদ্যা তোমাকে জন্মমরণদুঃখে নিক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত তুমি যত্নবান্ হও ও তাহার বিনাশচেষ্টা কর। সর্ব্বপ্রকার আপদের সখীস্বরূপা, অনর্থে স্বার্থবোধদায়িনী ও বহুদুঃখপ্রসবিনী অবিদ্যাকে সত্বর সংক্ষীণ কর। তুমি বিবেকবলে সত্বর ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ্-প্রদায়িনী, হৃদয়ে মহামোহপটলের অঙ্কুরজননী অবিদ্যাকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ভবার্ণবের পার প্রাপ্ত হও ৩৭।৩৯।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

——()০()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশপাবন রাম! তুচ্ছ ও (জ্ঞাননাশ্য) প্রবল অবিদ্যাব্যাধির ঔষধ কি তাহা বলি, শ্রবণ কর। মনোবীর্য্য বিচারার্থ আমি যে রাজস ও সাত্ত্বিক জন্মের বিবরণ বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাই পুনঃ বর্ণন করি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ১।২। পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মের সৃষ্টমুখ হওয়া স্তিমিত-জল সমুদ্রের সংক্ষোভের অনুরূপ ৩।৪। যেমন সমুদ্রগর্ভের জল স্পন্দ ও অস্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, (কোন স্থানে স্পন্দ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট এবং কোন স্থানে নিস্পন্দ অর্থাৎ গতিবর্জ্জিত), তাহার ন্যায় সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম অস্পন্দভাব হইলেও কদাচিৎ কোন এক অংশে স্পন্দশক্তিতে আবির্ভূত হন। আকাশে বায়ু স্বয়ং প্রসারিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও আপন শক্তিতে আপনি কলনাযুক্ত হন অর্থাৎ সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখ হন ৫।৬। যেমন দীপ আপন শিখার স্পন্দশক্তিতে উন্নত (পরিবর্দ্ধিত) হয়, তাহার ন্যায়, আত্মাও স্বশক্তিসৃষ্ট শরীরে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হন ৭। যেমন শরৎকালের সূর্য্যকিরণ সাগরজলকে কনকদ্রবের (কনকদ্রব=গলা সোণা।) ভ্রম জন্মায়, তাহার ন্যায় চিৎসমুদ্র আত্মার প্রস্পন্দে জগৎভ্রম জন্মাইয়া থাকে ৮।৯। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ অতিন্দ্রিয়, তাহা দেখা যায় না, অথচ তাহাতে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, যেন মুক্তামালা দোলিত হইতেছে (ইহা দর্শকের দৃষ্টির দোষে)। সেইরূপ, চিদাকাশ স্বতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহাতে এই জগৎচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে (ইহাও আপন আপন দৃষ্টির বা জ্ঞানের দোষে)

১০। অর্ণবে যে উর্ম্মি দেখা যায়, তাহা অর্ণবের সংক্ষোভ। তাহার ন্যায় চিদার্ণবের দৃষ্ট জগৎও চিৎসমুদ্রের আজ্ঞানিক সংক্ষোভ ১১। আলোক-কোটরে (সূর্য্যাদির ছিদ্রে) আলোকশ্রী যদ্রূপ, চিদ্বস্তুতে চিচ্ছক্তিও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমাবিষ্ট চিচ্ছক্তিও নিরুপাধিক চিতের অনতিরিক্ত ১২। এই দেবী (চিচ্ছক্তি) স্বীয় শক্তিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুরিত হন ও চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিস্তার করিয়া আত্মশক্তিকে বিস্তৃত করিতে থাকেন ১৩। দেশ, কাল, ক্রিয়া, এ সকল শক্তিও সেই চিৎশক্তির সখী ১৪। চিৎশক্তি যখন আপন স্বভাব বিজ্ঞাত হন তখন অনাদি অনন্ত পদে স্থিতিলাভ করেন। এবং যখন আত্মবিস্মৃত হন তখন রূপাদির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন। তখন অসংখ্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে ১৫।১৬। তখন অর্ণবের লহরী বিজৃম্ভণের ন্যায় পরমার্থাতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য চিদর্ণবে বিজৃম্ভিত হইতে থাকে ১৭। যেমন ভাবনার প্রভেদে সুবর্ণ হইতে বলয়াদির ভেদ লক্ষিত হয় তাহার ন্যায় ভাবনার দোষেই আত্মা হইতে চিতের প্রভেদ ব্যবহৃত হয় ১৮। যেমন দীপ হইতে দীপসমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিদাত্মা হইতে এই সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাদৃকৃস্বভাব চিদাত্মা হইতেই দেশকালকল্পনা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে১৯। চিদাত্মা দেশকালপরিস্পন্দনরূপা শক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া সঙ্কল্পের অনুগামী হন। এবং কলনাপদও প্রাপ্ত হন (কলনাপদ=সৃষ্টিরূপী পদ)। হে মহাবাহো! চিতের যে রূপটি দেশ-কাল-ক্রিয়াদির পরিকল্পক, সেই রূপটী শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় পরিভাষিত হইয়াছে (ক্ষেত্র=শরীর। তাহার জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। অর্থাৎ চৈতন্যের অহংদেহী ইত্যাকার ভাব) ২০।২১। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনানুরূপ কল্পনায় অহঙ্কৃতি পদ প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার পদ তাহার কলঙ্ক স্থানীয় এবং তাহা বুদ্ধি শব্দের লক্ষ্য। প্রকারান্তরের বুদ্ধি

মনোনামেও অভিহিত হয়। মনঃ আবার ঘনবিকল্পদ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় এই পাণিপাদাদিমান্ দেহের আকারে পরিণত হয়। দেহ-পদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত হইলেও সত্যের সংস্রবে সত্যবৎ জাত, প্রসূত, মৃত ও জীবিত হইতে থাকে ২২।২৫। সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই রজ্জুতে বেষ্টিত ও দুঃখজালে বিজড়িত জীব তখন বাহ্যবস্তুস্বরূপিণী চেতনায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন সে যেমন যেমন ভাবনার পরিপাক (চিন্তার গাঢ়তা) তেমনি তেমনি ফল অনুভব করিতে থাকে। সেই সেই রূপে জীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। অবিদ্যামালিন্যের পরিবর্ত্তনানুসারে তাহার বিভিন্ন যোনি ও দেহ প্রাপ্তি হইতে থাকে। অধিক কি বলিব, সঙ্কল্পময় মন স্ত্রীপুত্রাদি শরীরের আকারে আকৃতিমান্ হইয়া, অর্থাৎ সেই সেই প্রকারের বৃত্তি লাভ করিয়া মনোরথরূপ (মনোরথ=মনঃকল্পিত) তুচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন বিষয়ে সমাসক্ত হয় ২৬।২৯। তখন সরিৎ সমুদয় যেমন সাগরের অভিমুখে ধাবমানা হয়, ঋতুমতী গো যেমন বৃষের অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় তাহার ইচ্ছাদি শক্তি তাদৃশ চিত্তের অনুসরণ করিতে থাকে ৩০। তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন চিত্ত ঘনীভূত অহঙ্কারের বশে কোশাকার কীটের ন্যায় আপনার কার্য্যে আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হয় ৩১। আত্মা অভিহিত রীতিতে সঙ্কল্পের অনুসন্ধান করতঃ আপনা-আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া "সংসারে বিষম কষ্ট" এইরূপ পরিতাপ ও "আমি বদ্ধ," এইরূপ কল্পনায় মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। আত্মা কথিত প্রকার বিকল্পের বশ্য হইয়া হৃদয়কাননে পুনঃ পুনঃ জগৎ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপ অবিদ্যার (জন্ম-মরণ ভ্রান্তির) উৎপাদন করিতে থাকে। সঙ্কল্পকল্পিত শব্দাদি বিষয় রূপ শুষ্ক ইন্ধন হইতে সমূদ্ভূত রাগরূপ বহ্নির বিস্তৃত শিখার অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া বিদগ্ধ হইতে থাকে এবং শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহের ন্যায় সাতিশয় বিবশতা প্রাপ্ত

হয়। অপিচ, বাসনা বশতঃ স্বেচ্ছামাত্র দ্বারা বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সমূহের উপর বিচিত্র ভোক্তৃত্বাদি স্থাপন করিতে থাকে ৩২।৩৫।

হে রাঘব! বর্ণিত প্রকারের চিত্ত কোন কোন স্থলে মন, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ক্রিয়া, কোথাও অহঙ্কার, কোথাও পুর্য্যষ্টক,* কোন কোন শাস্ত্রে প্রকৃতি, মায়া, মল, কর্ম্ম, বন্ধ, অবিদ্যা, ইচ্ছা প্রভৃতি শব্দে পরিভাষিত হইয়াছে ৩৬।৩৮। তথা ঐ চিত্তই বন্ধ এবং তৃষ্ণা ও শোক প্রভৃতিতে সমাবিষ্ট ও রাগের বিস্তৃত আয়তন (স্থান)৩৯। তথা চিত্তই জরামরণজনিত ভয়ে ব্যাকুল, দুঃখে কাতর, দুর্ভাবনায় নিপীড়িত, ইষ্টানিষ্টবোধ দোষে দুষ্ট, ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইতে থাকে ৪০। কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুররূপ চিত্ত বাসনাসংক্ষুব্ধ ও উৎপত্তি পদে বিস্তৃত হইয়া কল্পিত অনর্থপরম্পরার কল্পনা করিতে থাকে ৪১। তাহাতে শোকপ্রাপ্ত ও কোশাকার কৃমির ন্যায় স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবদ্ধ হইয়া বাসনানুরূপ স্বর্গ-নরকাদি ফল ভোগ করিতে থাকে ৪২। ঐ চিত্তই জরামরণাদিরূপ শাখা-বিশিষ্ট সংসাররূপ বিষফলপ্রদ দুর্ব্বৃক্ষ। চিত্ত চক্ষুরাদির দৃষ্ট হয় না অথচ সুমেরু অপেক্ষাও গুরুভার ও অত্যন্ত ভয়াবহ ৪৩। এই চিত্তই নিখিল সংসার, আশাপাশবিধায়ক ও নিষ্ফল বৃক্ষের অনুকারী ৪৪। এই চিত্তই চিন্তানলে দগ্ধীভূত কোনরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, কামাদি-কল্লোলে উহ্যমান, আত্মপিতামহকে (আত্মপিতামহ=পরব্রহ্ম) বিস্মৃত, যুথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় শোকোপহত, বিষয় পাবকে নিপতিত, ছিন্নমুল পদ্মের ন্যায় গ্লানি-

---

* কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণমনোগণাঃ।
অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাভূত, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, এই সমন্বিত অষ্টপ্রকারকে লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ ও পুর্য্যষ্টক কহে।

প্রাপ্ত, বিচিত্র ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকুল দ্বারা নিপীড়িত, অনন্ত দশায় নিপতিত, বিবিধ সঙ্কটে নিয়োজিত, অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ও অনাদর রূপ সমুদ্রে উহ্যমান হইতেছে। অতএব, হে অমরসঙ্কাশ (দেবতাতুল্য) মহাবাহো! তুমি ত্বদীয় এবম্বিধ অনন্তদুঃখক্লিষ্ট চিত্তরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ কর্দ্দম হইতে উদ্ধার কর। হে কৃপার্দ্রহৃদয় অরিন্দম! কামপল্বলনিমগ্ন ও শীর্ণদেহ বলীবর্দ্দরূপ মনকে সত্বর বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। যে হেতু শুভাশুভ বিষয়ে মলিনীকৃতদেহ, সর্ব্বদা বিচলিত, জরামরণবিষাদ দ্বারা মূর্চ্ছিত ও স্বীয় ঈদৃশ সাতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহার উদ্ধারে যে ব্যক্তি যত্ন না করে, সেই কঠিনহৃদয় নরাধম নরাকার রাক্ষস ৪৫।৫২।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

—:—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদ্বস্তুর ঔপাধিক ভাব জীব। জীবেরা সংশয়ে ও বাসনায় অপবাহিত হইতেছে। তাহারা সকলেই কল্পিতাকার ও ব্রহ্ম হইতে জাত। এবম্প্রকারের জীব অসংখ্য। যেমন নির্ঝর হইতে অসংখ্য জল-কণা জন্মে, তাহার ন্যায় ব্রহ্ম পদ হইতে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, এখনও জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে ১।২। স্বস্ব বাসনার আবেশে বিবশ ও বিবিধ দশাগ্রস্ত হইয়া অনবরত ভিন্ন ভিন্ন দেশে, জলে ও স্থলে জলবুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও মরিতেছে ৩।৪। কোন কোন জীব এতৎকল্পে একটী মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন কোন জীব ততোধিক জন্ম ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কতকগুলির জন্মের সংখ্যা নাই। কোন কোন জীবের দুই ও তিন জন্ম অতীত হইয়াছে, কোন জীব ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে, ও কাহার বা জন্ম অতীত হইয়াছে, কেহ বা সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ বা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই, (এতৎকল্পে)৫।৬। কেহ ক্রমিক সহস্র কল্প ব্যাপিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ একমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও কেহ বা যোন্যন্তর প্রাপ্ত হইয়াছে ৭। কেহ দুঃখসহিষ্ণু হইয়া নরকে, কেহ অল্প সুখভোগী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে, কেহ অত্যন্তসুখী হইয়া দেবলোকে, এবং কেহ বা সূর্য্যলোকে অবস্থান করিতেছে ৮। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ মহোরগ, কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ,

কেহ মহেশ্বর, কেহ বিষ্ণু, কেহ ব্রহ্মা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভূপাল, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ যক্ষঃ, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, কেহ শ্বপচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত ও কেহ পুক্কশ দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ পতঙ্গ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কেহ লতা, কেহ গুল্ম, কেহ উৎপল, কেহ কদম্ব, কেহ জম্বীর, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল জন্ম পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে ৯।১২। কেহ বিভবসম্পন্ন মন্ত্রী, কেহ সামন্ত ভূপাল, কেহ চীরাম্বরধারী মৌনব্রতী মুনি, কেহ ভুজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কৃমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ মৃগেন্দ্র, কেহ মহিষ, কেহ মৃগ, কেহ ছাগ, কেহ চমরমৃগ, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কহ্লার, কেহ কুমুদ, কেহ করভ, কেহ মাতঙ্গ, কেহ বরাহ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ ভ্রমর, কেহ মশক, কেহ পুত্তিকা, ও কেহ কেহ বা দংশ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে ১৩।১৬। কেহ বিবিধ আপদে সমাক্রান্ত হইতেছে, কেহ বা অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ স্বর্গপুরে, কেহ বা মহানরকে বাস করিতেছে ১৭। কেহ নক্ষত্রচক্রে, কেহ বৃক্ষরন্ধ্রে, কেহ সূর্য্যাংশুতে, এবং কেহ বা ব্যোমপদে (আকাশে) অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ তৃণ লতা ও গুল্ম প্রভৃতির রসাস্বাদে নিরত রহিয়াছে ১৮।১৯। কোন কোন কল্যাণভাজন মহাত্মগণ জীবন্মুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোন কোন মহাত্মগণ বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ দীর্ঘকাল পরে মুক্ত হইবেন এবং কোন কোন ভোগলম্পট জীব আপনার কেবলীভাব (নির্ব্বাণ) ইচ্ছা করেন না ২০।২১। কেহ দিগ্‌দেবতা, কেহ মহাবেগবতী নদী, কেহ বিলাসবতী রমণী, কেহ সুন্দর পুরুষ এবং কেহ বা নপুংসকরূপে

বিরাজ করিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধমতি, কেহ জড়াশয়, কেহ বা সমাধিযুক্ত, কেহ বা জ্ঞানোপদেষ্টা গুরু হইয়া অবস্থান করিতেছে ২২।২৩।

জীবগণ কেবল বাসনার আবেশে বৈবশ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঐরূপ বিভিন্ন বিচিত্র অবস্থায় শত শত আশারজ্জুবেষ্টিত ও কোশধারী হইয়া পক্ষীরা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যায়, তাহার ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণে তৎপর রহিয়াছে। কেহ মর্ত্ত্যলোকে, কেহ স্বর্গে, কেহ বা নরকে গমনাগমন করিতেছে। ইহারা মৃত্যুর কন্দুক (কন্দুক =খেলনা) স্থানীয় ২৪।২৬। অবিদ্যা ঐরূপ অসংখ্য সঙ্কল্পকল্পনারূপ মায়া উৎপাদন করতঃ এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল 'বস্তার করিতেছে ২৭। জীবসকল যাবৎ না আপনাকে বিদিত হয় তাবৎ তাহারা মূঢ় থাকে ও সংসারে পরিভ্রমণ করে ২৮। আত্মদর্শী মহাত্মাগণ অসত্য পরিহার ও সত্যসম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ পরম পদ প্রাপ্ত হন, আর তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না ২৯। কোন কোন অবোধ নর জন্মসহস্রের পর বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার সংসারসঙ্কটে নিপতিত হয় ৩০। কেহ দেব, ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্ব্বাদি উচ্চপদ লাভ করিয়াও তুচ্ছবুদ্ধির প্রাবল্যে পুনর্ব্বার তির্য্যক্ যোনি ও তদনন্তর নরকপ্রাপ্ত হয় ৩১। কোন কোন প্রশস্তবুদ্ধি মহাত্মা আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মেই মোক্ষপদে প্রবেশ করেন ৩২। কেহ এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রাপ্ত হন ৩৩। বৎস! এতদ্ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও কেহ নাগত্ব, কেহ অসুরত্ব, কেহ দেবত্ব, কেহ বা বিহগত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৩৪। এ জগৎ যদ্রূপ বিস্তৃতাকার, অন্যান্য জগৎও এতদ্রূপ বিস্তৃতাকার। এতৎ জগতের ন্যায় অন্যান্য জগৎও উৎপন্ন, অতীত ও বর্ত্তমানে স্থিত হইতেছে। পরেও যে কত হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই ৩৫। জীবের বাসনানুসারে অসংখ্য সৃষ্টি হয়। সে সমুদয়ের মধ্যে কেহ গন্ধর্ব্বত্ব, কেহ যক্ষত্ব, কেহ

সুরত্ব ও কেহ কেহ বা দৈত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে জনগণ যেরূপ ব্যবহার-পরম্পরায় বিচরণ করে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ ব্যবহার করতঃ অবস্থান করে ৩৬।৩৮। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর সমভাবে আবির্ভূত, তিরোভূত, উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত ও তরঙ্গিণীর উর্ম্মিমালার ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় ৩৯। দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য্য হইতে মরীচির ন্যায়, কুসুম হইতে আমোদের ন্যায়, পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, বারি হইতে তুষারজালের ন্যায়, অব্ধি হইতে উর্ম্মির ন্যায়, কাল হইতে বসন্তাদি ঋতুর ন্যায় অসংখ্য জীবরাশি সেই পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হয়। তাহারা অসংখ্য দেহপরম্পরা উপভোগ করিয়া প্রলয়কালে সেই পরম পদেই নিলয়প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গিণীশরীরে বিলোল লহরী জন্মে তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেই ত্রিভুবনরচনাকারিণী মোহরূপিণী মহামায়া উক্ত প্রকারে অবিরত আবির্ভূত ও বিস্তৃতিপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইতেছে ৪০।৪৫।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

—()○()—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে জীব দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ে পরম পদে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, সে জীব আবার কিরূপে অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহত্ব প্রাপ্ত হয়? * বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তোমার নিকট ঐ তথ্য কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি কি তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও নাই? তোমার তাদৃশী পূর্ব্বাপর বিচারযোগ্য নির্ম্মলা বুদ্ধি কোথায় গমন করিল? যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর ১।২।

এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং এই যে শরীরাদি, এ সকল কেবল আভাস মাত্র। সুতরাং অসৎ ও স্বপ্নকল্প ৩। হে অনঘ! হে রাঘব! এই সংসার একপ্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন এবং দ্বিচন্দ্র-বিভ্রমের অনুরূপ মিথ্যা। যেমন ভ্রমান্তর্গত ভ্রান্ত শৈল, তাহার ন্যায় ৪। যাহাদের অজ্ঞান-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, বাসনা বিগলিত হইয়াছে, চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা এই সংসাররূপ স্বপ্ন দেখিয়াও দেখে না ৫। হে রামচন্দ্র! জীবস্বভাবপরিকল্পিত এই সংসার আপন আত্মারই অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে ৬। সলিলে আবর্ত্তের, বীজে অঙ্কুরের, অঙ্কুরে পল্লবের, পল্লবে পুষ্পের, পুষ্পে ফলের অবস্থিতির ন্যায় মনের অন্তরে জীবদিগের দেহের অবস্থিতি। শরীর

---

* পরম পদ প্রাপ্তির নাম মুক্তি, এবং মুক্তি হইলে আর দেহ ধারণ হয় না। এই সিদ্ধান্তে রামের আশঙ্কা—যে জীব মহাপ্রলয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয় সে জীবকে অবশ্য মুক্ত বলা যাইতে পারে। যদি তাহারা মুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে কেন?

মনেরই বহুবাসনা দ্বারা সমুৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস (ভ্রমবিশেষ), অন্য কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে মনের প্রতিভাসসকল, মৃৎপিণ্ডের ঘটত্ব প্রাপ্তির ন্যায় বাসনাদ্বারা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। যদি উত্তম কর্ম্মের (বাসনার) পরিপাক হয়, তাহা হইলে উত্তমদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৭।১০। উত্তম কর্ম্মের ফল উত্তম দেহ। তাহার প্রথম নিদর্শন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। পদ্মকোশরূপ গৃহে অবস্থিত বিভু পদ্মজ ব্রহ্মাও মনঃসঙ্কল্প-প্রসূত। তদীয় এই অসীম সৃষ্টি মায়ারই রচনাবিশেষ।

রাম পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! জীব যেরূপে মনঃপদপ্রাপ্তে বৈরিঞ্চ্যপদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার শরীর-গ্রহণক্রম বর্ণন করি, শ্রবণ কর ১১।১৩। ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ নিদর্শনে তুমি সংসার-স্থিতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

যাহা দিক্‌কালকল্পনারহিত নির্ম্মল আত্মতত্ত্ব, তাহাই স্বসামর্থ্যে লীলা-ক্রমে অর্থাৎ স্বতন্ত্রস্বভাব প্রভুদিগের অহেতুক ক্রীড়ার (স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তার যাদৃচ্ছিক ক্রীড়ার) ন্যায়, কল্পিত দিক্‌কালাদি আকার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এবং তাহাতেই বিলোল (কল্পনাময় ও চঞ্চল-স্বভাব) মন জন্ম লাভ করে। এই মন বাসনারূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত, জীব-সংজ্ঞার কারণ ও কল্পনা বিষয়ে উন্মুখ। এই মনঃশক্তি ক্ষণমধ্যে আপনার আবির্ভাব কল্পনা করে ১৪।১৬। * ঐ মনঃশক্তি আত্মতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া

* যে জীব পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মাহমস্মি, এবং ক্রমে অহংগ্রহ উপাসনায় সিদ্ধ হয়, কল্পশেষে সে বা তাহার তাদৃশ সংস্কৃত মনঃ অব্যাকৃতে লীন থাকে। লীনাবস্থার মনকে বা জীবকে মনঃশক্তি বলা যায়। এই মনঃশক্তি কল্পারম্ভের প্রথমে আপনার হিরণ্যগর্ভাকারে আবির্ভাব কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ পদ্মজ ব্রহ্মা আখ্যা ধারণ করতঃ অন্যান্য সৃষ্টি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সৃষ্টি কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষণমধ্যে আকাশভাবনার দ্বারা শব্দ তন্মাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক অনিলের ও ত্বগিন্দ্রিয়ের কল্পনা বা সৃজন করে। মনঃ উক্তক্রমে চক্ষুর অদৃশ্য শব্দতন্মাত্রার ও স্পর্শবীজাত্মক বায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে অনলের ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সৃজন করেন। এই সময়ে আলোক আবির্ভূত হয়। অনন্তর আকাশ, বায়ু ও অনল, এই তিনের পরস্পর ব্যতিকরে রসতন্মাত্রাত্মক সলিলের ও রসনেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। অতঃপর মনঃ সেই আকাশ, বায়ু, অনল ও সলিলের উপচয় ভাবনায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ বিশিষ্ট গন্ধতন্মাত্রাত্মিকা মেদিনীর ও গন্ধবীজাত্মক ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৃজন করেন। মনঃ এই-রূপে পঞ্চভূতের সৃজন করেন, করিয়া পঞ্চভূতাত্মক সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করেন। এই ভুত-সৃষ্টি মন হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। ঐরূপ ঐরূপ ভাবনার গাঢ়তায় বা পরিপাকে মনঃ আপনাকে ঐ ঐ রূপে দর্শন করেন মাত্র ১৭।২২। যেমন নভোমণ্ডলে বহ্নিকণার প্রস্ফুরণ হয়, তাহার ন্যায় মনঃ অনন্ত চিদাকাশের একদেশে আপনার সূক্ষ্মভূতপরিবেষ্টিত ও অহং-গর্ত্ত ও বুদ্ধিবীজ-সমন্বিত শরীর অনুভব করেন। মনের (মন শব্দ এখানে হিরণ্যগর্ভবাচী) এই শরীর সূক্ষ্ম দেহ, লিঙ্গশরীর ও পূর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। পরে সেই মনোরূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্মশরীরে ভাস্বর বৃহদ্বপুঃ ভাবনা করতঃ সেই ভাবনার পরিপাক-প্রভাবে বিল্বফলের ন্যায় ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আপনাকে স্থূলশরীরী বিবেচনা করেন। যেমন মুষানিক্ষিপ্ত গলিত সুবর্ণ মুষারই (মুষা = ছাঁচ) অনুরূপ আকারে প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় উক্ত মনঃ সেই শূন্যাকার ব্যোম-মধ্যে স্বকীয় ভাবনার অনুরূপে বিরাজ করতঃ ক্রমে ভাবনার দ্বারা সন্নিবেশ, অর্থাৎ আপনকার শারীরিক অঙ্গ-বিভাগ কল্পনা করিতে থাকেন। ঊর্দ্ধদেশে মস্তক, অধোদেশে পাদ, পার্শ্বে হস্ত, মধ্যে উদর,

উদরের বিপরীত ভাগে পৃষ্ঠ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া আপনার বিস্তৃতাকার বৃহদ্বপুঃ সৃজন করেন। এই মনোরূপ মহামুনি বাসনা-বশতঃ উক্তক্রমে উক্তবিধ মনোরথসৃষ্ট বৃহদ্বপুতে অবস্থান করতঃ প্রকাশিত, অর্থাৎ অমল-বিগ্রহধারী হইয়া আবির্ভূত হন ২৩।৩০।

হে রামচন্দ্র! এই মনোরূপ ব্রহ্মা-বর্ণিত প্রকারে কল্পিতাকার অপররূপ-বান্ হইয়া পরমাকাশে অবস্থান করেন। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও সিদ্ধি, এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বলোক-পিতামহ ও ব্রহ্মা এই আখ্যায় অভিহিত করেন। পরমাকাশসম্ভূত ও দ্রবীভূত কনকপ্রভ এই হিরণ্যগর্ভ কখন কখন চিত্তলীলাদ্বারা আপনাতে মোহ উৎপাদন করেন। কখন কখন পারবর্জ্জিত (অসীম) পরমব্যোম-স্বরূপে, কখন বা অনাদিমধ্যান্ত (আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, এমন এক অখণ্ড) নির্ম্মল সলিলরূপে, কখন বা ভাস্বরজালাজালবিমণ্ডিত কল্পান্ত-কালীন হুতাশনরূপে, কখন হরিদ্বর্ণ কানন সম্পন্ন ভুবনরূপে ও কখন বা ভুবনপালক কনককুণ্ডলবান্ বিষ্ণুস্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি স্বয়ং স্বলীলাক্রমে স্থলজলাদিসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপালক বিষ্ণু স্বরূপে অবস্থিতি করতঃ আপনাকেই আপনি পালন করিয়া থাকেন।

ত্রিকালদর্শী অমলজ্ঞান প্রভু ব্রহ্মা আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে প্রথমে উক্ত ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মানন্দ-বিস্মৃত (আত্মভাব-বিস্মৃত) ও অণ্ডগর্ভে নিদ্রিত হন। পরে নিদ্রা অপগত হইলে, স্বীয় বিস্তৃত ভাস্বর দেহ সন্দর্শন করিতে থাকেন ৩১।৩৭। প্রাণ ও অপান প্রভৃতি বায়ুসমূহের প্রবাহযুক্ত, ভূতপঞ্চকে বিনির্ম্মিত, রোমকোটি দ্বারা সমাকীর্ণ, দ্বাত্রিংশৎ দশনান্বিত, ত্রিস্থূণ, (উরুদ্বয় ও কশেরু) পঞ্চদেবের আধার (পঞ্চ প্রাণকে পঞ্চ দেব কহে) চরণলাঞ্ছিত, পঞ্চভাগে বিভক্ত (পাণি, পাদ, মস্তক, বক্ষঃ ও কুক্ষি, এবংবিধ পঞ্চভাগ) নবদ্বারযুক্ত,

ত্বক্প্রলিপ্ত, মসৃণ, বিংশতি-নখলাঞ্ছিত, বিংশতি-অঙ্গুলি-পরিশোভিত; দ্বিবাহু, দ্বিস্তন, দ্বি-অক্ষি ও দ্বি-কর্ণ সংযুক্ত ঐ দেহ চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর নিলয়, জীবরূপ কেশরীর কন্দর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের আলান (বন্ধনস্তম্ভ) ও মানরূপ পদ্মের সরোবর-স্বরূপ।

অনন্তর তিনি আপনার তাদৃশ রমণীয় দেহ সন্দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন যে, এই শ্যামবর্ণ অসীম ও বিস্তৃত আকাশ কুহরে আমার উৎপত্তির পূর্ব্বে কি বিদ্যমান ছিল? ত্রিকালদর্শী, অপ্রতিহতজ্ঞান ও সদ্যোজাত ভগবান্ ব্রহ্মা ঐরূপ চিন্তাপরায়ণ হইলে, অতীতসৃষ্টিপরম্পরা তদীয় জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। ধ্যাননিরতচিত্তে তিনি সৃষ্টিপরম্পরা সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই স্মরণ ও সঙ্কল্প দ্বারা প্রজা সমুদায়ের সৃজন অর্থাৎ কল্পনা করেন ৩৮।৪৬। তদনন্তর তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যাভূত বিবিধ আচারপরম্পরা ও চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রসমূহের কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

হে রঘুনাথ! যেমন মধুমাসের আগমনে পুষ্পশোভা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ন্যায় মনোনামধারী বিরিঞ্চি হইতে সৃষ্টিশোভা সমাগত হইয়াছে। হে রঘুসুত! পদ্মজরূপধারী মনঃ কর্ত্তৃক এই স্বর্গলক্ষ্মী সমানীত হইয়াছে এবং বিবিধ বিবেচনক্রিয়াবিলাসাদির দ্বারা ইহা স্থিতিপ্রাপ্তও হইয়াছে৪৭।৪৯।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ উৎপন্ন বস্তুর ন্যায় হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা শূন্যকল্প ও প্রতিভাসাত্মক, সুতরাং ইহার স্থিতিও মনোবিলাস মাত্র১। এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা দেশ বা কাল কিছুই আবৃত বা ব্যাপ্ত নহে। ইহা বৃহৎ ও রূপসম্পন্ন হইলেও নিস্তত্ত্ব ও আকাশরূপী২। ইহা সঙ্কল্পময় ও স্বপ্নপুরীর সমান। ইহা যাহাতে অবস্থিত তাহাও শূন্যকল্প, কেবল ও ব্যোমরূপী৩। দৃষ্ট হইতেছে সত্য; পরন্তু ইহা আধার পট ও রঙ্গদ্রব্যরহিত চিত্রের সমান। ইহা অকৃত হউক আর কৃত হউক, এই সৃষ্টিশ্রী নভোমণ্ডলে বিচিত্র চিত্রের সমান, অর্থাৎ ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সমুদিত। ভুবনত্রয় ও তদন্তর্গত দেহাদি সমস্তই মনঃকল্পিত (আদি মন হিরণ্যগর্ভ। ইহা তাঁহারই কল্পনাজাল)। অথবা স্মৃত বস্তুর সদৃশ৪।৫। জগৎ কেবলমাত্র আভাস। সুতরাং ঘটপটাদি দৃশ্যসমূহ কোন পৃথক্ বস্তু নহে ৬। যেমন কোষকার কীট আত্মবন্ধনার্থ কোষ (গুটি) নির্ম্মাণ করে, তাহার ন্যায় আদি মন আপন বাসনার দ্বারা আত্মবন্ধনকোষস্বরূপ এই শরীর রচনা করিয়াছেন ৭। এমন দুষ্কর, দুর্গম্য বা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই যাহা চিত্ত কর্তৃক কৃত, গম্য বা প্রাপ্ত না হয় ৮। এমন কোন শক্তি নাই যাহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে নাই। অধিক বলা বাহুল্য; ফলতঃ এমন কিছুই নাই যাহা মনোগুহা আশ্রয় না করে। সর্ব্বশক্তি বিভুমহাপুরুষে সমস্ত পদার্থেরই সত্তা সম্ভাবিত হয়৯।১০। নিদর্শন এই যে, মন-কল্পনাদ্বারা আত্মজ বপু প্রাপ্ত হয়। হে মহাভুজ

রাম! প্রোক্ত কারণে কল্পনাকেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলা যায়১১। কি অসুর, কি নর, কি অমর, সকলেই সংকল্পের প্রভাবে সমুৎপন্ন হইতেছেন এবং সঙ্কল্প উপশমে সকলেরই নিঃস্নেহ দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইতেছেন ১২। হে মহাবুদ্ধি রাম! জগৎকে তুমি আকাশ সদৃশ, কল্পনার বিজৃম্ভণ ও দীর্ঘ স্বপ্নের সমান বলিয়া জানিবে১৩। সত্য সত্যই ইহার কিছুই জাত ও মৃত হয় না। যাহা অসত্য তাহার আবার হওয়া যাওয়া কি? যাহার পরমত্ব নাই তাহা মিথ্যা ১৪। ইহার বৃদ্ধি নাই, হ্রাসও নাই। যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই তাহার খণ্ডন (টুক্‌রা টুক্‌রা হওয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়া) অসম্ভব ১৫। হে রাঘব! তুমি মোহের বশ্য হইও না। তুমি যদি নিপুণ হইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার ঐ কায়া হইতে সেই ভূমা বস্তু (ব্রহ্ম) উদ্ধৃত হইয়াছেন (ভাবার্থ এই যে, দেহাভিমান ত্যাগ হইলে তখন পরিপূর্ণ চিদ্‌ব্রহ্মই দৃষ্ট হন) ১৬। যেমন তাপ হইতে মৃগতৃষ্ণিকার উদয়, তাহার ন্যায় মনের নিশ্চয় হইতে অসত্য ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগতের উত্থান ১৭। যেরূপ দোষদুষ্ট দৃষ্টি নভোমণ্ডলে দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, নৌকারোহীরা যেমন তীরবর্ত্তী বৃক্ষের প্রচলন দর্শন করে, সেইরূপ, অজ্ঞেরাই এই মনোরথবপুঃ মিথ্যা জগৎকে আকৃতিমৎ বিবেচনা করে ১৮।১৯। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি মনের মননির্ম্মিত এই অসন্ময় জগৎকে ইন্দ্রজালের বা শাম্বরিকী মায়ার ন্যায় জানিবে ২০। জগৎ যখন মনোরচিত, তখন অবশ্যই অবধার্য্য হইতেছে, এ সমস্তই মনের অপগমে ব্রহ্ম। যে যেতু সমস্তই ব্রহ্ম, সেই হেতু পদার্থান্তরের অস্তিতা অসম্ভব ২১। "এই স্থাণু", "এই পর্ব্বত" এরূপ বোধ-বিভ্রম সমুত্থিত ও মনোভাবনার দৃঢ়তামূলক। সুতরাং এ সকল অসৎ। যাহারা অবিবেকী, কামী ও ভোগতৃষ্ণায় ব্যাকুল, তাহাদেরই মনে জগতের স্থিতি ও স্বর্গনরকাদির আরম্ভ

দেখা যায়। হে রামচন্দ্র! সেই কারণে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, অজ্ঞজনগণের ঘনীভূত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাহা জগদ্‌ভ্রমের আধার (ব্রহ্ম) তাহারই ভাবনা কর ২২।২৩। যেমন মহা আড়ম্বরযুক্ত স্বপ্ন ভ্রান্তি বৈ সত্য নহে, তাহার ন্যায় এই দীর্ঘস্বপ্নসদৃশ চিত্তপরিকল্পিত বৃহৎ জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে ২৪। এই সংসারাড়ম্বর আশাভুজঙ্গের বসতি-স্থান। সেজন্য ইহার পরিত্যাগ বিধেয় ২৫। "ইহা অসৎ" এই-রূপ জ্ঞান করিবে এবং কদাচ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিবে না। কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক জানিয়া-শুনিয়া মৃগতৃষ্ণিকার অনুধাবন করে ২৬। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-সমুত্থিত আপাতরমণীয় মনোরথময়ী ভোগশ্রীর অনুগমন করে, সেই মূঢ় দুঃখভাজন হয় ২৭। যে ব্যক্তি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবস্তু কামনা করে, সে বস্তু প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় ২৮। রজ্জুকে সর্প ভাবে গ্রহণ করিলেই ভয়-কম্পাদি জন্মে। তাহার ন্যায় ইহাকে জগদ্ভাবে গ্রহণ করিলেই স্বর্গনরকাদি ভোগ হয় ২৯। ইহার স্থায়িত্বও ভাবনার অনুরূপে নিষ্পন্ন। জলান্তর্গত চন্দ্রচাঞ্চল্যের ন্যায় মিথ্যা-সমুদিত ভাব-বিশেষ দ্বারা মূর্খেরাই প্রতারিত হয়। পরন্তু ভবাদৃশ প্রাজ্ঞগণ প্রতারিত হন না ৩০। বহ্নি ভাবিয়া তুষারস্তূপে শীত নিবা-রণের চেষ্টা আর গুণসংঘাত দেহে লাভের চেষ্টা সমান জানিবে ৩১। এই জড়পঞ্জর দেহাদি অসৎ ভোগপ্রদ। হৃদয়ে নগর নাই, অথচ মন তন্মধ্যেই নগর নির্ম্মাণ করিয়া সুখ-দুঃখের কল্পনা করে ৩২। অতএব, গন্ধর্ব্বনগরাকার মিথ্যাভূত এই জগৎ কেবল চিত্তের ইচ্ছাতেই পরিবর্ত্তিত ও চিত্তের অনিচ্ছাতেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বনগর (ভ্রান্তি বিশেষ) যেমন কল্পনামাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় ইহাও কল্পনা মাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হইতেছে ৩৩। হে রামচন্দ্র! প্রোক্ত কারণে ইহার বিনাশে জ্ঞানীর কিছুই বিনষ্ট হয় না এবং ইহার অব-

স্থিতিতেও জ্ঞানীর কিছুমাত্র স্থিতিলাভ করে না ৩৪। মন যে হৃদয়-মধ্যে নগর নির্ম্মাণ করে, তাহা সমৃদ্ধ হইলেই বা কি? ভগ্ন হইলেই বা কি ৩৫? যেমন ক্রীড়াসক্ত বালকদিগের হৃদয়ে পুত্তলিকা-বিবাহাদি কল্পনার উদয় হয়, সেইরূপ, প্রোক্ত মন হইতে অনবরত জগতের উদয় হইতেছে ৩৬। যেমন ঐন্দ্রজালিক জলবর্ষণে কাহার কিছু নষ্ট, ভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় না, যেমন পুত্তলিকা ব্যবহার বিষয়ে বালকদিগের শোকাদি হয় না, তাহার ন্যায় জগতের উদয়ে ও নাশে জ্ঞানীদিগের শোক বা অভাব বোধ হয় না ৩৭। যাহা অসৎ তাহার অসত্তায় কাহার কি ক্ষতি হয়? তাহা হয় না। অতএব, সংসারে হর্ষের ও বিষাদের স্থান বা বস্তু নাই ৩৮। যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহারও বিনাশ নাই। যাহা নাই তাহার আবার বিনাশ কি? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে দুঃখশোকাদির অবসর কোথায়? যাহা নিতান্ত সৎ, অর্থাৎ অনশ্বরস্বভাব তাহারও নাশ নাই। সুতরাং তাহাও সুখদুঃখের স্থান বা কারণ নহে ৩৯।৪০। যাহা সর্ব্বদা অসৎ তাহার আবার হ্রাস-বৃদ্ধি কি? যদি হ্রাস-বৃদ্ধি না থাকে তাহা হইলে তজ্জনিত হর্ষবিষাদের প্রসঙ্গ কি ৪১? অতএব, এই অসত্যভূত মিথ্যা ও প্রপঞ্চভূত সংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বাঞ্ছনীয় ৪২? যখন সর্ব্বময় ও সত্যভূত ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং তাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন আর এমন কি হেয় আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বর্জ্জনীয় ৪৩? মূর্খগণই এই সংসারে বিনাশ-জনিত শোকদুঃখে অভিভূত হয়, প্রাজ্ঞগণ তাহাতে (সুখদুঃখে) লিপ্ত হন না ৪৪। যাহা পূর্ব্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, বুঝিতে হইবে—তাহা বর্ত্তমানেও নাই। যে ব্যক্তি ঐরূপ বিচার করিয়াও অসতের বাঞ্ছা করে তাহার অসত্তাই দৃষ্ট হয়। যাহা আদিতেও সত্য এবং অন্তেও সত্য তাহা বর্ত্তমানেও সত্য, যিনি এইরূপ জ্ঞান করেন

অর্থাৎ জানেন, তাহার দর্শনে সমস্তই সর্ব্বদা সৎ (পূর্ব্বোক্ত অসৎ জগৎ এবং সম্প্রতি উক্ত সৎ ব্রহ্ম) ৪৫।৪৬। অতএব, হে রামচন্দ্র! বালকেরাই, অর্থাৎ অবোধ মনুষ্যেরাই অসত্যভূত জলচন্দ্রের বাসনা করে, উত্তম ব্যক্তিরা অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকেরা তাহা করে না ৪৭। বালকগণই বিস্তৃতাকার অবস্তু নির্ম্মাণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের সেই অচিরস্থায়ী সন্তোষ সুখের নিমিত্ত হয় না। পরন্তু কষ্টের নিমিত্তই হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ কখনই সেইরূপ অনর্থ সন্তোষের বাসনা করেন না। হে রাজীবলোচন! তুমি বালকের ন্যায় হইও না। সর্ব্বদা সুস্থির-চিত্ত হইয়া অবিনশ্বর আত্মাকে সন্দর্শন কর। জগতের ন্যায় আমার দেহও অসৎ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার বিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ কর। অথবা এই জগৎ আমার ন্যায় সৎ, এইরূপ বিচার করিয়া নাশভয় পরিত্যাগ কর ৪৮।৫০।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাচলশিখরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সভ্যগণও পরস্পর অভিবাদনাদি করতঃ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে সকলেই আবার সভায় আগমন করিলেন ৫১।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—)(०)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আপাতরমণীয় ধনে ও পুত্রদারাদিতে শোকের অবসর কৈ? অর্থাৎ তাহা শোকস্থান নহে। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিধ্বংসিতা দেখিয়া কে কবে রোদনাদি করিয়াছে ১? স্ত্রীপুত্রগণ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসৎ ও অবিদ্যার অংশ। সুতরাং তাহারা ভূষিত হউক, আর দূষিত হউক, সুখদুঃখের বিষয় নহে ২। মৃগতৃষ্ণানদী পরিবর্দ্ধিত হইলে সলিলার্থীদের তাহাতে আনন্দ কি? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয় ৩। সেইরূপ ধনপুত্রাদি পরিবর্দ্ধিত হইলে কেবল দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়; সন্তোষ পরিবর্দ্ধিত হয় না। কোন্ মূঢ় মহামোহের পরিবর্দ্ধনে আশ্বস্ত হয় ৪? মূর্খগণের যাহাতে রাগ—প্রাজ্ঞগণের নিকট তাহা বিরাগস্থান ৫। হে রাঘব! নশ্বরস্বভাব ধনাদিতে হর্ষের উপাদান কি আছে? বিবেকিগণ ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করেন, হর্ষ-বিষাদ অনুভব করেন না ৬। অতএব, হে রাঘব! তুমিও এই সংসার ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া নষ্টকে উপেক্ষা কর এবং প্রাপ্তকে (সদাপ্রাপ্ত আত্মাকে) গ্রহণ কর ৭। পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, অনাগত ভোগের বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও আগত অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোগে ভোক্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করা। উক্ত লক্ষণদ্বয়যুক্ত পণ্ডিত পুরুষ দুঃখদায়িনী মোহপ্রদায়িনী ভ্রমময়ী সংসার-ভূমিতে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এইরূপে বিহার করেন ৮—যাহাতে মূঢ়তা আক্রমণ করিতে না পারে। তুমিও আততায়ী সংসার ভ্রমে এরূপ প্রবুদ্ধ থাকিবে —যেন মূঢ়তা আগমন না করে ৯। প্রাজ্ঞগণ এই সংসারাড়ম্বর দর্শন করেন না, প্রপঞ্চরহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শনগোচরে রাখেন। যাহারা সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহারা অতি কুবুদ্ধি ১০। "ইহা অসৎ" যিনি এইরূপ জানিয়া বিষয়ের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অবাস্তবী

অবিদ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। যে-কোন যুক্তি অবলম্বনে দৃশ্য মিথ্যার অনুশাসন করিতে পারিলে বিষয়াস্থা নিবৃত্ত হয় ও বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য বাড়িতে থাকে ১১। "আমিই অখিল জগৎ" যাঁহার বিমলবুদ্ধি এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বিভূষিত, তাঁহারই বিষয়াস্থা বিনষ্ট হয়, সুতরাং তিনি কখনই ভবসাগরে নিমজ্জিত হন না ১২।১৩। হে সুমতে! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুয়ের মধ্যগত শুদ্ধ সন্মাত্র বুদ্ধি অবলম্বন, অর্থাৎ মাধ্যস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দৃশ্যনিচয়ের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে না ১৪। সর্ব্বদা উদাসীন থাকিবে। তুমি কার্য্যবান্ হও তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত, স্বস্থ, বাসনাবিবর্জ্জিত ও নভোমণ্ডলের ন্যায় হইয়া অবস্থান করিবে। যে কর্ম্মনিষ্ঠ প্রাজ্ঞের ভোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুয়ের কিছুই নাই, সে সলিলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় ভোগদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা বিলিপ্ত হয় না ১৫।১৬। তোমার ইন্দ্রিয়গণ দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্য করুক বা না করুক, তুমি সে সমুদায়ে অনিচ্ছ ও আত্মবান্ হও ১৭। তোমার কিছু করুক আর করুক, তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মমত্ব বন্ধন করতঃ নিমগ্ন হইও না। কেননা "ইহা আমার" এ বোধ অসৎ। হে রামচন্দ্র! যখন তোমার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ার্থশ্রী আস্বাদিত না হইবে (ঐন্দ্রিয়িক সুখ ভুলিয়া যাইবে), তখনই তুমি বিজ্ঞাত বিজ্ঞান ও ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে ১৮।১৯। ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদনের পর তাহাতে যদি অরুচি জন্মে, তাহা হইলে ইচ্ছা না করিলেও মুক্তি সুসম্পন্ন হইবে ২০। তুমি প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনা হইতে পৃথক্ করিবে। যিনি বাসনাম্বুপরিপ্লুত সংসারসমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ; অপরে নহে ২১।২২। তুমি ক্ষুরধার অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উদার বুদ্ধি অবলম্বন ও ধৈর্য্য-সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, পরে স্বীয় পদে প্রবেশ

কর ২৩। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানপ্রবর্দ্ধিতচিত্ত জীবন্মুক্ত প্রাজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপে আহার-বিহারাদি করেন, তুমি তদ্রূপে আহার-বিহারাদি ব্যবহার করিবে। মূঢ়েরা যেরূপে করে, সে রূপে করিবে না ২৪। তুমি আচার বিষয়ে জীবন্মুক্ত মহাত্মা ও মহাবুদ্ধিধরদিগেরই অনুগামী হইবে। ভোগলম্পটদিগের অনুগামী হইও না ২৫। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা জগত্তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জগদ্‌গত কোনও ব্যবহার ত্যাগ বা বাঞ্ছা করেন না। পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী সমুদায় ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হন। তত্ত্বদর্শীরা প্রভুত্বাভিমানের যশ ও ভোগলক্ষ্মীর অভিলাষী হন-না ২৬।২৭। তাঁহারা সর্ব্বনাশে ক্ষিণ্ণ ও দেবোত্থানে হৃষ্ট হন না। তাঁহারা নিয়তির, অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করেন ২৮। তাঁহারা দেহরূপ রথে অবস্থান করতঃ ইচ্ছাবিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্ত্তনা করেন ২৯। হে রাম! তুমিও বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রজ্ঞাবলে স্বস্থতা লাভ করিয়াছ, সুস্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ, নির্ম্মল ও মৎসর-রহিত হইয়াছ। তাই তোমাকে বলিতেছি, তত্ত্বদর্শিগণের ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিহরণ কর, তাহাতে তোমার সিদ্ধি প্রাপ্তির বাধা হইবে না। হে অনঘ! তুমি সমুদায় বাঞ্ছিত বিষয় পরিত্যাগ ও কৌতুক-দর্শন-বাসনা পরিহার করতঃ স্বস্থ ও পরম শীতল হইয়া মহীতলে বিচরণ কর ৩০।৩২।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! বিমলাশয় মহামুনি বশিষ্ঠ এই প্রকার আশ্বস্ত বাক্যে রামচন্দ্রকে সমাশ্বাসিত করিলে মহামতি দশরথাত্মজ সেই সকল বাক্যদ্বারা পরিমার্জ্জিতান্তঃকরণ হইয়া দর্পণের ন্যায় প্রভা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশদ্বারা বিরাজিতান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় পরম শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন ৩৩।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

—:—:—

অতঃপর রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে "হে বেদবেদাঙ্গপারগ, হে সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ, হে তত্ত্ববিদ্, হে ভগবন্!" এইরূপ সম্বোধন করতঃ বলিলেন, আমি ভবদীয় নির্ম্মল বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মবিকাশকারী জ্ঞানপ্রভ সূর্য্যবৎ সমুদিত উদার বাক্যপরম্পরা দ্বারা আশ্বস্তপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপনার এই বিবিক্ত বিবিধ যুক্তিযুক্ত সুনির্ম্মল উপদেশবাক্যরূপ অমৃত শ্রবণপাত্র-দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না। অপিচ, হে ভগবন্। আপনি রাজসিক ও সাত্ত্বিক জীব জাতির ও কমলোদ্ভব পিতামহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলেন, উহা পুনর্ব্বার সুস্পষ্টরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন ১।৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র, সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়া গিয়াছেন। এখনও এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধাচার সুরাসুর বিরাজ করিতেছেন। এবং ভবিষ্যতেও অনন্তব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভূরি ভূরি সুরাসুরগণ আচার-বিচার সম্পন্ন হইবেন ৪।৬। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃষ্টি ইন্দ্রজালের ন্যায় বিচিত্র ৭। সেই সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি সৃষ্টি শিবকর্ত্তৃক, কতকগুলি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক, কতকগুলি বিষ্ণুকর্ত্তৃক ও কতকগুলি মুনিগণদ্বারা উদ্ভাবিত ৮। ব্রহ্মা কখন পদ্ম হইতে, কখন সলিল হইতে, কখন অণ্ড হইতে ও কখন বা আকাশ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন ৯। কোন ব্রহ্মাণ্ডে শিব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাসব, কোন

ব্রহ্মাণ্ডে পুণ্ডরীকাক্ষ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য কর্ত্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ১০। কোন সৃষ্টিতে পৃথিবী তরুগণে নিবিড়িত, কোন সৃষ্টিতে নরগণে পরিপূর্ণ, কোন সৃষ্টিতে ভূধরগণে পরিবৃত ১১। কোন সৃষ্টির পৃথিবী মৃত্তিকাময়ী, কোন সৃষ্টির প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও কোন সৃষ্টির তাম্রময়ী ১২। যেমন এতদ্ব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা নাই, এইরূপ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও জানিবে। কত শত সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশ পদার্থ ও কত শত অপ্রকাশময় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই ১৩। যদ্রূপ সমুদ্রে লহরীমালার উদয় ও লয় হয়, তাহার ন্যায় এক ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাকাশে অসংখ্য জগৎ-পরম্পরা কখন আবির্ভূত ও কখন তিরোভূত হইতেছে ১৪। বিশ্বশ্রী সমুদ্রে তরঙ্গের ও মরুভূমিতে মৃগসরিতের ন্যায় পরব্রহ্মেই বিদ্যমান, অন্যত্র নহে। যেমন সূর্য্যরশ্মিস্থ ত্রসরেণু অসংখ্যেয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডজালও অসংখ্যেয় ১৫।১৬। যেমন মশককুল বর্ষাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসৃষ্টিও কালে কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হই-তেছে ১৭। উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মা সৃষ্টিপরম্পরা যে কবে বা কোন্ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হয় না ১৮। কোন্ তরঙ্গটী প্রথম? কোন্ সময়ে তরঙ্গের প্রথমারম্ভ? তাহা যেমন জানা যায় না, সেইরূপ, সৃষ্টিতরঙ্গেরও প্রথমতা বা আদিমত্ব জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায়—সৃষ্টি উৎপন্ন পদার্থ বটে; পরন্তু তরঙ্গের ন্যায় অনাদি প্রবাহে প্রবাহিত (যেমন এক তরঙ্গের উত্থান, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গের পতন, তাহার ন্যায় এক সৃষ্টির আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বসৃষ্টির তিরোভাব, এইমাত্র তথ্য বুদ্ধিস্থ করা যায়)। ভাবিতে গেলে, এ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অন্য সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তদ্রূপ অন্য সৃষ্টি ছিল. এরূপ অনাদি ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায় ১৯। যেমন নদীর তরঙ্গ

হয় আর যায়, তাহার ন্যায় সুরাসুর প্রভৃতি অসংখ্য ভূতজাল পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও বিলীন হইতেছে ২০। যেমন বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিকা অতিবাহিত হইতেছে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বে সহস্র সহস্র ব্রহ্মা, ইন্দু ও ব্রহ্মান্দ পরিক্ষীণ হইতেছে ২১। এই ব্রহ্মপুরের অর্থাৎ ব্রহ্ম-সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বিস্তৃত ব্রহ্মস্থান, তাহাতে এইরূপ অনেক অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড-পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ২২। যদ্রূপ শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মে অন্যান্য ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে ২৩। মৃৎপিণ্ডে ঘটের ও অঙ্কুরে পল্লবের অবস্থিতির ন্যায় ব্রহ্মাকাশেই সৃষ্টিপরম্পরা বিলীন হইয়া থাকে; কাল তাহা প্রকটতা প্রাপ্ত হয় ২৪। ব্রহ্মচিদাকাশে অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডপঙ্‌ক্তি দৃষ্ট হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে ২৫। সে সকল মূর্খপরিকল্পিত আকাশলতার ন্যায় অসত্য। মূর্খেরা বুঝিতে অক্ষম হইয়াই সে সকলের সত্যতা অনুভব করে ২৬। সৃষ্টিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টি এই যে, এই বিচিত্রাকার ব্রহ্মাণ্ডপঙ্‌ক্তি জলদ হইতে বৃষ্টির ন্যায় পরব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যেমন সলিল ও বৃষ্টি উভয় অভিন্ন বা একই বস্তু, তাহার ন্যায় সৃষ্টি ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক বা অভিন্ন। অপিচ, সৃষ্টি উৎকৃষ্টই হউক বা নিকৃষ্টই হউক, তাহা যে পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন যে বিষয়ে সংশয় নাই ২৭।৩১।

হে রামচন্দ্র! কোন কল্পে প্রথমে নভোগুণের সৃষ্টি হয়, পরে সেই ব্যোম হইতে ব্যোমজ প্রজাপতি ব্রহ্মা অবির্ভূত হন ৩২। কোন কোন কল্পে প্রথমে বায়ু আবির্ভূত হয়, পরে সেই বায়ু হইতে বায়ুজ প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন ৩৩। কখন প্রথমে তেজের সৃষ্টি হয়, পরে সেই তেজ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হন ৩৪। কখন প্রথমে বারির সৃষ্টি হয়, পরে সেই বারি হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা বারিজ

নামে উৎপন্ন হন ৩৫। কখন বা প্রথমেই পৃথিবী স্ফারতা প্রাপ্ত, অর্থাৎ আবির্ভূত হয়, সুতরাং সেই পৃথ্বী হইতে পার্থিব প্রজাপতি আবির্ভূত হন ৩৬। যখন প্রত্যেক ভূত অপর চারি ভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ স্থূল হইতে থাকে তখন সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি তদ্দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন (স্থূল সৃষ্টি বা ব্যবহারযোগ্য সৃষ্টি আরম্ভ করেন) ৩৭।* পূর্ব্বকল্পে উপাসনাপ্রভাবে প্রকৃতিলীন উপাসক-আত্মা এতৎকল্পে আপনার বাসনানুযায়ী ভাবে আবির্ভূত হওয়ার নিয়ম থাকায় কেহ বায়ুর আধিক্যে, কেহ তেজের আধিক্যে, কেহ বা জল ভূতের আধিক্যে অহং-অভিমান-ধারী হন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ৩৮। অনন্তর সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতির দেহাবয়ব হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ক্রম এই যে, তাঁহার মুখাবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ এবং সে সকলের অর্থ, অর্থাৎ তজ্জাতীয় মনুষ্যাদি উৎপন্ন হয়। কোন কোন কল্পে পদাবয়ব হইতে, কোন কোন কল্পে পুরোভাগ হইতে এবং কোন কোন কল্পে পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়। কোন কোন কল্পে নেত্রভাগ হইতে এবং কখন বা হস্তাবয়ব হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয় ৩৯। কোন কোন কল্পে সেই নারায়ণাখ্য পুরুষের

---

* তন্মাত্রাময়ী পৃথিবী স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি তন্মাত্রাত্মক ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য স্থূল হয়। এইরূপ জল স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, তেজ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, বায়ু স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, আকাশ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করতঃ পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য স্থূল হয়। এইরূপে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, তৎপরে সূক্ষ্মভূতোৎপন্ন প্রজাপতির কর্ত্তৃত্ব প্রকট হয়।

নাভিভাগে প্রথমতঃ পদ্ম জন্মে, এবং তৎপদ্মে প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিবর্দ্ধিত হন। পদ্মে পরিবর্দ্ধিত হন বলিয়া তাঁহাকে পদ্মজ, পদ্মযোনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয় ৪০। রাম! অকস্মাৎ অর্থাৎ আপনাআপনি বা বিনা হেতুতে প্রজাপতির জন্ম ঘটনা কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ এই যে, সমস্তই মায়ার প্রভাব। মায়ার রচনা স্বপ্নের ন্যায় ও ভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা। মায়ার রচনা মনোরাজ্যের অনুরূপ ৪১। যদি আপনারই নাভিপদ্মে আপনার জন্ম সম্ভব হয় ত * অসঙ্গস্বভাব জ্ঞপ্তিরূপ ব্রহ্মে জগদাকার আবির্ভূত হয় এ তথ্য অসম্ভব হইবে কেন? বালকের মনোরাজ্য (খেয়াল) হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ৪২। কখন কখন মনস্তত্ত্বের অনুরঞ্জনায় সেই শুদ্ধ নির্ম্মল চিদাকাশে আপনা-আপনি সুবর্ণময় ব্রহ্মগর্ভ অণ্ডস্বরূপে আবির্ভূত হয়৪৩। কখন বা সেই মনোনামক পুরুষ আপনাকে জলরূপে সৃষ্ট করিয়া আপনিই তাহাতে বীজরূপী হন ও সেই সলিলে সেই বীজ (সৃষ্টিবীজ) রোপণ করেন। তাহাতে সেই বীজ কখন পদ্মাকারে, কখন বা অণ্ড-রূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত হয় ৪৪। সেই অণ্ড হইতে কখন ব্রহ্মা, কখন ভাস্কর, কখন বরুণ, কখন বায়ু প্রজাপতি নাম ধারণ করতঃ আবির্ভূত হন ৪৫। হে রাম! এইরূপে একাদ্বয় প্রত্যক্ আত্মায় এবম্বিধা অসতী ও বিচিত্রা সৃষ্টিপরম্পরা ও ব্রহ্মার বিচিত্র উৎ-

---

* নারায়ণ ও ব্রহ্মা তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। অতত্ত্ব অর্থাৎ মায়িক উপাধি অনুসারে ঐ একের দ্বিত্ব কল্পনা হয়। আপনার নাভিপদ্মে আপনার আবির্ভাব, এ কথা ঐ ভাবের কথা। যেমন আত্মা এক পরন্তু শরীর ভিন্ন বলিয়া পিতা ও পুত্র এই সংজ্ঞা জন্মে তেমনি। শাস্ত্রকারেরা বলেন; "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্র রূপে জন্মেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তাহার ন্যায় নারায়ণই ব্রহ্মা হন, বা নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মা জন্মেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মার একটা উপাধি মাত্র বৃদ্ধি হয়, অন্য কিছু হয় না।

পত্তিপরম্পরা অতীত হইয়াছে ৪৬। আমি তোমার নিকট দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত একটীমাত্র প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন করিলাম। ফলতঃ স্থষ্টিবিষয়ে কোন নিয়ম নাই ৪৭। এই সংসার কেবল মনেরই বিজৃম্ভণ, এইমাত্র বুঝাইবার জন্য স্থষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম। বস্তুতঃ স্থষ্টির কোন নিয়ত ক্রম বা উদ্দেশ্য নাই ৪৮। স্থষ্টি-কল্পনার মধ্যে আমি যে সাত্ত্বিকী, রাজসী প্রভৃতি জাতি ও বর্ণ বিষয়ক বর্ণনা করিয়াছি, তাহাও ঐরূপ জানিবে ৪৯।

স্থষ্টি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়। কেবল স্থষ্টি নহে, কি স্থষ্টি, নাশ, সুখ, দুঃখ কি অজ্ঞত্ব, কি জ্ঞত্ব, কি বন্ধ, মোক্ষ, স্নেহ, অস্নেহ, সকলই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভুত হইতেছে ৫০।৫১। দেহাদির উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত দীপের উৎপত্তি বিনাশ উপমিত হয়। দীপ অল্পকালস্থায়ী, ব্রহ্মার দেহ না হয় অধিককাল স্থায়ী। ব্রহ্মার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয়ে ঐরূপ কালকৃত প্রভেদ ব্যতীত উৎপত্তি-বিনাশ অংশে কোনরূপ প্রভেদ নাই ৫২। সুতরাং এই উৎপত্তি ও বিনাশ ভাব পদার্থের অবস্থা-বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আভিভূ'ত ও অন্তর্হিত হইতেছে। জগৎও চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে ৫৩। মন্বন্তরের আরম্ভ, স্থষ্টির আরম্ভ, কি কল্পপরম্পরার উদয়, নানা প্রকার কার্য্যদশা, দিবা ও রাত্রি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে আবর্ত্তিত, প্রবর্ত্তিত, নিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রাতঃকাল গেল, আবার প্রাতঃকাল আসিল, এই দিন গেল, আবার দিন আসিল, এ সকল কেবল আন্তর পরিচ্ছেদ জনিত ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃই এ সমুদায়ই আন্তর। যেমন লৌহপিণ্ডের আঘাতের অভাবকালে প্রস্তর (চকমকীর পাথরে) বহ্নিকণা লুক্কায়িত থাকে, তাহার ন্যায় এই সমস্ত

ভাব চিদাকাশে মায়াভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে ৫৪।৫৬। তাই কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ৫৭। যাহা চিদ্বিবর্ত্ত, তাহা সর্ব্বাত্মক। এবং তাহা সর্ব্বদা ঈদৃশী। যেমন লোচন হইতে দ্বিচন্দ্রের উদয় তাহার ন্যায় চিদ্বিবর্ত্ত হইতে সৃষ্টির উদয় ৫৮। যেমন চন্দ্র হইতে মরিচিমালা আগমন করে, তাহার ন্যায় চিৎ হইতে এই সমস্ত আগমন করিয়া তাঁহাতেই প্রতিভাত হয় ৫৯। রাম! যদিও এই সংসার সেই সর্ব্বশক্তি চিদাত্মায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলেও তাহা কিছু নহে। কেননা, তাঁহাতে অসংসারশক্তিই সত্যরূপে বিদ্যমান। যে হেতু তাঁহাতে সংসার সত্যরূপে নাই সেই হেতু দৃষ্ট সংসার মিথ্যা। হে সাধো! এই জগৎকে আপাততঃ যে ভাবে দেখা যায়, এ ভাব ইহার প্রকৃত বা যথার্থ নহে। তবে এরূপ দেখা যায় কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সর্ব্বশক্তিতার মধ্যে এরূপ সংসারশক্তিও নিহিত আছে, পরন্তু তাহার মর্য্যাদা বা সার চিৎশক্তি। যে হেতু চিৎশক্তিই সার সেই হেতু জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সংসাররূপ দৃষ্ট হয় না। তাহা উপপন্নও হয় না। মোক্ষ হইলে সংসার থাকিবেক না, সুতরাং সংসারের অবধি বা সীমা মোক্ষ, এ কথাতেও বুঝা যায়, সংসার এখনও স্বরূপতঃ নাই। হেতু এই যে, সংসার অজ্ঞান-বিরচিত বলিয়াই জ্ঞান তাহাকে বিদূরিত করে। যাহা বাস্তব সৎ পদার্থ তাহার বিনাশ অসম্ভব। তবে যে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা সত্যব্রহ্মরূপ (অধিষ্ঠানের) আধারের মহিমা। সত্য ব্রহ্মে সংসারের আরোপ বলিয়া সংসারের প্রতিও সত্যতা বোধের উদয় হয় ৬০।৬৩। কিন্তু অজ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কেবল অনবরত সংসাররূপই দৃষ্ট হইবে। অজ্ঞ দৃষ্টিতে অনবরত দৃষ্ট হয় বলিয়া এই সংসারমায়া প্রকারান্তরে নিত্য, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মে বলিয়া সে ভাবে অনিত্য। মীমাংসকেরা যে বলে জগৎ-

প্রবাহ নিত্য, তাহা উক্ত কারণ বশতঃ। দৃশ্যজাল বিদ্যুন্মালার ন্যায় অনবরত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, ইহা সহজে উৎপন্ন করা যায় (যুক্তি দিয়া বুঝান যায়)। চিরকাল সমানরূপে ও সর্ব্বত্র সূর্য্য চন্দ্র উদিত হয়, দিক্ কাল চিরকাল আছে; জগৎও নিত্যকাল বিদ্যমান, ইহা কথনও বিনাশী নহে, এই যে কল্পনা, এ কল্পনা বা ঐরূপ বোধ কল্পনামাত্রের বিলাস হইলেও সত্যের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে ৬৪।৬৭। ঐ সকল সত্যতুল্য প্রতীতিও পরমকারণ পরমাত্মায় উপপন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধি নাই—যাহা সেই পূর্ণ পর-মাত্মরূপ অধিষ্ঠানে না হইতে পারে ৬৮। এই জগৎ, এতদন্তর্গত জন্ম-মরণ, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দিক্, কাল, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, সমস্তই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও বিনষ্ট হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। যেমন একই সূর্য্যের কিরণ নানা গৃহের নানা গবাক্ষে নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় একই পরমাত্মা নানা কল্পিত পদার্থে নানা ভাবে প্রকট প্রাপ্ত হন। দৈত্য, দানব, লোক, লোকসমূহের ব্যবহার ক্রম, স্বর্গ, অপবর্গ, ইন্দ্র, চন্দ্র, নারায়ণ, দেব, এ সকল যে কতবার আবির্ভূত ও তিরোভুত হইয়াছে ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। দিক্সকল, চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ুদেব, ইহাদেরও উদয় ও অন্তর্ধান, বিদ্যুতের উদয়ের ও অন্তর্ধানের ন্যায় অগণ্য ৬৯।৭২। এই যে রোদসীরূপ নলিনী (উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী, সমুদায়ের নাম রোদসী।), সুমেরু ইহার কর্ণিকা, সহ্যাদি পর্ব্বত ইহার কেসর, প্রাণিপুঞ্জের পুণ্য ইহার সুগন্ধ, ভোগ মকরন্দ, এ নলিনীও অজস্র প্রস্ফুটিত ও বিগলিত হইয়া আসিতেছে ৭৩। এই যে ভাস্কররূপ সিংহ, এ সিংহও পুনঃ পুনঃ আকাশরূপ কানন আক্রম করতঃ কিরণরূপ নখর দ্বারা অন্ধকাররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিতেছে ৭৪।

চন্দ্রও যে কতবার স্বীয় সুন্দর করে দিগঙ্গনাদিগকে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার গণনা নাই ৭৫। স্বর্গরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগদ্বারা পুণ্যকর্ম্ম-ক্ষয়কারী রাশি রাশি জীবরূপ পুষ্প পুণ্যক্ষয়রূপ মহাবাতে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতেছে ৭৬। কালরূপ কপিঞ্জল পক্ষী কার্য্যক্রিয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার সৃজন আরম্ভ করিয়া যৎকিঞ্চিৎকাল পট পট রব করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে ৭৭। স্বর্গলোকরূপ পদ্মে এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে সে আবার চলিয়া গেল, অপর এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল ৭৮। এইরূপ, এক কলি আসিয়া পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে আবার সত্য আসিয়া পবিত্রতা স্থাপন করিতেছে ৭৯। এই-রূপে কালরূপ কুম্ভকার মাসবৎসরাদি চক্রের আবর্ত্তনে অজস্র ভৌতিক শরীরাদি প্রস্তুত করিতেছে ৮০। এই জগৎ যে কতবার অশুভগ্রস্ত ও শুষ্ক কাননের ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে ও হইবে তাহার গণনা কে করে ৮১? কতবার যে আদিত্যগণ উদিত হইয়া জগতের সর্ব্ব বস্তু দগ্ধ করিয়া ইহাকে শ্মশানসম করিয়াছে ও করিবে তাহারও গণনা নাই ৮২। কত-বার পুষ্করাদি মেঘ উদিত হইয়া জল বর্ষণে জগৎকে একার্ণব করিয়াছে। কতবার এই জগৎ বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী পরিশূন্য হইয়া শূন্যকল্প হইয়াছে ও হইবে। জীবেরা কতিপয় বৎসর মাত্র জীবন অনু-ভব করিয়া পুনর্ব্বার জীর্ণদেহ হইয়া অনির্দ্দেশ্য আত্মায় প্রলীন হয়। ভ্রান্ত জীব যেমন শূন্যে গন্ধর্ব্বনগর কল্পনা করে তাহার ন্যায় পুনঃ পুনঃ এক এক আদিম মন (ব্রহ্মা) এক এক সময়ে বহু জগতের কল্পনা করিয়া থাকেন ৮৩।৮৬। হে রামচন্দ্র! প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অবসানে পুনঃ প্রলয়, ইহা চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তাই বলিতেছি, মহামায়ার এবম্বিধ আড়ম্বরের আবার সত্যাসত্য নির্ণয় কি ৮৭।৮৮? আমি যে তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম,

ইহা কেবল সংসারচক্রের আভাস মাত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে। অতএব ইহা বাস্তব বস্তুশূন্য ও কল্পনারচিত, এই মাত্র নিশ্চয় করা দাশূরোপাখ্যান শ্রোতার কর্ত্তব্য ৮৯। অজ্ঞানকল্পিত দ্বিচন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ মনঃকল্পিত হইয়া বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র সত্য ব্রহ্মসত্তাই ইহার সত্তা ও সার। সুতরাং বুঝিতে হইবে, তিনিই এই জগৎস্বরূপে অধুনা বিরাজ করিতেছেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বলিয়াছি, তোমার ইহাতে ভয় মোহের কারণ নাই ৯০।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

——()০()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা সর্ব্বদা লৌকিক বৈদিক কাম্য কর্ম্মে রত, যাহাদের আশ্রয় ভোগ ও ঐশ্বর্য্য (উচ্চ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য=অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। সাধারণ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ধন রত্নাদি।) দ্বারা আহত, যাহারা সত্যলিপ্সু নহে, সেই সকল আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক শঠেরা ব্রহ্মতত্ত্ব সন্দর্শনে সমর্থ হয় না ১। যাহারা ভোগবিরত, যাহারা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়গণের বশ্য নহে, তাহারাই এই সমস্ত জগদাকারে দৃশ্যমানা মায়া উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় ২। বিচারবান্ জীব "এই জগৎ কেবল মায়ার রচনা" এইরূপ বুদ্ধি উদিত করতঃ ইহার প্রতি উদাসীন হন এবং ইহাকে অতিশয়িত হেয় জ্ঞান করেন। সেই জন্য তাঁহারা এতৎপ্রতি যে অহঙ্কারময়ী মায়া অর্থাৎ যাহা অহং মম ইত্যাদি নানা ভাবের মূল, তাহাকে অনায়াসে সর্পের জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ করেন ৩। যেমন ভৃষ্ট বীজ দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে নিপতিত থাকিলেও অঙ্কুরোৎপাদন করে না, পরন্তু যথাকালে মৃত্তিকা লীন হইয়া যায় (পচিয়া মৃত্তিকা হয়), তাহার ন্যায় অহং-মম ত্যাগী অনাসক্ত জীব দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও কর্ম্মলিপ্ত হন না এবং তদ্দেহ নাশের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না ৪। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই আধিব্যাধিনিপীড়িত ক্ষণবিনাশী শরীরের হিতচেষ্টা করে; প্রকৃত আত্মহিতের চেষ্টা করে না ৫। হে রাঘব! তুমি অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ শরীরের সমীহিত (চেষ্টিতপরম্পরা) পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিও না। কেবল মাত্র আত্মপরায়ণ হইবে ৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে সংসারচক্র কেবল মনঃকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বা সারশূন্য। অপিচ, এই দৃশ্য ব্যাপার দাশূর আখ্যায়িকার সমান। হে ব্রহ্মন্! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহা কিরূপে দাশূর আখ্যায়িকার সমান। তাই আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাশূর আখ্যায়িকা কি? আপনি আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত সেই দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন ৭। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জগৎ মায়াময়, এই তথ্যের বর্ণন ব্যপদেশে আমি দাশূর আখ্যায়িকা বর্ণন করি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ৮।

এই বসুধাতলের কোন এক স্থানে অতিবিস্তৃত ও মনোরম এক জনপদ আছে, তাহার নাম মগধ ৯। তাহার কোন কোন স্থানে কদম্ব-বন; এবং কোন কোন স্থানে তালশ্রেণী পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তত্রস্থ বৃক্ষে বহু বিচিত্র বিহঙ্গ নিরন্তর মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে এবং সে স্থান সর্ব্বদা বহু আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে ১০। ঐ জনপদের সীমান্তঃ প্রদেশ নীলবর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সে সকলের অদূরে আশ্চর্য্যপূর্ণ ও শোভাময় উপবনসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। সেই স্থানের তরঙ্গিণী সকল কমল, কহ্লার প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র পুষ্পসমূহে শোভমানা ১১। তত্রত্য উদ্যানসকল দোলাবিলাসে ও অঙ্গনাগণের গানে উৎসবান্বিত ১২। এই জনপদের কোন এক স্থানে এক পর্ব্বত আছে। তাহার তটভূমি কর্ণিকার বৃক্ষে, কদলীবনে ও কদম্বশ্রেণীতে সর্ব্বদা শোভমানা। তত্রস্থ বৃক্ষসকল সর্ব্বদা পুষ্প-ফলে শোভমান এবং তন্নিকটস্থ সরোবরসকল হংস. কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণের কল কল রবে পরিপূর্ণ ১৩।১৪।

এবম্বিধ বিশেষণ-সম্পন্ন পরম রমণীয় ও যৎপরোনাস্তি বিচিত্র বৃক্ষাদির ও বিহঙ্গমাদির আশ্রয়ীভূত পর্ব্বতোপরি এক পরম ধার্ম্মিক ও

মহাতপস্বী মুনি বাস করিতেন। তাঁহার নাম দাশূর। দাশূর অতীব বীতরাগী ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান এক কদম্ববৃক্ষে ছিল। অর্থাৎ তিনি এক কদম্বতরুর শাখোপরি অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা মহাতপোযোগে নিমগ্ন থাকিতেন ১৫।১৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! এই তপস্বী কি নিমিত্ত বিপিন-মধ্যে বাস করিতেন? এবং কি নিমিত্তই বা কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেন ১৭? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! দাশূর মুনির পিতা শরলোমা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় উক্ত পর্ব্বতে বাস করিতেন ১৮। যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি উক্ত মুনিরও একমাত্র পুত্র দাশূর। মুনিবর শরলোমা প্রিয়তম পুত্র দাশূরের সহিত ঐ অরণ্যে জীবন যাপন করিতেন ১৯। মুনিবর শর-লোমা প্রিয় সন্তান ধর্ম্মাত্মা দাশূরের সহিত সেই গিরিবনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়া যথাকালে মুক্তনীড় বিহগের ন্যায় স্বদেহ পরিত্যাগ করতঃ সুরলোকে গমন করিলেন ২০। দাশূর পিতৃবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পিতৃবিরহিত কুররপক্ষীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ২১। পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগ, পরে পিতৃবিয়োগ, এই উভয় বিয়োগে দাশূর সাতিশয় কাতর অর্থাৎ পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন এবং শোকসন্তপ্ত-চিত্তে হৈমন্ত পঙ্কজের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন ২২। অনন্তর, অদৃশ্যশরীরিণী বনদেবী সেই বালক ঋষিপুত্রকে এই বলিয়া সমাশ্বাসিত করিলেন যে, হে ঋষিকুমার! তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, সংসারে অস্থিরতা স্বাভা-বিকী ২৩।২৪? হে সাধো! এই সংসারে যাহারা আগমন করে তাহা-দের গতি ও স্থিতি সর্ব্বদাই ঐরূপ অশাশ্বত (অনিত্য)। ব্যবহার-দৃষ্টিতে পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল স্থিতি প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ

তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ২৫। হে মননশীল! এই সংসারে যে-কিছু দৃষ্ট হয়, এমন কি ব্রহ্মাদি মহা মহা প্রাণী, সমস্তই বিনাশের অধীন ২৬। অতএব, হে মুনে! তুমি মাতা-পিতার মরণে বৃথা শোক করিও না। যেমন দিবাকর উদিত হইলে তাহার অস্ত অবশ্যম্ভাবী, তাহার ন্যায়, জাত বস্তু মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার নিমিত্ত শোক বা দুঃখ বহন করা উচিত নহে ২৭। যেমন শিখণ্ডী (ময়ূর মেঘধ্বনি শ্রবণে সমাশ্বস্ত হয়, তাহার ন্যায় রক্তাক্ষ ও অশ্রুমুখ দাশূর উক্ত অশরীরিণী বাণী (আকাশ-বাণী) শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন ২৮। অতঃপর উত্থিত হইয়া যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিলেন এবং উত্তম পদ (মুক্তি) লাভার্থ দৃঢ়তা সহকারে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন ২৯। সেই বিপিনমধ্যে তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করিতে করিতে শ্রোত্রিয়তা লাভ করিলেন, অর্থাৎ বেদার্থবিচারনিষ্ঠ হইলেন ৩০। শ্রোত্রিয়তা লাভে পবিত্র হইলেও জ্ঞেয়তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার চিত্ত এই ধরণীতলে বিশ্রান্তি লাভ করিল না। অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস তাঁহার অরুচিজনক হইল ৩১। ধরাতলের সমস্ত স্থান শুদ্ধ হইলেও তিনি "যেন অশুদ্ধ" এইরূপ জ্ঞানের দোষে কুত্রাপি রতি লাভ করিতে পারিলেন না ৩২। পরে বৃক্ষাগ্র শুদ্ধ, এইরূপ মনে করিয়া বৃক্ষাগ্রে বাস মনোনীত করিলেন। কিন্তু বৃক্ষাগ্র বাস নিতান্ত দুঃসাধ্য, সেজন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির করিলেন, আমি এরূপ কঠিন তপস্যা করিব—যাহাতে পক্ষীর ন্যায় অনায়াসে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্রসমূহে অবস্থান করিতে পারা যায় ৩৩।৩৪।

দাশূর মনে মনে ঐরূপ চিন্তা অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তথায় যজ্ঞোপযোগী বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মনোরথ সিদ্ধি কামনায়

আপনার স্কন্ধদেশ হইতে মাংস উৎকর্ত্তন করতঃ সেই ভীম হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ৩৫। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেখিলেন, ব্রাহ্মণ অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবগণ যদি এই বিপ্রের কণ্ঠমাংস মদীয় মুখদ্বারা ভোজন করেন, * তাহা হইলে এই বিপ্রের কণ্ঠমাংসের সহিত সমগ্র দেবগণের কণ্ঠদেশ বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ পাবক ঐরূপ চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বে যেমন বৃহস্পতির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় দাশুর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং ধীরবচনে কহিলেন, হে মুনিকুমার! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। হে সাধো! যেমন ভাণ্ডারস্বামী স্বীয় ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও আমার নিকট হইতে স্বীয় অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার অভীষ্ট অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে ৩৬।৩৮।

ভগবান্ হুতাশন ঐরূপ কহিলে বিপ্রকুমার পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং স্তব-স্তুতি অন্তে বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই ভূত পরিপূর্ণ বসুধামণ্ডলের কোন স্থান পবিত্র মনে করিতেছি না। সেইজন্য, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ বর প্রদান করুন, যাহাতে আমি অনায়াসে বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থান করিতে পারি ৩৯।৪০।

দেবগণের মুখস্বরূপ ভগবান্ হুতবহ মুনিপুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন এবং জলদপটলে বিদ্যুন্মালার ন্যায় নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলে বিপ্রকুমার কাম্য লাভ জনিত সন্তোষে পূর্ণেন্দুসপ্রভ বদনকান্তি

---

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, "অগ্নিমুখা দেবাঃ" অগ্নিই দেবতাদের ভক্ষ্যগ্রসাধন মুখ। দেবতারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন করেন, করিয়া তৃপ্ত হন।

ধারণ করিলেন। তদীয় ঈষৎ হাস্তে সেই দ্যুতিমান্ বদনচন্দ্র ঈষৎ বিকশিত ও সুশুভ্র দশনপংক্তি বিস্তারপূর্ব্বক প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কবি তাঁহার সে মুখশোভা দেখিলে অবশ্যই বলিতেন—তদীয় তাদৃশ বদনে যেন যুগপৎ শশী ও পদ্ম সমুদিত হইয়াছে ৪১।৪৩।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ

——: :——

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিপ্রকুমার স্বাভিমত বর প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা হইতে বিরত হইলেন এবং স্বীয় বাসোপযোগী বৃক্ষের অনুসন্ধানে ইতস্তত: দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই কাননের মধ্যভাগে এক বৃহৎ কদম্ববৃক্ষ রহিয়াছে। এই বৃক্ষ এত উচ্চ যে দেখিলে মনে হয়, যেন গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধস্থ মেঘমণ্ডল স্পর্শন করিতেছে। ভাস্করদেব যখন মধ্যাকাশে আগমন করেন, তখন যেন তদীয় অশ্ব এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশে পদ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শ্রমাপনোদন করিয়া সুখী হয় ১। ইহার বিটপসকল এমন সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় যে দেখিলে বোধ হয়, এই বৃক্ষ যেন আপন সুদীর্ঘ ও অসংখ্য বাহু বিস্তৃত করিয়া অনাবৃত দিক্‌কুক্ষির বিতানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। শাখায় শাখায় অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ যেন কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল দর্শন করিতেছে ২। ভ্রমরসকল বায়ুবিধূত হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে, সে দৃশ্য দোলায়মান মুখস্থিত চঞ্চল কুণ্ডলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বায়ুর দ্বারা পল্লবাগ্র এরূপ সঞ্চালিত হইতেছে যে, কোন কবি তাহা দেখিলে বলিতেন, বৃক্ষ যেন স্নেহপরবশ হইয়া দিগঙ্গণাদিগের মুখ প্রমার্জ্জন করিতেছেন ৩। লতাবিশেষে বিজড়িত পল্লবাগ্রভাগে অরুণবর্ণ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ তাম্বুলরাগযুক্ত সহাস্য আস্যে বনমালিকাদিগকে উপহাস করিতেছে ৪। এই বৃক্ষ অরুণবর্ণপুষ্পরেণুদ্বারা সুশোভিত ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান এবং ইহার শির:প্রদেশ মণ্ডলাকার ও বিস্তৃত। ইহার বিটপজাল যেন সিদ্ধগণের গমনাগমন-পথ

অবরোধ করতঃ উর্দ্ধপ্রদেশে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিতেছে ৫।৬। ইহার বিস্তৃত বিটপ-পংক্তির উপরিভাগে ও লতাবিজড়িত শাখাসংকটে চকোর পক্ষিগণ গান করিতেছে এবং স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকায় এরূপ দৃশ্য হইয়াছে যে, যেন, অম্বুদমণ্ডলে রামধনু রহিয়াছে ৭। শুভ্রবর্ণ চমর মৃগেরা ইহার প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে অবস্থানপূর্ব্বক কখন বহিরাগত হইতেছে, কখন বা কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহার্দ্ধ বাহির করিতেছে, কখন বা একবারে কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইতেছে ৮। কপিঞ্জলকুলের কলরবে, কোকিলকুলের কাকলীতে ও জীবঞ্জীব পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে এবং চকোরনিচয়ের কুজনে এই বৃক্ষ সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে ৯। অসংখ্য কলহংস এই বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছে। অহো! সে সুষমা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষটী যেন স্বর্গবিশ্রান্ত সিদ্ধগণের রাজ্য বা দেশ ১০। এই মহান্ বৃক্ষ নবপল্লবমণ্ডিত ও বিলোল মঞ্জরীসমূহে পরিবৃত। এ অবস্থা প্রবালহস্ত বিলোল অপ্সরোগণসমাকীর্ণ স্বর্গের অনুকার করিতে সমর্থ ১১। শ্যামবর্ণ মঞ্জরী ও পত্রসমূহে শ্যামীকৃত এবং মারুতহিল্লোলে প্রস্ফুরিত অরুণবর্ণ কুসুমরেণুসংকুল লতাসমূহে বিমণ্ডিত। এ দৃশ্য ইন্দ্রধনুবিমণ্ডিত জলধরপটলের সুষমা তিরস্কার করিতে পারক ১২। ইহার সহস্র সহস্র শাখা আকাশকোটর পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডলালঙ্কৃত ভগবান্ বিষ্ণুর বিশ্বরূপ সম ১৩। ইহার তলপ্রদেশে নিষণ্ণ নাগেন্দ্রগণ, উপরে গ্রহ-নক্ষত্রগণ, মধ্যভাগে লতা-পুষ্পাদি মধ্যে পক্ষিকুল অবস্থিত ১৪। এই তিন ভাগই নাগেন্দ্রসংকুল পাতালের, গ্রহগণ পরিপূর্ণ ব্যোমমণ্ডলের ও বৃক্ষলতাপ্রাণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ভূতলবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশের সহিত উপমিত হইতে পারে ১৫। ইহার পল্লব প্রদেশস্থ পুষ্পরেণুসমাচ্ছন্ন কলিকাজাল তারানিকরমণ্ডিত ব্যোমমণ্ডলের সহিত, এবং চঞ্চলবিহগপরিপূর্ণ

কুলায়কুলসংকুল স্কন্ধদেশ জনপরিপূর্ণ জনপদ-সমাচ্ছন্ন ভূতলের সহিত, তথা মঞ্জরীরূপ পতাকাসমন্বিত পুষ্পরূপ রত্নবিমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ধবলীকৃত চকোর ভ্রমর, শুক, কোকিল ও সারিকা প্রভৃতির কুজন ও প্রতিকুজনযুক্ত নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালরূপ গবাক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষিরূপ জনগণের ঘনসঞ্চারসম্পন্ন বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের সহিত দৃষ্টান্তীকৃত হইতে পারে ১৬।২০। অবিরত পুষ্পকেশর নিপতিত হওয়াতে এই বৃক্ষ অবিরত নিপতিত নদীসমূহসংকুল পর্ব্বতের ন্যায় ও মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা বিচলিত পত্র-পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিতস্কন্ধ হওয়াতে বাতবিচলিত অভ্রপটলাবৃত ভূধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পর্ব্বত যেমন নদীবৃন্দে রাজমান, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষ গানকারী ভৃঙ্গশ্রেণী-পরিশোভিত পুষ্প-স্তবকে রাজমান। ভূধর যেমন সুশুভ্র মেঘের দ্বারা শোভা ধারণ করে তাহার ন্যায় এই অত্যুচ্চ বৃক্ষও পুষ্পপল্লবাদির দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কোন মহাচল (বর্ষপর্ব্বত) উপত্যকাস্থ তরুপুঞ্জে আবদ্ধ, তাহার ন্যায় এই মহাবৃক্ষও মাতঙ্গকটঘৃষ্ট শিফাসমূহের (কট= গণ্ডদেশ। হস্তীর গণ্ডঘর্ষণে ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ শিকড়) দ্বারা আবদ্ধ ২১।২৩। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পার্শ্বদবৃন্দে পরিবৃত, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষও বিচিত্র পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত ২৪। ইহার নিকটবর্ত্তী বল্লীগণ মারুতহিল্লোলে যেন কোন অভিনয়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই বৃক্ষ যেন স্বীয় স্তবকরূপ বিলোল অঙ্গুলিদ্বারা উহাদিগকে অভিনয়কার্য্যের নিষ্পাদনপ্রকার দেখাইয়া দিতেছে ২৫। অধিক কি বলিব, কি মূল, কি কোটর, কি শাখা, কি পত্র, কি পুষ্প, ইহার সকল অঙ্গই মনুষ্য, মৃগ, পশু, পক্ষীর প্রার্থনীয়, সুতরাং বৃক্ষটী যেন "আমার সর্ব্বাঙ্গ সফল, জন্ম সুসার্থক," এই ভাবের ভাবুক হইয়া পরি-তোষে ও আহ্লাদে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছে ২৬। লতারূপিণী বহু

কান্তার আমিই একমাত্র কান্ত, এতদ্রূপ আভিমানিক সুখের উল্লাসে বৃক্ষ যেন ভ্রমরগীতিচ্ছলে রসগান করিতেছে ২৭। যেন আদর সহকারে কোকিলকুলের ধ্বনি দ্বারা কুসুমপ্রার্থী ব্যোমচারী সিদ্ধগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে পুষ্পসমূহ উন্মোচন করতঃ তাহাদিগকে প্রদান করিতেছে ২৮। পুষ্পরূপ কুণ্ডলের নির্ম্মল দীপ্তি প্রদীপ্ত হইয়া লতা-পুষ্প-ফলের উল্লাস জন্মাইতেছে এবং যেন তদীয় প্রান্তস্থিত পঞ্চ পুণ্যমহীরুহকে উপহাস করিতেছে ২৯। অপিচ, এই বৃক্ষ উর্দ্ধগ খগমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া যেন পারিজাত বৃক্ষকে জয় করিতেই উর্দ্ধগ্রীব হইয়া ব্যোমান্তরে ধাবিত হইয়াছে ৩০। ইহার সহস্র সহস্র স্তবকের মধ্যভাগে শ্যামবর্ণ ভৃঙ্গগণ প্রস্ফুরিত হওয়াতে বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্রসম্পন্ন সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে ৩১। ইহার সহস্র গুচ্ছে সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহাও যেন সহস্র মণিসম্পন্ন সহস্রফণাশালী অনন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিলেই বোধ হয়, যেন, নাগরাজ পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোদর্শনের নিমিত্তই উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছেন ৩২। ভস্মবিভূষিত-কলেবর ভগবান্ শঙ্কর কেবল ভক্তগণেরই শঙ্কর, কিন্তু এই বৃক্ষ পুষ্পরেণুবিভূষিত হইয়া শঙ্করাকার ধারণ করতঃ ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গেরই শঙ্কর-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহার শাখাসমূহ বিকসিত ও মুকুলিত পুষ্পে পরিশোভিত, দলরাজিতে সুশোভিত এবং বিবিধ কুসুমপরিপূর্ণ লতানিকরে বিমণ্ডিত হইয়া রমণীয় মণ্ডপসমূহের ন্যায় ও বিবিধ বিচিত্র বিহগকুলের অনবরত গমনাগমন দ্বারা নাগরগণের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়াতে এই বৃক্ষ যেন বিবিধ মণ্ডপ পরিপূর্ণ ও নগরবাসিগণসংকুল ব্যোমপুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ৩৩।৩৪।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তম সর্গ

——()০()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভূমি অপবিত্র, এতদ্বিধ বুদ্ধিশালী দাশূর তাদৃশ ফলপল্লবশাখাযুক্ত অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু যেমন একার্ণবকালে বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায়, দাশূর তন্মুহূর্ত্তে সেই আকাশস্তম্ভ সদৃশ উন্নত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন ১।২। এই বৃক্ষের একটি ব্যোমসংলগ্ন অত্যুচ্চ শাখা, দাশূর তাহারই প্রান্তস্থিত পল্লবে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাহার অপবিত্রতাজনিত তপোবিঘ্নকর চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিল না ৩। সেই বৃক্ষের একটি অভিনব কোমল পল্লব তাঁহার আসন হইল, তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক তিনি কৌতুক বশতঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন ৪। দেখিলেন, দিক্‌সমূহ যেন অপূর্ব্ব দশটি অঙ্গনা, তাহারা যারপর-নাই অদ্ভুত সুষমা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শৈলরাজের অত্যুচ্চ শিখর যেন তাহাদের স্তন, সরিৎসমূহ তাহাদের একাবলী হার, নীল নভোমণ্ডল তাহাদের কবরী, চঞ্চল মেঘশ্রেণী যেন তাহাদের অলকাবলি ৫, নিবিড়িত বৃক্ষের শ্যামল পল্লবাবলী যেন তাহাদের বসন, পুষ্পরাশি যেন তাহাদের কর্ণভূষণ, সাগর যেন তাহাদের বিধৃত পূর্ণকুম্ভ, প্রফুল্ল পদ্মিনীবৃন্দ যেন তাহাদের করবিধৃত পুষ্পগুচ্ছ, পবনবাহিত কুসুমগন্ধ যেন তাহাদের মুখ-মারুত, পক্ষিগণের কলরব যেন তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠনিনাদ, নির্ঝরপাতের প্রগাঢ় নিস্বন যেন তাহাদের নূপুরধ্বনি ৬।৭, স্বর্গ

যেন তাহাদের মস্তক এবং পৃথিবী যেন তাহাদের পদতল, বনসকল যেন রোমশ্রেণী, জাঙ্গল প্রদেশ যেন উরুস্থল, চন্দ্র ও সূর্য্য যেন তাহাদের কুণ্ডল ৮, শালী প্রভৃতি শস্যের ক্ষেত্রসমূহ যেন তাহাদের প্রত্যঙ্গ-বিভাগ, পর্ব্বতশিখরসংলগ্ন শুভ্র মেঘখণ্ডসমূহ যেন তাহাদের মস্তকস্থ কেশের প্রাবরণ ৯, পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র যেন তাহাদের দর্পণ, নক্ষত্রবৃন্দ যেন তাহাদের ঘর্ম্মবিন্দু ১০, ঋতুসম্ভূত কুসুমনিচয় যেন তাহাদের স্তনকঞ্চুক, সূর্য্যকিরণ যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য কুঙ্কুম-দ্রব, চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না-রাশি যেন তাহাদের চন্দনপ্রলেপ ১১। এবম্বিধ দিগঙ্গনাগণ যেন ভুবনরূপ অন্তঃপুর আলো করিয়া রহিয়াছে। দাশূর আরও দেখিলেন, কুসুম-মণ্ডিতা এতাদৃশী দিগঙ্গনাগণের পয়োবাহরূপ (মেঘরূপ) পরিধান-বস্ত্র বাতবিধুত হইয়া কখন প্রসৃত ও কখন বা প্রস্খলিত হইতেছে ১২।

পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

—·—

একপঞ্চাশত্তম সর্গ

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দাশূর কদম্ববৃক্ষ আরোহণান্তে দিক্‌সকল অল্পকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া শূরের ন্যায় উৎসাহের সহিত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও উগ্রতর তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বনবাসীরা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে তপস্যা করিতে দেখিয়া, কদম্ব-দাশূর নামে বিখ্যাত করিল ১। কদম্ব-দাশূর কদম্বশাখাদলে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথমতঃ বর্ণিত প্রকারে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে তাহারই অব্যবহিত ক্ষণে স্বীয় চিত্তকে তাদৃশ দিক্‌সমূহ হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং বদ্ধপদাসনে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ২। পরম তত্ত্ব কি? দাশূর তাহা জানিতেন না। কিন্তু অন্যকে যাগাদি ক্রিয়া করিতে দেখিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং এক্ষণে তিনি তপস্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তশুদ্ধি-কামনায় মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ৩। সেই অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষের নভোগত পল্লবাগ্রে উপবিষ্ট দাশূর মনে মনে অগ্ন্যাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যজ্ঞই সম্পাদন করিলেন। ধ্যানমাত্র-অবলম্বনে বহুবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। এই দশ বৎসরে তিনি মানস-কল্পনায় বিপুল দক্ষিণাযুক্ত গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞও সুসম্পন্ন করিলেন ৪।৫। তাদৃশ দীর্ঘকালের পর অর্থাৎ দশ বৎসরের পর তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সুপ্রশস্ত হইল। চিত্তনৈর্ম্মল্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অন্তরে তখন হঠাৎ আত্মপ্রসাদজনিত জ্ঞান অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইল ৬।

তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইল, মায়াবরণ বিশীর্ণ ও বাসনারূপ চিত্তমল একবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই বিগলিত অজ্ঞানাবরণ ও বাসনাবিহীন দাশূর একদা সেই কদম্বের অগ্রপ্রান্তে নির্ব্বাত নিস্পন্দ দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিলোলকুসুমবসনা, কান্তবদনা, বিশালাক্ষী, মদঘূর্ণিত-লোচনা, নীলোৎপলভূষিতা, আমোদশালা, রূপলাবণ্যবতী, লোকললামভূতা কামিনী তাঁহার সম্মুখে লতার উপরিভাগে কুসুমভারাবনত লতার ন্যায় অবনতবদনে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তিনি সেই অনিন্দিতাঙ্গী, লজ্জাশীলা, অবনতবদনা বনদেবীকে দর্শন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা তুমি পুষ্পগণের বয়স্যারূপিণী হইয়া এক লতা-দলে অবনতবদনে অবস্থান করিতেছ? মহাতপস্বী দাশূর ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মৃগশাবাক্ষী, গৌরবর্ণা, পীনপয়োধরা বনদেবী মৃদুমধুর স্বরে বক্ষ্যমাণ স্নিগ্ধাক্ষরযুক্ত বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন ৭।১২। এই ধরা-তলে যে-কিছু বাঞ্ছিত অথচ দুষ্প্রাপ্য, সে সমস্তই একমাত্র মহতের সেবায় লাভ করা যায়। কেননা মহতের নিকট প্রার্থনা অব্যর্থ ও অমোঘ। হে ব্রহ্মন্! আমি এই লতাকীর্ণ ও ভবদীয় কদম্বসমলঙ্কৃত বিপিনের বনদেবতা। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে নন্দনবনে মদনোৎসবোপলক্ষে বনদেবীগণের সমাগম হইয়াছিল। আমিও সেই ত্রিলোকললনাগণের সভায় গমন করিয়াছিলাম ১৩।১৫। সে স্থানে গিয়া আমি দেখিলাম, মদীয় সমস্ত বয়স্যাই পুত্রবতী। কেন, তাহা জানি না, আমার মনে তদ্দর্শনে আপনার অপুত্রবতীত্ব-নিবন্ধন সাতিশয় দুঃখের অনুবন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তদবধি আমি দুঃখকাতরা হইয়াই আছি। তাই আজ আমি ভাবিলাম, সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ কল্পতরুসদৃশ আপনি এই স্থানে বিদ্যমান থাকিতে আমি কি নিমিত্ত অপুত্রিকা থাকিয়া অনাথার

ন্যায় শোকসন্তপ্ত হই ১৬।১৭? অতএব, হে ভগবন্! অনুকম্পাবিতরণ-পূর্ব্বক আমাকে পুত্রফল প্রদান করুন। নচেৎ আমি ত্বদীয় সম্মুখে পুত্রদুঃখদাহের শান্তিবিধানার্থ মদীয় এই দেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব ১৮।

মুনিশার্দ্দুল দাশূর সেই তন্বঙ্গী বনদেবীর উক্তবিধ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং হাস্যসহকারে তাঁহার হস্তে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বলিলেন ১৯, হে কোমলাঙ্গি! তুমি স্বস্থানে গমন কর। যদ্রূপ উৎকৃষ্ট লতা প্রসূন প্রসব করে তাহার ন্যায় তুমি এক মাসের পর একটি সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণনয়ন জগৎপূজ্য পুত্র প্রসব করিবে ২০। কিন্তু তুমি কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্তে মরণে কৃতসঙ্কল্প ও বীতরাগিণীর ন্যায় হইয়া আমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ, সেই কারণে তোমার পুত্রটি তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, অন্য বনদেবী-পুত্রদিগের ন্যায় ভোগলম্পট হইবে না ২১।

দাশূর ঐরূপ কহিলে প্রসন্নবদনা বনদেবী "আমি এই স্থানে থাকিয়া মুনিপুঙ্গবের পরিচর্য্যা করিব" এ ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং অবিলম্বে স্বভবনে গমন করতঃ একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন ২২।২৩। পরে যথাকালে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিল। ক্রমে মাস, ঋতু ও সম্বৎসর অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল পরে প্রসূত পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় হইল। উৎপলনয়না বনদেবী এই সময়ে পুত্র সহ দাশূর মুনি-সমীপে সমাগতা হইলেন ২৪। অনন্তর প্রণামান্তে, ভ্রমরী যেমন সহকার (আম্র-বৃক্ষ)-সমীপে মধুর নিনাদ করে, তাহার ন্যায় তিনি বিনয়মধুরবাক্যে চন্দ্রনিভানন মুনিপুঙ্গবের সমীপে উপবেশন করতঃ নিম্নলিখিত বাক্য-পরম্পরা সকল বলিতে লাগিলেন ২৫। "ভগবন্! এই সেই আপনার ও আমার সুখাবহ পুত্র! আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়াছি ২৬। কেবল এই বালক সে-জ্ঞান লাভ করে নাই—যে-জ্ঞানে

জীব পুনঃ সংসারচক্রে পরিবর্ত্তিত হয় না ২৭। হে বিভো! অধুনা আপনি কৃপা করিয়া ইহাকে জ্ঞানে উপদিষ্ট করুন। কোন্ ব্যক্তি বংশধর পুত্রকে মূর্খ রাখিতে ইচ্ছুক হয় ২৮?

বনদেবী ঐরূপ কহিলে মহাত্মা দাশূর বলিলেন, অবলে! তোমার এই পুত্র আমার শিষ্য হইল, তুমি ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া স্বস্থানে গমন কর। মুনি এই বলিয়া বনদেবীকে বিদায় করিলে, বনদেবী পুত্রকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ২৯। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ বালক মুনির শিষ্য হইলেন বলিয়া তদীয় সম্মুখে অতি সংযতভাবে উপবেশনাদি করিতে লাগিলেন। এবং গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতচর্য্যা প্রভৃতি ক্লেশ-পরম্পরার সহিত সময়াতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ৩০। অতঃপর তিনি প্রথমতঃ গুরুর বিচিত্র উক্তিপরম্পরা শ্রবণে পরোক্ষরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিলেন, অনন্তর দীর্ঘকাল পরে তাহা অপরোক্ষ পথে আনীত করিলেন। যাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞান অনুভূতি-পথে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, মুনি তদর্থে যত্নসহকারে বিবিধ দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও সহস্র সহস্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরম্পরা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের যদ্রূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান, পুত্রেরও সেইরূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান হউক, এই ভাবে ভাবিত হইয়া ঋষি বিবিধ প্রকার কথাক্রম, অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তি, উভয়বিধ কথা যোগ্যরূপে বলিতে লাগিলেন ৩১।৩৩। তাহাতে পুত্রেরও ক্রমশঃ বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ৩৪।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()•()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা আমি কৈলাসনিলয়া মন্দাকিনী-সলিলে স্নান করিবার মানসে অদৃশ্যভাবে সেই দাশূর মুনির কদম্বতরুর উপরিভাগস্থ গগনপথে গমন করিতেছিলাম। সেই স্নান উপলক্ষ্যে আমি নভোমণ্ডলান্তর্গত সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে সেই দাশূর মুনির উন্নত কদম্বতরু প্রাপ্ত হইলাম। সেই অত্যুচ্চ তরুবর প্রাপ্ত হইলে, যেমন পদ্মকোষমধ্য হইতে ভ্রমরধ্বনি শুনা যায় তাহার ন্যায় সেই তরুকোটর হইতে দাশূর মুনির বক্ষ্যমাণ মধুর বচনপরম্পরা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ১।৩।

দাশূর বলিতেছেন, পুত্র! আমি তোমার নিকট এই সংসারের উপমা স্বরূপ এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর ৪। এই জগতে মহাবীর্য্যশালী খোথ নামে এক ভুবনবিখ্যাত রাজা আছেন। এই রাজা শ্রীমান্ ও ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ ৫। ভুবননায়কগণ, দেবগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা এই রাজার অনুশাসন (আদেশ) অবনত-মস্তকে বহন বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন ৭। এই রাজা এরূপ সাহসী, সাহসপ্রিয় ও কৌশলসম্পন্ন যে, ত্রিভুবনে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে ৭। তাঁহার সুখদুঃখপ্রদ কার্য্যসংরম্ভ এত অধিক যে, গণনা করা কাহারো সাধ্য নহে ৮। ত্রিভুবনে এমন বীর্য্যশালী কেহই নাই, যিনি এই অতুলবীর্য্য মহাত্মা রাজাকে শস্ত্র, অস্ত্র বা পাবক দ্বারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হন। আকাশ যেমন অনাক্রম্য সেইরূপ এই খোথ রাজাও অস্ত্রাদির অনাক্রম্য ৯। ইনি লীলাক্রমে যে সমস্ত সৃষ্টি

করেন, কি হর, কি হরি, কি মহেন্দ্র, কেহই তাঁহার শতাংশের একাংশ নির্ম্মাণে সমর্থ নহেন ১০। এই মহাবাহুর উত্তম, অধম ও মধ্যম, ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান, সমস্ত জগৎ উক্ত দেহত্রয়ে আক্রান্ত রহিয়াছে ১১। এই ত্রিশরীর রাজা অতিবিস্তৃত আকাশে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করতঃ পক্ষীর ন্যায় তাহাতেই পরিভ্রমণ করেন ১২। ইনি আপনার উৎপত্তির ও স্থিতির ক্ষুদ্র স্থান অনন্ত আকাশে সুরম্য মহানগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদীয় বিনির্ম্মিত উক্ত মহানগর তিন ভাগে বিভক্ত, চতুর্দ্দশ মহারণ্যে বিভূষিত, বন ও উপবন সমূহে পরিবৃত, অত্যুচ্চ ক্রীড়া-পর্ব্বতে পরিশোভিত, বিলোল মুক্তালতায় বিজড়িত, ও সপ্তবাপীবিশিষ্ট। তাহা একটী শীতল ও একটী উষ্ণ অক্ষীণ দীপদ্বয়ে আলোকিত এবং উর্দ্ধগতি ও অধোগতিরূপ দুঃখ-সুখ এই দ্বিবিধ বাণিজ্যের পথে সুশোভিত করিয়াছেন ১৩।১৫। ভূপতি এবম্বিধ অতিবিশাল নগরে জঙ্গম জীবের সঞ্চরণযোগ্য অনেক প্রকার অপবরক (স্বকীয় আচ্ছাদন-স্থান, অর্থাৎ গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন ১৬। সেই সমস্ত অপবরকের অর্থাৎ গৃহের মধ্যে কোন গৃহ উদ্ধে, কোনটী অধঃপ্রদেশে ও কোনটী বা মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। সে সকলের মধ্যে কোন কোন গৃহ বিলম্বে বিনষ্ট হয় এবং কোন কোন গৃহ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ১৭। ঐ সমস্ত গৃহ শ্যামবর্ণ তৃণসমূহে আচ্ছাদিত, নবদ্বারযুক্ত, বহুবাতায়নবিশিষ্ট, সর্ব্বদা বায়ুসঞ্চার-যুক্ত, পঞ্চদীপপ্রকাশিত, স্থূণাত্রয়ে (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন স্থানে) সমন্বিত। এই সকল গৃহের কাষ্ঠসকল শুক্লবর্ণ তথা স্নিগ্ধ মসৃণ মৃত্তিকাদির দ্বারা প্রলিপ্ত, এবং বহির্গমন-পথসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে ১৮।১৯। রাজা তাহার রক্ষাবিধানের নিমিত্ত আলোকভীরু (যে আলো দেখিলে ভয় পায়, পলায়ন করে) মহাযক্ষ সমুদয় মায়ার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদাই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে ২০।

পুত্র! মহীপতি এই নগরে এতদ্বিধ যক্ষগণসংরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরম্য গৃহসমুদয় প্রস্তুত করতঃ নীড়মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায় সেই সকল গৃহের মধ্যে কতপ্রকার ক্রীড়া করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্রত্য যক্ষগণের সহিত ক্রীড়ায় বশীভূত হইয়া কিয়ৎকাল বিহার করতঃ তথা হইতে পুনঃ প্রস্থান করিয়া থাকেন ২১।২২।

বৎস! এইরূপে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা সেই মহানগরে অবস্থান করতঃ কখন কখন ইচ্ছা করেন যে, অন্য নগর নির্ম্মাণ করিব এবং তদন্তর্গত গৃহে বাস করিব। ঐরূপ বাসনা করিয়া তিনি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা পুরী হইতে বেগে বহির্গত হন এবং গন্ধর্ব্বনির্ম্মিত নগরের ন্যায় নবনির্ম্মিত পুরীতে প্রবেশ করেন ২৩।২৪। এই চঞ্চলমতি রাজার অন্তরে কখন কখন বিনাশবাসনাও সমুপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বাসনার দ্বারা তিনি অচিরাৎ স্বনগরের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হন। পুনরপি জল হইতে তরঙ্গের উদ্‌গতির ন্যায় আপনা হইতে বা আপনার আত্মা হইতে আপনি পুনরুদ্‌গত হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন ২৫।২৬। কখন বা ইনি ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই ইচ্ছাদ্বারা শক্র, রোগ ও দারিদ্র্যাদির দ্বারা অভিভূত হন এবং "আমি অজ্ঞ, এখন আমি কি করি, আমি এখন অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি" এইরূপ শোক করিতে থাকেন। কখন বা প্রাবৃট্‌কালীন নদীবেগের ন্যায় পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুখানুশয়ী হইয়া হর্ষে অতিশয় প্রফুল্ল হন। পুত্র! সেই মহামহিম মহীপতি বায়ুবিতাড়িত সরিৎপতির ন্যায় কখন বল্‌গিত, কখন জৃম্ভিত, কখন বা প্রস্ফুরিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত বা লুক্কায়িতপ্রায় হন ২৭।২৯।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই মহারজনীতে এবং সেই জম্বুদ্বীপান্তর্গত বৃহৎ কদম্ববৃক্ষে অতি পবিত্রাশয় ও পিতা-পুত্র উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি। পিতা ঐরূপ কহিলে, পুত্র সেই পবিত্রাশয় পিতাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন ১।

পুত্র কহিল, পিতঃ! আপনি খোথনামে বিখ্যাত উত্তমাকৃতি মহারাজার কথা বলিলেন, তিনি কে? আপনি তৎকথা উপলক্ষ্যে আমাকে যে কি বলিলেন, কি উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। ভবিষ্যৎ পুরীই বা কোথায়? এবং বর্ত্তমানে তন্মধ্যপ্রবেশই বা কি? ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একাধারে বা এক সময়ে সংঘটন অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং আপনার কথার মর্ম্ম আমার বুদ্ধিগম্য না হওয়ায় আমি মোহ অনুভব করিতেছি। অতএব, আমার মোহভঙ্গের নিমিত্ত আপনি উহা বিশদ করিয়া বলুন ২।৩।

পিতা কহিলেন, পুত্র! আমি তোমাকে উহার তত্ত্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে তুমি অনায়াসে সংসারচক্রের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে ৪। আমি আখ্যায়িকাচ্ছলে যাহার কথা বলিলাম, তাহাকে তুমি অবস্তু, বৃথা আরম্ভসম্পন্ন ও অসৎ অর্থাৎ প্রকৃত অস্তিতাশূন্য অজ্ঞান সমুত্থ বিস্তৃত সংসার বলিয়া জানিবে ৫। পরমাকাশ অর্থাৎ মায়াসম্বলিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমতঃ সঙ্কল্পপ্রধান (যাহার প্রধান কার্য্য কল্পনা করা),

মন (সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন) মায়িক বিকারে (মায়ার পরিণামে) আবির্ভূত হয়। সেই প্রথমোৎপন্ন মনকে আমি খোত্থ বলিয়াছি। খ আকাশ, তাহা হইতে উত্থ অর্থাৎ উৎপন্ন, সুতরাং খোত্থ। ইনি আপনা-আপনি প্রবৃত্তি-বাসনার প্রভাবে জন্মেন, এবং নিবৃত্তি-বাসনার দৃঢ়তায় লয় প্রাপ্ত হন ৬। এই যে এত বিস্তৃত বিচিত্র ভাবান্বিত জগৎ দেখিতেছ, এ সমস্তই তাহারই রূপ। কেননা, মন বা সঙ্কল্পাত্মক পুরুষ জাত হইলেই এ সকল জন্মে এবং তাহারই বিনাশ হইলে এ সকল বিনষ্ট হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যখন মনের থাকা না থাকা অনুসারে এ সকলের থাকা না থাকা সংঘটন হয়, তখন এ সকল মনেরই রূপ বিশেষ, অন্য কিছু নহে ৭। যেমন শৃঙ্গ ও শাখা মহীধরের ও মহীরুহের অবয়ব, সেইরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি উক্ত মনের রূপান্তর অর্থাৎ অবয়ব বিশেষ অর্থাৎ সেই আদি মনের কল্পিত ৮। যাহাতে কোন জগৎ নাই ও ছিল না ও থাকিবে না, তাদৃশ ব্রহ্মাকাশে তিনিই বিরিঞ্চিত্ব-পদ প্রাপ্তির পর এই জগত্রয়রূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত মন নিজে অচেতনস্বভাব হইলেও ব্রহ্মচৈতন্যের অনুগ্রহে চেতন-বিরিঞ্চি (প্রজাপতি ব্রহ্মা) হন। তাহার জগন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিভাস (বিবর্ত্ত বা কল্পনা) ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৯। বিরিঞ্চির স্বকল্পিত মহাপুরে অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্পময় ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দ্দশ মহারণ্য বা মহামার্গ আছে বলিয়াছি, তাহা সূর্য্যাদি প্রভায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবনে জীবদিগের গমনাগমন হয় বলিয়া সে সকল মহামার্গ। নন্দনাদি উদ্যান-পরম্পরাকে বন ও উপবন বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ক্রীড়া-পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, সে সকল সহ্য, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ দুইটী দীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটী সূর্য্য ও অপরটী চন্দ্র ১০।১১।

নদীস্থ তরঙ্গপংক্তি সূর্য্যরশ্মি-প্রতিফলিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতীতি অনুসারে আমি নদীসমূহকে মুক্তালতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি ১২। ক্ষীর-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্র-সপ্তককে ঐ নগরের সরোবর বা বাপী বলিয়াছি ১৩। বলিয়াছি যে, উক্ত পুরী ত্রিধা বিভক্ত, তাহার মর্ম্ম—অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্য। অধোভাগ পৃথিবী, ঊর্দ্ধ-ভাগ স্বর্গ এবং মধ্যভাগ অন্তরীক্ষ। ইহারই মধ্যে পুণ্য ও পাপরূপ ধনে ধনী নর, অমর ও পুণ্যবহিস্কৃত ম্লেচ্ছ বণিকেরা বাণিজ্য বা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় (পাপ-পুণ্য অর্জ্জন ও প্রত্যর্জ্জন) করিতেছে ১৪। উক্ত সঙ্কল্পপুরুষ বা খোথ রাজা স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডনগরে সঙ্কল্পের দ্বারা বিচিত্র অপবরক, অর্থাৎ ক্রীড়াগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন বলা হইয়াছে। সে সকল গৃহ দেহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। দেহ অসংখ্যবিধ, সুতরাং বিচিত্র। দেবদেহ ঊর্দ্ধ বিভাগে, মনুষ্যদেহ অধোবিভাগে, নাগাদিদেহ অধোবিভাগে (পাতালে) এবং খেচর দেহ মধ্য বিভাগে (অন্তরীক্ষে) সংস্থাপিত রহিয়াছে ১৫।১৬। এই দেহরূপ ক্রীড়াগৃহগুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতযন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ইহার গাত্রে মাংসরূপ মৃত্তিকার প্রলেপ আছে এবং শুভ্রবর্ণ অস্থি ইহার কাষ্ঠ। ত্বক্ তাহার উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে ১৭। ঐ সকল ক্রীড়াগৃহের মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র ও কতকগুলি বিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলিয়াছি যে, ঐ সকল গৃহ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত, সে সকল শ্যামল তৃণ কেশ ও লোম ১৮। নয়টী দ্বারের কথা বলিয়াছি, সে গুলিকে তুমি কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা প্রভৃতি নয়টি স্থান বুঝিবে। ঐ সকল বাতা-য়ন স্থানীয়, কেননা তদ্দ্বারা অনবরত পুরমধ্যে বায়ুর সঞ্চার রহিয়াছে। হস্তাদি এই গৃহের প্রতোলী (বারাণ্ডা) এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মধ্যস্থ পাঁচ প্রদীপ ১৯।২০। খোথ রাজা মায়ার (নিজ কল্পনাশক্তির) দ্বারা মহাযক্ষ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে পুররক্ষক করিয়াছেন, তাহারা পরম-

আলোক-ভীত, এ কথার অর্থ—অহং মম ইদং অভিমান যক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের বিনাশক। ভাবিয়া দেখ, অহংকারই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে কি না? মরণকালে অহং-অভিমান ত্যাগের পর তদ্দেহ আর থাকে-না, বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে অহং-অভিমান তদ্দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে (কল্পনা করিয়া লইয়া তদাশ্রয়ে স্থিত হয়)। পরম আলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহার উদয়ে ঐ সকল অভিমান অন্ধকারের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করে। অথবা মরিয়া যায়। এ রহস্য শাস্ত্রজ্ঞমাত্রেই বিদিত আছেন ২১। অতুলপরাক্রম খোথ রাজা দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে মিথ্যাসঙ্কল্পসমুত্থিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সহিত অনুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন ২২। যেমন কুস্থলে (ধান্যাধারে) মার্জ্জার, ভস্ত্রায় বায়ু এবং শুক্তিতে মুক্তা, সেইরূপ দেহে অহঙ্কার। অর্থাৎ অহ-ঙ্কার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র ২৩। উক্ত রাজা উক্ত দেহগৃহে অহঙ্কারাদি যক্ষগণের সহিত কখন বিচরণ, কখন বা বিলাস করেন, কখন বা দীপের ন্যায় শান্তিপ্রাপ্ত হন ২৪। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন তিনি ভবিষ্যৎ নূতন পুর প্রস্তুত করেন, তাহার অর্থ এইরূপে অবগত হইবে যে, সাঙ্কল্পিক বস্তুই ভবি-ষ্যৎ বস্তু বলিয়া উদাহৃত বা উল্লিখিত হয়। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন তখন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। তাই বলা হই-য়াছে, তিনি তখনই ভবিষ্যৎ ও নবনির্ম্মিত-পুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ২৫। এই রাজা দেহগৃহমধ্যে বিবিধ ক্রীড়া করতঃ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া যখন শ্রমশান্তির নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুষুপ্ত হন, তখনই সর্ব্বসঙ্কল্প-রহিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্তপ্রায় হন। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা জাত হইয়া কেবল অনন্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন; কখনও তাহার পরমানন্দ লাভ হয় না ২৬। বালক-কল্পিত যক্ষ (ভূত-প্রেত) যেমন

বালকদিগের সঙ্কল্পমাত্রপ্রসূত, সেইরূপ, খোথ রাজাও আপন সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। তাহার এ উৎপত্তি দুঃখের বৈ আনন্দের নহে ২৭। এই যে বিস্তীর্ণ জগদ্দুঃখ, ইহাও কল্পনার বা সঙ্কল্পের প্রভাব। যদি কখন তাহার (সঙ্কল্পের) অসম্ভাব ঘটনা হয়, তখন দেখা যায়, জগদ্দুঃখের গন্ধমাত্রও থাকে না। অন্ধকারই বস্তুদর্শনাভাবরূপ আন্ধ্যের হেতু, অন্ধকারের অভাবে তাহার অভাব, অর্থাৎ তাহা থাকে না ২৮। যেমন কোন চঞ্চল কপি একদা তক্ষকর্তৃক অর্দ্ধবিদারিত কাষ্ঠমধ্যে বৃষণ রুদ্ধ হওয়ায় আপনারই চেষ্টার দ্বারা প্রোথিত কীলক উৎপাটিত করিয়া পরিশেষে মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় এই খোথ রাজাও, অর্থাৎ মনঃও স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বকীয় দুঃখদ চেষ্টার দ্বারা দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়া থাকেন। যেমন কোন গর্দ্দভ একদা যদৃচ্ছাক্রমে উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার মুখে অকস্মাৎ কোথা হইতে একবিন্দু মধু নিপতিত হওয়ায় সে তাহার আস্বাদে আনন্দ কল্পনা করিয়া সর্ব্বদাই উর্দ্ধ্বমুখে থাকিত, তেমনি, এই খোথ রাজাও স্বসঙ্কল্প-কল্পিত কিঞ্চিন্মাত্র বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ২৯।৩০। যেমন চঞ্চলমতি বালকের কোন কার্য্যের স্থিরতা নাই, তাহার ন্যায় ইহারও স্থিরতা নাই, অর্থাৎ সে কখন বিরতি, কখন রতি ও কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৩১। পুত্র! তুমি ইহাকে (মনকে) যত্নপূর্ব্বক ভাব (বহির্ম্মুখ বৃত্তি) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। এ যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ আত্মাভিমুখী হয়, তাহা কর ৩২। এই সঙ্কল্পপ্রধান খোথ রাজার অধম, উত্তম ও মধ্যম দেহ আছে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তমঃ, সত্ত্ব ও রজঃ। এই তিনই জগৎস্থিতির কারণ ৩৩। ঐ তিন দেহের মধ্যে যাহা তামস দেহ তাহার বিবরণ এই যে, তমঃপ্রভাবে প্রাকৃত চেষ্টাপরম্পরাদ্বারা, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-

পরম্পরা দ্বারা কার্পণ্য অর্থাৎ নরক-দুঃখ ভোগ করে, পরে কৃমিকীটাদি দেহ প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিক দেহের বিবরণ এই যে, সত্ত্ব-প্রাবল্যে ধর্ম্ম-পরায়ণতা লাভ করিয়া মোক্ষের সন্নিহিত হইতে থাকে। রাজসিক দেহের বিবরণ এই যে, রজোগুণের উত্তেজনায় লোকব্যবহারপরায়ণ হইয়া স্ত্রীপুত্রগণের সহিত সংসারে অবস্থান করে, তাহাতে তাহারা তুল্যরূপে দুরবস্থা বা সু-অবস্থা প্রাপ্ত হয় ৩৪।৩৬। হে বুদ্ধিশালিন্! সঙ্কল্প-ময় খোথ রাজা যখন ঐ তিন প্রকারই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাকে পরম পদের দিকে অগ্রসর করেন, করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন ৩৭। অতএব, হে পুত্র! তুমিও ত্রিবিধ দেহসম্পন্ন সঙ্কল্পরূপ মনকে নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা বিনষ্ট কর, বাহ্য দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার-দৃষ্টি উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সঙ্কল্প-সমুদয় ক্ষয় কর ৩৭।৩৮। তুমি যদি সহস্র বৎসর যৎপরোনাস্তি কঠোর তপোনুষ্ঠানে রত থাক, যদি তুমি বিস্তৃত শিলাখণ্ডে আপনার স্বদেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ কর, যদি তুমি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে অথবা ভীম বাড়ব-বহ্নিতে প্রবিষ্ট হও, যদি তুমি কণ্টক-সমাকীর্ণ শ্বভ্রমধ্যে নিপতিত হও, যদি তুমি প্রচণ্ডবেগবিঘূর্ণিত খড়্গ-ধারের দ্বারাও স্বদেহ খণ্ড খণ্ড কর, যদি তুমি মহেশ্বর, ব্রহ্মা, অথবা বিষ্ণু কর্ত্তৃক গৃহীতমন্ত্র বা উপদিষ্ট হও, যদি তোমার দুঃখে লোকপতি মহেন্দ্রও করুণাক্রান্ত হন, আর যদি তোমার সঙ্কল্প ক্ষয় না হয়, তবে তোমার পরিত্রাণ নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমি পাতালে যাও আর স্বর্গে যাও, অথবা এই স্থানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্প-ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ও কুত্রাপি তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে-না। সঙ্কল্প বিনাশ ব্যতীত দুঃখোপশমের অন্য উপায় নাই ৩৯।৪২। অতএব, তুমি পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক বাধারহিত, বিকারশূন্য ও পরম পাবন সঙ্কল্প উপশমের জন্য যত্নবান্ হও ৪৩। হে অনঘ! একমাত্র

সঙ্কল্পরূপ তন্তুতে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্পতন্তু বা বাসনাতন্তু ছিন্ন হইলে দেখিবে, বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল, তাহাও জানিতে পারিবে না ৪৪। জগৎ অসৎ হইয়াও সৎ এবং সৎ হইলেও পরমার্থতঃ অসৎ। যখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন ইহার সত্যতা কোথায়? হে তাত! সঙ্কল্প দ্বারা যাহা যখন কল্পিত হয়, তখন তাহা সৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তুমি কোনও বিষয়ের সঙ্কল্প করিও না। সঙ্কল্প ক্ষীণ হইলেই চিৎ চেত্যত্ব পরিত্যাগ করিবে। অতএব, তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাগত ব্যবহারে অন্যমনস্কের ন্যায় প্রবৃত্ত থাকিবে ৪৫।৪৭। সত্য ব্রহ্ম অসত্য মায়ার প্রচ্ছাদনে যোনি-পরম্পরা হইতে প্রাণিরূপে সমুত্থিত হইয়া থাকেন এবং অনাত্মময় ও অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখপরম্পরা বৃথা ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব হে অনঘ! যাহা আত্মসদৃশ নহে, অর্থাৎ নিত্য নিরঞ্জন আত্মার অনুপযুক্ত, সেই অনন্ত সংসারের অসৎ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার নিমিত্ত তোমার মরণে প্রয়োজন কি? মরিলেই জন্ম, জন্মিলেই অনর্থ। প্রাজ্ঞগণ ব্রহ্মপদই অবলম্বন করিয়া থাকেন; কদাচ দুঃখপ্রদ সংসারকে অবলম্বন করেন না। অতএব, তুমিও বিকল্পজাল পরিত্যাগ ও পরমার্থ গ্রহণ করতঃ সুযুক্তচেতা হইয়া পরম সুখের নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় পরম পদের সাধনা কর ৪৮।৫০।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()*()—

পুত্র কহিল, হে পিতঃ। সঙ্কল্প কি প্রকার? কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কিসে তাহা বৃদ্ধি পায়? এবং কিসে তাহা বিনষ্ট হয় ১? দাশূর বলিলেন, অসীম আত্মতত্ত্বের রূপ সত্তাসামান্য। ঘটসত্তা, মঠসত্তা, নদীসত্তা, নদসত্তা, ভূধরসত্তা, এ সকলকে বিশেষ সত্তা বলে। ঐ সকল বিশেষ সত্তায় যে ঘটাদি বিশেষণ সংলগ্ন আছে তাহা বিগলিত হইলে যে অসীম নির্ব্বিশেষ সত্তা খাঁটী হয়, তাহাকেই আমরা সত্তাসামান্য বলি। ঐ সত্তাসামান্য আর চিৎ-তত্ত্ব তুল্য কথা। চিৎতত্ত্ব যে অবিদ্যা সম্বলনে স্বরূপাবস্থান ত্যাগ করিয়া চেত্যোন্মুখ হয়, পণ্ডিতেরা সেই চেত্যোন্মুখতাকে "অবিদ্যাবীজোদ্ভব সঙ্কল্প-বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বর্ণন করেন। (চেত্য=চিতের প্রকাশ্য। চিৎ বা চৈতন্য কোন প্রকার অবিদ্যাবিকারে প্রতিবিম্বিত হওয়া, অর্থাৎ প্রথম বিকারকে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আর চেত্যোন্মুখ হওয়া সমান কথা।) ২। লেশমাত্র প্রাপ্তসত্তা সেই অঙ্কুর অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে এবং মেঘের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে ৩। এতাদৃশ সঙ্কল্পবৃক্ষ চিতের অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত স্বয়ং জাত বা উদ্ভূত হয়। এবং পরিবর্দ্ধিতও হয়। সঙ্কল্পবৃক্ষের জন্ম কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। যেমন বীজই অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চিৎশক্তিও আপনার স্বরূপাতিরিক্ত চেত্য ভাবনা করে, করিয়া বিস্পষ্ট সঙ্কল্পভাব ধারণ করে ৪। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে আর এক সঙ্কল্প। এবং ক্রমে সঙ্কল্পের জন্ম ও ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে ৫। অর্ণব যেমন

১৬

জলমাত্র, তদ্রূপ এই জগৎও সঙ্কল্প মাত্র। অতএব, সঙ্কল্পই সংসার সঙ্কল্পই দুঃখ, তদ্ভিন্ন সংসার বা দুঃখ নাই ৬। এই জগৎ সঙ্কল্পমাত্র বটে, মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ও দ্বিচন্দ্রের ন্যায় অসত্যও বটে, পরন্তু তাহা সত্যের ন্যায় জাত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার জন্ম কাকতালীয় ন্যায় ও বিভ্রমমূলক ৭। হে পুত্র! মাতুলিঙ্গ নামে এক ফল আছে, তাহা ভক্ষণ করিলে চাক্ষুষ পিত্ত দূষিত হইয়া যায়। চাক্ষুষ পিত্ত দুষ্ট হইলে শ্বেতেও কনক, অর্থাৎ পীত ভ্রম জন্মে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চিৎ অল্পমাত্র অজ্ঞান দোষে দুষ্ট বা কলুষিত হওয়ায় অসত্য সঙ্কল্প যেন কোথা হইতে আপনা-আপনি আগমন করে ৮। তাই বলিতেছি, তোমার হৃদয়স্থ সঙ্কল্প অসত্য, তাহার জন্মও অসত্য, স্থিতিও অসত্য। এই রহস্য জ্ঞানগোচর হইলে তখন আর সে অসত্যতাও থাকে না। যাহা কেবল সত্য পরমাত্মা, তন্মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে ৯। এই আমি, ইহা আমার, এই সমস্ত ভাব, অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু, এ সকল সুখের অথবা দুঃখের হইলেও মিথ্যা। সুতরাং ঐ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিলে তখন আর পরিতাপের কিছুই থাকিবে না ১০। তুমি স্বীয় সঙ্কল্প বশতঃই "আমি জাত" এইরূপ ভ্রান্তির দ্বারা বিমোহিত হইতেছ। তোমার আবার জন্ম কি? তুমি কদাচ ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প করিও না। সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবনা কর; তাহাতে পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে ১১।১২। সঙ্কল্পপরিত্যাগের জন্য যে প্রযত্ন, তাহা সর্ব্বপ্রকার ভয়ের বিনাশক। ভাবনার অভাব হইলেই সঙ্কল্প সংক্ষীণ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ১৩। শিরীষকুসুম দলন করিতে বরং কথঞ্চিৎ কষ্ট আছে ত সঙ্কল্পদলনে কিছুমাত্র কষ্ট নাই ১৪। কেননা, সঙ্কল্প ভাবনামাত্র-পরিত্যাগে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, হে পুত্র! সঙ্কল্পরূপ শিরীষপুষ্প বিদলনের নিমিত্ত করস্পন্দরূপ যত্নও করিতে হয় না। কেবল মাত্র ভাবনাপরিত্যাগে উহা অর্দ্ধনিমেষ-

কাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে ১৫।১৬। হে অঙ্গ! তোমার সঙ্কল্প প্রশমিত ও তুমি স্বীয় আত্মায় স্থিতি প্রাপ্ত হইলে তোমার সকল অসাধ্যই সুসাধ্য হইবে, তখন তোমার কিছুই দুঃসাধ্য থাকিবে না ১৭। তুমি আপনারই মনের দ্বারা মনকে ও সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পকে বিনাশ করিবে, তাহাতে আবার দুষ্করতা কি? সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পের ছেদন, এ কথার অর্থ—সঙ্কল্প করিব না, এইরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা এবং মনের দ্বারা মনের ছেদন, এ কথার অর্থ—নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা সবিকল্প মনকে প্রশমিত করা। হে মহামতে! সঙ্কল্প উপসমিত হইলেই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে উন্মূলিত বা বিনষ্ট হইবে ১৮।১৯। মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এ সমস্তই সঙ্কল্পের রূপভেদ। সঙ্কল্পার্থ ব্যতীত ঐ সকলের অন্য কোন অর্থ নাই। যে হেতু সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই, সেই হেতু তুমি পৌরুষ অবলম্বনে হৃদয়স্থ সংকল্প ছিন্ন কর; বৃথা শোক করিও না ২০।২১। এই আকাশ যেমন শূন্য, জগৎও এতদ্রূপ শূন্য। উক্ত উভয় বিকল্পসমুত্থিত, সুতরাং অসৎ বা অলীক ২২।* এই জগৎ কখনও হয় নাই। কেবল মাত্র ভাবনারূপ সংকল্প ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে। যে ভাবনা ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে সে ভাবনা ক্ষয় হইলে ইহার কি থাকিবে ২৩? ইহা যে সম্পূর্ণ অসৎ তাহা সহজে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। অবহেলা দৃষ্টিতে ইহাকে অবস্তু ভাবে দর্শন করতঃ আত্মামাত্রের ভাবনা করিলে ইহার অসত্তা

---

* একটা শব্দ বা নাম আছে, পরন্তু বস্তু নাই। বস্তু নাই তথাপি নাম শুনিলে একপ্রকার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি জন্মে। সে জ্ঞান, বস্তু না থাকায় মিথ্যা, অসৎ ও ভ্রম বিশেষ। যেমন অশ্বডিম্ব নাম আছে, বস্তু নাই। আকাশকুসুম নাম আছে, বস্তু নাই। সুতরাং ঐ সকল নামশ্রবণজনিত জ্ঞান বিকল্পজনিত ও অসৎ। এই জগৎও নাই অথচ নাম আছে ও জ্ঞান হইতেছে। কাজেই জগৎও বিকল্পজনিত ও মিথ্যা।

প্রত্যক্ষীকৃত হয়। তাহা হইলে তখন আর স্ত্রীপুত্রাদিতে স্নেহ বা আস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না। যখন আস্থা ক্ষয় হইলে সুখদুঃখ ও ভাবাভাব সমুৎপন্ন হয় না, তখন যে সুখদুঃখাদি কেবল বিভ্রমমূলক ও জগৎ অসৎ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না ২৪।২৬। বাসনাবলিত ও উদ্ভূতশক্তি অবিদ্যাপ্রভব মনোরূপ জীব বাসনার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগদ্রূপ মানস-নগর বিস্তৃত করিতেছে। কখন বা বিনষ্ট ও কখন বা উৎপন্ন করিয়া তদ্‌ব্যবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জীব হৃদয়কাননের মর্কট। সে আত্মসদৃশ ক্রীড়ায় রত হইয়া কখন দীর্ঘতা এবং কখন বা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে ২৭।২৯। যেমন অগ্নিকণায় তৃণ নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা প্রদীপ্ত হইয়া নিঃশেষ হয়, সেইরূপ, এই জগৎও সংকল্প দ্বারা বিস্তৃত হইয়া অবশেষে সংকল্পের বিরামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! সংকল্প যখন তড়িদগ্নির ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী, ভ্রমপ্রদ, জড় ও জড়তাকারক এবং অসন্ময়, তখন ইহার চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি অনায়াসে ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ। কারণ, যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না। যাহা সৎ তাহার চিকিৎসা করাই দুঃসাধ্য! কিন্তু যখন ইহা নিতান্ত অসৎ, তখন ইহার চিকিৎসায় পরিশ্রম কি? আত্মার সংসারমালিন্য যদি অঙ্গারের মলিনতার ন্যায় সত্য হইত, তাহা হইলে তাহা পুরুষার্থসলিল দ্বারা (পুরুষার্থ=মুক্তি) ধৌত হইত না। কিন্তু যখন ইহা আত্মায় তণ্ডুলে তুষ-কঞ্চুকের ন্যায় অবস্থিত, তখন ইহা পৌরুষ-প্রযত্নে অবশ্যই ধৌত বা বিনষ্ট হইবে। হে পুত্র! এই সংসারমল কেবল অজ্ঞগণের দুঃখের নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট অঙ্গারে মলিনতার ন্যায় সত্যভাবে সমুদিত হয়। কিন্তু প্রাজ্ঞগণের নিকট ইহা তাম্রে কালিমার ন্যায় ও তণ্ডুলে তুষের ন্যায় যত্ন দ্বারা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যত্ন দ্বারা ইহা অবশ্যই

বিনষ্ট হইবে, তুমি ইহার বিনাশে উদ্যত হও ৩০।৩৮। যখন এই সংসার অসৎ বিকল্প জ্ঞানে সমুত্থিত হইয়াছে, তখন ইহা অত্যল্প যত্নেই লয়-প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কোন্ অসদ্বস্তু দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে? যেমন দীপালোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, যেমন চক্ষু নির্ম্মল হইলে দ্বি-চন্দ্রভ্রম তিরোহিত হয়, তদ্রূপ, আত্মবিচার সমুদিত হইলেই এই অসৎ সংসার বিলীন হইয়া থাকে ৩৯।৪০। এই সংসার সত্যবৎ দৃষ্ট হইলেও যখন ইহা মূলতঃ অসত্য, তখন তোমার ঈদৃশী সংসার-ভাবনা পরি-ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ এই সংসারে তোমার বা আমার বলিতে কিছুই নাই। এবং তুমিও এই সংসারের কিছু নহ। অতএব তুমি অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার অন্তর হইতে মহাবিভব বিলাসাদি ভ্রান্তি সমুদয় সত্বর উপশম প্রাপ্ত হউক এবং তুমি স্বীয় সর্ব্বপ্রকার বিলাসের সহিত আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিলাস কর ৪১।৪২।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

———

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——:o:——

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সেই রাত্রে কদম্বগত দাশূর ও তৎপুত্র উভয়ের বর্ণিতপ্রকারের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া নভস্তল হইতে সেই কদম্বতরুর সন্নিহিত প্রদেশে বৃষ্টিবিহীন মেঘের পর্ব্বতশৃঙ্গে ও নভোগত পক্ষীর বৃক্ষাগ্রে পতনের ন্যায় নিঃশব্দে ফলপুষ্পসঙ্কুল কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছিলাম ১।২। দেখিলাম, মহামুনি দাশূর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশূর ও তপস্তেজে, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ৩। অধিক কি বলিব, তাঁহার শরীর হইতে বিনির্গত ব্রাহ্ম্য তেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায় ধরাতল কাঞ্চনীকৃত করিতেছে। অপিচ, সূর্য্যদেব যেমন ভুবনকোষ প্রতপ্ত করেন, তাহার ন্যায় দাশূর স্বীয় তেজঃপ্রভায় সেই বৃক্ষ প্রজ্জ্বলিতপ্রায় করিয়া রহিয়াছেন ৪। অনন্তর তিনি আমাকে দেখিবামাত্র পত্রাসন বিস্তার করিয়া দিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা আমার যথোচিত সৎকার করিলেন ৫। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও তৎসহ সংসারতারণক্ষম তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বাক্যনিচয় বলাবলি করিলাম, তদনন্তর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই মহামুনির কদম্বাশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মহাত্মা দাশূরের প্রসাদে মৃগগণ অব্যাকুলিতচিত্তে সেই লতামণ্ডিত বৃক্ষের কোটর-প্রদেশে অবস্থান করিতেছে ৬।৭ আরও দেখিলাম, ঐ বৃক্ষ শশাঙ্কধবল চমরপুচ্ছসমূহে ও শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ৮।৯। তাহা হিমবিন্দুসমূহরূপ মুক্তামালায় ও পুষ্পনিকররূপ অলঙ্কারসমূহে বিভূ-

ষিত ১০। কদম্বপুষ্পের রেণুরূপ চন্দনরেণুতে বিচর্চ্চিত। বৃক্ষটী যেন সিন্দুরবর্ণ পল্লবরূপ রক্তাম্বরধারী ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া লতাঙ্গনার সহিত বিবাহার্থী বরবেশ ধারণ করিয়াছে ১১।১২। মঞ্জরীসমাকীর্ণ লতা-মণ্ডপসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া পতাকাকীর্ণ উটজ সমূহে পরিব্যাপ্ত মহোৎ-সবযুক্ত পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ১৩। আরও বলিতে পারি, মৃগগণ তদঙ্গে গাত্র-কণ্ডূয়ন করায় তত্রস্থ পুষ্পসকল রেণু পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল রেণু তাহার (বৃক্ষের) সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছে যে, বনবাসীরা যেন এক ধুলিধূসর উত্তুঙ্গ বৃষ-মল্লকে উপান্ত্য বনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ১৪। তত্রস্থ ময়ূরগণ পুষ্প-পরাগে পাটলবর্ণ। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতেরা যেন সন্ধ্যা-মেঘের শিশু পুত্রদিগকে (সন্ধ্যা-মেঘের শিশু পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড) এই বৃক্ষের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছে ১৫। আরও মনে হয়, এই বৃক্ষ যেন এক বিলাসী পুরুষ. কিম্বা বনদেবী, অথবা বন-দেবতায় সহিত তুলনা হয় তাহা বলিতেছি। ইহার নব পল্লবগুলি যেন অলক্তক-ম্রক্ষিত করশাখা, ফুল্ল পুষ্প ঈষৎ হাস্য, পুষ্পমধু মধু-পানের বিপ্রুষ (ফুৎকার করিলে যে বিন্দু বিন্দু বা কণা নির্গত হয় তাহাকে বিপ্রুষ বলে), পুষ্পের উপরিভাগস্থ কেশর পুলক, বায়ুসমান্দো-লিত পুষ্পভারান্বিত শাখাগ্রের প্রচলন মধুপানমত্ততার প্রস্খলন, মুকুল-সকল নিদ্রালস চক্ষু, গুচ্ছীভূত পুষ্পপ্রকর স্তন, পুষ্প-পরাগ-সমাচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ কুঙ্কুমরঞ্জিত বসনের (পরিধানের) অনুকারী, লতাবিতানের মধ্য-ভাগ বাসস্থান, তাহার মধ্যগত অবকাশ (ফাঁক) বাতায়ন, পুষ্পপত্রাদির চঞ্চলতা দোলাবিলাস, পক্ষীর কলরব আলাপ, পুষ্পোপবিষ্ট ভ্রমরসকল চক্ষুর নীলবর্ণ তারক (মণি) ১৬।২০। হে রাঘব! তাহার সুষমার কথা আর কি বলিব! অপর এক দৃশ্যের বর্ণনা এই যে, অসংখ্য উন্মত্ত ভ্রমর-

মিথুন যেন পরস্পর প্রণয়োচিত ধ্বনি সহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং কখন বা তথা হইতে বহিরাগমন করতঃ সানন্দে ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। নীলবর্ণ মক্ষিকা-(মৌমাছি) গণ যেন উপান্ত্য বনের সংবাদ দিতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহারা যেন উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতেছে। কখন বা ফলাগ্র-ভাগে বিশ্রাম, কখন বা অন্তর-শাখায় অবস্থান, কখন বা পত্রপুটমধ্যে অবস্থান, কখন বা নিলীন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই স্থানের মৃগেরা যেন বনস্থলীর সরলস্বভাব শিশু পুত্র। এই স্থানের পক্ষিগণ নিরুপদ্রবে সুবিশ্বস্তভাবে কুলায়মধ্যে অবস্থিত। ইহার ফল যখন সুপক্ক হইয়া নিপতিত হয়, তখন উপান্তস্থিত (নিকটবর্ত্তী) মৃগাদি তদ্ভক্ষ-ণার্থ আগমন করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করে ২১।২৬। ভ্রমরগণ যেন অরিগণের ভয়ে চুপ করিয়া পুষ্পগুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবমণ্ডিত পুষ্পগুচ্ছ সমূহের সুগন্ধে সমুদায় বন আমোদিত। চতুর্দ্দিক্ পুষ্পপরাগ ও ফলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অধিক কি বলিব, এই তরুশ্রেষ্ঠের এমন পত্র নাই, যাহা তত্রত্য প্রাণিগণের উপকারী নহে। মৃগগণ বিশ্বস্ত-ভাবে ইহার গলিত (পতিত) পত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং পক্ষিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে ইহার প্রত্যেক কচ্ছপ্রদেশে (কচ্ছ=পত্রের নিম্নভাগ) নিলীন রহিয়াছে ২৭।৩০।

অশেষগুণবিশিষ্ট তাদৃশ বৃক্ষ দেখিতে আরম্ভ করিলে আমার পক্ষে সেই তমস্বিনী মহোৎসবসদৃশী আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছিল। অনন্তর আমি হৃষ্টচিত্তে কিয়ৎকাল সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া পরে মহাত্মা দাশূরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মহামতি দাশূরের সেই সর্ব্বগুণাকর শিষ্যকে বিজ্ঞানালোকরম্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানও করিলাম ৩১।৩২। তাহাতে সেই বনদেবীর পুত্র পরম বোধ

প্রাপ্ত হইল। বিজ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথনে সেই শর্ব্বরী মুহূর্ত্ত-কালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। প্রভাতকালের আগমনে তারকনানিকর অদর্শন প্রাপ্ত হইল। তখন আমি দাশূর মুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরনদীতে গমন করতঃ স্নানাদি স্বাভিমত কার্য্যকলাপ সম্পা-দন করিলাম এবং পুনর্ব্বার নভোমার্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম ৩৩।৩৬।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করি-লাম। মহাত্মা দাশূর যাহা করিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য। জগৎ প্রতিবিম্বতুল্য অসত্য ও অসৎ। জগতের উক্তবিধ রহস্য বিজ্ঞাপনার্থই আমি তোমার নিকট দাশূরাখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি দাশূর মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা অবাস্তব বস্তু পরিত্যাগ ও বাস্তব বস্তু গ্রহণ করতঃ উদারাত্মা হও। তুমি দাশূরসিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা হইতে ব্যর্থ কল্পনাসকল পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করতঃ অচিরাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হও ৩৭।৪০।

দাশূরোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

——()০()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এ সকল কিছু—অর্থাৎ কোন বস্তু—নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি এ সকলের অনুরঞ্জনা পরিত্যাগ কর। যাহা নাই তাহার প্রতি বিচারশীলদিগের আস্থা কি ১? যদি দেখা যায় বলিয়া দেহাদির কোন সত্তা থাকে তবে সে সত্তা তুমিই; কেননা, তুমি আছ বলিয়াই তোমার নিকট সে সকল আছে। অতএব তুমি আপনাতে অবদ্ধভাবনা হও, জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে বদ্ধ করিও না ২। যদি ইহার সত্তা অসত্তা উভয় থাকা অবধারণ কর, তথাপি ভাবনার প্রয়োজন নাই। যাহা চলাচলস্বভাব তাহার ভাবনায় বদ্ধ হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ৩? রাম! যদি জড়-জগতের স্বতন্ত্র অস্তিতা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই ঈদৃশভাবে বিস্তৃত হইয়াছে ৪। ইহা কোন কর্ত্তার কৃতি বা কার্য্য নহে এবং ইহাতে কর্ত্তৃকর্ম্মাদির কোনরূপ ক্রমও নাই। অমুক কর্ত্তা, অমুক কর্ম্ম, এরূপ প্রতীতি আভাসমাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধির বিভ্রাট মাত্র। বুদ্ধির বিভ্রাট বা বিপর্য্যয় আকস্মিক্য৫। অকর্ত্তৃকই হউক আর সকর্ত্তৃকই হউক, তুমি চিত্তে ইহার ভাবনা রাখিও না ৬। আত্মা যখন নিরিন্দ্রিয় তখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মা ইহার কর্ত্তা হন তবে তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব জড়ের কর্ত্তৃত্বের অনুরূপ। (যেমন লোকে বলে, মঞ্চ ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, মঞ্চের শব্দকর্ত্তৃত্ব উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে)। যেমন কাক-পক্ষীর গমনের পর তালফলের পতন দেখিলে লোকে বলে

কাক তাল ফেলিয়া গেল, বস্তুতঃ কাক তাহা ফেলে নাই, সেইরূপ জগৎকেও লোকে আত্মার কৃত বলে, অথচ আত্মা ইহাকে করে নাই। ইচ্ছা, জ্ঞান, যত্ন, এই তিনের দ্বারা যাহা কৃত, তাহাই প্রকৃত কৃত অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তাই প্রকৃত কর্ত্তা। জগৎ কার্য্য সে প্রক্রিয়ায় কৃত বা নিষ্পন্ন না হওয়ায় ইহাকে আকস্মিক ব্যতীত প্রকৃত কর্ত্তৃকৃত বলা যায় না। যাহা কাকতালীয় ন্যায়ে জন্মে তাহা যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ। সুতরাং তাহাতে ভাবের (অস্তিতার) অনুসন্ধান নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ করে না ৭।৮।

হে রামচন্দ্র! বর্ত্তমানে ইহা অনুক্ষণ দেখা যাইতেছে ও ভবিষ্যতেও ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইবে। এ ভাবে (এরূপ দেখা অনুসারে) ইহা আছে ও অবিনাশী। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ইহা নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং ইহার বাস্তব সত্তা নাই। অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে নাই। অপিচ, ইহা সর্ব্বদাই অনু-মানে অবস্থান করে, সুতরাং ইহার বিনাশও অবাস্তব ৯।১০। যখন ইহার বিনাশ ও অবিনাশ উভয়বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয় তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা এক অকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য। যাহা বাস্তব সত্য তাহার কি কখন ক্ষয় আছে? না বিনাশ আছে? থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যিনি আদ্যন্তবর্জ্জিত বিজ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি (পরমাত্মা) কেন ইহাতে বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইবেন? তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভাব ও অভাব উভয় অবস্থান্বিত ঈদৃশ দৃশ্য মূলে একই মিথ্যা হইতে জন্মিয়াছে। ইহা যতই প্রৌঢ়, যতই দীর্ঘ, এবং যতই স্থিরা হউক, আত্মা ইহার সন্নিধানে আছেন বলিয়া ইহার তদনুযায়ী সত্তা বা অস্তিতা আছে। তিনি কর্ত্তা হন হউন, পরন্তু ইহার সহিত একলোল হইয়া দুঃখানুভব করা উচিত

নহে ১১। মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর, তাহা অনন্তকালের নিকট নিমেষের লক্ষৈক ভাগ অপেক্ষাও অল্প ও তুচ্ছ। কেনই বা আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা তাদৃশ শত বৎসরের নিমিত্ত মিথ্যা বিষয়ের অনুগামী হইবেন? যদি এমনও হয় যে, জগতের ভাবসকল (পদার্থ) স্থিরস্বভাব, তাহা হইলেও চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থা করা শোভা পায় না। কেননা, জগতের ভাব জড়, কিন্তু তিনি চেতন। জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সংশ্লেষ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ১২।১৪? যদি ইহাই স্থির হয় যে, জগদ্ভাব অস্থির, অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, তাহা হইলে ত ইহার প্রতি আস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেই পারে না। কেননা ফেনতুল্য নশ্বর পদার্থের প্রতি আস্থা স্থাপন করিলে দুঃখ পাওয়ার স্থিরতাই আছে ১৫। অতএব হে মহাবাহু রাম! জগৎ স্থায়ী হউক, আর অস্থায়ী হউক, ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। ফেনের পর্ব্বত স্থায়ী হউক, আর অস্থায়ী হউক, বুদ্ধিমান লোক তৎপ্রতি অনুসক্ত হন না (তাহাতে আরোহণ করেন না। কেননা, কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা জানা যায় না) ১৬। আত্মা ইহার কারণ সত্য; কিন্তু কর্ত্তা নহেন। দীপ যেমন আলোকের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, তেমনি, আত্মাও জগৎকার্য্যের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, অধিকন্তু তিনি উদাসীন ১৭। সূর্য্য হইতেই দিবস হইতেছে, অথচ সূর্য্য দিবসকার্য্য করিতেছেন না। দিন যাইতেছে কিন্তু রবি যাইতেছেন না। তিনি আপনারই আস্পদে (স্থানে) রহিয়াছেন। যেমন অরুণানদীর জলের আবর্ত্ত, সেইরূপ এই জগতের স্থিতি ও বিস্তৃতি *। হে রাঘব! যদি

* অরুণানদীর তীর স্বভাবতঃ শিলাসঙ্কটযুক্ত। পরন্তু সেরূপ শিলাসঙ্কট সম্বন্ধে সে উদাসীন। অর্থাৎ সে তাহা করে নাই। তদীয় জলের পরিমাণাদিও নিম্নানুসারী, সে পক্ষেও সে উদাসীন। অর্থাৎ তাহাও সে করে নাই। কিন্তু তাহার তাদৃশ তীর ও জলের প্রপূরণ

তুমি প্রমাণপরিশুদ্ধ চিত্তে নিপুণ হইয়া ঐরূপ বিচার ও অবধারণ করিয়া থাক, তথাপি তোমাকে বলি, তুমি পদার্থ ভাবনা করিও না। কে অলাতচক্রের, স্বপ্নের ও ভ্রমের ভাবনা করিয়া ক্লেশ পায় ১৮।২১ ? জীব আপনা-আপনি আকস্মিক ভাবে আসিয়াছে, সেজন্য সে সৌহার্দ্দের পাত্র নহে। ভ্রান্তিজনিতদৃশ্যের প্রতি কাহার সৌহার্দ্দ থাকে ? যেমন শীতকাতর ব্যক্তি উষ্ণভ্রান্তিময় চন্দ্রে, তাপার্ত্ত ব্যক্তি শীতলভ্রান্তিযুক্ত অর্কে ও তৃষ্ণার্ত্ত জীব মৃগতৃষ্ণিকা-জলে আস্থা ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় তোমারও জগতের আস্থা ত্যাগ করা উচিত। যেমন সঙ্কল্পপুরুষ, স্বপ্ন, যেমন দ্বিচন্দ্রভ্রম, তেমনি এই জগদ্ভাব। অতএব তুমি যে হও সে হও, কিছুমাত্র ভাবিবে না, এবং অন্তরস্থ এই সকল দৃশ্যের ভাব ভাবিও-না। ভাবনা পরিত্যাগ করিবে এবং লীলাসহকারে বিহার করিবে। যেমন ইচ্ছারহিত দীপের সন্নিধান মাত্রে আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত রত্নের সন্নিধানে অন্ধকার তিরোহিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত সূর্য্যের সন্নিধানমাত্রে জগৎ-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন মেঘের উদয়-কালে নিরিচ্ছ কুটজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছারহিত দেবের সত্তাসন্নিধান মাত্রেই এই জগৎ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই মনে করিতে হইবে যে আত্মা ইচ্ছারহিত, সুতরাং অকর্ত্তা এবং তাঁহার সন্নিধান আছে, তাই সে ভাবে তিনি কর্ত্তা। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রি-য়ের অতীত বলিয়া তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন। আবার

উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ ঘোরতর আবর্ত্ত জন্মে। তাই বলিয়া কি উক্ত নদী আবর্ত্তের কর্ত্তা হইল ? এইরূপ মনে করা উচিত যে, কোন এক প্রকার আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত্ত জন্ম লাভ করিয়াছে, অরুণা তাহা করে নাই। এইরূপ, চিৎ ও জড় দুয়ের সন্নিধানে এই অযথা ও আশ্চর্য্য দৃশ্য (জগৎ) আকস্মিকভাবে জন্ম লাভ করিয়াছে মাত্র, আত্মা ইহা করেন নাই। আত্মার উপর কর্ত্তৃভার স্থাপন করা নিতান্ত অযুক্ত।

সন্ময় এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হওয়ায় কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন ২৩।৩২। হে অনঘ! আত্মাতে উক্ত প্রকারে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে। উভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা তোমার শ্রেয়োলাভ হয়, তুমি তাহারই আশ্রয় লও, অর্থাৎ তাহাই স্থির কর ৩৩। যদি তুমি "আমি কর্ত্তা নহি" এইরূপ ভাবনাকে সুদৃঢ় করিতে পার তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি তাহাতে লিপ্ত হইবে না। যাহার আমি কর্ত্তা নহি, কিছু করি না, এইরূপ নিশ্চয় আছে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি হেতু তাহার ভোগসংশক্তি জন্মে না ৩৪।৩৫। লোকে দেখে বটে যে, যেন সে ভোগ করিতেছে বা ভোগ ত্যাগ করিয়াছে, পরন্তু উক্ত উভয় ভাবেই সে অনাসক্ত। তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ ভোগসমূহ করুক বা না করুক, তাহার নিকট উভয় পক্ষই সমান। তাই বলিতেছি, "আমি অকর্ত্তা" নিত্য এইরূপ ভাবনায় চিত্ত রাগ-হীন হইলে সর্ব্বত্র এক সমতারূপ পরমামৃত অবশিষ্ট বা বিদ্যমান থাকে। আর যদিও "আমিই সমস্ত করিতেছি" এইরূপ মহাকর্ত্তৃতা অবলম্বন কর, (ব্রহ্মের ন্যায়) তাহা হইলে সে ভাবও মন্দ নহে; প্রত্যুত তাহাও উত্তম। কেননা, তাহাতেও শ্রেয়োলাভ হইবে। আমিই জগতের এক-মাত্র কর্ত্তা, ইহাতে অন্য কর্ত্তা নাই, অন্তরে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে রাগদ্বেষাদি থাকার সম্ভাবনা কি? আমি জগতের কেহই নহি, স্বাভাবিকী নিয়তির দ্বারাই আমি এরূপ হইয়াছি, আমার এই দেহ অন্য কর্ত্তৃক জাত, অন্য কর্ত্তৃক লালিত, অন্য কর্ত্তৃক পালিত ও অন্য কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেছে, অন্তরে এরূপ অকর্ত্তৃভাব দৃঢ়ীভূত হইলেও হর্ষা-মর্ষক্রমের সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র আমারই সুখাসুখ বিস্তারের নিমিত্ত আমিই এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, অন্তরে এরূপ এককর্ত্তৃভাব দৃঢ়তরীভূত হইলেও খেদোল্লাসাদি তিরোহিত হয় ৩৬।৪১।

ঐরূপ এককর্ত্তৃতার দ্বারা খেদোল্লাসাদি বিলীন হইলে একমাত্র সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্যপরা সমতায় যাহার চিত্ত অবস্থিত, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনই জন্মমরণ-দুঃখে নিপতিত হয় না। অথবা হে রাঘব! তুমি কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয় পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর। "এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহা করিতেছি, আমি উহা করিতেছি না" জনগণ স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই ঐরূপ ভাবময়ী দৃষ্টির অনুসন্ধান করে। আমি দেহী, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যাহারা দেহে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই স্থিতিকে কালসূত্র নামক নরকে স্থিতি, মহাবীচি নামক নরকের বন্ধনী ও অসিপত্রবন নামক নরকের সংস্থিতি বলিয়া জানিবে। অতএব সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইলেও যত্নসহকারে ঐরূপ স্থিতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষেমাকাঙ্ক্ষিগণ ঐরূপ কুক্কুরমাংসবাহিনী চণ্ডালিনীসদৃশা মাংসভার-বাহিনী দেহস্থিতি হইতে দূরে অবস্থান করেন। এই অনর্থদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরিহার করিতে পারিলে দৃষ্টি তখন মেঘহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় পরম নির্ম্মলা হইয়া প্রকাশ পায়। তখন সেই বিমল দৃষ্টি দ্বারা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় ৪২।৪৮। হে সাধো! আমি কর্ত্তা নহি, এই দেহাদি আমার নহে, তুমি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করতঃ অবস্থান কর; অথবা আমিই একমাত্র কর্ত্তা, সমস্ত জগৎই আমি, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হও। অথবা আমি কে? আমি কেহই নহি, এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পদজ্ঞ উত্তম সাধুগণ যে পদে অবস্থান করেন, সেই পরম পদের আশ্রয় গ্রহণ কর ৪৯।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(০)(—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিলেন, আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা ও অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা, কিছু না করিলেও ভূতকৃৎ, বুঝিলাম, তাহাই সত্য ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ১। তিনি উক্ত প্রকারে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বগামী। এই পৃথিবীতে যেমন চতুর্ব্বিধ জীব-শরীরের অবস্থান, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় দেবে এই সকলের ও ভুবনের অবস্থিতি; অথচ তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ২। এ রহস্য আমি এখন আপনার উক্তিপরম্পরা শ্রবণে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি ৩। সত্য বটে, সেই দেব উদাসীন ও নিরিচ্ছ; সুতরাং তিনি কোন কিছু করেন না এবং ভোগও করেন না, তথা তাঁহারই সত্তায় সমগ্র লোক সত্তা প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত, এ ভাবে তিনি করেন এবং ভোগও করেন, এরূপ বলা যায় ৪। কিন্তু হে ভগবন্! উহা ছাড়া আমার হৃদয়ে আর এক মহান্ সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। অতএব, সূর্য্য যেমন আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার ন্যায় উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় দূরীভূত করুন ৫। হে ব্রহ্মন্! "ইহা সৎ, ইহা অসৎ, তাহা এই, এই আমি, ইহা আমি নহি," ইত্যাদিবিধ অজ্ঞানমূলক কল্পনাজাল সেই একাদ্বয় পরব্রহ্মে কিরূপে স্থান লাভ করে? যেমন সূর্য্যে অন্ধকারের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ তেমনি ব্রহ্ম সূর্য্যেও ঐরূপ ঐরূপ আজ্ঞানিক কল্পনাও যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাই আমার জিজ্ঞাস্য—নিতান্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মায় প্রথম কল্পনা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ৬।৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সিদ্ধান্তকালে তোমার এই প্রশ্নের এমন অকাট্য উত্তর প্রদান করিব যাহার দ্বারা তুমি ঐ তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিবে ৮। রাম! যত দিন না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, তত দিন তুমি এরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বোধগম্য করিতে পারিবে না ৯। রাম! যেমন যুবকেরাই কান্তাগীতবাক্য শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, সেইরূপ, নির্ম্মলাশয় পুরুষই ঐরূপ প্রশ্নের সদুত্তর গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র ১০।

অনুরাগকথা বালকের নিকট বৃথা হয়। তাহার ন্যায় অর্দ্ধবোধবান্ ব্যক্তির নিকট উদার কথা বৃথা হইয়া থাকে ১১। শরৎকাল উপস্থিত হইলে তখন নাগরঙ্গ প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে দেখা যায়, বসন্তকালে নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ, পুরুষের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণের ফলাফলও সময়-সাপেক্ষ ১২। রং যেমন নির্ম্মল বস্ত্রে উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, মলিন বস্ত্রে নহে, তাহার ন্যায়, উদার বিজ্ঞান-কথাও পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, মলিন বুদ্ধিতে নহে ১৩। আমি ইতিপূর্ব্বে একবার এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি; কিন্তু বিস্তৃতরূপে বর্ণন না করায় তুমি তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই ১৪। যখন তুমি আপন আত্মজ্ঞানে আপনাকে অবগত হইতে পারিবে, তখনই তুমি স্বয়ং ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবে ১৫। যখন তুমি বোধপ্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মায় অবস্থান করিবে, তখন আমি সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইব এবং তখনই এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারক্রমে বর্ণন করিব। রাম! আত্মা, অর্থাৎ বুদ্ধি সুপ্রসন্ন হইলেই তদ্দ্বারা আপনাকে জানা যায়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তিনি কর্ত্তা কি অকর্ত্তা, তাহার বিচার-প্রণালী বলা হইল। বলা হইল বটে, কিন্তু যাবৎ অখণ্ডব্রহ্মাত্মভাবের উদয় না হয় তাবৎ বিচার করিলেও বাসনা ক্ষয় হয় না। সেজন্য বাসনা ক্ষয়ের কতিপয় উপায় বর্ণন করি, প্রণিহিত হও১৬।১৮।

বৎস রাম! বাসনার দ্বারাই বন্ধন, এবং বাসনার ক্ষয়েই মোক্ষ। অতএব প্রথমে তুমি সংসার-বাসনা পরিত্যাগ কর, পশ্চাৎ মোক্ষ কামনায় বাসনাকে (সংস্কারকে)ও পরিত্যাগ করিবে ১৯। বাসনা বিনাশের প্রথম পীঠিকা বৈরাগ্য। সুতরাং প্রথমতঃ যাহাতে তামসী বাসনা অর্থাৎ দুর্গতিজনক তমঃপ্রধান ও মনুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা পরিত্যাগ হয় তাহার চেষ্টা করিবে। পরে মৈত্র্যাদি বিষয়ক নির্ম্মল বাসনা অবলম্বন করিবে। * তৎপরে সে বাসনাও পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বাসনাতৎপর হইবে। যখন তুমি মন ও বুদ্ধি-সমন্বিত চিদ্বাসনাকেও বিলীন করিতে পারিবে তখন তুমি নিরবচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তি-পদে স্থিত হইতে পারিবে ২০।২২। অতএব, যাহাতে তুমি প্রাণস্পন্দন, কল্পনা, কাল, প্রকাশ ও তিমিরাদি, ইত্যাদিবিধ বাসনাবাসিত বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে ও সমূল অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়া ব্যোমের ন্যায় প্রশান্তমনোবৃত্তি, সুতরাং কেবল চিন্ময় হইতে পার, তাহার যত্ন করিবে ২৩।২৪। হে মহামতে! যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত ভাবাভাব উন্মূলিত করিয়া অব্যগ্র অবস্থায় অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই পরমেশ্বর ২৫। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা বিতাড়িত করিয়াছেন, পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সমাধি বা অন্যান্য কার্য্যাদি করুন বা না করুন, মুক্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহার মন হইতে বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করি-

---

* দুর্গতিজনক বাসনা=নরকোৎপাদক কর্ম্মের ইচ্ছা অর্থাৎ পাপাচরণে প্রবৃত্তি। মানুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা=সকাম কর্ম্মে অথবা পুণ্যপাপ-মিশ্রিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি। নির্ম্মলবাসনা=নিষ্কাম কর্ম্মে স্থিতি এবং যোগশাস্ত্রোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই গুণচতুষ্টয়ে সুসিদ্ধ। সর্ব্বভূতে দয়ার নাম মৈত্রী, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার নাম করুণা, তাহাদের সুখে সুখী হওয়ার নাম মুদিতা এবং তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততায় উদাসীন থাকারই নাম উপেক্ষা।

লেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, এবং কর্ম্ম না করিলেও অকরণজনিত প্রত্যবায় প্রাপ্ত হন না। অধিক কি বলিব, তিনি সমাধি ও জপাদি দ্বারাও ফল প্রাপ্ত হন না ২৬।২৭। পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল বিচারের পর এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, বাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে কদাচ উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ২৮। দশদিক্ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া অনেকে অনেক দেখেন বটে, কিন্তু বস্তু দেখেন, এরূপ লোক কয়টী লোক ২৯? যিনিই হউন, তাঁহারা যাহা দেখেন তাহা অবিদ্যমান। অর্থাৎ যাহা দেখেন তাহা নাই। মনুষ্য প্রায়ই বহিঃপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহারা বাহিরে ইষ্ট ও অনিষ্ট এবং তদ্দ্বয়ের প্রাপ্তি ও পরিহার উদ্দেশে চেষ্টিত হয় ৩০। তাহারা যাগযজ্ঞ, দান, হোম, পূজা, পরোপকার প্রভৃতি যে-কিছু কার্য্য করে সমস্তই তাহারা দেহপ্রেমের প্রেরণায় করে, আত্মানন্দের জন্য নহে ৩১। কি পাতালে, কি ব্রহ্মলোকে, কি স্বর্গে, কি বসুধাতলে, কি অন্তরীক্ষে এরূপ প্রাজ্ঞ অতি বিরল, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি অসদুত্থিত নিশ্চয়-পরম্পরা বিগলিত হইয়াছে। জনগণ ত্রিভুবনের রাজত্ব প্রাপ্তই হউক, জলধর মধ্যেই প্রবেশ করুক, অথবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করুক, আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত কুত্রাপি বিশ্রান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত মহামতি জরা ও জন্ম বিনাশার্থ ইন্দ্রিয়রূপ মহাশত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তাঁহারাই পূজ্য ৩২।৩৫।

স্বর্গ বল, পাতাল বল, ভূতল বল, যে স্থানে যাও সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত পাইবে, ষষ্ঠবস্তু পাইবে না, সুতরাং কোন্ মহাত্মা স্বর্গে বা মর্ত্তে গিয়া রতি প্রাপ্ত হয় ৩৬? প্রাজ্ঞ লোক তত্ত্বযুক্তির সহিত বিচরণ করেন, তাই তাঁহাদের নিকট সংসার গোষ্পদ তুল্য। অজ্ঞ লোক সেরূপে বিচরণ করে না, সেই কারণে তাহারা দেখে, সংসার উন্মত্ত মহার্ণব তুল্য ৩৭।

যাঁহাদের চিত্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্বগোলকের ন্যায় অতিক্ষুদ্র, সুতরাং সমস্তই তাঁহাদের প্রাপ্ত; প্রাপ্তব্য কিছু নাই। সেজন্য তাঁহারা দান, আদান, ভোগ, কিছুই করেন না ৩৮। হে রামচন্দ্র! যাহাদের বুদ্ধি মহতী নহে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সমস্ত আধি-স্বরূপ। এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মূঢ়গণ যে লক্ষ লক্ষ প্রাণিবিনাশন সমরাদি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সেই কার্য্যকে ও তাহাদিগকে ধিক্ ৩৯।৪০। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, স্বর্গাদির দ্বারা আত্মার কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি হয় না। সুতরাং ত্রিজগৎ প্রাপ্তে তাঁহার কি বল বৃদ্ধি হইবে ৪১? এক দিকে শৈলশতব্যাপ্ত ও অপরদিকে জলব্যাপ্ত এই পৃথিবী পরিমাণে কতটুকু যে তদ্দ্বারা সর্ব্বত্যাগী বিপুলাশয় মহাপুরুষের মানসোদর পূরণ করিতে পারে ৪২? এ জগতে, পাতালতলে ও স্বর্গলোকে এমন কিছু নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞগণ প্রয়োজন বোধ করিবেন ১৩।

হে মহামতে! একতাপ্রাপ্ত, বিগলিতমনা, ব্যোমবৎ বিস্তৃত, স্বস্থ ও আত্মরত আকাশকোটরসন্নিভ অপার, অপর্য্যন্ত ও অতিবিস্তৃত। এ সমুদ্র শরীররূপ নীহারজালে বিবলিত, ত্রিলোকরূপ বিপুল তটে পরিবেষ্টিত কুলাচলরূপ ফেনদ্বারা মণ্ডিত ও সৃষ্টিরাজিরূপ তরঙ্গে রঞ্জিত। ইহা হইতেই অনুত্তম পদরূপ জলধরমণ্ডল সমুত্থিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টিরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারই বিপুল তট-প্রদেশে চিৎসূর্য্যের মহান্ আলোক এবং তাহা হইতেই এই জগৎশ্রীরূপ মৃগতৃষ্ণানদী সমুদ্ভূত হইয়া ঘোর সংরম্ভসহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া কামভোগরূপ তৃণভোজী এবং তৎসৃষ্ট সংসাররূপ অরণ্যে সুরাসুরনরাদি অরণ্যচারী মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, এ সকল তদীয় আলোককণায় আলোকিত, অর্থাৎ প্রকাশিত ৪৪।৪৯। এই বনে কতকগুলি চর্ম্মপুত্রিকা বা পুত্তলিকা (চামড়ার পুতুল) অবোধদিগের বুদ্ধি-

বিনোদনের উপায়-স্বরূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সকল পুত্রিকা (পুত্তলিকা) এক-একটি পেটরা মধ্যে নিহিত বা স্থাপিত। পেটরার অর্গল অস্থিখণ্ড, মস্তককপাল (মাথার খুলি) তাহার পিধান, স্নায়ু তাহার শিকল ৫০।৫১। কিন্তু যাহারা মহাবুদ্ধি ও উদারমনা তাঁহারা ঐ সকল চর্ম্মপুত্রিকা (পুত্তলিকা) হইতে স্বতন্ত্র। বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগসমূহ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না ৫২। জ্ঞানীরা এরূপ অত্যুচ্চ পদে অবস্থান করেন, যে-পদ বা যে স্থান হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদির স্থান পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন ৫৩। লোকপালসকল যে আলোকে সমালোকিত হন, তত্ত্বজ্ঞগণ সেই আলোকে বিরাজ করেন ৫৪।

হে মহামতে! আকাশে অম্বুদের উদয় হয় কিন্তু অম্বুদ আকাশের অনুরঞ্জন করে না। তাহার ন্যায় হৃদয়াকাশে জগদ্ভাব সমুদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা তত্ত্বজ্ঞগণের অনুরঞ্জনে সমর্থ হয় না ৫৫। পূর্ব্বে পার্ব্বতী বহুযত্নেও মহেশ্বরের অনুরঞ্জন করিতে সমর্থা হন নাই, * তাহার ন্যায় এই জগৎশ্রীও তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মুখে নৃত্য করিয়াও তাঁহাদিগকে রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা কেবল মর্কটের ন্যায় অনর্থ নৃত্য করিতে থাকে ৫৬। রাজহংস যেরূপ তুচ্ছ শৈবালে অনুরক্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ এই ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ বিলোল বিষয়সুখভোগে অনুরক্ত হন না। অধিক কি, কোনও জগদ্ভাব তত্ত্বজ্ঞের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না ৫৭।৫৮।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

---

* দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়-কন্যার অপর নাম পার্ব্বতী। যে দিন সতী প্রাণত্যাগ করেন সেই দিন হইতে মহেশ্বর মহাযোগ অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন। এ দিকে পার্ব্বতী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবতাদের অনুরোধে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যত্নবতী হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা পারেন নাই। অধিকন্তু শিবের কোপে কামের বিনাশ ঘটনা হয়। এ ইতিবৃত্ত পুরাণে বিখ্যাত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

———()*()———

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই বিষয়ে বৃহস্পতি-পুত্র কচ যে গাথা (গাথা=শ্লোক-বিশেষ) গান করিয়াছিলেন বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুমেরুর অন্তর্গত কোন এক গহন বনে সুরগুরুপুত্র কচ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিতেছিলেন। অভ্যাসে পটুতা জন্মিলে সহসা একদিন তিনি আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন ১।২। তাঁহার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতে পরিপ্লাবিত হওয়ায় তাঁহার রতি পঞ্চভূত দৃশ্যজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল ৩। তাদৃশ নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত কচ সর্ব্বত্র একমাত্র আত্মাই অবস্থিত, এই রহস্য বা ব্যাপার অবলোকন করতঃ যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রীতমনে হর্ষগদ্‌গদবচনে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন ৪। অহো! আজ আমার করণ, গমন, গ্রহণ, ত্যাগ, সমস্তই স্রক্‌-সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছে। যেমন মহাকল্পে সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হয় তাহার ন্যায় আজ এই বিশ্ব আত্মায় পরিপূর্ণ দেখিতেছি ৫। অহো! আমি দেখিতেছি, সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা, আকাশও আত্মা ও সমস্তই আত্মা। আজ্ আমি আপনা-আপনি নষ্টকষ্ট (যাহার ক্লেশ নাই সে নষ্টকষ্ট) হইয়াছি। বাহিরেও আত্মা, অন্তরেও আত্মা, নিম্নেও আত্মা, উর্দ্ধেও আত্মা, সমস্ত দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সর্ব্বত্রই আত্মা, সমস্তই আত্মময়, ও আত্মাই সমস্ত, আত্মা নহে

এমন কিছুই নাই ৬।৭। আমি এখন আত্মাতেই অবস্থিত। এমন কোন বস্তু বিদ্যমান নাই যাহা আত্মা হইতে অতিরিক্ত। কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থই সন্ময় আত্মারই রূপান্তর। যে হেতু আমিই সমস্ত, সেই হেতু আমার আর কোন কিছুর অভাব নাই; আমি একার্ণবের ন্যায় সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি ৮।৯।

হে রামচন্দ্র! বৃহস্পতিপুত্র কচ সেই কনকাচল সুমেরুর অন্তর্গত কুঞ্জমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘণ্টানিনাদস্বনে ওঁ ধ্বনি করিলেন। যেমন সেই ধ্বনির বিরাম হইল, তেমনি তিনি তুর্য্যপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং বাহ্যান্তরবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার কলনাকলঙ্ক বিগলিত ও প্রাণবায়ুর বৃত্তিনিচয় অন্তর্ব্বিলীন হইল। তখন তিনি বিগতভ্রম, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া মেঘবিহীন শারদাকাশের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন ১০।১২।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

—::—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যাঁহারা অন্নপান বা স্ত্রীসম্ভোগাদিতে কিছুই শ্রেয়ো নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগতে কি বাঞ্ছা করিবেন ১? পশুরা, পক্ষীরা ও অসাধু মূঢ় মানবেরা আদি-মধ্যান্ত-ভঙ্গুর বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত হয় ২। এক দিকে কেশ ও এক দিকে রক্তমাংসাদি। তাহারই সমবায়ে প্রমদাতনু (নারীমূর্ত্তি)। যাহারা তাহাই বাঞ্ছা করে, তাহারা নরগর্দ্দভ ৩। কুকুরেরাই তাহা পাইয়া পরিতুষ্ট হয়, যাহারা প্রকৃত মানব, তাহারা নহে। সমুদায় মহী মৃত্তিকাময়ী, সমস্ত তরু কাষ্ঠময়, এবং সমুদায় দেহ মাংসময় ৪। নীচে মৃত্তিকা, এবং পৃষ্ঠে আকাশ, ইহাতে এমন কি অপূর্ব্ব বস্তু আছে—যাহা সুখ দিতে পারে? সমস্তই ইন্দ্রিয় স্পর্শের অনুসারী, বিবেকের নিকট ভঙ্গপ্রবণ, সুতরাং কেবলমাত্র মোহপ্রদ, অবিচার-রমণীয় ও ব্যবহার মাত্রের আস্পদ। বলা বাহুল্য যে সমস্তই পরিণাম-বিরস ৫।৬। যেমন দীপের মালিন্য কজ্জল, তেমনি ভোগের মালিন্য দুঃখ। মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মাত্রই দুঃখপ্রদ, আগমাপায়ী, সুতরাং অনিত্য ৭। বিষয়-সম্পদ পুনঃ পুনঃ ভোগে ভোগে হস্তিপদ-বিদলিত লতার ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অহো! মোহের কি অদ্ভুত ক্রম! যাহারা অস্থিরচিত্ত তাহাদিগকে রক্তমাংসময়ী পুত্তলিকাকে দেহভ্রমে আলিঙ্গন করাইতেছে (তাহাতে আমার আমি ইত্যাকার অভিমান জন্মাইতেছে)। হে রাঘব! যাহারা অজ্ঞ তাহাদের নিকট ঐ সকল স্থির, সত্য ও সুখের স্থান। কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট এ সমস্তই অস্থির, অসত্য ও অতুষ্টির স্থান। এই দৃশ্যজাল অতি দুরন্ত বিষ। এ বিষ ভক্ষণ না করিলেও ইহার স্মরণ (ভাবনা) বিষমূর্চ্ছা প্রদান করে ৮।১০। সেইজন্য তোমাকে

পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভোগের আস্থা দূরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মগতির ভজনা কর। আত্মময়ী ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে বিষয়ভোগ নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয় না। চিত্ত যখন অনাত্মভাবনায় স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, তখনই এই জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ব্রহ্মও অনাত্তভাবনায় কল্পিত বৃহদ্বপু প্রাপ্ত হন ১১।১২।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ * প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ক্রমে অর্থাৎ কোন্ প্রণালী অবলম্বনে এই জগৎকে চতুর্ব্বিধ জীব সৃষ্টির দ্বারা নিবিড়িত করেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই প্রথম শিশু পদ্মযোনি বিরিঞ্চি পদ্মকোষরূপ শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়াই "ওঁ ব্রহ্ম" এই শব্দ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ব্রহ্মা নাম হইয়াছে। তখন ইহার আকৃতি কোটী কোটী সঙ্কল্পময় মনের সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে তিনি আপনার কল্পনায় আপনার চতুর্ম্মুখতা নিষ্পাদন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পর পর সৃজন করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ১৩।১৫। তাহাতে প্রথমতঃ মহাপ্রভাযুক্ত সুতরাং আলোকপ্রধান ও সর্ব্বনভোব্যাপী এক মহাতেজ আবির্ভূত হইয়াছিল। শরৎকালের অবসানে তুষারধবল লতাচক্র যেমন দিগ্‌বিভাগ পরিবেষ্টিত

* পূর্ব্বকল্পীয় উপাসকের ব্যষ্টি অভিমানী মন সমষ্টি উপাসনায় (আমিই সব, এই ভাবের উপাসনায়) দৃঢ়তার দ্বারা আপনার ব্যষ্টিত্ব দূর করিয়া সমষ্টিতায় পরিণামিত হইয়াছিল। পরে কল্পারম্ভকালে সেই উপাসনাসিদ্ধ সমষ্টি মন প্রথমতঃ বিরিঞ্চি অর্থাৎ প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা হইয়া কথিত প্রকারে আবির্ভূত হন। হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্য সৃজন করেন। সূর্য্য সৃজনের পর অগ্নি ও অন্যান্য তেজ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃজন করেন। এ সকল তাঁহার মানসী সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই ঐ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় অঙ্গ হইতে শতরূপা প্রভৃতি নারী সৃজিতা হয়। নারী সৃজনের পর রৈতসী সৃষ্টির আরম্ভ। পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃতের বা শুভাদৃষ্টের অনুবলে ব্রহ্মপুত্রদিগের বিনা রেতে জন্ম হইয়াছিল। সেরূপ শুভাদৃষ্ট না থাকায় অন্যের সেরূপে জন্ম হয় নাই ও হইতেছে না। অন্যান্য পুরাণে এই সৃষ্টির বিষয় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা—ব্রহ্মার মানস-পুত্রের ন্যায় মানসী কন্যাও কতকগুলি হইয়াছিল তৎপরে আর তিনি মানস মানসী পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন নাই।

করে তাহার ন্যায় সেই মহাতেজ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে সেই মহাপ্রভ তেজের উভয় পার্শ্ব দিয়া শত শত তেজ বিচ্ছুরিত (নির্গত) হইতে লাগিল। পক্ষীরা পক্ষ বিস্তার করিলে যেমন তাহাদের পক্ষে শত শত ক্ষুদ্র পালক গ্রথিত থাকা দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় মনোব্রহ্মার উভয় ভাগ হইতে বিনিঃসৃত সেই সকল মহাতেজ যেন সেইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্থাৎ সেই মূল তেজোমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে কদম্বগোলকে কেশরের ন্যায় অসংখ্য কিরণ গাঁথা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সেই সকল বিপ্রসৃত তেজ অসীম, পিঞ্জরবর্ণ, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় ভাস্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় নির্ম্মল ১৬।১৭। পদ্মজ ব্রহ্মা তাহার মধ্যগত হওয়ায় তিনি সেই প্রভাজালাত্মক মণ্ডলকে আপনার শরীর বলিয়া স্থির করিলেন। তেজোমণ্ডলমধ্যগত সেই দেব অদ্যাপি পিণ্ডাকৃতি দিবাকর হইয়া লোকের প্রত্যক্ষ হইতেছেন ১৮।২১। অনন্তর তিনি সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মাণের পর অন্যান্য তেজোমণ্ডলও সৃজন করিলেন। অগ্নিনামা তেজ সেই সূর্য্যাংশুর প্রান্তস্থিত ২২। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত তেজের অংশ-বিশেষ হইতে তদীয় সঙ্কল্পে মরীচি প্রভৃতি অবান্তর প্রজাপতি জন্মিলেন। তাঁহারাও পদ্মজের সঙ্কল্পে পদ্মজের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প ও তুল্যক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁহারা যখন যেরূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাহাতেই ক্রমে বর্ত্তমান ভূতগণের, অর্থাৎ প্রাণিগণের আদিপুরুষ সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ২৩।২৪। পরে মৈথুনধর্ম্মের দ্বারা সেই সমস্ত ভূতগণের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। * বহুল প্রজার সৃজন হইল দেখিয়া

* প্রলয়কালে সমুদায় জীব ব্রহ্মে বিলীন ছিল। পরে পুনঃ কল্পারম্ভকালে কতকগুলি জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও মানসী পুত্রীরূপে আবির্ভূত হইল। এবং কতকগুলি ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতাকাশে কিছুকাল থাকিয়া স্থূল ভুত সৃষ্টির পর সমুদায়ের সমবায়ে রক্তমাংসাদিময় শরীর গ্রহণে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের দ্বারায় মৈথুন ধর্ম্মের ও তাহা হইতে পুত্র পুত্রীর জন্মারম্ভ হয়।

তাহাদের নিমিত্ত পূর্ব্বকল্পাধীত বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশপ্রাপ্ত করিলেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ীক্রমে যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে লাগিল এবং অন্যান্য শাস্ত্র-মর্য্যাদাও স্থাপিত হইল ২৫।

এইরূপে সেই বিশ্ব বৃংহণ কর্ত্তা মনোব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণসম্পন্ন বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত করিয়াছেন। ইহা সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নানাবিধ লোক, মেরু, মেরুপীঠ, সুখ, দুঃখ, জরা, জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি, রাগ, দ্বেষ, উদ্বেগ ইত্যাদি বহুভাবে পরিপূর্ণ ২৬।২৮। তিনি আদিসর্গে যে যে বস্তুর কল্পনাময়ী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা দৃষ্ট হইতেছে ২৯। হে রামচন্দ্র! তুমি ভাবিয়া দেখ, যখন ইহা মনোরূপ পদ্মজের সঙ্কল্প-সমুদ্ভূত, তখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একমাত্র সঙ্কল্পদ্বারাই এই জগজ্জাল ও দেশকালক্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবগণও সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন হইয়া নিয়তির নিয়মে অবস্থান করিতেছেন। অতএব, মোহই এ সকলের স্থিরতা বুদ্ধির-মূল। অধিক কি বলিব, জগতের সমুদায় কার্য্যই সঙ্কল্প হইতে প্রসূত। পদ্মাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থ যখন যাহা চিন্তা করেন তখনই তাহা তাঁহার মনঃ-স্পন্দে অর্থাৎ সঙ্কল্পে সৃষ্ট হয়। এবং উক্ত ক্রমেই এই বিচিত্রব্যবহার-ময়ী সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও শৈল, সাগর, পাতাল, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্তই তদীয় সঙ্কল্পিত সৃষ্টির কোটরে অবস্থিত ৩০।৩৫। সেই পদ্মজ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকে আপ-নারই সঙ্কল্পজাল-সমুত্থিত, সুতরাং মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া জানেন, তখন আর তিনি সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি হইতে বিরত হন। আমি আর এরূপ বিকল্প কল্পনা করিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অনর্থসঙ্কুল কল্পনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনিই আপনাকে অনাদি অনন্ত পরম মহৎ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন ৩৬।৩৭। তখন তাঁহার মনো-

বৃত্তি বিগলিত ও অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং তিনি স্বয়ং নির্ম্মল পরম প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ হইয়া বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় অপার অপর্য্যন্ত নির্ম্মল শান্ত আত্মায় পরম সুখে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি কখন সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টিকল্পনা করেন এবং কখনও বা সৃষ্টিকল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত পরমাত্মায় অবস্থান করেন ৩৮।৩৯। সেই প্রভু ভগবান্ কখন কখন ঐরূপে ধ্যান হইতে বিরত হন, এবং কখন বা সুখদুঃখ-সমন্বিত শত শত আশাপাশে বিবলিত এবং রাগ-দ্বেষ-ভয় প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের তত্ত্ব বিচার করেন ৪০।৪১। অনন্তর তিনিই করুণাক্রান্ত হইয়া প্রাণী-দিগের মঙ্গলার্থ বিবিধ মহার্থযুক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পুরাণাদি প্রকট করেন ৪২।৪৩। পরে পুনর্ব্বার আবার তৎপদ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া এই পরম আপদ হইতে উত্তীর্ণ, স্বস্থ ও শান্ত হইয়া অবস্থিতি করেন ৪৪। কমলপীঠস্থ ব্রহ্মা এক এক বার জগচ্চেষ্টা দর্শন ও মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনঃ কেবল আত্মায় অবস্থান করেন ৪৫। সেই সঙ্কল্পপরিহীন পদ্মজ ব্রহ্মা কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে লোকানুগ্রাহী হন ৪৬। অপিচ, ত্যাগ, শরীরগ্রহণ. সৃষ্টিরূপে নানাত্ব, পদ্মে স্থিতি, অন্যত্র অবস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট নানা ভাবের সমারম্ভ (অর্থাৎ মহান্ আড়ম্বর) যে কিছু বলিবে, সকল অবস্থায় বা সকল সময়ে তিনি পরমার্থকল্পে মুক্ত ও পরিপূর্ণ একার্ণব-তুল্য ৪৭।৪৮। তিনি যে কখন কখন প্রবুদ্ধ হন তাহাও জীবানুগ্রহার্থ৪৯।

হে মহামতে! আমি যে তোমার নিকট এই পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণন করিলাম. এ স্থিতি প্রজাপতিগণ ও দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানসী চিন্তার ফলস্বরূপ, সেই হেতু তাঁহারা প্রোক্ত ব্রহ্মারই অনুরূপ ৫০।৫১। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-সম্পন্ন। পরে তাঁহাদের দ্বারা যাঁহারা সৃষ্ট হন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সুর, কেহ যক্ষ, তাঁহারা উপদেশ শ্রবণ

মাত্রে ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ ৫২।৫৩। ফল কথা এই যে, দেব হউক, আর মনুষ্য হউক, সকলেই সত্ত্বগুণানুসারে মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। তথা সত্ত্বগুণানুসারে ভোগলম্পট ও ভোগবিমুখ হন। মোক্ষও তদনুসারে শীঘ্র ও অশীঘ্র হয়। হে রামভদ্র! এই জগৎস্থিতিকে তুমি এইরূপ জানিবে যে, ইহা স্ফুট, প্রকট ও সঙ্কট, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। স্ফুটকর্ম্ম=জ্ঞানবহুল কর্ম্ম ও তপস্যাদি কর্ম্ম। প্রকট কর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ যাগ-যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম। সঙ্কটকর্ম্ম অর্থাৎ অধোগতির কারণীভূত অবৈধ কর্ম্ম। মিশ্রকর্ম্মও এতন্মধ্যে নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানিবে। ঐ সকল কর্ম্মের অনুসরণ, তজ্জনিত বিবিধ প্রারব্ধের উৎপত্তি, সে সকলের বেগ, তদনুযায়ী আহার-বিহার, ক্রীড়া-কৌতুক, তদ্ঘটিত ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির উদয় বা উত্তেজনা, তদ্ঘটিত ব্যবহার-পরম্পরা, এবং ক্রমে এই অনীকত্রয়যুক্ত সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনায় পরব্রহ্মে আবির্ভূত ও স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে ৫৪।৫৫। *

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অনীক ত্রয়ের বিবরণ এই যে, প্রথম বিধ্যনীক অর্থাৎ মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি। তৎপরে মিথুন ধর্ম্মে প্রজাত সুরানীক, অর্থাৎ দেব গন্ধর্ব্ব ও যক্ষপ্রভৃতি। তৎপরে তৃতীয় অনীক মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। এতন্মধ্যে প্রথম অনীক উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে, এই অনীক ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মানস পুত্র। সেই কারণে উৎকৃষ্ট। এই অনীকে সত্ত্বগুণ অধিক এবং সে সত্ত্ব উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতি যৎসামান্য রজস্তমের সম্বন্ধযুক্ত। সেই কারণে এই অনীক স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী। দ্বিতীয় অনীক মধ্যম। কারণ এই যে, ইহারাও সত্ত্ববহুল অর্থাৎ প্রচুর সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ইহারা সেই কারণে সকৃৎ উপদেশে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ। তৃতীয় অনীক অধম। কারণ এই যে, ইহারা রজোস্তমোগ্রস্ত হওয়ায় সহস্র সহস্র প্রযত্ন অবলম্বনের পর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ষষ্টিতম সর্গ

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! কল্পান্তকালে ব্রহ্মলীন জীবেরা (মহাপ্রলয়ে জীবগণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। পরে আবার তাহা হইতে বহিরাগত হয়) ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে প্রকারে বা যে ক্রমে দেহ পরিগ্রহ করে, সে ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মার সমাধিভঙ্গ * হইলে, অর্থাৎ তিনি প্রবুদ্ধ হইলে সৃষ্টির বা কল্পান্তরের প্রারম্ভ হয় ১। অর্থাৎ যেমন পদ্মমধ্যে ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইলেন, অমনি অন্য কল্পের প্রারম্ভ হইল। কল্পের প্রারম্ভ হইল, এ কথার অর্থ এই যে, জীবজগৎ যেন এক অপূর্ব্ব ঘটীযন্ত্র, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার আপন ব্যবস্থায় বা পূর্ব্ববৎ বহমান হইল। কল্পান্তমৃত জীবসংঘ তাহার ঘট, জীবিত-তৃষ্ণা—অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেহ গ্রহণের ইচ্ছা তাহার রজ্জু, দেহে জীবিত থাকা তাহার জল ২। ফলকথা—জীবদিগের পুনঃ আরোহ-অবরোহ অর্থাৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও ঊর্দ্ধগতি অধোগতি হওয়া আরব্ধ হইল।

---

* এ সমাধি পূর্ব্বকল্পের সমাধি। যে উপাসক ব্রহ্মাহমস্মি এবম্প্রকারে সমাধি-মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই উপাসক সে কল্পের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেইরূপেই ছিলেন। তাঁহার তৎকল্পের দেহাদি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাঁহার অগণ্যসংস্কারযুক্ত মনোমাত্র বিদ্যমান ছিল। সমাধি বশতঃ সে মনঃও প্রসুপ্তের ন্যায় বা নাস্তিপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সেই সমাধি বা যোগনিদ্রা অপসৃত বা ভঙ্গ হইল।

ঈশ্বরের প্রথম পুত্র যে ব্যোম অর্থাৎ মনঃসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা, তাঁহারই মধ্য-গত প্রলয়বিলীন ব্যষ্টি মন। সে সকলের মধ্য হইতে কতকগুলি পক্ষীর ন্যায় ভবপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। কতক ব্রহ্মলাভার্থে বিচলিত হইতে লাগিল, কতক অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং কেহ বা সুষুপ্তের ন্যায় তাঁহাতেই বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইল ৩।৪। (অর্থাৎ অসংখ্য জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে একীভূত বা মিশ্রিত-প্রায় হইয়া-গিয়া এক হইয়াছিল, এখন আবার সেই সকল জীব পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞান, কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে কেহ সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কেহ বা বিচ্ছিন্ন হইল না। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল না, তাহারা সেই ব্রহ্মশরীরে বা সমষ্টিমধ্যে থাকিয়া গেল। যাহারা থাকিয়া গেল তাহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকিল, কেহ বা নির্ব্বাণ লাভার্থ সমাধিগত হইয়া থাকিল। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহারাই দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে যাহারা পক্ষীর নীড়-ত্যাগের ন্যায় সমষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বহিরাগত হইল, তাহারা বক্ষ্যমাণ ক্রমে দীর্ঘকাল পরে শরীরী হইয়াছিল এবং যাহারা অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে অযোনিসম্ভব শরীরী হইয়াছিল। মরীচ্যাদি ঋষি সেই অযোনিসম্ভব শরীরী অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র)।

হে রামচন্দ্র! সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় অনাদিমধ্যান্ত (যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই) পরব্রহ্মে জীবসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন কি না ব্রহ্মার কল্পনায় বিস্পষ্ট হওয়া ৫। ধূম যেমন মেঘমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তাহারা, অর্থাৎ সেই সকল জীবেরা প্রথমে ভূতাকাশে প্রবেশ করে। পরে তাহারা আকাশের ও বায়ুর সহিত ক্ষীরনীরের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া যায় ৬। পরে তেজ, জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,

গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রায় সংসৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে বায়ু তাহাদিগকে আক্রম করে। অর্থাৎ বায়ু তখন তাহার প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। (বায়ু যেমন প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি, তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও অন্যান্য ভূত অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।) বিশদ কথা—উক্ত ক্রমে প্রথমে লিঙ্গদেহ জন্মে। এই লিঙ্গদেহস্থ জীবগণ আকাশ ও মারুত কর্ত্তৃক তেজ ও অম্বুযুক্ত ভূতলে আনীত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই তন্মাত্রগণের সহিত সমবেত হয়। এবং বায়ু তাহাদের স্থানীয় হইয়া তাহাদিগকেও বিবশীকৃত করে। পরে আকাশ ও মারুত সমাক্রান্ত প্রাণাত্মতাপ্রাপ্ত জীব সংঘাত সেই মারুতের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণবাতের সহিত মিলিত হয় ও ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করে। তদনন্তর সেই সকল ওষধি দেহিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহাদিগের শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই রেত স্ত্রী-গর্ব্ভে নিষিক্ত হয়, তৎপরে দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক অনভিব্যক্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয় অনীকের উৎপত্তি এবং লিঙ্গশরীরের ও স্থূল শরীরের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ। * এক্ষণে দ্বিতীয় অনীকের

---

* যাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র ও প্রজাপতি (কশ্যপ প্রভৃতি), কেবল তাঁহাদেরই দেহ অযোনিসম্ভব অথাৎ রেত-রক্ত-সম্ভূত নহে। পরন্তু দেহ হওয়ায় দেহের ধর্ম্ম ভক্ষণাদি ও রেতোরক্তাদি সমস্তই তাঁহাদের ছিল। সুতরাং তাঁহারাও শস্যপ্রবিষ্ট বীজ ভক্ষণ করিতেন ও শস্যপ্রবিষ্ট জীবেরা তাঁহাদের দেহেও রেতরূপে পরিণত হইয়াছিল। জীব রেতেই থাকে, স্ত্রীদিগের আর্ত্তব রক্তে থাকে না। সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, জীব রেতেই অবস্থান করে, আর্ত্তব রক্তে নহে। আর্ত্তব রক্ত দেহোৎপত্তির উপকরণ মাত্র। যে রেতে জীব থাকে না, সে রেতে সন্তান জন্মে না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হওয়ার ও প্রত্যেক সংসর্গে সন্তান না হওয়ার ঐ রহস্যই অন্যতম কারণ।

উৎপত্তি-ক্রম বলি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি একই ক্রমে অর্থাৎ প্রোক্ত ক্রমে হইয়া থাকে। তৎপরে তাহারা যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্যের সংস্কারবলে অর্থাৎ স্ব স্ব অদৃষ্টের তেজে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তাহারাই দেবতা ও দ্বিতীয় অনীক। অবান্তর ক্রম এই যে, যাহারা ওষধি বা বনস্পতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফলপুষ্পাদি রূপে পরিণত হয় তাহারা যজমান কর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুত হইয়া আহুতি সমুত্থ ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত এবং সেই ইন্দুকিরণের সহিত রসভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্পবৃক্ষ (দেবলোকের বৃক্ষ) ফলমধ্যে প্রবেশ করে। সে সকল সূর্য্যকিরণদ্বারা পরিপক্ক হইলে দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ভোক্তার শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর দেবীগণের গর্ভে মূর্চ্ছিতপ্রায় ও সুপ্তবাসন (সুপ্তবাসন=অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কার) হইয়া অবস্থান করে। পরে দেবজন্ম পরিগ্রহ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করে। দ্বিতীয় সুরানীকগণের ও তমোগুণযুক্ত রাজস সাত্ত্বিক জাতির অর্থাৎ তৃতীয় অনীকের (মনুষ্যাদির) সৃষ্টি এইরূপ। হে রামচন্দ্র! যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, বটবীজে বট ও মৃত্তিকায় ঘট থাকে, পরে বিবিধ ক্রমে সে সকল বহিরাগত হয়, তাহার ন্যায় প্রোক্ত মহেশ্বর হইতে জীবসকল নানা ক্রমে বহিরাগত হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি অবলোকন করেন নাই, অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, যাঁহারা মরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভোগে বিরত ছিলেন, তাঁহারাই পর-জন্মে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া উদার ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকেন ৭।১৭। ঐরূপ দেবজন্ম ও মনুষ্যজন্ম সাত্ত্বিক জন্ম বলিয়া গণ্য। কিন্তু হে মহাবাহো! যাঁহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভোগলম্পট হন, তাঁহাদিগকে তুমি রাজসসাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। হে রামচন্দ্র!

আমি তোমার নিকট প্রথম জাত বিধ্যনীকের অর্থাৎ পিতামহস্থষ্ট সাত্ত্বিক প্রজাপতিগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না ১৮।২০। রাজসসাত্ত্বিক পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়া যখন সাত্ত্বিকত্ব প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না। তখন সেই সমস্ত মহাগুণশালী দুর্লভ পুরুষগণ জীবন্মুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। যাহারা তামসপ্রধান অর্থাৎ রাক্ষস-পিশাচ তির্য্যগাদি তাহারা, স্থাবরতুল্য জ্ঞানহীন। সেজন্য আত্মজ্ঞান-বিচার তাহাদিগের নিকট বিরাজ করে না ২১।২৫।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

———

একষষ্টিতম সর্গ।

---()০()---

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা রাজসসাত্ত্বিক উপাদানে জন্ম লাভ করেন তাঁহারা নিত্যপ্রমুদিত ও প্রকাশগুণান্বিত ১। আকাশ যেমন সর্ব্বদাই নির্ম্মল তাহার ন্যায় তাঁহারাও অমলস্বভাব; সেজন্য তাঁহারা কদাচ বা কোনও সময়ে খেদ প্রাপ্ত হন না। যেমন সুবর্ণপদ্ম রাত্রিকালেও অম্লান থাকে তাহার ন্যায় তাঁহারা দিবারাত্র অম্লান থাকেন. সমুহ আপদেও ম্লান হন না ২। যেমন পাদপগণ প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, তদ্বৎ তাঁহারাও প্রারব্ধানুযায়ী ভোগ ব্যতীত ভোগান্তরের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্ব্বদা সদাচারে অবস্থান করেন ৩। হে রামচন্দ্র! যেমন শীতলতা হিমাংশুকে পরিত্যাগ করে না, তাহার ন্যায় মোক্ষদায়িনী শান্তিসুধাপরিপূর্ণা তত্ত্বধীরূপা শশাঙ্কসুন্দরী বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না ৪; প্রত্যুত বন্ধুর ন্যায় তাঁহাদিগের অনুগমন করে। সেই সমস্ত সাধুরা স্বভাবতঃ মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সর্ব্বদা বিরাজিত, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বগুণার্ণব। সমুদ্র যেমন মর্য্যাদা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করে না, তাহার ন্যায় তাঁহারাও বেদবিহিত সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। হে মহাবাহো! সেই কারণে তাঁহারা আপদ্‌শূন্য পথে গমন করিতে সক্ষম। যে পথ বা যে পদ নিরাপদ, সেই পথে বা সেই পদে গমন করাই উচিত। যাহা কেবল আপদের সমুদ্র তাহাতে গমন করা উচিত নহে। জগতে এরূপে বিহরণ করিবেক যাহাতে আপদের সমুদ্রে পড়িয়া খেদ

প্রাপ্ত হইতে না হয় ৫।৮। অতএব, তুমিও সর্ব্বাপদ্‌বিবর্জ্জিত রাজস-সাত্ত্বিক পদে অবস্থান করতঃ সর্ব্বখেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহার কর। হে রঘুনাথ! যাঁহারা রজঃক্ষয়যুক্ত সাত্ত্বিক, তাঁহারা যেমন যেমন আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তেমনি তেমনি পুনঃ পুনঃ সৎ-শাস্ত্রার্থ বিচারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিচার-প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই এই বিচিত্র ভাবনিচয়ের উপাদান ও তাহার অনিত্যতা বোধ-গম্য করেন। তদন্তে তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ ঐহিক ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি ও যশঃ কীর্ত্ত্যাদি ও পারলৌকিক সুখভোগের উপযুক্ত স্বর্গ,, বিমান ও অপ্সরঃ প্রভৃতি, এ সকলকে নিতান্তই তুচ্ছ ও আপদ্ স্থান বিবেচনা করেন। তাদৃশী বৈরাগ্যযুক্ত সাধু তখন—আমি কি? এই সংসার-আড়ম্বর কিসে হইল? এই সকল বিষয়ের বিচার করেন, করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ ঐরূপ বিচারে মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়ন হয়, সুতরাং এ সকল অজ্ঞানেরই সন্ততি (বংশ) এইরূপ অবধারণ হয় ৯।১১। সেইজন্য সাধুরা ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা অনন্তজ্ঞানরূপ পরম পুরুষার্থলাভ প্রাপ্তির আশায় আমি কে? এ আড়ম্বর (সংসার) কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তায় রত থাকেন। অপিচ, তাঁহারা সাধুগণের সহিত ঐরূপে ঐ সকল বিচার করতঃ অনর্থসঙ্কুল কার্য্যে মগ্ন হন না এবং তৎসহ বসতি, অর্থাৎ সম্বন্ধ স্থাপনও করেন না ১২।১৩। অতএব, ময়ূর যেমন মেঘের অনুগমন করে, তাহার ন্যায় সংসারস্থ সমুদায় প্রিয় বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু ও সৎসঙ্গের অনুগমন করা কর্ত্তব্য ১৪। ব্যর্থ বোধে অহঙ্কার, দেহ ও সংসারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সত্য তাহারই দর্শনে (ব্রহ্ম দর্শনে) নিমগ্ন হওয়া বিধেয়। অনিত্য দেহের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য চিন্মাত্রের ভাবনাই শ্রেয়স্কর ১৫।১৬।

চিৎ-তত্ত্বই নিত্য তাহা যার-পর-নাই অধিক বিস্তৃত, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, শিবস্বরূপ, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বময় বলিয়া উদাহৃত হয়। সূত্রে যেমন মুক্তা-নিচয় গ্রথিত থাকে তাহার ন্যায় একমাত্র চিৎতত্ত্বে এই ত্রিভুবন গ্রথিত রহিয়াছে ১৭। যে চৈতন্য ভুবনসন্দর্ভে, যে চিৎ ব্যোমমণ্ডলে, যে চিৎ ধরাবিবরকোষে (অর্থাৎ পাতালাদি লোকে) সেই চিৎ অতিক্ষুদ্র কীটে বিরাজ করিতেছে ১৮। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের ভেদ নাই, একই আকাশ ঘটে, পটে তথা অন্যত্র অবস্থিত, সেইরূপ, শরীরাবচ্ছিন্ন চিৎ ও অনবচ্ছিন্ন চিৎ এক বা অভিন্ন। একই চিৎ শরীরে শরীরে ও শরীরের বাহিরে বিরাজ করিতেছে ১৯। যখন সমুদায় জীবেরই তিক্ত-কটু-কষায়াদি বিষয়ে একই অনুভব, তখন আর চিতের বা চৈতন্যের একত্ব পক্ষে সংশয় কি ২০? যখন একমাত্র সদ্‌বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান তখন "এ জাত", "এ মৃত," এ সকল ভাব ভ্রান্ত। যাহা হয় ও যায়, তাহা বস্তু নহে। তাহা আভাসমাত্র ও অনির্ব্বাচ্য ২১।২২। যখন মোক্ষ-কালে এ সকল বিদ্যমান থাকে না, অর্থাৎ এ সকলের অস্তিতা রজ্জু-সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায় এবং এ সকল পূর্ব্বেও ছিল না, তখন ইহা অসৎ। আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন ইহা আমোক্ষ অপ্রশান্ত চিত্ত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে গৃহীত হইতেছে, তখন ইহা সৎ। অতএব, ইহা সৎও বটে, অসৎও বটে। তন্মধ্যে অসৎ পক্ষই বাস্তব এবং সৎপক্ষ কেবল মোহসলিলে উহ্যমান ২৩।২৫।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

——()০()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, ধীর ব্যক্তি প্রথমতঃ বিচারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষের সহিত শাস্ত্রাবলম্বনে শাস্ত্রার্থ বিচার করিবেন। যাঁহার সহিত বিচার করিবেন তাঁহার সৌজন্য ও অলুব্ধতা গুণ থাকা আবশ্যক। তাদৃশ মহাপুরুষের সহিত তত্ত্ববিচার করতঃ যোগাবলম্বী হইলে মহৎ পদ পাওয়া যায় ১।২। যিনি বেদবেদাঙ্গপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা সুজন গুরুর উপদেশে সৎসঙ্গপরায়ণ ও বৈরাগ্যাভ্যাসদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই ভবাদৃশ মহাত্মাই আত্মবিজ্ঞান লাভের ভাজন ৩।

হে মহাবাহো! তুমি সম্প্রতি উদারাচার, ধীর, সদ্‌গুণাকর ও সর্ব্ব-বিভ্রমরহিত হইয়া আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতেছ, ভবভাবনাবিমুক্ত ও সম্বিদ্‌সংযুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মেঘরহিত শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছ, তোমার মন চিন্তামুক্ত, কল্পনামুক্ত, মুক্তবিভাগ ও মুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই ভূমণ্ডলের নরগণ তোমার দৃষ্টান্তে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া তোমার পদবী অনুসরণ করিবে ৪।৭। যাহার মতি তোমার মতির অনুরূপ, যে তোমার ন্যায় সুজন ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তিই আমার অভিহিত জ্ঞানদৃষ্টি লাভের যোগ্য। তাহারা বাহিরে লোকোচিত আহার-বিহারে বিচরণ করিলেও সেই সমস্ত ধীমান্ আত্ম-জ্ঞানরূপ পোতে আরোহণ করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই ৮।৯। হে রামচন্দ্র! যাবৎ দেহ, তাবৎ তুমি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া বাহিরে লোকোচিত আচারে অবস্থান করিবে পরন্তু অন্তরে যেন তোমার এষণা-

ত্রয় (এষণাত্রয়—ধনাদির ইচ্ছা, স্ত্রীপুত্রাদির ইচ্ছা, বিবিধ শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষার ও যশঃ মান উপার্জ্জনের ইচ্ছা) পরিত্যক্ত থাকে ১০। গুণশালী মহাপুরুষেরা যেরূপে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় সেইরূপে পরমা শান্তি লাভ কর। যাহারা শৃগালধর্ম্মী অর্থাৎ পরবঞ্চক শঠ এবং যাহারা শিশুধর্ম্মী, অর্থাৎ অবোধ ও যথেচ্ছাচারী, তাহারা অবিচার্য্য অর্থাৎ তাহাদের কোনও দৃষ্টান্ত স্মরণ পর্য্যন্ত করিতে নাই ১১। তুমি গৃহীত-জন্ম মহাপুরুষদিগের সেই সেই উৎকৃষ্ট স্বভাব ভজনা করিবে ১২। হে প্রাজ্ঞ! জন্তুগণ ইহলোকে উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক, যেরূপ জাতির (অর্থাৎ যেরূপ জন্মবিশিষ্ট লোকের। নীচ জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা উৎকৃষ্ট জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির। অভিহিত নীচতা ও উচ্চতা সত্ত্বরজস্তমোগুণানুসারে গ্রাহ্য।) ভজনা করে, পরলোকে তদ্রূপ জন্মই লাভ করিয়া থাকে। জীবগণ স্বকর্ম্মবশে প্রাক্তন ভাবপরম্পরাই প্রাপ্ত হয়। পৌরুষদ্বারাই যে স্বাভিমত ফল উৎপন্ন হয় তাহা বলা বাহুল্য। জন্তুগণ নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা একমাত্র নীতিশাস্ত্রানুসারী পৌরুষবলে (পুরুষকারের প্রভাবে) কি সসৈন্য পরাক্রান্ত রাজা, কি নিবিড় বনসংকুল ভীষণ পর্ব্বত, সমস্তই নির্জ্জিত হইয়া থাকে ১৩।১৫। কি রাজসী জাতির, কি তামসী জাতির ও কি অন্য জাতির, সকল জন্তুগণই (সকল ব্যক্তিই) ধৈর্য্য সহকারে পৌরুষ অবলম্বন-পূর্ব্বক বুদ্ধিকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় বিষয়ভোগ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই বিবেকবলে শুদ্ধসাত্ত্বিক জাতিতে অবস্থিত ও জীবন্মুক্ত হইতে পারে ১৬।১৮। হে রাঘব! অন্তরস্থ চিত্তরূপ মণিতে যে অবস্থান ও তন্ময়ত্ব, তাহাই উৎকৃষ্ট বিভব ও উত্তম পৌরুষ। গুণশালিগণ সেই পৌরুষ প্রযত্নের দ্বারা সাত্ত্বিক শুভ জাতিত্ব লাভ করতঃ মুমুক্ষু হইয়া

থাকেন। কি পাতালে, কি ভূতলে, কি স্বর্গে, এরূপ দুষ্প্রাপ্য কিছু নাই, যাহা গুণান্বিতগণ পৌরুষবলে প্রাপ্ত না হন।

হে সর্ব্বগুণাভিরাম রামভদ্র! ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, বৈরাগ্য, বেগ-সম্পন্ন ও যুক্তিযুক্ত পৌরুষ অবলম্বন করিতে না পারিলে অত্যন্ত শুভ ফলপ্রদ আত্মতত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে না। অতএব, এক্ষণে তুমি মহাসত্ত্ব-গুণান্বিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বীতশোক হও। তুমি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও বীতশোক হইলে ইহলোকে জনগণ তোমার দৃষ্টান্তানুসারে বীতশোক ও মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, তুমি বিবেক মহিমাযুক্ত সাত্ত্বিক পদ লাভ করতঃ জীবন্মুক্ত হও। আশীর্ব্বাদ করি, ভবসঙ্গরূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন স্থান প্রাপ্ত না হয় ২০।২১।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

স্থিতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।

——০——

উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ সর্গের টিপ্পনী।

বালকাখ্যানের মধ্যে কোন রূপক কল্পনা নাই। আখ্যায়িকাটী এইমাত্র তাৎপর্য্যে অভিহিত যে, বিচারানভিজ্ঞ ব্যবহারিক জীবদিগের জগৎপ্রতীতি বালপ্রতীতির সদৃশ। অর্থাৎ যুক্তাযুক্তজ্ঞানশূন্য বালকেরা যেমন উপকথা শুনিয়া তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে, এবং আখ্যানস্থ পদার্থকে ও আখ্যানকে সত্য মনে করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞ মনুষ্যেরাও, দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দেখা যায় বলিয়া, জগৎকে সত্য মনে করে ও তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে। বস্তু নাই অথচ কথা (নাম) আছে, যেমন আকাশ-কুসুম, তাদৃশ কথা যে জ্ঞান জন্মায়, সে জ্ঞান শাস্ত্রে "বিকল্পজ্ঞান" নামে কথিত হয়। এই বিকল্প জ্ঞান অন্য এক প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। জগৎ বিষয়েও যে কথা বা নামনিচয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ও তজ্জনিত যে জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞানও ঐ বিকল্পজ্ঞান বলিয়া গণ্য। কেননা, জগৎও সত্য পক্ষে নাই। এই মিথ্যা নাম ও মিথ্যা জ্ঞান এত নিরূঢ় যে, সহসা কেহই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইটুকু মাত্র রহস্য আবেদন করা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত এবং তদর্থেই বালকোপাখ্যানের অবতারণা। অতএব, বালকোপাখ্যানে অন্য কোন পদার্থের রূপক নাই, ইহাই টীকাকারদিগের মত। তবে যদি কেহ রূপক কল্পনা করিয়া তাহা ভঙ্গ করতঃ রূপকীয় বস্তু বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে এইরূপ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

সংকল্প, বিকল্প ও তদাত্মক মন এই তিন রাজপুত্র। ইহারা শূন্য নগরের রাজা, অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনার কর্ত্তা। ইহাদের পিতা-মাতা নাই। অর্থাৎ কাহারো জঠরে উৎপন্ন নহে। সুতরাং বিবান্ধব। ইহারা চিন্তাযোগে বহুদূর যায় ও কষ্ট পায়। ইহারা যে তিনটী বিশ্রাম বৃক্ষ পাইয়াছিল, তাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা। তাহারা যে তিন নদী প্রাপ্ত হয় তাহা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই তিন লোক। তাহাদের প্রাপ্ত ভবিষ্যন্নগর পরলোক। তত্রস্থ বন ও গৃহাদি পারলৌকিক ভোগের প্রতীতি। তত্রস্থ ভবন তিনটী মোহ, মহামোহ ও

অতিমোহ অথবা পাপ, পুণ্য ও পাপপুণ্যের মিশ্রণ, কিম্বা অহং মম ইদং এই তিন জ্ঞান। কাঞ্চন স্থালী তিনটী—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কাল। ৯৯ দ্রোণ তণ্ডুল—এগার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপার্জ্জিত সাত্ত্বিকাদি ভেদে ৯৯ প্রকার কর্ম্ম। অর্থাৎ পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক অন্তরিন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা সত্ত্ব, রজোমিশ্রিত সত্ত্ব, তমোমিশ্রিত সত্ত্ব (এইরূপ রজঃ, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃ, তমোমিশ্রিত রজঃ, তথা তমঃ, সত্ত্বযুক্ত তমঃ ও রজোযুক্ত তমঃ) এবং ক্রমে ৯, ইহার এগার গুণ কর্ম্ম অর্থাৎ ৯৯ প্রকার কর্ম্ম কৃত হয়। ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই শরীর অবলম্বনে হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ তিন শরীরকে তিন ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মুখ নাই কথার অর্থ বাক্শক্তি নাই। অর্থাৎ জড়। আত্মার সাহায্য ব্যতীত জড় শরীরের বাক্শক্তি কেন, কোনও ক্ষমতা নাই। উক্ত রাজপুত্রেরা অদ্যাপি তথায় আছে, ইহার অর্থ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত বিদ্যমান থাকে। থাকিলেই প্রবৃত্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ ইহ-পর-লোকে গমনাগমন, শরীর ধারণ, ও ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। এ সমস্তই মায়ার পরিণাম, সুতরাং মিথ্যা।

স্থিতিপ্রকরণের ২৯ সর্গের টিপ্পনী।

প্রথমে উদ্রেক বা উৎপত্তি, পরে তাহার সঞ্চার বা স্থিতি, তৎপরে তাহার বৃদ্ধি, ঘনতা বা গাঢ়ভাব, দেহাত্মাভিমানের এই তিন অবস্থা। দেহাত্মাভিমান উদিত হইয়া যতই বাড়ে ততই জীব আত্মহারা হয়, হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তর অনুভব করে। প্রত্যেক অভিমানেরই উদ্রেক, সঞ্চার, গাঢ়তা, এই অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথম প্রথম কিছু কিছু তেজ থাকে, তাই শারীরিক, মানসিক ও বাচিক ক্ষমতা পরিচালন করিয়া জীব স্বার্থাভিমান চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে সঞ্চার অবস্থায় তেজোহীন হয়। অনন্তর

গাঢ়তা অবস্থায় অবসন্ন হয়। দামাদি অসুরদিগেরও ক্রমিক উক্ত অবস্থাত্রয় হইয়াছিল। তাই তাহারাও প্রথমে শারীরিক বল (১), বীর্য্য (২), শিক্ষা (৩), উৎসাহ, তেজ (৪), প্রয়োগ বা পরিচালনা (৫), সম্প্রয়োগ (৬), অভিযোগ (৭), বিদ্যা (৮), নীতি (৯), নিয়ম (১০), এই ১০ প্রকার এবং মানসিক ঐ দশ প্রকার, তথা বাচিক ঐ দশ প্রকার অনুসারে ৩০ প্রকার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। পরে দ্বিতীয়াবস্থা আসিলে হীনতেজ হইয়াছিল। মানুষ যতই হীনতেজ হয় ততই ছল ও কৌশল লক্ষ্য করিতে থাকে। দামাদি অসুরেরাও হীনতেজ হওয়ায় ছলে বলে কলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহারা দেবতাদিগকে দণ্ড দিতে অক্ষম, কাজেই দণ্ড ব্যতিরেকে সাম, দান, ভেদ, সন্ধি, বিগ্রহ, এই পাঁচ নৈতিক উপায় এবং মায়াযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, অন্তর্ধান, গোপন যুদ্ধ, কুট অস্ত্র, কূট নীতি, বাকৃবিতণ্ডা ও নিষ্ফল দাম্ভিকতা এই ৮ এবং ঐ সকলেরই অবান্তর ব্যাপারে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, যুদ্ধে বৈমুখ্য, অনুৎসাহ, ভ্রান্তি, বৈক্লব্য, ব্যামোহ, দৌর্ব্বল্য, দুশ্চিন্তা, দিগ্‌ভ্রান্তি. এই ১০ এবং তৎপরে তাহারা দেহাভিমানের গাঢ়তায় পাছে আমি মরি, পাছে আমার স্বজন মরে, সেই চিন্তায় ও ভয়ে কাতর হইয়া যুদ্ধত্যাগ, পলায়ন, প্রচ্ছন্নস্থিতি, শরণ লওয়া, যাচ্ঞা করা (মারিও না বলিয়া প্রার্থনা করা), দেশত্যাগ, ধনাদি পরিত্যাগ, জয়েচ্ছা পরিত্যাগ, হীনতা, দীনতা, লঘুতা ও কামুকত্ব, এই ১২ প্রকারই স্বীকার করিয়াছিল। প্রথম অবস্থা ৩০ বৎসর, দ্বিতীয়াবস্থা ৫।৮।১০ দিন, এবং শেষোক্ত অবস্থা ১২ দিন, এ কথার অর্থ উক্ত প্রকারে বুঝিলে অসমঞ্জস হয় না অথবা ঐ প্রকার রূপক বিবেচনা করিলেও অসঙ্গত হয় না, এবং প্রকৃত বৎসর মাসাদি গ্রহণ করিলেও দোষ বা অসমঞ্জস হয় না।

———